বঙ্গদেশে প্রচলিত জাল হাদীস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ। ফুরফুরার পীর
শাইখুল ইসলাম আবুবকর সিদ্দিকীর (রাহ.) নির্দেশে রচিত

ফুরফুরার পীর আল্লামা
আবু জাফর সিদ্দিকীর (রাহ.)

আল-মাউযূয়াত

একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

বঙ্গদেশে রচিত জাল হাদীস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ

ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম
আবূবকর সিদ্দিকীর (রাহ) নির্দেশে রচিত

ফুরফুরার পীর আল্লামা
আবু জাফর সিদ্দিকীর (রাহ)

আল-মাউযূআত

একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

كتاب (الموضوعات) لشيخ فرفرة العلامة أبي ظفر الصديقي
دراسة تحليلية
د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬৩৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৯২২১৩৭৯২১

প্রাপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ : যুলহাজ্জ ১৪৩০ হি,
অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বাংলা,
ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

হাদিয়া: ২৮০ (দুই শত আশি) টাকা মাত্র।

Furfurar Pir Allama Abu Jafar Siddiqir 'Al-Mazuat' (Al-Mauzuat: Written By Allama Abu Jafar Siddiqi, Pir of Furfura): An Explanatory Analysis, by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300, Dec. 2009. Price TK 280 only.

ভূমিকা

প্রশংসা মহান আলাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর এবং তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে জালিয়াতি ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিনতম অপরাধ। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে এ পর্যন্ত সকল যুগেই আলিমগণ জাল হাদীস প্রতিরোধে সচেতন ও সোচ্চার থেকেছেন। তাবিয়ীগণের যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অগণিত গ্রন্থ এ বিষয়ে রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থ। তবে এ গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে অসাধারণ এবং অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী।

প্রথমত, জাল হাদীস প্রতিরোধে মুসলিম বিশ্বের সকল দেশের আলিমগণের পাশাপাশি ভারতীয় আলিমগণও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর পূর্বে কোনো ভারতীয় আলিম কোনো ভারতীয় ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায় না। বিশেষত বঙ্গদেশে বাঙালী আলিম রচিত জাল হাদীস বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ এটি। এ গ্রন্থটির পর্যালোচনা বাদ দিয়ে বঙ্গদেশে ইলম হাদীস চর্চার ইতিহাস একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকে।

দ্বিতীয়ত, পীর-মাশাইখ কর্তৃক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা বিরল ঘটনা। সাধারণভাবে তাঁরা গ্রন্থ রচনার অবসর পান না। কিছু সময় পেলে দীনী আহকাম, আকীদা, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু লিখেন। এ ধারার এক বিরল ব্যতিক্রম ভারতীয় উপমহাদেশের এবং বিশেষত বৃহত্তর বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর, অগণিত পীরের পীর, শাইখুল মাশাইখ আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটি। ইলমু হাদীসের এ গুরুত্বপূর্ণ শাখায় এরূপ একজন সুপ্রসিদ্ধ পীর ও শাইখুল মাশাইখের লেখা এ গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের ইলমী গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বিশেষত বর্তমান যুগে অনেক গবেষকই ধারণা করেন যে, সুফীগণ জাল হাদীসের উপর নির্ভর করেন বা জাল হাদীসের বিরোধিতা করেন না। এরূপ বিভ্রান্তির পর্যালোচনায় এবং বিশুদ্ধ দীনী ইলম প্রচারে, জাল হাদীস বিরোধিতায় এবং বিশুদ্ধ শরীয়ত নির্ভর তাসাউফ প্রচারে সূফীগণের ভূমিকা পর্যালোচনায় এ গ্রন্থটি একটি অসাধারণ মৌলিক কর্ম হিসেবে গণ্য।

এ অসাধারণ মহামূল্যবান গ্রন্থটি বাংলাদেশের অধিকাংশ আলিম, তালিব-ইলম ও গবেষকের কাছে অপরিচিত। আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবুল আনসার সিদ্দিকীর বারংবার নির্দেশ ও তাকিদের ফলে ২০০৫ সালে আমি "হাদীসের নামে জালিয়াতি" নামক বইটি লিখি। বইটি প্রকাশের বছর খানেক পর যশোর জেলার মনিরামপুরের মুহাতারাম ভাই আসাদুলাহ বলেন, ফুরফুরা থেকে ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থের বক্তব্যের সাথে আপনার 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইটির অনেক মিল রয়েছে। আমি অতীব আগ্রহের সাথে 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিকহ বিভাগের সভাপতি ড. যাকারিয়া মজুমদার বইটির আরেকটি কপি আমাকে প্রদান করেন। বইটি ভারতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

গ্রন্থটি পাঠ করার পর এ বিষয়ে একটি গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন পি-এইচ. ডি গবেষণার জন্য কোনো গবেষককে বিষয়টি প্রদান করতে। কিন্তু নিজেই এ বিষয়ে কিছু লেখার আবেগ দমন করতে পারলাম না। আমার সকল লেখালেখির মূল প্রেরণা ছিলেন ফুরফুরার পীর আবুল আনসার সিদ্দিকী। বিশুদ্ধ তাওহীদ ও সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় ফুরফুরার অবদান সম্পর্কে কিছু লিখতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন। তাঁর ওফাতের কয়েকদিন পূর্বেও তিনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু লিখতে বলেন। তাঁর পিতামহ শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকীর নির্দেশে তাঁর পিতৃব্য আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত এ মহামূল্যবান 'ইলমী' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধ তাওহীদ ও সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় এবং জাল হাদীস প্রতিরোধে মাশাইখ ফুরফুরার অবদানের কিছু বিষয় আলোচনার আগ্রহ দমন করতে পারলাম না।

রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: "কাউকে যদি কিছু প্রদান করা হয়- যদি কেউ তার উপকার বা কল্যাণ করে- তবে সে যেন তাকে প্রতিদান দেয়। যদি প্রতিদান দিতে না পারে তবে সে যেন তার গুণকীর্তন ও প্রশংসা করে- সে যেন তার কথা স্মরণ করে ও উল্লেখ করে...।"[১]

ফুরফুরার পীর-মাশাইখের প্রতি আমাদের ঋণ অনেক। তাঁরা এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দীনের বিশুদ্ধ চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন। জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। এ ঋণ পরিশোধ যোগ্য নয়। আমরা তাদের প্রতিদান দিতে পারব না। তবে অন্তত তাঁদের এ অবদানের কথা পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছে পৌছে দিয়ে ও তাঁদের জন্য দুআ করে আমাদের আংশিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা দরকার। এ দায়িত্ব পালনের সামান্য প্রচেষ্টা এ গ্রন্থ।

এ গবেষণাটিকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। "পরিচিতি" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ও আবু জাফর সিদ্দিকীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সহীহ সুন্নাত নির্ভরতায় ও জাল হাদীস প্রতিরোধে মাশাইখ ফুরফুরার অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীস ও জাল হাদীসের পরিচয় ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটি উপস্থাপনা করা হয়েছে। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে যা বলেছেন তা হুবহু উপস্থাপনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ের ছয়টি পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় অধ্যায়ের চারটি পরিচ্ছেদ এ গ্রন্থটির পর্যালোচনায় নিবেদিত। প্রথম পরিচ্ছেদে আল্লামা আবু জাফর কর্তৃক জাল হাদীস বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা উপস্থাপনের বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী যে সকল ব্যক্তি ও গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন সেগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। তাঁর বক্তব্যের আলোকে জাল হাদীসের অর্থ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ, তারীখ, সীরাত ইত্যাদি বিষয়ে প্রসিদ্ধ অনেক গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান অনেক হাদীসকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী। চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৮১। আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৩৪। হাদীসটি হাসান।

আলাম্মা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থের মূল আলোচনায় প্রায় সাড়ে চার শত জাল হাদীস সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাদীসগুলি উপস্থাপনার সময় আমরা এগুলির ক্রমসংখ্যা প্রদান করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনার সময় আমরা এ সকল জাল হাদীস ক্রম-সংখ্যা সহ উল্লেখ করেছি। যাতে পাঠকের জন্য আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর বক্তব্যের সাথে পর্যালোচনার তথ্যাদি মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। আলোচনার প্রয়োজনে কখনো কখনো গ্রন্থকারের মূল উর্দু বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তবে কম্পিউটারের আরবী 'ফন্ট' বা অক্ষরে উর্দু লিখতে যেয়ে বেশ অসুবিধা হয়েছে এবং কখনো কখনো প্রকৃত বানান লেখা সম্ভব হয় নি।

আল-মাউযূআত গ্রন্থের পর্যালোচনায় যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে সেগুলির একটি তালিকা গ্রন্থের শেষে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ইলমী গবেষণায় রত সকলেই "আল-মাকতাবাতুশ শামিলা"-র সাথে পরিচিত। মুদ্রিত গ্রন্থাদির পাশাপাশি "শামিলা"-র গ্রন্থাদির উপরও নির্ভর করা হয়েছে। কোনো পাঠক বা গবেষক ইচ্ছা করলে সহজেই শামিলার মাধ্যমে এ বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে অগণিত আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইমাম ও বুজুর্গের নাম উল্লেখ করেছেন। সাধারণত তিনি কারো নামের সাথে (রাহ) বা অনুরূপ দুআর বাক্য উল্লেখ করেন নি। আলিম-বুজুর্গদের নামোল্লেখের পর দুআ করা কথক, শ্রোতা বা পাঠকের দায়িত্ব। কিন্তু প্রত্যেকের নামের সাথে সর্বদা (রাহ) লিখা পূর্ববর্তী আলিমগণের রীতি নয়। আলাম্মা আবু জাফর সিদ্দিকীর বক্তব্য হুবহু উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমরাও দুআ-জ্ঞাপক বাক্য লিখা থেকে বিরত থেকেছি। তাঁর আলোচনার বাইরে আমাদের পর্যালোচনার মধ্যেও অগণিত আলিম, ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও পীর-বুজুর্গের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থের রীতির অনুসরণে আমরা তাঁদের নামের পরে (রাহ) বা অনুরূপ কিছু লেখা থেকে বিরত থেকেছি। পাঠকের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, সকল আলিম, ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বুজুর্গের জন্য দুআ করবেন এবং তাঁদের নামের সাথে 'রাহিমাহুল্লাহু' বলবেন। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা দীন পেয়েছি এবং তাঁদের জন্য দুআ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আলাহ এ গ্রন্থে উল্লেখিত সকল আলিমকে এবং মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমকে অফুরন্ত রহমত দান করুন। আমীন।

আমার অযোগ্যতার কারণে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে গেল। সহৃদয় পাঠককে অনুরোধ করছি যে কোনো ভুলভ্রান্তির কথা আমাদেরকে জানাতে। আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করব।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, বইটি লিখতে আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন ফুরফুরার পীর শাইখ আবুল আনসার সিদ্দিকী। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার, অফুরন্ত রহমত ও মাগফিরাত দান করুন। তাঁর পুত্র ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী প্রায়ই আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া অনেকেই গ্রন্থটি রচনায় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব ড. আ. স. ম. শুআইব আহমদ, বদরগঞ্জ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ লুৎফুর রহমান ও স্নেহাস্পদ ছাত্র আরিফ বিল্লাহ বইটির প্রুফ দেখেছেন এবং অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সবাইকে অফুরন্ত সাওয়াব, রহমত ও সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে আরয করি, এ নগণ্য কর্মটিকে দয়া করে কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তানগণ, উৎসাহদাতাগণ, উস্তাদগণ ও পাঠকগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমিন।

আব্দুলাহ জাহাঙ্গীর

প্রথম অধ্যায়: পরিচিতি
প্রথম পরিচ্ছেদ:
ফুরফুরা ও ফুরফুরার পীরগণ

বঙ্গদেশে রচিত এবং সম্ভবত ভারতীয় কোনো ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম জাল হাদীস সংকলন নিঃসন্দেহে ভারতীয় উপমহাদেশে, এবং বিশেষ করে বঙ্গদেশে ইলম হাদীস চর্চার একটি মাইল-ফলক। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকীর নির্দেশে তাঁর পুত্র ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী কর্তৃক। এ দুই মহান ব্যক্তিত্বের সামান্য পরিচয় আমাদের জানা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁরা এতই অসামান্য ছিলেন যে, তাঁদের সামান্য পরিচয়ের জন্যও বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন। আলোচনার শুরুতে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

প্রথমত: ইসলামের ইতিহাসের একটি দুঃখজনক দিক যে, তাতে সর্বদা রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় ও এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যে সকল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ সকল রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্বদেরকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বা সামরিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছিলেন তাদের বিষয় আলোচনা করা হয় নি, বা অত্যন্ত কম গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রকৃত অবদান কালের আবর্তনে হারিয়ে যায় এবং পরবর্তী গবেষকদের জন্য এ বিষয়ে তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা কঠিন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: প্রচার বিমুখ আখিরাতমুখী আলিম ও বুজুর্গগণ নিজেদের প্রচার করতেন না, উপরন্তু প্রচার করতে নিষেধ করতেন।

তৃতীয়ত: তাঁদের জীবদ্দশায় ও তাঁদের ইন্তেকালের পরে ভক্তরা তাঁদের জীবনী লিখেছেন। কিন্তু এ সকল জীবনীতে তাঁদের ইবাদত, তাকওয়া, কারামত ইত্যাদিই মূলত ফুঁটে উঠেছে, তাদের সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, ইলমী খিদমত ইত্যাদি বিষয়গুলি মোটেও ফুঁটে উঠে নি।

মাশাইখ ফুরফুরার ক্ষেত্রে উপরের বিষয়গুলি সবই বিদ্যমান। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁদের অবদান উপেক্ষা করা হয়েছে। আর তাঁদের জীবনীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগ-উচ্ছাসময় প্রশংসা ও অলৌকিকত্বের বর্ণনা ছাড়া তেমন কোনো মৌলিক তথ্য সন্নিবেশিত হয় নি।

এ সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরে অযোগ্যতা, সীমাবদ্ধতা ও গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমার এখানে অতি সংক্ষেপে শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী ও আল্লামা শাইখ আবু জাফর সিদ্দিকীর জীবনী এবং সহীহ হাদীস ও বিশুদ্ধ সুন্নাত প্রচারে ও জাল-হাদীস, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতিরোধে মাশাইখ ফুরফুরার অবদান অতি-সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. ১. ১. সমকালীন পরিবেশ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৭৫৭ সালে পলাশির পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী এক শতাব্দী যাবৎ বৃটিশরা ক্রমান্বয় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলি দখল করার চেষ্টা করতে থাকে এবং মুসলিমগণও বিভিন্নভাবে বিদেশী আধিপত্য প্রতিরোধের চেষ্টা করতে থাকেন। এ যুদ্ধাবস্থার পাশাপাশি মুসলিম আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও প্রচারকগণ সকল প্রকার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। ইংরেজগণ "ধর্মনিরপেক্ষ" শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে মুসলিমগণ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং মুসলিম শিশুকিশোরগণ সরকারী বিদ্যালয়ে গমন থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলার সর্বত্র ছড়ানো ছিটানো মাদ্রাসা, মক্তব, খানকা এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বরাদ্দ লাখেরাজ সম্পত্তি তাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। দ্রুত এ সকল প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পাশাপাশি ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে খৃস্টান মিশনারিগণ ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার সর্বত্র অনেকটা জোরযবরদস্তি করে এবং হাটে বাজারে প্রকাশ্যে ইসলাম ও ইসলামের নবীর (ﷺ) বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে মুসলিমদেরকে খৃস্টান বানানোর চেষ্টা করতে থাকে। এছাড়া আর্য সমাজ ব্রাহ্ম-সমাজ, চৈতন্যের অনুসারীরা বিভিন্নভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। মুসলিম সমাজে ভণ্ড প্রতারক পীর, ফকীর, বাউল প্রভৃতির ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রভাব ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। এগুলির প্রতিবাদে কথা বলার মত বা বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচারের মত মানুষের সংখ্যা একেবারেই বিরল হয়ে যায়। সাধারণভাবে মুসলিমগণ নিজেদেরকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতই মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

বস্তুত ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদেরকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতই একটি "জাতি" বলে মনে করত। একজন "শূদ্র" বা দলিত হিন্দু যেমন তার প্রতি উচ্চবণের হিন্দু বা জমিদারের আচরণকে "স্বাভাবিক" বলেই গ্রহণ করতেন, তেমনিভাবে সাধারণ মুসলিমগণও হিন্দু জমিদারের আচরণকে এভাবেই গ্রহণ করতেন। পৃথক জাতিসত্বার কোনো চেতনা তাদের মধ্যে ছিল না। শিক্ষা দিক্ষা প্রায় ছিল না বললেই চলে। ধর্মীয় আচার, বিশ্বাস ও চেতনায় হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীকারের কোনো চেতনাই অধিকাংশের মধ্যে ছিলনা।

এ সময়েই ফুরফুরার পীর আবুবকর সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে তাঁর প্রচার ও সংস্কার প্রচেষ্টা

শুরু করেন। বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করতে এবং ক্রমান্বয়ে তা স্বাধীনতায় রূপান্তারিত করতে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের অবদান ছিল অপরিসীম। পূর্ববর্তী যে সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন তাঁর সংস্কারের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল তা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন।

১. ১. ১. ১. পূর্ববর্তী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন

ইসলামের ইতিহাস রচনায় সর্বদা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে যুগ ও স্তর বিন্যাস করা হয়। ধর্মীয় অবস্থার বিবর্তন ও পরিবর্তনের ভিত্তিতে কোনো ইতিহাস রচনা করা হয় নি। যে কারণে ইসলামের ইতিহাস থেকে মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় অবস্থার বিবর্তন সহজে অনুধাবন করা যায় না।

রাসূলুলাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার বিবর্তনের কথা বলেছেন। বুরাইদা আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ أَنَا فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ.

"আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠতম উম্মাত যাদের যুগে আমি প্রেরিত হয়েছি তারা, এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা, এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা, এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর এমন মানুষরা আসবে যাদের সাক্ষ্য শপথের আগে যাবে এবং শপথ সাক্ষ্যের আগে যাবে।"[২]

এভাবে ইমরান ইবনু হুসাইন (রা), আবূ হুরাইরা (রা), নুমান ইবনু বাশীর (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতের প্রথম ৩ ও ৪ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। এরপর উম্মাতের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈকিত অধপতন-সহ অবক্ষয় ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।[৩]

হিজরী ৩৫০ (খৃস্টীয় ৯৫০) সালের পূর্বেই এ চার প্রজন্মের সমাপ্তি ঘটে। আর ইতিহাসের বাস্তবতায় আমরা দেখি যে, এ সময় থেকেই মুসলিম সমাজে ব্যাপক অবক্ষয় ঘটে। মুসলিম বিশ্ব ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে যায়। ফাতিমী, বুআইহী, কারামাতী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত শীয়াগণ, বিশেষত বাতিনী, কারামতী শীয়াগণ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৩৪ হিজরী থেকে বনু বুআইহি শীয়াগণ বাগদাদ-সহ মুসলিম রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সকল ক্ষমতা দখল করে। সমাজের সর্বত্র শীয়াগণের প্রচারিত জাল হাদীস, কুসংস্কার, বিভ্রান্তি ও বাতিল মতবাদ প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ব্যাপক হয়। এ সময়ে ৫ম হিজরী শতক থেকে একটানা দু শতাব্দীরও অধিক সময় ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধ এবং এরপর হিজীর ৭ম (খৃস্টীয় ১৩শ) শতকের তাতার আক্রমন ও বাগদাদের পতন (৬৫৬ হি/১২৫৮খৃ) মুসলিম বিশ্বকে একেবারে ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত করে দেয়। এ সময়ে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা বিশেষ করে স্থবির হয়ে যায়। পরবর্তী যুগগুলির অবক্ষয় ব্যাপক থেকে ব্যপকতর হতে থাকে। বিশেষত ইরান, মধ্য এশিয়া ও ভারতের মুসলিম সমাজগুলিতে এ অবক্ষয় ছিল আরো ব্যাপক। আর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে উম্মাতের ক্রমান্বয় সংস্কার প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতার আলোকে আমাদেরকে মাশাইখ ফুরফুরার সংস্কার অনুধাবন করতে হবে।

১. ১. ১. ২. মুজাদ্দিদ আলফ সানী

মুসলিম বিশ্বের এবং বিশেষত ভারতের মুসলিম সমাজের চরম ধর্মীয় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠতম সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সিরহিন্দী (৯৭১-১০৩৪ হি/১৫৬৪-১৬২৪খৃ)। সকল প্রকার শিরক, কুফর, ইলহাদ, শরীয়ত বিরোধিতা, সুন্নাত বিরোধিতা ও বিদআতের প্রতিবাদ, ইসলামী তাসাউফের সঠিক ব্যাখ্যা, এ বিষয়ক সকল কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির অপনোদন, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ইসলামী আহকামের প্রবর্তন ছিল তাঁর অবদান। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশের পরবর্তী সকল সংস্কার ধারা তাঁরই কাছে ঋণী। ফুরফুরার পীরগণ মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে তাদের সকল চিন্তা-চেতনা ও প্রেরণার মূল উৎস হিসেবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতামতের উপরই নির্ভর করেছেন।

১. ১. ১. ৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী

পরবর্তী যে আলিম সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষভাবে ভারতে ইসলামী চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেন তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম মুহাদ্দিস দেহলবী ফারূকী (১১১০-১১৭৬হি/১৬৯৯-১৭৬২খৃ)। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান শিরক, বিদআত, কবরপূজা, পীরপূজা, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ও কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি সকল বিষয়ে তিনি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হন। মাশাইখ ফুরফুরা শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতামত ও চিন্তাধারাকে তাদের মূলনীতি ও প্রেরণার ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১. ১. ১. ৪. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব

শাহ ওয়ালী উল্লাহর সমসাময়িক আরবীয় সংস্কারক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬হি/ ১৭০৩-১৭৯২খৃ), যার সংস্কার আন্দোলন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন ও সমালোচনা সৃষ্টি করে। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত

বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়্যা নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সাঊদ (মৃত্যু ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীরা তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা শুরু করেন। ১৮০৪ সালের (১২১৮হি) মধ্যে মক্কা-মদীনা-হিজায-সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ 'সাউদী'-'ওহাবী'দের অধীনে চলে আসে। ওহাবীগণ তথাকার মাজারসমূহের উপর বিদ্যমান সকল সৌধ, স্থাপনা ও গম্বুজ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন। বিষয়টি মুসলিম সমাজে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এ নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এ নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এ বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান 'সৌদি আরব' প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত বা আহ্বান প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি 'ওহাবীগণ' মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় 'ওহাবী' শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য 'ওহাবী' শব্দের ব্যাপক ব্যাবহার করেন। ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকীকেও তাঁর বিরোধীরা "ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা এর প্রতিবাদ করেন।

১. ১. ১. ৫. সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী

ফুরফুরার পীর-মাশাইখ-সহ ভারতের সকল সংস্কার আন্দোলনের মূল উৎস ও প্রাণপুরুষ ছিলেন সাইয়েদ আহমদ ইবনু ইরফান ব্রেলবী (১২০১-১২৪৬হি/১৭৮৬-১৮৩১খৃ)

সাইয়েদ আহমদ ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩ খৃ) অন্যতম ছাত্র, শিষ্য ও খলীফা। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে তৎকালীন ভারতের সাধারণ পীর, মাশাইখ, দরগা-মাজারের ভক্ত ও অনুসারীগণ "ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ শিরক, বিদআত, কবর-মাজার ভক্তি, দরগা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করতেন এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কিছু মানুষ "মাযহাব" অস্বীকার করতেন। "ওহাবী"-দের সাথে এ সকল সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করা হয়। বৃটিশ শাসকগণ এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গমন করলে ইংরেজ শাসকগণ সুকৌশলে প্রচার করে যে, 'স্বাধীনতার নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল, এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রাসুলের (ﷺ) বংশধরদের কবরগুলি ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে ... আর সৈয়দ আহমদ তাদেরই এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সবাই ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীরবুজুর্গ ও পুর্বপুরুষদের কবর ভাঙ্গতে চায়...।[৫]

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করতে এবং ক্রমান্বয়ে এ আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন কমাতে বৃটিশদের এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল।

ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ছিলেন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর শিষ্যদের শিষ্য। তাঁর মতাদর্শকে উজ্জীবিত করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার রোধ করতে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

১. ১. ১. ৬. তিতুমীর

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম শিষ্য ও বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমীর (১১৯৬-১২৪৬হি/ ১৭৮২-১৮৩১খৃ)। বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর ১৭৮২ খৃস্টব্দে (১৪ মাঘ ১১৮৮ বাংলা) তিনি ২৪ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন এবং মদীনায় সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর সাথে পরিচিত হন। সেখানেই তিনি তার মুরিদ হন এবং খিলাফত লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি বাংলায় শিরক, কুফর, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও আমলের প্রচার শুরু করেন। তাঁর এ দাওয়াতকেও বাংলার দরগা, মাজার ও ফকীরপন্থী কথিত পীরগণ "ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করেন। হিন্দু জমিদারগণ ও বৃটিশ শাসকগণ এ বিষয়টি ভালভাবে অপব্যবহার করেন।

তিতুমীর বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বললেও কখনোই হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষায় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মপালন বৃদ্ধি পাওয়াতে এলাকার হিন্দু জমিদারগণ ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা সাধারণ মুসলিম প্রজাদেরকে জানান যে, প্রকৃত ইসলামকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। তবে ওহাবী মতবাদকে তারা দমন করতে চান। যুগযুগ ধরে মুসলিমগণ হিন্দুদের মতই নাম রেখেছেন, দাড়ি কেটেছেন, গোঁফ রেখেছেন, মসজিদ বানানোর জন্য ব্যস্ত হন নি এবং গোহত্যা করেন নি। তীতুমীর ওহাবী মতানুসারে দাড়ি রাখতে, গোঁফ কাটতে, মুসলমানী নাম রাখতে, মুসলমানদের গ্রামে মসজিদ বানাতে ও কুরবানীর নামে গোহত্যা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এজন্য ওহাবী মতবাদ দমন করা অতীব জরুরী। এদের দমনের কারণে "ভাল" মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এজন্য তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ন বাবু, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, নগরপুরের জমিদার গৌড়প্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রখ্যাত জমিদার সমবেতভাবে ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করেন: "(১) যাহারা তীতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়- স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে সে নাম পরিবর্তন করিয়া ওহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। (৪) গোহত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া নেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গোহত্যা করিতে না পারে। (৫) যে ব্যক্তি ওহাবী তীতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।"[৬]

তিতুমীর তাঁর পীর সাইয়েদ আহমদের শাহাদতের কয়েক মাস পর ১৪/১১/১৮৩১ তারিখে শাহাদত লাভ করেন।

১. ১. ১. ৭. হাজী শরীয়তুলাহ

বাংলার অন্য প্রসিদ্ধ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১১৯৫-১২৫৫হি/১৭৮১-১৮৪০খৃ)। তিনি ১৭৮১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে হজ্জে গমন করেন। তথায় তিনি প্রায় ২০ বৎসর অবস্থান করেন এবং ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তী প্রায় ২২ বৎসর তিনি দেশে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনিও শরীয়ত বিরোধিতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কারের প্রচেষ্টা চালান এবং তাকেও "ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল পীর-মুরীদীর নামে শিরক-কুফর ও বিদআতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করা। "পীর-মুরীদীকে আশ্রয় করিয়া পাঁচ পীর, মানিক পীর, মাদার পীর, সত্য পীর, পীর বদর প্রভৃতি স্থানীয় পীরদের মাযার পূজা এই দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং সেই উপলক্ষে বার্ষিক 'উরশ ও ফাতিহা ও মুহার্‌রামের তাযিয়্যা অনুষ্ঠিত হইত। হাজী শরী'আতুল্লাহ এই সব অনুষ্ঠানকে শিরক ও বিদ্'আহ ঘোষণা করিয়া তাঁহার শাগরিদগণকে তাওহীদপন্থী খাঁটি মুসলিম হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।....।"[৭] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ তাঁর এ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তবে তাঁর পুত্র পীর মুহাম্মাদ মুহসিন দুদু মিয়ার মৃত্যুর (১৮৬২ খৃস্টাব্দ) পর এ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

১. ১. ১. ৮. উনবিংশ শতকের শেষাংশে বঙ্গীয় মুসলিমদের অবস্থা

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা- সাইয়েদ আহমদ ও তিতুমিরের "ওহাবী" আন্দোলন ও শরীয়তুলাহর ফারায়েযী আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই শেষ হয়ে যায়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী প্রচারণার শিকার হয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকেন। উনবিংশ শতকের শেষাংশে বাংলার মুসলিম সমাজের ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

প্রথমত: ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিরক, কুফর, বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদির সায়লাব। ভণ্ড পীর এবং বাউল ও ফকীরী মতের প্রভাবে পীর পূজা, কবরপূজা, বহুমুখি বিদআত, পাপাচার ও অশ্লীলতা ছিল সর্বব্যাপী।

দ্বিতীয়ত: এগুলির পাশাপাশি খৃস্টান মিশনারিদের দৌরাত্ম্য, ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা।

তৃতীয়ত: কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ব্যাপক অপপ্রচার ও নানা কৌশলে মুসলিমদের কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষার প্রচেষ্টা।

চতুর্থত: বৃটিশ শিক্ষা ও প্রচারের প্রভাবে মুসলিম সমাজে নব্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্যমুখী "মুক্তচিন্তা" বা "উদার" নামধারী অর্ধ-খৃস্টান, অর্ধ-নাস্তিক বা পূর্ণ-নাস্তিক চিন্তাবিদগণের আবির্ভাব ও সমাজে তাদের ব্যাপক প্রভাব ও প্রসার।

পঞ্চমত: মুসলিমদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রকট দলাদলি। শিয়া-সুন্নী, ওহাবী-সুন্নী, মাযহাবী-লা-মাযহাবী ইত্যাদি বিতর্ক ও বিভেদ।

ষষ্ঠত: মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। বিশেষত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার অভাব এবং ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা না থাকা।

এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম আবুবকর সিদ্দিকীর পৌত্র, ফুরফুরা পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও পীর আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী তাঁর সম্পাদিত মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ "ফুরফুরার হজরতঃ ফুরফুরার পীর হজরত আবু বকর সিদ্দিকী" গ্রন্থের "সমকালীন অবস্থা ও ফুরফুরার হজরত" শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখেছেন: "উনিশ শতকের শেষার্ধের দিনগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগের দিন। ফারায়েজী ও ওহাবী আন্দোলনের তীব্রতা তখন প্রশমিত। একদিকে ছিল ক্ষমতার শীর্ষে ইংরেজ, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেছে জাতীয় উন্নতি অবনতি। ভাষাগত ও ভাবগত দ্বন্দ্ব তো ছিলই, উপরন্তু স্বজাতি বিজাতির মধ্যে ধর্মগত বিরোধ, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতও ছিল প্রকট।

ইসলামের সঠিক ধর্মমত ও তত্ত্ব নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী, হানাফী-মোহাম্মদী, বেদাতী পীর-ফকির, কাদিয়ানী বিরোধের পাশাপাশি খৃস্টান, আর্য্য, বাউলদের প্রচার ও প্রভাবে মুসলিম সমাজ ছিল উদ্ভ্রান্ত।

এ সময় বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে খবর আসে মুসলমানেরা খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করছে। যশোহর জেলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান কারিগর খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে হাটে মাঠে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়ায়। চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটে ও খুলনায় সাতক্ষীরা মহকুমায় কতিপয় মুসলমান ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করে। এমন খরবও প্রকাশিত হয় যে, রংপুর জেলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান খোল করতাল যোগে হরি সংকীর্ত্তন করে, নিরামিষ খায় তাহাদের মধ্যে মুসলমানের কোন কিছু দৃষ্ট হয় না।

এসব বিষয় ছাড়াও নানা কু সংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সমাজ। আর শিক্ষার আলো বলতে যতটা ছিল তা অতি নগণ্য সেও আবার অতি ক্ষুদ্রকায় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক দিকের সমকালীন পর্যালোচনায় এটা খুবই স্পষ্ট যে, যুগটা ছিল সবদিক থেকেই পতনের যুগ।"[৮]

এ সময়ে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে কিছু সংখ্যক ভাল আলিম ও পীর-মাশাইখ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ আঙ্গিকে ও নিজ পরিসরে সাধ্যমত বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও আমলের চর্চা ও প্রচারের চেষ্টা করছিলেন। তবে অভ্যন্তরীণ মতভেদ ও মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে সামষ্টিকভাবে ব্যাপক প্রচার, সর্বগ্রাসী শিরক-কুফর ও কুসংস্কারের বিরোধিতা ও বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে তারা কোনো অবদান রাখতে পারছিলেন না। সবাইকে একত্রিত করার নেতৃত্ব গ্রহণের মত কেউ ছিলেন না। শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী এ শূন্যতা পূরণ করেন। খুঁটিনাটি মতবিরোধকে উপেক্ষা করে সত্য-সন্ধানী, অন্তত শিরক-কুফর মুক্ত বিশুদ্ধ শরীয়তের অনুসরণে আগ্রহী সকল মতের সকল আলিমকে ঐক্যবদ্ধ করে দীনী দাওয়াতকে সামগ্রিক জাগরণে রূপান্তরিত করতে তিনি সক্ষম হন। তাঁর নেতৃত্বে মূলত তৎকালীন মুসলিম সমাজ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে (১) কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী শরীয়ত পালনে আগ্রহী শিরক-কুফর ও বিদআত বিরোধী আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, গবেষক, পণ্ডিত ও সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী ও (২) শিরক-বিদআত নির্ভর বা শরীয়ত অমান্যকারী পীর-ফকীর ও তাদের অনুসারিগণ এবং ইসলামী শরীয়তের প্রতি অবজ্ঞা পোষণকারী তথাকথিত গবেষকগণ। হানাফী, আহল হাদীস, দেওবন্দী, জৌনপুরী... ইত্যাদি বিভিন্ন মত ও পথের মানুষ- যারা অন্তত বিশুদ্ধ তাওহীদ ও শরীয়তের বিষয়ে একমত ছিলেন তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন মতভেদ সত্বেও তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় ধারাকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও সমাজবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হন।

এ বিষয়ে আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন: "একদিকে শারিয়তের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসা, অপরদিকে তরীকতের শিক্ষাকন্দ্রে পীরীখানকা উভয়ই বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয়, সমকালীন বঙ্গ আসাম তথা পূর্ব ভারতে পীর মাশায়েখ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ওলামা, যাদের মধ্যে বড় বড় মোহাদ্দেস, দার্শনিক, মুফতী এমন সকল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা আজকের বাংলায় কেন ভারতেও দুর্লভ। যেমন শামসুল উলামা হজরত গোলাম সালামানী ... আল্লামা লুৎফর রহমান বর্দ্ধমানী ... শামসুল ওলামা মুফতী মো. আব্দুলাহ টংকী.... শামসুল ওলামা হজরত বেলায়েত হোসাইন... আল্লামা আব্দুল ওয়াহেদ চাটগামী .... আলামা আব্দুল্লাহ রায়পুরী (নোয়াখালী)... আল্লামা এসহাক সাহেব বর্দ্ধমানী..... কাদেরীয়া তরীকার প্রখ্যাত পীর হজরত সৈয়দ মোর্শেদ আলী আলকদেরী মেদিনপীপুরী, ... নকশ বন্দীয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার প্রখ্যাত পীর শাহ সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়সী ... মাওলনা শাহ পীর ফজলুল্লাহ সাহেব নোয়াখালী... সুফী আব্দুল করিম যশোর... হজরত বারকাত আলী শাহ মুজাদ্দেদী .... সুফী মাওলানা খয়েরুদ্দীন সাহেব... আরও অনেকের নাম জানা যায়। .... এই সকল পীরমুর্শিদ এবং ওলামাবর্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও দেশ ও সমাজ সেদিন এমন একটি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব করেছিল যিনি কর্মদক্ষ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের যথার্থ মূল্য নিরূপণকারী হবেন, সকলের দৃষ্টিতে যা মূল্যহীন তার সুক্ষ্ম দৃষ্টির ফয়সালায় তার মূল্য প্রমাণিত হবে, যিনি বিক্ষিপ্ত প্রতিভাকে এক সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রনের দ্বারা দ্বীনের কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। ..... আলোচ্য যুগে বঙ্গ আসাম তথা পূর্ব ভারতের ঐ শূন্য স্থানটা পূরণ হয় ফুরফুরার হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর দ্বারা।

তিনি কর্মদক্ষ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের যথার্থ মূল্য নিরুপণের মাধ্যমে লেখনী ও বক্তৃতায় ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সংগঠিত করে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত করেছেন। একদিকে যেমন সমকালীন লেখক ও সাহিত্যিকদের কর্ম প্রচেষ্টাগুলিতে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, বাংলা ভাষাচর্চা ও ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিতে একজন পীর মুর্শিদ হিসাবে তার ভূমিকা ইতিহাসের

পাতায় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অপর দিকে দ্বীনি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর প্রয়াস অব্যাহত থেকেছে এবং তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কায়েম হয়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অগণিত মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ধর্মের প্রতি যখনই এসেছে কোন আঘাত গর্জে উঠেছে তাঁর কণ্ঠস্বর। তার মিশনের প্রচেষ্টায় হাজার হাজার পথভ্রান্ত ফিরে এসেছে ইসলামরে সঠিক পথে। মুসলিম মানস হতে কুসংস্কারের গ্লানি বহুলাংশে বিদুরিত হয়েছে।"[৯]

১. ১. ২. ফুরফুরা শরীফ

বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার একটি গ্রাম "ফুরফুরা", যে গ্রাম সাধারণভাবে ভারতের মুসলিমদের কাছে এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মানুষদের কাছে "ফুরফুরা শরীফ" নামে হৃদয়ের মণিকোঠায় বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে প্রায় ২২ মাইল (৪০ কিলোমিটার) দূরে (উত্তর-পশ্চিমে) এর অবস্থান। এর ভৌগলিক অবস্থান: 22°44N 88°08'E22.74°N 88.13°E

বঙ্গদেশে ইসলামের ইতিহাসের সাথে ফুরফুরা জড়িত হয়ে আছে। হিজরী অষ্টম শতক বা খৃস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ফুরফুরায় মুসলিম পীর-আউলিয়া, সেনাপতি ও শাসকদের আগমন, ইসলাম প্রচার, হিন্দু শাসকদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ, শাহাদত, ইসলামী বিজয়, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি বিষয় বঙ্গীয় ইতিহাসে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। অষ্টম হিজরী শতক বা চতুর্দশ খৃস্টীয় শতক থেকে আল্লাহর দীনের দায়ী বা প্রচারক আউলিয়া কিরাম এ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রিয়মত সাহাবীগণের বংশধর। বাংলা ও ভারতের ইসলাম প্রচার ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের বিস্তারে তাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছে।

১. ১. ৩. ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী

১. ১. ৩. ১. জন্ম ও শিক্ষা-জীবন

ইসলামের ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে এবং বিশেষভাবে বঙ্গদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে "ফুরফুরা শরীফ"-কে যিনি স্থায়ী আসন দিয়েছেন তিনি "ফুরফুরা শরীফের" প্রাণপুরুষ শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ সূফী আবু বকর আব্দুল্লাহ আল-মারুফ সিদ্দিকী আল কুরাইশী।

তিনি প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বংশধর ছিলেন। তাঁর এক পূর্ব পুরুষ মনসুর বাগদাদী ৭৪১/১৩৪০ সালে বঙ্গদেশে আসেন এবং হুগলী জেলার মোল্লা পাড়া গ্রামে বাস করেন। মানসূর বাগদাদীর অধস্তন অষ্টম পুরুষ মুস্তাফা মাদানী ছিলেন মুজাদ্দিদ আলফ সানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (১০৩৪/১৬২৪)-এর তৃতীয় পুত্র মাসুম রাব্বানীর মুরীদ। মাসুম রাব্বানীর অন্যতম মুরীদ ছিলেন সম্রাট আওরংগযেব (১১১৮/১৭০৭)। তিনি মুসতফা মাদানীকে মোদিনীপুর শহরে একটি মসজিদ সংলগ্ন মহল ও বহু লা-খারাজ (নিস্কর) সম্পত্তি দান করেছিলেন।

তিনি হিজরী ১২৬৩, বাংলা ১২৫২, খৃস্টীয় ১৮৪৬ সালে ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্জ হযরত আব্দুল মুকতাদীর সিদ্দিকী অত্যন্ত বড় বুজুর্গ ছিলেন। শিশু আবু বকরের বয়স যখন মাত্র ৯ মাস তখন আনুমানিক ১২৬৩/১২৬৪ হিজরী সালের দিকে (১৮৪৭ খৃ) তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। মাতা মাহাব্বাতুন নিসার তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হন।

তিনি প্রথমে সীতাপুর মাদ্রাসা এবং পরে হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসা থেকে তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ শ্রেণী "জামাত উলা" পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতার বিভিন্ন প্রথিতজশা আলিমের নিকট বিশেষভাবে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। এ সকল উস্তাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা জামালুদ্দীন। তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলিম জাতির প্রাণপুরুষ, যুগ সংস্কারক বা মুজাদ্দিদে যামান সাইয়েদ আহমদ ইবনু ইরফান ব্রেলবী (১২০১-১২৪৬ হি/১৭৮৬-১৮৩১খৃ)-এর অন্যতম শিষ্য, খলীফা এবং প্রধান মুজাহিদ। বালাকোটের যুদ্ধের পরে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর আলিম খলীফাগণ দীনী দাওয়াতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা জামালুদ্দীন কলকাতায় অবস্থান করে দীনী ইলমের প্রসারে রত ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিকী কলকাতার সিন্দুরিয়া পট্টি মসজিদে তাঁর নিকট বিশেষভাবে তাফসীর ও হাদীসের 'দাওরা' বা অধ্যয়ন শেষ করেন।

"ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে মাওলানা মুবারক আলী রহমানী লিখেছেন: "খোদার ফযলে ও করমে তিনি ২৩ কিম্বা ২৪ বছর বয়সে সমস্ত প্রকার এলম আয়ত্ব করেন। আরও তিনি মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে কিছুদিন অধ্যয়ন করে চল্লিশটি হাদীসের কেতাবের 'সনদ' লাভ করেন। অতঃপর তিনি বহু দুর্লভ কেতাব সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে ১৮ বছর অধ্যয়ন করেন।"[১০]

আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন: "কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টি মসজিদে মুজাদ্দেদে আজম, হজরত সৈয়দ আহমদ শহিদ বেরেলীভী (রা)-এর খলীফা আল্লামা হাফেজ জামালউদ্দীনের নিকট হাদীসের দাওরা শেষ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মদিনা শরীফ গমন করত নবীপাকের মাজারের মোজাবের মোহাদ্দেস সৈয়দ আমিন রেজওয়ান (র) কর্তৃক চল্লিশটি হাদীসের কেতাবের 'সনদ' লাভ করেন।"[১১]

তিনি কোন্ সালে মদীনা গমন করেছিলেন তা জীবনীকারগণ উল্লেখ করেন নি। তবে এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লামা জামালুদ্দীন ও অন্যান্যদের নিকট থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরপরই তিনি মদীনা গমন করেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখব

যে, হজ্জের সফরে যেয়েও তিনি মক্কা ও মদীনার আলিমগনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: "আমার বাবাজী কেবলা নসিহতের উদ্দেশ্যে একদা আমাকে বলেছিলেন, 'বাবা আমি মাদ্রাসা হতে ফারেগ হবার পরেও ১৮ বছর কাল একাধারে বিভিন্ন কেতাবাদি মোতালায়া ও অধ্যয়ন করেছি। অধিক পরিমাণ কেতাব মোতালায়া (অধ্যয়ন) কর; এলম রয়েছে আলমারিতে'.. ।"

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী আরো বলেন: "বাবা! অনেকের ধারণা পীরগনের কেতাব পত্র পড়াশোনার প্রয়োজন নাই, আসল হচ্ছে মারেফত বিদ্যা। এ যে এক ভ্রান্তিকর ধারণা, অতীতকালের ইমাম এবং ওলীগণের জীবন দর্শনে তা প্রমাণ হয়ে যায়। আমি আমার বাবাজি কেবলাকে দেখেছি, কোথাও সফর কালেও তাঁর সঙ্গে বড় বড় কেতাবের গাঁটুলি থাকত। পাল্কী কিংবা গরুর গাড়ী চলেছে, তিনিও কেতাব মোতালায়ায় (অধ্যয়নে) মশগুল। বাবাজী নিজে যেমন কেতাব ছাড়া থাকতেন না, অনুরূপ আমাদিগকেও কেতাব মোতালায়ার জন্য তাগাদা করতেন।"[১২]

ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ইবাদত, বন্দেগি ও রিয়াযত-মুজাহাদায় অভ্যস্ত ছিলেন। পারিবারিকভাবে তিনি এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন। উপরন্তু কলকাতার প্রসিদ্ধ পীর সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসীর সংস্পর্শে এসে তিনি এ বিষয়ে পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করেন।

তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ পীর-মাশাইখ তরীকা-তাসাউফের নামে বিভিন্ন প্রকারের শরীয়ত বিরোধী কর্মে লিপ্ত হতেন। শুধু মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ধারায় কতিপয় পীর মাশাইখ বিশুদ্ধ শরীয়ত-ভিত্তিক তরীকত ও তাসাউফ অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। "বাংলাদেশে যে সমস্ত লোক শরিয়তের পাবন্দ হয়ে দ্বীন ইসলাম জারি করেছেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা শাহ সূফী সৈয়দ ফতেহ আলী সাহেব (রঃ) অন্যতম।"[১৩]

সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম খলীফা সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর (১২৭৫হি/১৮৫৮খৃ) শিষ্য ও খলীফা। শাইখ আবুবকর সিদ্দিকী দীর্ঘদিন তাঁর সাহচর্যে কাটিয়ে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশাবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া ও মোহাম্মাদীয় তরিকাসমূহে পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করেন এবং তালিম খেলাফত লাভ করেন। ১৩০৪ হিজরী সালের ৮ই রবিউল আউয়াল (০৪/১২/১৮৮৬খৃ) সূফী ফতেহ আলী তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আবু বকর সিদ্দিকীর কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

এ সময়ে ইলম, আমল, তাসাউফ, তাকওয়া ও সমাজ-সংস্কারে শাইখ আবু বকরের প্রসিদ্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ওয়ায-নসীহত ও সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তাঁর কর্মপদ্ধতি আমরা পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করার আশা রাখি।

৪৭ বৎসর বয়সে ১৩১০ হিজরী মুতাবিক ১৮৯২ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জ পালন উপলক্ষে হিজায বা পবিত্র মক্কায় গমন করেন। মক্কা ও মদীনায় অবস্থান কালে তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ আলিমগণের নিকট ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করেন। ২০ বৎসর পর ১৩৩০ হিজরীতে (১৯১২খৃস্টাব্দে) পুনরায় প্রায় তেরশত মুরীদ-সহ হজ্জ আদায় করেন। এ সফরেও তিনি মক্কা-মদীনার আলিমদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং তথাকার অনেক আলিম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মক্কা ও মদীনায় যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন তাদের মধ্যে মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাইখুদ্দালাইল আল-আমীন রিদওয়ান অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আহমদ ইবনু রিদওয়ান মাদানী (১২৫২-১৩২৯হি/১৮৩৬ -১৯১১ খৃ)। তিনি তৎকালীন আরবের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিসদের অন্যতম ছিলেন।[১৪] আবু বকর সিদ্দিকী তাঁর থেকে ৪০টি গ্রন্থের অধ্যয়ন ও পাঠদানের "সনদ" লাভ করেন। নিম্নে এ গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

(১) সহীহ বুখারী (صحيح البخاري)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ইমাম আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল–বুখারী (১৯৪-২৫৬হি/৮১০-৮৭০খৃ) সংকলিত সহীহ হাদীসের সুপরিচিত গ্রন্থ। হাদীস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম ছয়টি গ্রন্থ "আল-কুতুবুস সিত্তা" বা "সিহাহ সিত্তা"-র প্রথম গ্রন্থ।

(২) সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم)

তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২০৪-২৬১ হি/৮২০-৮৭৫খৃ) সংকলিত সহীহ হাদীসের সুপরিচিত গ্রন্থ। হাদীসের ছয় গ্রন্থের দ্বিতীয় গ্রন্থ।

(৩) সুনান আবূ দাউদ (سنن أبي داود)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনু আশআস সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি/৮১৭-৮৮৯খৃ) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের একটি।

(৪) সুনান তিরমিযী (سنن الترمذي)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৫হি/ ৮২৪-৮৯২খৃ)

সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় গ্রন্থের একটি।

(৫) সুনান নাসাঈ (سنن النسائي)

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনু শুআইব আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ (৩১৫-৩০৫হি/৮৩০-৯১৫খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় গ্রন্থের একটি।

(৬) সুনান ইবন মাজাহ (سنن ابن ماجه)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (২০৯-২৭৩হি/৮২৪-৮৮৭খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় গ্রন্থের সর্বশেষ গ্রন্থ।

(৭) মুআত্তা ইমাম মালিক (موطأ الإمام مالك)

দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ, সুপ্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম, ইমাম মালিক ইবনু আনাস আল-মাদানী (৯৩-১৭৯ হি/৭১২-৭৯৫খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আল-মুআত্তা।

(৮) মুসনাদ ইমাম আবূ হানীফা (مسند الإمام أبي حنيفة)

দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস, সুপ্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম, ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত আল-কূফী (৮০-১৫০হি/ ৬৯৯-৭৬৭খৃ) বর্ণিত হাদীসগুলির সংকলন। তিনি নিজে হাদীসগুলি গ্রন্থাকারে সংকলন করেন নি। তাঁর ইন্তেকালের পর কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলি "মুসনাদ" আকারে সংকলন করেন। এদের মধ্যে অন্যতম আহমদ ইবনু আব্দুল আবূ নুআইম ইসপাহানী (৪৩০হি)। মুহাম্মাদ ইবনু মাহমূদ আবুল মুআইয়িদ খাওয়ারিযমী (৫৯৩-৬৫৫হি/১১৯৭-১২৫৭খৃ) "জামিউ মাসানীদিল ইমাম আবী হানীফা (جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة) নামে এ মুসনাদগুলি সংকলন করেন। খাওয়ারিযমীর গ্রন্থটিই মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

(৯) মুসনাদ ইমাম শাফিয়ী (مسند الإمام الشافعي)

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস, প্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্‌রীস আশ-শাফিয়ী (১৫০-২০৪হি/৭৬৭-৮২০খৃ) বর্ণিত হাদীসগুলির সংকলন। ইমাম শাফিয়ী নিজে এ গ্রন্থ সংকলন করেন নি। পরবর্তী যুগের কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলি "মুসনাদুশ শাফিয়ী" নামে সংকলন করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম আবূ আমর মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আন-নিসাপূরী (৩৬০ হি)। তিনি ইমাম শাফিয়ীর বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলি একত্রিত করে "মুসনাদুশ শাফিয়ী" নামে সংকলন করেন।

(১০) মুসনাদ ইমাম আহমদ (مسند الإمام أحمد)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ, প্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম, ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল শাইবানী (১৬৪-২৪১ হি/ ৭৮০-৮৫৫খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। গ্রন্থটি হাদীসের বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত। এতে প্রায় এক হাজার সাহাবীর সূত্রে প্রায় ৩০ হাজার হাদীস সংকলিত।

(১১) মুসনাদ দারিমী (مسند الدارمي)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান আদ-দারিমী (১৮১-২৫৫হি/ ৭৯৭-৮৬৯খৃ) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ।

(১২) মুসনাদ আবূ দাউদ তায়ালিসী (مسند أبي داود الطيالسي)

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনু দাঊদ তায়ালিসী (১৩৩-২০৪হি/ ৭৫০-৮১৯খৃ) সংকলিত হাদীসগ্রন্থ।

(১৩) মুসনাদ আব্দ ইবনু হুমাইদ (مسند عبد بن حميد)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ মুহাম্মাদ আব্দ ইবনু হুমাইদ আল-কিস্‌সী (... - ২৪৯হি/... - ৮৬৩ খৃ) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ।

(১৪) মুসনাদ হারিস ইবনু উসামা (مسند الحارث بن أبي أسامة)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিস ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী উসামা দাহির আত-তামীমী (১৮৬-২৮২হি/ ৮০২-৮৯৬খৃ) সংকলিত হাদীসগ্রন্থ।

(১৫) মুসনাদ বায্‌যার (مسند البزار)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বাক্‌র আহমদ ইবনু আমর ইবনু আব্দুল খালিক আল-বায্‌যার (...- ২৯২ হি/ ৯০৪খৃ) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থটি আল-বাহরুয যাখ্‌খার নামেও পরিচিত।

(১৬) মুসনাদ আবূ ইয়ালা মাউসিলী (مسند أبي يعلي الموصلي)

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ আবূ ইয়ালা আহমদ ইবনু আলী ইবনুল মুসান্না আল-মাউসিলী (২১১-৩০৭ হি/ ৮২৬-৯২০খৃ) সংকলিত সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। ইমাম আহমদের মুসনাদের পরেই বৃহত্তম ও প্রসিদ্ধতম "মুসনাদ" হিসেবে বিবেচিত।

(১৭) সহীহ ইবনু হিব্বান (صحيح ابن حبان)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুস্‌তী (.. - ৩৫৪হি/..- ৯৬৫ খৃ) সংকলিত হাদীস

গ্রন্থ। তিনি শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্য গ্রন্থটি "সহীহ ইবনু হিব্বান" নামে পরিচিত। বুখারী ও মুসলিমের পরে যে সকল মুহাদ্দিস সহীহ হাদীস বাছাই করে সংকলনের চেষ্টা করেন ইবনু হিব্বান তাঁদের অন্যতম। তিনি নিজে গ্রন্থটির নামকরণ করেন: "আল-মুসনাদ আস-সহীহ আলাত্ তাকাসীম ওয়াল আনওয়া"(المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع)।

(১৮) সহীহ ইবনু খুযাইমা (صحيح ابن خزيمة)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমা (২২৩-৩১১হি/ ৮৩৮-৯২৩খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। তিনি বাছাই করে সহীহ হাদীসের সংকলন হিসেবে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এজন্য গ্রন্থটি "সহীহ ইবনু খুযাইমা" নামে প্রসিদ্ধ। এর মূল নাম: "মুখতাসারুল মুখতাসার" (مختصر المختصر من المسند الصحيح)

(১৯) মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক (مصنف عبد الرزاق)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাক ইবনু হুমাম আস-সানআনী (১২৬-২১১হি/৭৪৪-৭২৭খৃ) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। মুসান্নাফ গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য যে, তা "সুনান" গ্রন্থের মতই ফিকহী মাসায়েলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত, তবে এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বা মারফূ হাদীসের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে "মাউকূফ" ও "মাকতূ" হাদীস, অর্থাৎ সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও মতামত বর্ণনা করা হয়। এজন্য সাহাবী-তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও মতামত জানতে মুসন্নাফ গ্রন্থগুলি মূল উৎস হিসেবে গণ্য।

(২০) মিশকাতুল আনওয়ার লিশ শাইখিল আকবার (مشكاة الأنوار)

৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ দার্শনিক সূফী "মুহীউদ্দীন" ও "আশ-শাইখুল আকবার" উপাধিতে খ্যাত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আরাবী হাতিমী তায়ী আন্দালূসী (৫৬০-৬৩৮ হি/ ১১৬৫-১২৪০খৃ) সংকলিত একটি হাদীসের গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ১০১টি হাদীসে কুদসী সংকলন করেন। গ্রন্থটির পুরো নাম: মিশকাতুল আনওয়ার ফী মা রুবিয়া আনিল্লাহি মিনাল আখবার (مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار)।

(২১) সুনান আবূ মুসলিম আল-কাশ্‌শি (سنن أبي مسلم الكشي)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ মুসলিম ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-বাসরী আল-কাশ্‌শী (...-২৯২ হি/৯০৫খৃ) সংকলিত হাদীস-গ্রন্থ।

(২২) মুসনাদ সাঈদ ইবনু মানসূর (مسند سعيد بن منصور)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির আবূ উসমান সাঈদ ইবনু মানসূর খুরাসানী মাক্কী (... - ২২৭হি/...-৮৪২খৃ) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থটি "সুনান" হিসেবেই বেশি পরিচিত।

(২৩) মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা (مصنف ابن أبي شيبة)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বকর ইবনু আবী শাইবা আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (১৫৯-২৩৫হি/ ৭৭৬-৮৫০খৃ) সংকলিত 'মুসান্নাফ' গ্রন্থ, যাতে হাদীসে রাসূল (ﷺ) ছাড়াও সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও মতামত সংকলন করা হয়েছে।

(২৪) সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা (السنن الكبرى للبيهقي)

৫ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা আবূ বাকর আহমদ ইবনু হুসাইন বাইহাকী (৩৮৪-৪৫৮হি/ ৯৯৪-১০৬৬খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

(২৫) তারীখ ইবনু আসাকির: তারীখ দিমাশক (تاريخ دمشق لابن عساكر)

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আলী ইবনুল হাসান আবুল কাসিম ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হি/ ১১০৫-১১৭৬খৃ) সংকলিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামিশকের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি দামিশকে জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী, বসবাসকারী বা আগমনকারী সকল আলিম, মুহাদ্দিস, হাদীস বর্ণনাকারীর ও সকল প্রকারের মানুষের জীবনী ও তাদের বর্ণিত হাদীস এ গ্রন্থে সংকলন করেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ বলে গণ্য। ৭০ খণ্ডে এ বৃহৎ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

(২৬) তারীখ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মায়ীন (تاريخ يحيى بن معين)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও রাবীগণের সমালোচনা বা ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম, আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হি/ ৭৭৪-৮৪৭খৃ)-এর রাবীগণের জারহ-তা'দীল বা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক মতামত সংকলন। গ্রন্থটি হাদীসের সনদ বিচারের একটি মৌলিক তথ্যসূত্র।

(২৭) শিফায়ে কাযী ইয়ায (الشفا، للقاضي عياض)

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মালিকী ফকীহ, গ্রানাডা, মরক্কো ও অন্যান্য শহরের বিচারপতি কাযী ইয়ায ইবনু মূসা ইয়াহসূবী (৪৭৬-৫৪৪ হি/ ১০৮৩-১১৪৯খৃ) রচিত একটি গ্রন্থ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয়, আখলাক, চরিত্র, ইবাদত, মর্যাদা ও তাঁর প্রতি মানবজাতির দায়িত্ব, করণীয় আদব ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির পুরো নাম: আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা (الشفا بتعريف حقوق المصطفى): নবী মুসতাফা (ﷺ)-এর হক্কসমূহের পরিচয়ে সুস্থতা।

(২৮) শারহুস সুন্নাহ, বাগাবী (شرح السنة للبغوي)

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও শাফিয়ী ফকীহ, "মুহিউস সুন্নাহ" উপাধিতে খ্যাত, "মাসাবীহ" গ্রন্থের সংকলক আবূ মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনু মাসঊদ আল-বাগাবী (৪৩৬-৫১০হি/ ১০৪৫-১১১৭খৃ) সংকলিত একটি হাদীস ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

এ গ্রন্থে তিনি দীনের মৌলিক বিষয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে সংকলন করে সেগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা টীকা উল্লেখ করেছেন।

(২৯) আয্ যুহদু ওয়ার রাকাইক, আব্দুলাহ্ ইবনুল মুবারাক (الزهد والرقائق)

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস আব্দুলাহ্ ইবনুল মুবারাক (১১৮-১৮১হি/ ৭৩৬-৭৯৭খৃ) সংকলিত হাদীস-গ্রন্থ। এটি মূলত দুটি গ্রন্থের সমন্বয়। প্রথমটি "আয-যুহদ" অর্থাৎ "দুনিয়া-বিমুখতা" বা নিরাসক্তি এবং দ্বিতীয়টি "আর-রাকাইক" অর্থাৎ হৃদয় গলানো সংবাদাদি। এ গ্রন্থদ্বয়ে ইমাম ইবনুল মুবারাক ইখলাস, আমল, আখিরাত-মুখিতা, যিকর, ফিকর, ক্রন্দন, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কথা ও কর্ম সংকলন করেছেন। এগুলি মাসনূন বা সুন্নাত-পদ্ধতির "আত্মশুদ্ধি" বা তাসাউফের মূল উৎস গ্রন্থগুলির অন্যতম।

(৩০) নাওয়াদিরুল উসূল, হাকিম তিরমিযী (نوادر الأصول)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম 'হাকিম তিরমিযী' মুহাম্মাদ ইবনু আলী (মৃত্যু আনু. ৩২০হি/৯৩২খৃ) সংকলিত একটি গ্রন্থ।

(৩১) কিতাবুদ্দুয়া, তাবারানী (كتاب الدعاء للطبراني)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুলাইমান ইবনু আহমদ আবুল কাসিম তাবারানী (২৬০-৩৬০হি/ ৮৭৩-৯৭১খৃ) সংকলিত একটি দুআর গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি দুআর ভাষা, বাক্য, সময়, বিষয়, গুরুত্ব, ফযীলত, ইত্যাদি বিষয়ক হাদীসগুলি সংকলন করেছেন।

(৩২) ইকতিদাউল ইলমিল আমাল, খতীব (اقتضاء العلم العمل)

৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আবূ বাকর আহমদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত খাতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি/ ১০০২- ১০৭২খৃ) কর্তৃক ইলম অনুসারে আমল পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব ও ইলম-বিহীন আমল ও আমল-বিহীন ইলমের পরিণতি বিষয়ে রচিত গ্রন্থ।

(৩৩) আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহিল বুখারী, ইসমাঈলী (المستخرج)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ আহমদ ইবনু ইবরাহীম আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী (২৭৭-৩৭১হি/ ৮৯১-৯৮২খৃ) সংকলিত সহীহ বুখারীর "মুসতাখরাজ" গ্রন্থ। মুসতাখরাজ অর্থ মূল গ্রন্থের হাদীসগুলি অন্য সনদে সংকলন করা। এ গ্রন্থে তিনি সহীহ বুখারীর হাদীসগুলি বুখারীর সনদ ছাড়া নিজের অন্য সনদে সংকলন করেন।

(৩৪) মুসতাদরাক হাকিম (المستدرك للحاكم)

৪র্থ-৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপূরী (৩২১-৪০৫হি/ ৯৩৩-১০১৫খৃ) সংকলিত একটি হাদীস গ্রন্থ। "মুসতাদরাক" অর্থ বাদ পড়া বিষয় উল্লেখ করা বা ভুল-সংশোধন করা। "মুসতাদরাক" গ্রন্থও "মুসতাখরাজ" গ্রন্থের অনুরূপ পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থকে কেন্দ্র করে সংকলিত। "মুসতাখরাজ" গ্রন্থে মূল গ্রন্থের হাদীসগুলি পৃথক সনদে সংকলন করা হয়। আর "মুসতাদরাক" গ্রন্থে মূল গ্রন্থের মধ্যে সংকলন করা উচিত ছিল এরূপ অতিরিক্ত হাদীস সংকলন করা হয়।[১৫] হাকিম-এর মুসতাদরাক গ্রন্থটির পূর্ণ নাম "আল-মুসতাদরাক 'আলাস সাহীহাইন" বা দুই সহীহ গ্রন্থের বাদ পড়া হাদীস সংকলন। ইমাম হাকিম দাবি করেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যে শর্তানুসারে তাদের সহীহ গ্রন্থে হাদীস সংকলন করেছেন সে শর্ত পূরণ করা আরো অনেক হাদীস বিদ্যমান যেগুলি তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

(৩৫) আল-ফারজু বা'দাশ শিদ্দাহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া (الفرج بعد الشدة)

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বহু গ্রন্থ প্রণেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বাগদাদী আবূ বাকর ইবনু আবিদ-দুনইয়া (২০৮-২৮১হি/ ৮২৩-৮৯৪খৃ) সংকলিত একটি হাদীস-গ্রন্থ। বিপদে হতাশ না হওয়া এবং কষ্টের পরে প্রশান্তির বিষয়ে হাদীসগুলি তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেন।

(৩৬) আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহি মুসলিম, আবূ আওয়ানা (المستخرج)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ আওয়ানা ইয়াকূব ইবনু ইসহাক আল-ইসফিরাঈনী (...- ৩১৬হি/...- ৯২৮খৃ) সংকলিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি সহীহ মুসলিমের "মুসতাখরাজ", অর্থাৎ গ্রন্থকার সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসগুলি ইমাম মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণনা না করে পৃথক সনদে সংকলন করেছেন। গ্রন্থটির পূর্ণ নাম "আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুসতাখরাজ 'আলা সাহীহি মুসলিম (المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم)।

(৩৭) হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবূ নুআইম (حلية الأولياء لأبي نعيم)

৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আহমদ ইবনু আব্দুলাহ্ আবূ নুআইম ইসপাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি/ ৯৪৮-১০৩৮খৃ) সংকলিত জীবনীমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি সাহাবীগণের যুগ থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সূফী ও বুজুর্গগণের জীবনী, কর্ম ও তাঁদের বর্ণিত কিছু হাদীস সংকলন করেছেন।

(৩৮) জিয়াদুল মুসালসালাত, সুয়ূতী (جياد المسلسلات للسيوطي)

নবম-দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম আলিম বহুগ্রন্থ প্রণেতা জালালুদ্দীন সুয়ূতী আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (৮৪৯-

৯১১হি/ ১৪৪৫-১৫০৫খৃ) সংকলিত "মুসালসাল হাদীস" বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৩৯) আয়যুর্‌রিয়াতুত তাহিরা (الذرية الطاهرة)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আদ-দূলাবী (২২৪-৩১০হি/ ৮৩৯-৯২২খৃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারবর্গ ও বংশধরদের বিষয়ে সংকলিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৪০) আমালুল ইয়াওমি ওয়ালাইলা, ইবনুস সুন্নী (عمل اليوم والليلة)

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আবূ বাকর ইবনুস সুন্নী (২৮০-৩৬৪ হি/ ৮৯৪-৯৭৪খৃ) সংকলিত একটি হাদীস-গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে তিনি দিবস ও রাতের বিভিন্ন সময়ের আমল ও যিক্‌র-আযকার বিষয়ক হাদীসগুলি সংকলন করেন।

১. ১. ৩. ২. কর্ম ও সংস্কার

শিক্ষা জীবনের পর থেকেই বা ১৮৮০ সালের দিক থেকেই শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী দীন প্রচার ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষত সূফী ফতেহ আলীর ইন্তেকালের পর ও হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর- ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী তিনি ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশ ও আসামের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সামগ্রিক জাগরণ ও সংস্কারের পুরোধা ছিলেন।

তাঁর কর্মকাণ্ডকে আমরা নিম্নের ধারাগুলিতে বিভক্ত করতে পারি: (১) শিরক, কুফর, বিদআত ও কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও শরীয়তের প্রচার, (২) ভণ্ডপীর ও বিকৃতি তাসাউফের প্রতিবাদ এবং শরীয়ত ও সুন্নাতভিত্তিক তাসাউফের প্রচার, (৩) বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, ওয়ায মাহফিল প্রতিষ্ঠা, বাংলাভাষায় গ্রন্থাদি রচনা ও পত্র-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা, (৪) মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি-বিভক্তি কমিয়ে ঐক্য, সংহতি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা, (৫) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, সংস্কার, সংশোধন ও স্বাধীকার অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন, (৬) দেশের বাইরেও দীনী দাওয়াত ও সংস্কারে অংশগ্রহণ।

এ সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে তিনি বিভিন্নভাবে অগ্রসর হন:

১. ১. ৩. ২. ১. ওয়ায-মাহফিল

প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ তিনি বৃহত্তর বাংলা ও আসামের সকল অঞ্চলে ও গ্রামে-গঞ্জে ওয়ায-মাহফিল করেছেন। তাঁর ওয়ায মাহফিলগুলির প্রভাব ছিল অতুলনীয়। তৎকালীন পত্র-পত্রিকার বর্ণনা থেকে এ প্রভাব আন্দায করা যায় ১৯০৭ সালের ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় এক সংবাদে বলা হয়: "বঙ্গীয় লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পীর ও মোর্শেদ, আদর্শ আলেম, আদর্শ সুফী, আদর্শ ওয়ায়েজ ও আদর্শ ধার্মিক, স্বজাতিবৎসল জনাব মাওলানা হাজী শাহ মোহাম্মদ আবু বকর সাহেব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গমনপূর্বক মুসলমান দিগকে ওয়াজের সুধাপান করাইতেছেন। সহস্র সহস্র বেদাতী তাহার দ্বারা হেদায়েত হইতেছে। ... জনাব মওলানা সাহেব বঙ্গদেশে পবিত্র ইসলাম ধর্মের উজ্জল প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ ধর্মনেতা মুসলমান সমাজে আর দুই চারিজন থাকিলে সমাজ অতি শীগ্রই উন্নতির শীর্ষ দেশে উন্নীত হইত।"

কয়েক বৎসর পরে ১৯১৬ সালের মুসলিম হিতৈষীতে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়: "বঙ্গের অদ্বিতীয় তাপস ও অদ্বিতীয় ওয়ায়েজ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পীর মোর্শেদ জনাব মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবু বকর সাহেব এই কয় দিনের মধ্যে কলিকাতার খিদিরপুর, কড়েয়া, শিয়ালদহ, চাদনিচক প্রভৃতি স্থানে ওয়াজ নসিহত করিয়া মুসলানদিগকে ধর্ম পথে আনয়ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মাওলানা সাহেবের এক এক ওয়াজের সভায় ৫/৬ হাজার হইতে ১০/১২ হাজার পর্যন্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল, তাহার ওয়াজে যেন সুধাধারা বর্ষিত হয়। কলিকাতাবাসী তাঁর বক্তৃতার সুধাপান করিয়া মুগ্ধ হইতেছে এবং পথভ্রান্ত বেদাতীগণ সুপথ লাভ করিতেছে। জনাব মাওলানা সাহেব বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন । বঙ্গদেশে এই রূপ সর্বগুণালঙ্কৃত তাপস ও ওয়ায়েজ এ যাবৎ এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।"[১৬]

১. ১. ৩. ২. ২. খলীফা নিয়োগ

নিজের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি শত-শত আলিমকে ইলম ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে বৃহত্তর বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন, যারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় এভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

১. ১. ৩. ২. ৩. মাতৃভাষায় পত্রপত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশ

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী মাতৃভাষায় বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকা রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে ও বিংশ শতকের শুরুতে বঙ্গদেশের আলিম-উলামা ও সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা পরিলক্ষিত হতো। বিশেষত মাতৃভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক রচনা অনুচিত বলে গণ্য করা হতো। এ সময়ে বাংলা ভাষায় ইসলামী ফিকহ, আকীদা, মাসাইল বিষয়ক কোনো গ্রন্থ ছিল না বললেই চলে। ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দিকী বাংলাভাষায় ইসলাম চর্চার জন্য আলিম, গবেষক ও সকল পর্যায়ের মুসলিমকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি এক নবজাগরণের সূচনা করেন। তাঁর নির্দেশ, অর্থায়ন, অনুপ্রেরণা বা তত্ত্বাবধানে বাংলাভাষায় রচিত বই-পুস্তকের সংখ্যা দু হাজারের কম নয়। এছাড়া বাংলা

ভাষায় জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সাময়িক, মাসিক, সাপ্তাহিক বিভিন্ন প্রকারের পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্য তিনি বিশেষভাবে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতা করেন। তাঁর উদ্দ্যোগে ২০টিরও অধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো।[১৭]

১. ১. ৩. ২. ৪. মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা

শিক্ষা বিস্তার ছাড়া সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন ও সংস্কার সম্ভব নয়। শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও অভিজ্ঞ আলিম সৃষ্টির জন্য বাংলার সকল অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজে সাধারণ শিক্ষা ও নারী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক প্রচার ও শিক্ষা-আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১. ১. ৩. ২. ৫. বাহাস-বিতর্কের আয়োজন

বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচারের পাশাপাশি তিনি শিরক, কুফর, বিদআত, কুসংস্কার, ইসলাম বিরোধী মতামত ইত্যাদির প্রচারক ও অনুসারীদের সাথে প্রকাশ্য "বাহাস" বা বিতর্কের আয়োজন করেছেন। বিভ্রান্তি রোধে ও বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচারে এ সকল বাহাসের প্রভাব ছিল ব্যাপক। এতে যেমন একদিকে এ সকল বিভ্রান্তির অনুসারিগণ সঠিক পথ গ্রহণ করেছেন, অথবা সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন, অন্য দিকে সাধারণ মানুষেরা তাদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

১. ১. ৩. ২. ৬. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সংগঠন প্রতিষ্ঠা

দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত করার মানসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন: "ফুরফুরার হজরতের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সমকালীন অবিভক্ত বঙ্গ আসামে অনেকগুলি সংগঠন গড়ে ওঠে। এ পর্যন্ত যতদুর জানা যায় যে, তিনি যে সংগঠনগুলির মূল ভূমিকায় ছিলেন সেগুলো যথাক্রমে "নিখিল ভারত ইসলাম প্রচারক সমিতি", 'আঞ্জমানে ওয়ায়েজিন", "ইসলাম প্রচারক সমিতি", আঞ্জুমানে ওলামা", "জামিয়েত ওলামায়ে বাংলা ও আসাম"। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বাংলা আসামের বিভিন্ন জেলায় একের পর এক যে সব ধর্মীয়, সামাজকি ও শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন, সমিতি, কমিটি গড়ে উঠেছিল প্রায় সবগুলির সঙ্গে তার যোগ ছিল। যেমন আঞ্জুমানে এত্তেফাকে ইসলাম (নদীয়া), আঞ্জুমানে ইসলামিয়া (ফরিদপুর) আঞ্জুমানে তবলীগে ইসলাম (রংপুর), নুরুল ইমান সমাজ (রাজশাহী), হেলাল আহমার সমিতি (কলিকাতা), 'ইসলাম মিশন', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি', 'ফরিদপুর মুসলমান সাহিত্য সভা', 'খুলনা সিদ্দিকী সাহিত্য সমিতি', 'পুর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', 'পাবনা জেলা মুসলিম শিক্ষা সমিতি', 'আঞ্জুমানে এশাতে ইসলাম (নোয়াখালি) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[১৮]

এখানে আল্লামা সাইফুদ্দীনের বর্ণনার আলোকে আবু বকর সিদ্দিকীর উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রভাব বিস্তারকারী দুটি সংগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি:

(ক) আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে হানাফীয়া

আল্লামা সাইফুদ্দীন লিখেছেন: "হজরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর উদ্যোগে যেসব সমিতি ও সংগঠন গড়ে উঠে তার মধ্যে 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচারক সমিতি' সম্ভবত প্রথম। এই সমিতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুন্সী মোঃ মেহেরুল্লাহ, খান বাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দার, খান বাহাদুর নুর মুহাম্মদ জাকারিয়ার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংগঠন হল আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে হানাফীয়া। ১৯০৪ খৃঃ ইসলাম মিশন নামে একটি সংস্থা গঠিত হলেও তার অস্তিত্ব খুবই অল্প দিন ছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে অঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাংলা স্থাপিত হয়। এই সংগঠনের পূর্বে তেমন কোন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম প্রচারের সংগঠন সমিতির নজির পাওয়া যায় না। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন হজরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এবং প্রথম সম্পাদক মৌলুভী শেখ আব্দুর রহিম।.... আঞ্জুমানের নীতি: "আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে হানাফিয়া বাংলা কোন বিশেষ দল, বিশেষ সম্প্রদায় বা কোন নির্দিষ্ট সভাসমিতির নীতি ও কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরিচালিত হইবে না। পবত্রি কোরান ও হাদিস অনুযায়ী ধর্ম প্রচার সমাজ সংস্কার এবং দেশ ও জাতির উন্নতি সাধনই আঞ্জুমানের সর্ব্ব প্রধান ব্রতরূপে পরিগণিত হইবে। পবিত্র খেলাফতের গৌরব ও মর্যদা রক্ষা করিবার জন্য আঞ্জুমন তাহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিবে এবং তজ্জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিবে। আঞ্জুমন পবিত্র কোরান ও হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলনে নির্ভয়ে যোগদান করিবে।" ... ১৯২০ সাল থেকে মাওলানা রুহুল আমিন আঞ্জুমানের সেক্রেটারী এবং ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মৌলভী আব্দুর রহীম জয়েন্ট সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক অনেক প্রচারক নিয়োগ করা হয়, যারা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। আঞ্জুমানের কর্মকাণ্ড থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় যাবত আঞ্জুমন ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালো বক্তব্য পেশ করেছে এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।[১৯]

(খ) আঞ্জুমান-ই উলামা- ই- বাঙ্গালা

আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন: "১৯১৩ সালের ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মার্চে বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়ায় তিন দিন

ব্যাপী এক আলেম সম্মিলনীতে এসলাম-মিশন ও সমাজ-সংস্কার এবং জাতীয় উন্নতির অগ্রগতির উদ্দেশ্যে "আঞ্জুমানে ওলামা" নামক এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার ষষ্ঠদশ প্রস্তাব অনুসারে একটি কার্য-নির্বাহক কেন্দ্র কমিটি গঠন হয়: সভাপতি: মৌলানা শাহ সুফী হাজী মোহা. আবু বকর সাহেব (হুগলী) ও মৌলানা সৈয়দ মোহা. মুসা (বর্দ্ধমান)। সহকারী সভাপতি: মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন বি. এল. ও মৌলভী আব্দুর রহমান। সেক্রেটারী: মৌলভী আকরাম খাঁ। জয়েন্ট সেক্রেটারী: মৌলভী মোহা. মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী। সহকারী সেক্রেটারী: মৌলভী শহিদুল্লাহ এম. এ.। ক্যাশিয়ার: আব্দুল হামিদ খাঁ সওদাগর। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ ছিল ইসলাম মিশন বা ধর্ম প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা। ... আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক ভাবে মিশনের প্রচারকগনকে ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ভালরূপে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ইসলাম ধর্ম বিষয়ক পুস্তকাবলী সমৃদ্ধ একটি কুতুব খানা প্রতিষ্ঠা করেন।... আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার এক রিপোর্টে জানা যায় ১৯১৯ সালের মধ্যে আঞ্জুমান ১২ জন বেতনভোগী ও ২৯ জন অনারারী প্রচারক নিযুক্ত করে। পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বেতনভোগী ও অনারারী প্রচারকের সংখ্যা দাড়ায় ৬৬ জন। এছাড়া এই সংগঠন ধর্ম বিষয়ক ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সম্পর্কে অহেতুক অভিযোগ খন্ডনমূলক বই পুস্তক প্রকাশের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করে এবং ১৯১৯ সালের মধ্যে সংগঠনের পক্ষ হতে বেশ কিছু বইপুস্তক রচনা করা সম্ভব হয়। এই সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'আল-এসলাম' পত্রিকা।"[২০]

আঞ্জুমানের সেক্রেটারী মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন: "আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনাব মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ছাহেবের মনে সর্বপ্রথম খেয়াল হলো যে, মুছলমানের বর্তমান অবস্থা আর আলেম সমাজের দায়িত্ব সম্পর্কে পরামর্শের জন্য উভয় দলের (হানাফী ও আহলে হাদীছ) আলেমদের একটি পরামর্শ-সভা আহ্বান করা হোক। ফলে স্থানীয় আলেমবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে "আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ বাংলা" প্রতিষ্ঠিত হয়। .... আমাকে সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়... ।"[২১]

আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা বিষয়ে বাংলাপিডিয়ায় লেখা হয়েছে: "কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত (১৯১৩) উলামাদের একটি সংগঠন। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ইসলাম প্রচার, ইসলামি শিক্ষার প্রসার, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক ও অন্যান্য ধর্মবাদীদের শত্রুতামূলক প্রচারের মোকাবেলা করে পুস্তক ও প্রচারপত্র লেখা; পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। সংগঠনটির প্রচার মুখপত্র ছিল 'আল-ইসলাম'।... আঞ্জুমানের কর্মীরা বাংলা ও আসামের অশিক্ষিত মুসলমানদের শিরক ও বেদাত সম্পর্কে শিক্ষা দানের চেষ্টা করে। এ সময়ে মুসলিম জনজীবন অন্য সংস্কৃতির প্রভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছিল। কর্মীরা বহুসংখ্যক মক্তব, মাদ্রাসা নির্মাণ ও বায়তুল মাল তহবিল গঠন করে। এছাড়া মুসলমানদের নৈতিকতা ও সংহতি দৃঢ় করার লক্ষ্যে সামাজিক শালিশি বোর্ড স্থাপন করে। তাদের অন্যতম স্বপ্ন ছিল চট্টগ্রামে একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে না পারায় এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। ... মুসলিম সংস্কারপন্থী সংগঠন হলেও আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই- বাঙ্গালা অন্য ধর্মের প্রতি কখনও সাম্প্রাদায়িক বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করে নি... ।"[২২]

শাইখুল ইসলাম আবুবকর সিদ্দিকী সভাপতি হিসেবে আঞ্জুমানে ওলামার নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা প্রদান ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে এটিকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকতেন। এ বিষয়ে ১৯১৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের মোহাম্মদী পত্রিকার বরাতে আল্লামা সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী লিখেন: "স্বনাম-খ্যাত জনাব মাওলানা শাহ সুফী আবুবকর সাহেব [আঞ্জুমানের সভাপতি] গত রবিবারে আঞ্জুমানের অফিস পরিদর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। পুস্তকালয় ও মিশনের কার্য পদ্ধতি ইত্যাদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ ও সহানুভুতি প্রকাশ করেন ও কর্মকর্তাদিগের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্বে হজরত মাওলানা সাহেব স্বয়ং ইসলাম মিশনের কাজের জন্য কিছু অর্থ সাহায্যও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"[২৩]

এ ছাড়া "জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম" ও অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের মাধ্যমে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী, তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ, খলীফা ও মুরীদগণ বাংলা ও আসামের সর্বস্তরের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত, উদ্বেলিত ও সংস্কার করতে সক্ষম হন। বিশেষত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা, কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও শরীয়াহকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মূলধারায় পরিণত করা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভূক্তি ও স্বাধীনতা লাভের পিছনে এ সকল সংগঠনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

১. ১. ৩. ৩. ওফাত

সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন শেষে ৯৩ বৎসর বয়সে ২৫ মহররম ১৩৫৮ হি (৩ চৈত্র ১৩৪৫, ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খৃ.) শুক্রবার প্রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরার মিয়াপাড়া মহল্লার গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ তাঁকে রহমত দান করুন এবং উম্মাতের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

শাইখুল ইসলাম আবুবকর সিদ্দিকীর পুত্রগণ:

১. শাইখ মাওলানা আবূ নসর মুহাম্মাদ আব্দুল হাই সিদ্দিকী জন্ম ১৩২৩ হি/ ১৩১০ বাং, ১৯০৪ খৃ। ওফাত ১৩ই মে ১৯৭৭ (৩০ বৈশাখ ১৩৮৪ বাং, ২৪ জমাদিউল আউআল ১৩৯৭ হি)।

২. শাইখ মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মাদ ওজীহুদ্দীন সিদ্দিকী। আমরা তাঁর জীবনী পরে আলোচনা করব।

৩. শাইখ মাওলানা আব্দুল কাদির সিদ্দিকী। জন্ম আনুমানিক ১৩১৭ বঙ্গাব্দ (১৯১২ খৃস্টাব্দ)। ওফাত ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (১৯৪১খৃ)।

৪. শাইখ মাওলানা নাজমুস সাআদাত সিদ্দিকী। জন্ম ১৯১৩খৃ/ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ/ ১৩৩৩ হিজরী। ওফাত ৭ই জানুয়ারী ১৯৮২, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪০২ হি, ২২শে পৌষ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৫. শাইখ মাওলানা জুলফিকার আলী সিদ্দিকী। জন্ম অনুমান ১৩৪০ হিজরী, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২০ খৃস্টাব্দ। ওফাত ২১ শে আশ্বিন ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, মোতাবেক ৯ অক্টোবর ১৯৮৫ খৃস্টাব্দ (২৬ মুহার্‌রম ১৪০৬ হি)।[২৪]

১. ১. ৪. সংস্কার ও মুজাদ্দিদ

১. ১. ৪. ১. মুজাদ্দিদঃ অর্থ ও পরিচিতি

ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী বাংলার মুসলিমদের কাছে "মুজাদ্দিদ যামান" বা "যুগ-সংস্কারক" নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এ পরিচয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা প্রয়োজন।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রতি শতবর্ষের মাথায় এ উম্মতের জন্য এমন মানুষ প্রেরণ করবেন যারা/যিনি এ উম্মতের জন্য তার দ্বীনকে নবায়িত করবে।"[২৫]

তাজদীদ অর্থ নবায়ন। এর বিপরীতে হাদীসে "তাগয়ীর" বা পরিবর্তন ও "ইহদাস" বা উদ্ভাবন শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবর্তন ও উদ্ভাবন দূরীভূত করে বিশুদ্ধ সুন্নাত ও শরীয়ত পুনরুজ্জীবিত করার নামই "তাজদীদ"। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আলিমগণ একমত যে, "নবায়ন" অর্থ মুসলিম সমাজের সকল শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ইত্যাদি উঠিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের, তাঁর প্রদর্শিত ও আচরিত বিশুদ্ধ ইসলামী ঈমান, আকীদা, আমল ও শরীয়ত ভিত্তিক দীন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এতটুকু ঐকমত্যের পরে বাকী অনেক বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি।

প্রথমত, আরবী ভাষায় অজ্ঞতার কারণে অনেকে মনে করেন যে, আল্লাহ একব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যিনি তাজদীদ করবেন। আরবী ভাষায় যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তারাও জানেন যে, (مَنْ) শব্দের অর্থ (কে বা কাহারা, যিনি বা যাহারা), ইংরেজী (who)-এর মত। এজন্য কুরআন কারীমে অগণিত স্থানে (مَنْ) এর সর্বনাম বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (ومنهم من يستعمون إليك) "এবং তাদের মধ্যে আছে তারা যারা আপনার দিকে কান পেতে শোনে।"[২৬] যেখানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও বহুবচন অর্থ হবে। যেমন: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) "এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে যে বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপরে ও আখেরাতের উপরে।"[২৭] এখানে উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষের মধ্যে একজনই মুনাফিক রয়েছে, যে এ কথা বলে। বরং এর অর্থ হলোঃ মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা এ কথা বলে। তাহলে উপরের হাদীসের অর্থ হলো, আল্লাহ এক বা একাধিক এমন মানুষের সৃষ্টি করবেন যারা ইসলামের মধ্যে যে সকল অতিরিক্ত বা অনৈসলামিক কাজ, কর্ম, ধারণা, বিশ্বাস, আচার বা কৃষ্টি প্রবেশ করেছে তা দূরীভুত করে দ্বীনকে আবার অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবর্তিত ও আচরিত সাহাবীগণের যুগের দ্বীনের মত করে পুনর্জীবিত ও নবায়িত করবেন।

দ্বিতীয়ত, "প্রতি একশত বছরের মাথায়" কথাটির অর্থ কি? স্বভাবতঃই হিজরী সাল গণনা তখন শুরু হয় নি। হযরত উমরের শাসনামলে (১৩-২৩ হিঃ) হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রতি একশত বৎসর) বলতে কি হিজরী সাল ধরে একশত বৎসর বুঝালেন? না তাঁর পবিত্র জন্মসময় থেকে একশত বৎসর বুঝালেন? না তাঁর নবুয়ত থেকে? না তাঁর ওফাত থেকে? প্রত্যেক মতের পক্ষে কিছু আলেম রয়েছেন।

তৃতীয়ত, "মাথায়" বলতে কি শতাব্দীর শুরু বুঝানো হয়েছে? নাকি শেষ বুঝানো হয়েছে? আলেমগণ মতভেদ করেছেন। এছাড়া এ সকল মুজাদ্দিদ কি শতাব্দীর শুরুতে বা শেষে জন্মগ্রহণ করবেন? নাকি তারা শতাব্দীর শুরুতে বা শেষে মৃত্যু বরণ করবেন? না তাদের কর্মজীবনের মূল সময় শতাব্দীর প্রথম বা শেষে হবে? বিভিন্ন মত রয়েছে।

চতুর্থত, "নবায়ন" কোন কোন ক্ষেত্রে হবে? ঈমান, আকীদা, ইবাদত, কৃষ্টি, সভ্যতা, সামাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শিক্ষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে, নাকি কিছু ক্ষেত্রে? যদি কেউ সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে তাজদীদ বা নবায়ন করেন তাকে কি মুজাদ্দিদ বলা যাবে? নাকি যিনি সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন শুধু তাঁকেই মুজাদ্দিদ বলা যাবে? অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, বিভিন্ন বিষয়ে একই যুগে অনেক মুজাদ্দিদ থাকবেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাজদীদ করবেন।

পঞ্চমত, গত শতাব্দীগুলির মুজাদ্দিদ কারা ছিলেন? ইবনু হাজার, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে বিস্ত

ারিত লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। দ্বিতীয় হিজরীর প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনু শিহাব যুহরী (মৃঃ ১২৪হিঃ) থেকেই এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি খলীফা উমর ইবনু আব্দুল আযীযকে (মৃঃ ১০১হিঃ) প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করেছেন। তৃতীয় হিজরী শতকে ইমাম আহমদ ইবনু হামবাল (মৃঃ ২৪১হিঃ) এ বিষয়ে কথা বলেন। তিনি উমর ইবনু আব্দুল আযীযকে প্রথম শতকের ও ইমাম শাফিয়ীকে (২০৪হিঃ) দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ বলে মনে করতেন। পরবর্তী যুগগুলিতে অনেক আলেম এ বিষয়ে অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন। মুজাদ্দিদদের নামের অনেক তালিকা আছে। এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে দশম হিজরী শতক পর্যন্ত প্রায় ৯০০ বৎসরে যে সকল আলিম মুজাদ্দিদগণের তালিকা প্রণয়ন করেছেন সকলেই মুজাদ্দিদ হিসাবে মূলত শাফিয়ী মাযহাবের আলেমগণের নাম লিখেছেন। দু একজন হাম্বালী বা মালিকি মাযহাবের আলেমের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো হানাফী আলেমের নাম কেউ মুজাদ্দিদগণের নামের তালিকায় উল্লেখ করেন নি। এছাড়া এ সকল তালিকায় এমন অনেক ব্যক্তিত্বের নাম আছে যাদেরকে নির্দিষ্ট একটি দেশের বা এলাকার মানুষ ছাড়া বিশাল মুসলিম জনগোষ্টির কেউই চিনেন না।[২৮]

আল্লামা যাহাবী বলেনঃ মুজাদ্দিদ একজন হবেন মনে না করে একাধিক হবেন বলে মনে করাই বেশী জোরালো মত। তাহলে প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ হবেন উমর ইবনু আব্দুল আযীয সহ কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ ইবুন সিরীন প্রমুখ আলিম, দ্বিতীয় শতকে ইমাম শাফিয়ীর সাথে এতে শরীক হবেন ইয়াযিদ ইবনু হারুন, আবু দাউদ তাইয়ালিসী, আশহাব ফাকীহ ও অন্যান্য আলিম, তৃতীয় শতকে ইবনু সুরাইজ, ইমাম নাসাঈ, হাসান ইবনু সুফিয়ান প্রমুখ।[২৯]

ইবনু হাজার আসকালানী শাফিয়ী মাযহাবের বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তা সত্বেও তিনি ইমাম শাফিয়ীকে এককভাবে মুজাদ্দিদ হিসাবে গণ্য করতে আপত্তি করেছেন। তাঁর কথার সার সংক্ষেপ হলোঃ মুজাদ্দিদ একজনই হবেন কথাটি ঠিক নয়। নবায়ন ও সংস্কার হতে হবে সামগ্রিক। ঈমান, আকীদা, কর্ম, ব্যক্তি, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে যিনি সংস্কার করতে পারবেন তিনিই মূলতঃ এককভাবে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য হতে পারেন। আর এই সকল গুণাবলীর একত্র সমাবেশ এক ব্যক্তির মধ্যে বিরল। এজন্য সঠিক কথা হলো বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষ সকল সময়ে এই দায়িত্ব পালন করেন। ... সঠিক কথা হলো, শতাব্দীর মাথায় শুরুতে বা শেষে যত মানুষকে মুসলিম সমাজের কুসংস্কার, বিদ'আত, অনাচার ইত্যাদি অপসারণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগের পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, ঈমান, আকীদা, ইবাদত, ইলম, রাষ্ট্র, বিচার, শাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কার ও নবায়নের চেষ্টায় রত পাওয়া যাবে সকলকেই মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করতে হবে।[৩০]

মুল্লা আলী কারী লিখেছেনঃ উলামায়ে কেরাম এ হাদীসের অর্থ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দসই ও নিজের মযহাবের আলেম বা নেতাগণকে মুজাদ্দিদ বলে দাবী করেছেন। সঠিক কথা হলো (مَنْ) যেহেতু একবচন ও বহুবচনের সমষ্টি, কাজেই এ হাদীসের অর্থ করা উচিত বহুবচনের। সকল আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ওয়ায়িয, দরবেশ, রাষ্ট্রনেতা যে ব্যক্তিই দ্বীনের সংরক্ষণ ও সংস্কারে অবদান রাখবেন তাদের সকলকেই সেই যামানার মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করতে হবে। এজন্য আমার কাছে সঠিক মত হলো (مَن يجدد) বা (যে সংস্কার করবে) বলতে এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি। বরং বুঝানো হয়েছে সম্মিলিত জনগোষ্টি, অনেক ব্যক্তিকে, যারা সবাই মিলে সংস্কারের কাজ করবেন। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক বিষয়ে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মুজাদ্দিদ থাকবেন। এছাড়া সংস্কার, নবায়ন ও তাজদীদ আপেক্ষিক বিষয়। আংশিকও হতে পারে, পূর্ণাঙ্গও হতে পারে।[৩১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুজাদ্দিদ কোন পদবী নয়। আল্লাহ যুগে যুগে উম্মতের মধ্য থেকে কিছু মানুষের মাধ্যমে দ্বীনের সংস্কার করাবেন। যাদের মাধ্যমে এ সংস্কার করান তাঁরা জানেন নি বা দাবি করেন নি যে তারা মুজাদ্দিদ। অন্য কেউই নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারেন না যে মুজাদ্দিদ কে? এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই অনুমান ও ধারণা। মুজাদ্দিদ কে তা জানা মুমিনের দীনী দায়িত্ব নয়, এমনকি নিশ্চিতভাবে তা জানা সম্ভবও নয়।

আমরা শুধু এতটুকু বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করবেন। যখনই দ্বীনের মধ্যে শিরক, বিদ'আত, ভণ্ডামী, বিজাতীয় আচরণ, সাংস্কৃতিক পরাজয় ইত্যাদি প্রবেশ করবে, তখনই আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করবেন উম্মতের সংস্কার করার জন্য। উম্মতের বিশাল বিস্তৃত জনগোষ্টীতে অগণিত আল্লাহর বান্দা এ কাজ আঞ্জাম দেবেন।

১. ১. ৪. ২. মুজাদ্দিদ বিষয়ক অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি

"মুজাদ্দিদ" পরিভাষাটির বিষয়ে বিভিন্ন অস্পষ্টতা অনেক মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেছে এবং বিভিন্নভাবে এর অপব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি।

১. ১. ৪. ২. ১. মুজাদ্দিদের পরিচয় জানা আবশ্যক বলে মনে করা

মুজাদ্দিদ বিষয়ক একটি বিভ্রান্তি এই যে, মুজাদ্দিদ-এর পরিচয় জানা এবং তাকে অনুসরণ করা জরুরী বলে দাবি করা। উপরের আলোচনা থেকে আমরা এরূপ ধারণার অসারতা বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, কে মুজাদ্দিদ তা নির্ণয় করতে নানা

মুনির নানা মত। কেউই নিশ্চিতরূপে বলতে পারেন না যে মুজাদ্দিদ কে? এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই অনুমান। প্রত্যেকেই নিজ মাযহাব বা মতের আলিমদেরকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেছেন। আবার অন্যরা তাদের মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি অস্বীকার করে অন্যদেরকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেছেন। এগুলি সবই "ধারণা" মাত্র।

আল্লামা রুহুল আমিন বলেন: "এবনে হাজর কেবল শাফেয়ি ফকিহ-গণকে মোজাদ্দেদ শ্রেণীভুক্ত করিয়া এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন...। পাঠক ইতিপূর্বে আপনি অবগত হইয়াছেন যে এমাম এবনে হাজার শাফেয়ী মজহাবাবলম্বী ছিলেন। কাজেই তিনি খলিফা ওমার বেনে আবদুল আজিজ ব্যতীত সমস্ত শাফেয়ি ফকিহকে মোজাদ্দেদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু মালেকি হানাফি ও হাম্বলি ফকিহগণের কথা একেবারে উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ মোহাদ্দেছ, ওয়াএজ, পীর-দরবেশ, কারি ও হাকেম (রাষ্ট্রনায়ক/ শাসক-প্রশাসক) দলকে একেবোরে উক্ত পদ হইতে খারিজ করিয়াছেন। ইহা তাহার একচেটিয়া দাবি। মোল্লা আলি কারি ইহা দুর্বল মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বড় পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী, পীর হজরত মইনদ্দিন চিশতি ছাঞ্জিরি, পীর হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, পীর হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ, পীর হজরত জেনাএদ বগদাদী, পীর হজরত নেজামদ্দিন আওলিয়া প্রভৃতি ওলিয়ে-কামেলগণ ইসলামের কি কম উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম আহমদ বেনে হাম্বল, এমাম বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, আবু জাফর তাহাবি প্রভৃতি ফকিহ ও মোহাদ্দেহগণ ইসলামের কত বড় হিত সাধন করিয়াছেন। মূলকথা ইসলামের উন্নতি সাধনকারি প্রত্যেক সম্প্রদায় মোজদ্দেদ নামে অভিহিত হইবেন। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব শায়খোল ইসলাম বদরদ্দিন আবদাল হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিনি মোজদ্দেদ হইবেন, তিনি জাহেরী ও বাতেনী উভয় এলমের আলেম হইবেন। কিন্তু তিনি এবনে হাজার হইতে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীর যে মোজাদ্দেদ-গণের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহারা যে তরিকত বা বাতেনী এলমের আলেম ছিলেন, ইহার কোন প্রমান নাই, যিনি ইহার দাবি করেন তিনি এতদসংক্রান্ত প্রমান পেশ করিতে বাধ্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে এবনোল আছির ও মোল্লা আলি কারি লিখিয়াছেন যে, যিনি শরিয়তের যে বিষয়ের মোজাদ্দেদ হইবেন তাঁহাকে সেই বিষয়ের প্রসিদ্ধ হওয়া জরুরি- ইহাই সত্য মত।"[৩২]

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, যাদেরকে মুজাদ্দিদ বলে ধারণা করা হয়েছে বা দাবি করা হয়েছে তাদেরকে তাঁদের জীবদ্দশায় মুজাদ্দিদ বলা হয় নি। উমর ইবনু আব্দুল আযীযের জীবদ্দশায় কেউ তাকে মুজাদ্দিদ বলেন নি। ইমাম শাফিয়ীর জীবদ্দশায় কেউ তাকে মুজাদ্দিদ বলেন নি। এ সকল যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুগের সকল আলেম, শাসক ও বুজুর্গের জীবনী আলোচনা করে পরবর্তী যুগের আলেমগণ একেকজন একেকজনকে বা একাধিক ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বলে মনে করেছেন। আবার এক এলাকার আলেমগণ যাকে মুজাদ্দিদ বলে মনে করেছেন, অন্য অনেক এলাকার মানুষ তাকে চেনা তো দূরের কথা তার নামও শুনেন নি।

১. ১. ৪. ২. ২. নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করা

মুজাদ্দিদ বিষয়ক আরো ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করা। মুজাদ্দিদকে চিনতে বা অনুসরণ করতে হবে এ দাবির ভিত্তিতে কেউ কেউ নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করে নানা বিভ্রান্তি প্রচার করেছেন।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত সকলেই জানেন যে, এভাবে যুগে যুগে অগণিত মানুষ নিজেকে "ইমাম মেহেদী" বলে দাবী করেছে। অনেকে 'মুজাদ্দিদ' দাবীর মধ্য দিয়ে তার গোমরাহির প্রচার শুরু করেছে।

ভণ্ডনবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৯০৮) প্রথমে বিভিন্নভাবে ইলম, কারামত, কাশফ, হিন্দু ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি দাবি করার পরে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে (১৩০২ হিজরীতে) নিজেকে ১৪শ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ বলে দাবী করে। তখন থেকেই সে এবং তার অনুসারীরা মুজাদ্দিদ বিষয়ক হাদীসগুলির অপব্যাখ্যা করতে থাকে। কাদিয়ানী প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবী করে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এমনকি অনেক ভাল মানুষ ও আলেম তার খপ্পরে পড়ে যায়। পরে সে আরেক ধাপ উঠে নিজেকে মেহেদী দাবী করে। তখন এসকল ভাল মানুষদের অনেকে ভালবাসা ও সম্পর্কের কারণে তাকে ছাড়তে পারেন না। এরপর সে নিজেকে ঈসা নবী বলে দাবী করে। এরপর নিজেকে পূর্ণ নবী বলে দাবী করে।

লক্ষণীয় যে, কাদিয়ানীগণের প্রচারণার মূল ভিত্তি গোলাম আহমদকে কাশফ-ইলহাম ও ইলকা সম্পন্ন "মুজাদ্দিদ" বলে দাবি করা। তার মাহদী হওয়ার, মাসীহ হওয়ার বা নবী হওয়ার দাবি দাওয়া তারা কাশফ-ইলহামের বিষয় বলে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য "মুজাদ্দিদ" পরিভাষাটিই ব্যবহার করে। তাদের প্রচারিত "মুজাদ্দিদে আ'যম" গ্রন্থটি পড়লে পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

মূলত গোলাম আহমদের পূর্বে কোনো "মুজাদ্দিদ" নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করেন নি। বিগত ৪/৫ শতাব্দীতে কখনো কখনো কোনো বুজুর্গ স্বপ্ন বা কাশফের ভিত্তিতে এ জাতীয় কথা বললে বা কেউ কারো বিষয়ে এরূপ স্বপ্ন দেখলে তা একান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গোলাম আহমদই প্রথম নিজেকে মুজাদ্দিদ ও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বলে দাবি করে এবং ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের বিশেষ অধিকার দাবি করে। তার সকল মতামত "উপরের নির্দেশে" বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) থেকে সে লাভ করে বলে দাবি করে। পাশাপাশি যারা তার মতের অনুসরণ করে না তাদেরকে বিভ্রান্ত বা কাফির বলে দাবি করতে থাকে। এভাবে মুজাদ্দিদ বিষয়ক অস্পষ্টতার উপর ভিত্তি করে সে অনেক মুসলিম এমনকি আলিমকেও বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।

১. ১. ৪. ২. ৩. মুজাদ্দিদ বনাম যুগের ইমাম

কাদিয়ানী ও অনুরূপ বিভ্রান্তগণ দাবী করে যে, মুজাদ্দিদই 'যুগের ইমাম', আর যুগের ইমামকে মান্য করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে ব্যক্তি তাকে চিনবে না সে কাফির। নিম্নের কথাটিকে তারা দলিল হিসেবে পেশ করে:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি তার যুগের ইমামকে না জেনে মারা গেল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"

এটি শীয়াদের বানানো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হাদীস নামের জাল কথা।[৩৩] হাদীসে "ইমামের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, তবে যুগের ইমান নয়, বরং রাষ্ট্রের ইমাম। হাদীস ও ফিকহের পরিভাষায় "ইমাম" বলতে "রাষ্ট্রপ্রধান" বুঝানো হয়েছে। ইমাম শব্দ যদিও সম্মান বুঝাতে যে কোন নেতৃস্থানীয় মুসলিমের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে হাদীস শরীফে ও ইসলামী ফিকহে পারিভাষিকভাবে "ইমাম" বলতে রাষ্ট্রপ্রধানকে বুঝান হয়।

ইসলামের মাধ্যমে রাসূলুলাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন কবীলা বা গোত্র কেন্দ্রিক আরব সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে আনেন। তিনি বারংবার উম্মাতকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের গুরুত্ব জানিয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য বর্জন করা বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এই প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। কারণ জাহিলী যুগের মানুষ রাষ্ট্র চিনত না এবং রাষ্ট্রহীনভাবে বসবাস করত। কাজেই এভাবে থাকা নিঃসন্দেহে জাহিলী জীবন ও এভাবে মরা জাহিলী মরা। এ অর্থে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৩৪] এ অর্থে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে উদ্ধৃত। মদীনার অধিবাসীগণ ৬৩ হিজরী সালে ইয়াযিদের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহের যৌক্তিক কারণ ও প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব বুঝাতে তিনি বিদ্রোহীদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতীর নিকট গমন করে তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৩৫]

এ হলো সিহাহ-সিত্তা ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা। হাদীসটি কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে নিম্নরূপে সংকলিত হয়েছে:

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ

"যে ব্যক্তি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে এবং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না।"[৩৬]

এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় "বাইয়াত" বলতে যে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বুঝানো হয়েছে সে কথাটিই এ বর্ণনায় "ইমাম" বলে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আমরা আরো দেখছি যে, বিষয়টি একান্তভাবে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বিষয়ে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুজাদ্দিদ ও ইমাম এক নয়। শতাব্দীর মুজাদ্দিকে চেনা প্রয়োজনীয় হওয়া তো দূরের কথা সম্ভবই নয়। উমর ইবনু আব্দুল আযীয যে ১ম শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন এ বিষয়ে দু-একজন আলিম কথাবার্তা শুরু করেছেন তাঁর ওফাতের প্রায় দুই যুগ পরে। ইমাম শাফিয়ী যে দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন সে বিষয়ে দুই একজন আলিম কথাবার্তা শুরু করেছেন তাঁর ইন্তেকালের ২/৩ যুগ পরে। এভাবে মুজাদ্দিদ নিয়ে কিছু আলিম কথাবার্তা বলেছেন সংশ্লিষ্ট আলিমগণের ওফাতের পরে। উম্মতের অগণিত মুসলিমের এ নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা কখনোই ছিল না।

১. ১. ৪. ২. ৪. মুজাদ্দিদ বনাম উলুল আমর

মুজাদ্দিদ বিষয়ক আরেকটি অস্পষ্টতা মুজাদ্দিদকেই একমাত্র "উলুল আমর" বলে দাবী করা। উলুল আমর অর্থ "আদেশের অধিকারীগণ"। অনেকেই একজনকে "মুজাদ্দিদ" বলার সাথে সাথে তাকেই "উলুল আমর" বা 'আদেশদাতাগণ' বলে দাবি করে তাঁর মতামত গ্রহণ করাকে শরীয়তের নির্দেশ বলে মনে করেন। বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে 'আদেশের অধিকারীদের'। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা

আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রেখে থাক। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[৩৭]

ইমাম তাবারী ও অন্যান্য মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন, "উলূল আমর" বা আদেশের মালিকগণ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে: (১) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিকগণ, (২) আলিম ও ফকীহগণ ও (৩) সাহাবীগণ। নিঃসন্দেহে আলিমগণ ও সাহাবীগণের অনুসরণ ও আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে "আদেশের মালিকানা" মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারীদের; কারণ তারাই মূলত আদেশের মালিক, যাদের আদেশ পালন করতে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয় এবং যাদের আদেশ পালন না করলে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এছাড়া অসংখ্য হাদীসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিকদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তারা জুলুম করলে বা "মানুষের খোলসে শয়তানের অন্তরধারী" হলেও তাদের আনুগত্য বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩৮] এজন্য ইমাম তাবারী বলেন:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [لله] طاعةً، وللمسلمين مصلحة

"সঠিক মত হলো, যে "উলুল আমর" বা আদেশের মালিকগণ বলতে রাষ্ট্রীয় শাসক-প্রশাসকগণকে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এবং মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রপ্রধান, ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, উলুল আমর বা আদেশের মালিগণ মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক বা শাসক-প্রশাসকগণ। তবে শরীয়তের বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলিমগণকেও অনেক মুফাস্সির "উলুল আমর" বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে শরীয়তের প্রাজ্ঞ আলিমগণ সকলেই 'উলুল আমর' বলে গণ্য হন, দীনের বিষয়ে তাঁদের থেকে শিক্ষা-নির্দেশনা গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কাজেই কোনো ব্যক্তিকে পীর, নায়েবে নবী, মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে তাকে 'উলুল আমর' বলে দাবি করা বা তার মতামত গ্রহণ করার শরয়ী গুরুত্ব দাবি করা বিভ্রান্তিকর।

এ বিষয়ে আল্লামা রুহুল আমিন "বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন" গ্রন্থে লিখেছেন: "তফসির কবির, মায়ালেম, খাজেন, মাদারেক রুহুল বায়ান, রুহুল মায়ানি, এবনে জরির, এবনে কছির, নায়ছপুরী, দোররে মানছুর, আহমদী, সেরাজাম্মনির, বাহরে মুহিত, বায়জারী, মোজহারী (আর কত নাম করিব) প্রভৃতি বিখাত তফসির সমূহে উলোল আমর এর অর্থ মোসলমান বাদশাহ ও শরিয়তের আলেম বলিয়া লিখিত আছে; পীরে তরিকত কোন তফসিরে নাই বরং মকতুবাতে এমাম রব্বানীতে লিখিত আছে যে, শরিয়তের মসলা মাসায়েল গ্রহণ করিতে তবিকতের পীরগণের কথা গ্রহণীয় হইবে না। তদস্থলে এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণ এবং শরিয়তের আলেমগণের কথা গ্রহণীয় হইবে।..."[৪০]

১. ১. ৪. ৩. মুজাদ্দিদ যামান বিষয়ে ফুরফুরার চেতনা

ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকীকে মুজাদ্দিদ যামান বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে উপরের বিশুদ্ধ চেতনা লালন করেছেন তাঁর প্রাজ্ঞ সন্তান ও অনুসারীগণ। এ বিষয়ে তাঁর পৌত্র ফুরফুরার পীর আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী বলেন: "ইসলাম বিশ্বের সংস্কারকেরা: প্রথম শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত যে সকল মুজাদ্দেদ বা সংস্কারকেরা গত হয়েছেন তাঁদের মোটামুটি একটি ধারাবাহিক নামের তালিকা পেশ করা হল। তবে পাঠকবর্গকে স্মরণ রাখতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি ঐ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ-এর অর্থ এই নয় যে, ঐ শতাব্দীতে পৃথিবীতে আর অন্য কোনো মুজাদ্দেদ ছিলেন না।

এক শতাব্দীতে কেবলমাত্র একজনই মুজাদ্দেদ হবেন এটা ভ্রান্ত ধারণা। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় একই শতাব্দীতে একাধিক মুজাদ্দেদ হতে পারেন। মুজাদ্দেদ সকলের খ্যাতি, নাম, প্রভাব বিশ্বজুড়ে হতে হবে এমন কোনো শর্ত মুজাদ্দেদ বা যুগ-সংস্কারকের জন্য নাই। ....

এখন কথা হল যে, যারা যুগের 'মুজাদ্দেদ' হবেন তাদেরকে কিভাবে নির্ণয় করা হবে। এ প্রসঙ্গে আওনোল মাবুদ' কেতাবে বলা হয়েছে: "মুজাদ্দেদ হওয়া তাঁর সমসাময়িক বিদ্বানগণের প্রবল ধারণা ব্যতীত জানা যেতে পারে না। ...."

এরপর তিনি ১ম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুজাদ্দিদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক মতভেদ ও নানা মুনির নানা মত উল্লেখ পূর্বক বলেন: "মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সাহেবকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ স্থির করেছেন। আরব ও আজমের অন্যান্য দেশে ঐ শতাব্দীতে কোন কোন মোজাদ্দেদ ছিলেন তা নির্ণয় করা হয় নি। চতুদর্শ শতাব্দীদে বঙ্গ ও আসামের মোজাদ্দেদ ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলা ছিলেন, ... অন্যান্য দেশে মোজাদ্দেদ কোন্ কোন্ বোজর্গ হয়েছেন তা স্থিরকৃত হয় নি।"[৪১]

১. ১. ৫. ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর জীবনীকার মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন: "মাহিয়ে বেদআত, মোহিয়ে সুন্নাত,

মুফ্তীয়ে বাংলা ও আসাম, ফুরফুরা শরীফের সুবিখ্যাত বয়োঃজ্যেষ্ঠ পীর, আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী আবু জাফর মোহাম্মদ অজিহুদ্দীন মোস্তফা সিদ্দিকী আল-কোরায়েশী সাহেব (বাংলা ১৩১২) ইংরাজী ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখ (৯ যুলকাদ ১৩২৩ হিজরী) শুক্রবার[৪২] জন্মগ্রহণ করেন।"[৪৩]

পিতার বরকতময় তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হতে থাকেন। বাড়িতেই প্রসিদ্ধ আলিমদের কাছে কুরআন শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ আলিমদের কাছে উর্দু ও আরবী ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর ফুরফুরাস্থ জুনিয়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হন। জুনিয়ার মাদ্রাসার পড়াশুনা শেষ করে ৪-৫ বৎসর বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ আলিমগণের নিকট আরবী ব্যাকরণ, আরবী সাহিত্য ও ফার্সী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

১৬ বৎসর বয়সে ১৯২২ খৃস্টাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তখন এ মাদ্রাসাটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধতম আলিমগণ এখানে অধ্যাপনা করতেন। এখানে ৫ বৎসর উচ্চতর (স্নাতক) ও তিন বৎসর টাইটেল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ে লেখাপড়া করা হতো। এভাবে ১৯৩০ খৃস্টাব্দের দিকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করেন। এরপর তিনি ব্যক্তিগত গবেষণা ও অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। তৎকালীন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরী, ফুরফুরার মাদ্রাসার লাইব্রেরী, সীতাপুর মাদ্রাসার লাইব্রেরী ও এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি তিনি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন।[৪৪] তাঁর লিখিত "আল-মাউযূআত" গ্রন্থটি তাঁর ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইলমের সকল শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের পাশাপাশি পিতার সরাসরি তত্ত্বাবধানে আত্মশুদ্ধি ও তাসাউফের ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করেন।[৪৫]

উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করার পর পিতার অনুমতিতে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ১৩৫১ হিজরী মুতাবেক ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তিনি হিজায সফরে গমন করেন। পিতার পরিচয় ও নিজের ইলমী মর্যাদার কারণে সুদূর হিজাযেও তিনি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

প্রসিদ্ধ বাঙালী মহিলা ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত ভাসলিয়া গ্রামের বেগম সাওলাতুন্নিসার আর্থিক সহযোগিতায় এবং প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮হি/ ১৮৯১খৃ)-এর প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে ১২৯০ হিজরীতে (১৮৭৩ খৃ) মক্কায় "সাওলাতিয়া মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদ্রাসাটি ছিল সৌদি আরব তথা আরব উপদ্বীপের সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক "মহাবিদ্যালয়"।[৪৬] আলামা আবূ জাফরের আগমনের সংবাদে সাওলাতিয়া মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর সম্মানে বিশেষ মাজালিস ও আলোচনার আয়োজন করেন এবং তাঁর পিতার সাথে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সাওলাতুন্নিসার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

এছাড়া হিজায ও নজদের সুলতান ইবনু সাউদ, অর্থাৎ আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আযীয আল-সাউদ তাঁকে তাঁর রাজ দরবারে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর উন্নতির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতাও বাদশাহ ইবনু সাউদের পরিচিত ছিলেন। আল্লামা আবূ জাফরের এ হজ্জ সফরের মাত্র ৮ মাস পূর্বে ১৬/০৩/১৩৫১ হি (১৯/০৭/১৯৩২হি) তারিখে তিনি ইবনু সাউদের কাছে পত্র লিখেছিলেন। ১১ই রবিউস সানী ১৩৫১ হি (১৩/০৮/১৯৩২খৃ) তারিখে ইবনু সাউদ তাঁর এ পত্রের উত্তর প্রদান করেন। আমরা পরবর্তীতে এ পত্রের উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অধ্যয়ন ও গবেষণা সমাপ্ত করার পর, বিশেষত হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করার পর তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন: "বাবা, তুমি যদি চাকুরী করিতে চাও তা বল- আমি তোমার জন্য মাদ্রাসা আলীয়াতে চাকুরীর ব্যবস্থা করাইয়া দেই। তবে আমি তোমাকে এল্‌মে দীন শিখাইয়াছি আল্লাহর চাকর হইবার জন্য।" পিতার কথার মর্ম তিনি ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেন। প্রাতিষ্ঠানিক চাকরীর দিকে না যেয়ে তিনি ইসলাম প্রচার ও সমাজসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৪৭]

তাঁর কার্যাবলিকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি: (১) বিশুদ্ধ শরীয়ত ও তাসাউফের প্রচার, (২) ওয়ায-নসীহত, (৩) মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা, (৪) মানবসেবা ও সংগঠন এবং (৫) গ্রন্থ রচনা।

এ সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে তিনিও পিতার ধারায় ব্যাপকভাবে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ওয়ায-মাহফিলে ওয়ায করতেন। পাশাপাশি ইলম ও তাসাউফের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনেক প্রাজ্ঞ আলিমকে তিনি খিলাফত প্রদান করেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলির উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি নিজেও অনেকগুলি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বোপরি তাঁর একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রন্থরচনার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার।

পীর-মাশাইখ কর্তৃক গ্রন্থরচনা সাধারণভাবে বিরল ঘটনা। অতীতের প্রসিদ্ধ পীর-বুজুর্গগণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি ও

ওয়ায-নসিহতেই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁদের অধিকাংশই কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। কেউ কেউ দু-একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী যুগে এটিও বিরল হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ সংস্কারক ও পীর আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (১২৮-১৩৬২হি/ ১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ) ছিলেন ব্যতিক্রম। আর অপর এক ব্যতিক্রম আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী। তিনি আত্মশুদ্ধি, ওয়ায-নসীহত ও অন্যান্য কর্মের পাশাপাশি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জীবনীকার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ "তাঁহার লিখিত ও নির্দেশিত পুস্তকাদির তালিকা"-য় ৬৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এগুলির মধ্যে কোন্গুলি তাঁর নিজের লেখা এবং কোন্গুলি তাঁর নির্দেশে অন্যদের লেখা তা উল্লেখ করেন নি।[৪৮] আমাদের পর্যালোচিত "আল-মাউযূআত" গ্রন্থের শেষে আল্লামা আবু জাফর তাঁর নিজের লেখা ৬টি পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের শেষে, শেষ নিবেদনের আগে তিনি লিখেছেন: "গ্রন্থকারের অন্যান্য দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ:

(১) তাবাকাতুল ইযাম (মহানদের স্তরগুলি)

এ গ্রন্থে ছয়টি স্তর রয়েছে। (ছয় পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ আলিমদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে)। প্রথম স্তরে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরদের উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তরে প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ফকীহগণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ স্তরে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্যায়ে প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু বাংলার অনেক আউলিয়া কিরামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ষষ্ঠ স্তরে বাড়াবাড়ি ও অবহেলা ব্যতিরেকে ফার্সী কবিগণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ পাঠ্য গ্রন্থাদির লেখকগণের পরিচয় ও জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মূল্য ১২ টাকা।

(২) তারীখে ফুরফুরা শরীফ (ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস)

এ গ্রন্থে ফুরফুরা শরীফ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির ওলীগণের জীবনী এবং বাগ্দী রাজার সাথে যুদ্ধের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্য ৪ টাকা।

(৩) মুনইয়াতুল মুগীস ফী ইসতিলাহিল ফিকহি ওয়াল হাদীস (ফিকহ ও হাদীসের পরিভাষা বিষয়ে ত্রাণকারীর আকাঙ্খা) - উর্দু

এ গ্রন্থে ইলম ফিকহ ও ইলম হাদীসের পরিভাষাগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থিগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে এ বিষয় সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সহযোগিতা লাভ করবেন। মূল্য ২ টাকা।

(৪) ফাতাওয়ান নবী (নবীজীর ﷺ ফতোয়া) -বাংলা

এ গ্রন্থে প্রায় এক শত ফাতওয়া প্রশ্ন ও উত্তর-সহ সংকলন করা হয়েছে, যেগুলি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি উত্তর প্রদান করেছিলেন। এ পুস্তিকাটি ফুরফুরা শরীফের মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। মূল্য ২ টাকা।

(৫) ফিরাকে বাতিলা দর মুলকে বাঙ্গাল (বঙ্গদেশের বাতিল ফিরকাসমূহ)- বাংলা

এ গ্রন্থে বঙ্গদেশে বিদ্যমান সকল বাতিল ফিরকার উল্লেখ করে তাদের আকীদা, চালচলন ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ লেখা হয়েছে। এ সকল বাতিল ফিরকা থেকে বাঁচার উপায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্য ২ টাকা।

(৬) নকশায়ে না'লুন্নবী ﷺ (নবীজীর পাদুকার নকশা)- বাংলা

এ পুস্তিকায় রাসূলুলাহ ﷺ-এর পবিত্র পাদুকার নকশা বা আকৃতির প্রতিচ্ছবি লেখা হয়েছে। সহীহ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে অবিকল নকশা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় লেখা হয়েছে। এ পুস্তিকাটি উলট মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। মূল্য ১ টাকা।

গ্রন্থগুলির প্রাপ্তিস্থান: মুজাদ্দিদিয়া লাইব্রেরী, ফুরফুরা শরীফ, পোস্ট দক্ষিণ দিহি, জেলা হুগলী।"

মহান পিতার ধারায় সুদীর্ঘ জীবনভর দীন, সমাজ ও জাতির বহুমুখী খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে ২০০২ খৃস্টাব্দে আল্লামা আবু জাফর ইন্তেকাল করেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনীকার মাওলানা শহীদুল্লাহ লিখেছেন: "সুফী সাধক অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছেন, তবে এইরূপ একইসাথে পার্থিব ও পারলৌকিক কমযজ্ঞের সুফী সাধক যে দুর্লভ, এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না। হযরত পীর কেবলার কর্মজীবনকে কোন বিশেষ দিকের সাথে বেঁধে না ফেলে একটি সারবান কথায় বলা চলে যে, তাঁর জীবনটাই ছিল ধর্ম-সেবা ও মানব-সেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি ছিলেন বিংশ শতকের যুগ চেতনার এক শুভ অভিব্যক্তি। এই সাধক শাহ, সুফী, পীর হযরত আবু জাফর সিদ্দিকী (রাহ) গত ২৯ শে অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭.২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"[৪৯] মহান আলাহ তাঁকে অফুরন্ত রহমত দান করুন এবং উম্মতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

১. ১. ৬. বিশুদ্ধ সুন্নাত নির্ভরতা ও জাল-হাদীস বিরোধিতা

১. ১. ৬. ১. দাওয়াতে ফুরফুরার বৈশিষ্ট্য সন্ধান

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম জাতির ইতিহাসের সাথে মাশাইখ ফুরফুরা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, আন্তধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সংক্ষেপে তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সর্বস্তরের মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, ভালবেসেছেন এবং প্রত্যেকে তাঁর নিজের অনুধাবন দিয়ে তাঁদের মূল্যায়ন করেছেন।

ফুরফুরার পীর আবুবকর সিদ্দিকীকে এ দিক থেকে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর সাথে তুলনা করা যায়। কুরআন-সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ শরীয়ত পালনে আগ্রহী সকল পর্যায়ের মানুষকে যাদুর মত আকর্ষণ করেছিল সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর দাওয়াত। সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতভেদ ও দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি বিষয় "মাযহাব"। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউ ছিলেন কঠোর "মাযহাব"-পন্থী। আবার কেউ ছিলেন ঘোর "মাযহাব" বিরোধী। তিনি নিজে এ বিষয়ে প্রশস্ততা ও উদারতা অবলম্বন করেছেন এবং এ বিরোধিতাকে প্রশমিত ও সংকুচিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অনুসারীরা একেকজন একেকভাবে তাঁর মূল্যায়ন করেছেন। মাযহাব বিরোধীরা তাঁকে তাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মাযহাব-পন্থীরা তাকে তাদের মত করেই চিত্রিত করেছেন। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ক কিছু আলোচনা দেখব, ইনশা আল্লাহ।

ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকীর বিষয়টিও একইরূপ। শিরক, কুফর, বিদআত, কুসংস্কার, তাসাউফের নামে ভণ্ডামির প্রতি বিক্ষুদ্ধ সত্য-সন্ধানী সকল পর্যায়ের মানুষ তাঁর সাহচার্য লাভ করেছেন এবং তিনি সকলকেই আপন করে নিয়েছেন। খুঁটিনাটি মতভেদগুলিকে তিনি কখনোই বড় করে দেখেন নি। বরং এগুলির ঊর্ধ্বে উঠে সকল মুসলিমের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসার দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে মূল্যায়ন বিভিন্ন রকমের হয়েছে।

তিনি মীলাদ-কিয়াম জায়েয বা বৈধ বলেছেন। ফলে মীলাদভক্তগণ তাঁকে তাঁদের মত করে চিত্রিত করেছেন। আবার তিনি মীলাদ-কিয়াম বিরোধী আলিমগণকে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ফলে মীলাদ বিরোধীরা তাঁকে তাঁদের কাছাকাছি হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

তিনি ওহাবীদের প্রতি পত্র লিখে তাদের মাযার-ভাঙ্গার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। আবার বিভিন্ন সময়ে ওহাবীদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। কখনো মাযহাব-বিরোধীদের সাথে একত্রে সংগঠন করেছেন, তাদের পত্রপত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, কখনো তাদের বিভিন্ন মতামতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ভক্ত ও অনুসারিগণ প্রত্যেকে নিজের অনুভব দিয়ে তাঁর এ সকল কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করেছেন।

এ সকল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এ পর্যালোচনা মূলত সহীহ হাদীস প্রচারে ও "জাল-হাদীস" প্রতিরোধে মাশাইখ ফুরফুরার অবদানকে কেন্দ্র করে। এ দিক থেকে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ সুন্নাতের উপর নির্ভরতা ও জাল হাদীস প্রতিরোধ করা মাশাইখ ফুরফুরার দাওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শাইখ আবু বকর সিদ্দকী সর্বদা জাল ও মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। কোনো অজুহাতেই জাল হাদীস, জাল মাসআলা, মিথ্যা তাফসীর বা মিথ্যা ফাতওয়ার পক্ষ নিতেন না। তাঁর জীবদ্দশায় **১৯৩১** সালে (বাংলা **১৩৩৭**) শরীয়তে ইসলাম পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর "ওছীয়ৎ-নামা" প্রকাশিত হয়। এগুলির অধিকাংশ অসিয়তেই তিনি বারংবার মিথ্যা মাসআলা, মিথ্যা হাদীস, মিথ্যা তাফসীর, মিথ্যা ভিত্তিক ওয়ায ইত্যাদি বর্জনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর এ নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আল্লামা রুহুল আমিনের বিভিন্ন লেখায় আমরা তার নমুনা দেখতে পাই। জাল হাদীস বিরোধিতায় তারা ছিলেন আপোসহীন। পাশাপাশি সহীহ হাদীস ও কুরআন-সুন্নাহ কেন্দ্রিক হওয়ায় মতভেদীয় মাসআলাগুলিতে তাঁরা সুন্নাত কেন্দ্রিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছেন। নিম্নের কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করব। আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. ১. ৬. ২. সুন্নাত ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত

ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। সুন্নাতের দুটি অর্থ প্রচলিত। এক অর্থে সুন্নাত ফরয-ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের ইবাদত। সুন্নাতের দ্বিতীয় অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ও পদ্ধতি। হাদীসে 'সুন্নাত' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কাজ করেন নি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত। যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করা। এক কথায় কর্মে ও বর্জনে, গুরুত্বে ও পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণই সুন্নাত। সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু-প্রজন্মের কর্ম ও বর্জনও সুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত।[৫০]

ইত্তিবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতে নববীর হুবহু অনুসরণের গুরুত্বের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তেমন কোনো মতভেদ নেই। তবে মতভেদ ঘটে দুটি বিষয়ে: (১) সুন্নাতের উৎস এবং (২) সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্মের বিধান।

১. ১. ৬. ৩. সুন্নতের উৎস

সাধারণভাবে আমরা বুঝি যে, সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম ও কর্মপদ্ধতি জানার একমাত্র সূত্র হাদীস শরীফ। তবে দুটি বিষয় এক্ষেত্রে ধার্মিক মানুষদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে: **প্রথমত,** জাল হাদীস এবং **দ্বিতীয়ত,** সুন্নাত জানার ক্ষেত্রে বুজুর্গগণের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা।

জাল হাদীসের কারণে মুসলিম সমাজে অগণিত সুন্নাত বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রচলিত হয়েছে। অনেক কথা, কর্ম, অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি বা করেন নি, কিন্তু জালিয়াতগণ তাঁর নামে সেগুলি প্রচার করেছে। আর সরলপ্রাণ মুসলিমগণ এ সকল জাল হাদীস দ্বারা প্রতারিত হয়ে এ সকল কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ শিরক, বিদআত ও খেলাফে সুন্নাত অনুষ্ঠানাদির ভিত্তি এরূপ জাল হাদীস এবং বানোয়াট গল্প-কাহিনী।

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্মে লিপ্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ বুজুর্গগণের অজুহাত। সাহাবী-তাবিয়ীগণের পরে, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার আগ্রাসনের পরে বিধ্বস্ত মুসলিম সমাজগুলিতে বিগত ৭/৮ শতাব্দী যাবৎ অনেক নেককার বুজুর্গ অগণিত নেক কর্মের পাশাপাশি সমাজের প্রচলনের প্রভাবে, ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে বা না-জানার ফলে কিছু খেলাফে সুন্নাত কর্ম করেছেন। ছামা, কাওয়ালী, দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বা হেলেদুলে যিকর, দরুদ, সালাম, ধুমপান, পদচুম্বন, কবরচুম্বন ও অন্যান্য অগণিত কর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টি আমরা দেখতে পাই। অমুক বুজুর্গ করেছেন বা বৈধ বলেছেন, তিনি কি আর কিছুই বুঝেন নি... তিনি যদি জান্নাতে যান তাহলে আমরাও যাব ইত্যাদি কথা সাধারণত বলা হয়। এরূপ অজুহাতে এ সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী, সুন্নাতে সাহাবা এবং কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা হয়।

মাশাইখ ফুরফুরার মূলনীতি থেকে আমরা দেখব যে, সুন্নাতের উৎস বিষয়ে অস্পষ্টতা তাঁরা দূর করেছেন। বিশেষত জাল হাদীস ও বুজুর্গগণের কর্মের অজুহাত তারা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছেন।

১. ১. ৬. ৪. সুন্নাত বনাম বিদআতে হাসানা

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কথা, মত, কর্ম, অনুষ্ঠান বা রীতি প্রচলনের ক্ষেত্রে অন্য যে বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা "বিদআত হাসানা" বা ভাল বিদআত বিষয়ক বিতর্ক। এ বিষয়ে মাশাইখ ফুরফুরার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এখানে পর্যালোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. ১. ৬. ৪. ১. ভাল বিদআত ও খারাপ বিদআত

আমরা আগেই বলেছি, সুন্নাত অনুসরণের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। তবে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ- অথবা সাহাবী-তাবিয়ীগণ- করেন নি তা করার বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ বিদ্যমান। তাঁরা যা করেন নি তা করাকে বিভিন্ন হাদীসে "বিদআত" অর্থাৎ উদ্ভাবন এবং "ইহদাস" অর্থাৎ "নতুন বানানো" বলা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার "সুন্নাত"-এর বিপরীতে "বিদআত" ও "ইহদাস" (নব-উদ্ভাবন বা নব-উদ্ভাবিত) শব্দদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, "সকল বিদআতই বিভ্রান্তি"। আবার সাহাবী-তাবিয়ীগণের কোনো কোনো বক্তব্যে কোনো কোনো নতুন কর্ম বা বিদআতের প্রশংসা করা হয়েছে।

এ সকল বক্তব্যের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলিমগণ বিদআতের বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বিদআতকে ভাল ও খারাপ দু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ এরূপ শ্রেণীভাগ অস্বীকার করেছেন।

ইমাম শাফিয়ী থেকে ভাল বিদআতের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বাইহাকী, গাযালী, ইবন হাজার ও অনেক প্রসিদ্ধ আলিম বিদআত হাসানার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, যে বিদআত বা নতুন কর্ম দ্বারা কোনো সুন্নাত বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হয় না তা বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদআত। আর যে বিদআত সুন্নাতের ব্যতিক্রম, সুন্নাতের বিপরীত, অথবা যে বিদআত দ্বারা কোনো সুন্নাত ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হয় তা বিদআতে সাইয়েয়াহ বা খারাপ বিদআত।

তাঁদের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, তাঁরা দীন পালনের উপকরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকেই "বিদআত হাসানা" বলেছেন, যেগুলিকে কেউ দীনের অংশ বলে মনে করে না, বরং উপকরণ বলে মনে করে। যেমন ইলম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, দীনী ইলম শিক্ষার জন্য আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা ইত্যাদি। "মাদ্রাসা"-য় না পড়ে ঘরে, মসজিদে বা উস্তাদের বাড়িতে বসে ইলম শিখলে ইলমের সাওয়াব কম হবে বা আদব কম হবে বলে কেউ মনে করেন না, বরং সকলেই মাদ্রাসাকে উপকরণ হিসেবেই গণ্য করেন এবং ইলম-এর গভীরতার উপর সাওয়াব নির্ভর করে বলে বুঝেন। তবে পরবর্তীকালে এ পরিভাষাটি উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।[৫১]

১. ১. ৬. ৪. ২. সকল বিদআতই খারাপ

এর বিপরীতে অনেক আলিম ও বুজুর্গ বিদআতে হাসানার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম বা কথাকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করাই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যা করেন নি, বা যে পদ্ধতিতে যে ইবাদত করেন নি সে কর্ম বা পদ্ধতি কখনো দীনের অংশ হতে পারে না। এরূপ কোনো কর্ম, রীতি, পদ্ধতি বা মতামতকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা বা দীনের রীতিতে পরিণত করা বিদআত এবং সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল এদের অন্যতম।

তাঁদের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, তাঁরাও দীন পালনের উপকরণ বা জাগতিক বিষয়াদিতে উদ্ভাবন নিষেধ বা আপত্তি করেন নি। তাঁদের মতে, জাগতিক বিষয়ে বা উপকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন বিদআত নয়; কারণ কেউ একে দীনের অংশ মনে করেন না। তবে কেউ যদি উপকরণ বা জাগতিক বিষয়কে দীনের অংশ মনে করে তবে তা বিদআত হবে। যেমন ইলম শিক্ষা করা কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত ইবাদত। এ ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ উদ্ভাবন নিষিদ্ধ নয়। তবে যদি কেউ সুন্নাত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা

করে বা উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে দীনের অংশ মনে করে, যেমন মাদ্রাসায় না পড়ে ঘরে বা মসজিদে উস্তাদের কাছে যতই ইলম শিখুক সাওয়াব বা বুজুর্গি কিছু কম হবে বলে মনে করে তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে।[৫২]

১. ১. ৬. ৪. ৩. মুজাদ্দিদ আলফ সানীর দৃষ্টিতে বিদআত হাসানা

পরবর্তী প্রসিদ্ধ বুজুর্গদের মধ্যে ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আলফি সানী শাইখ আহমদ সিরহিন্দী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিদআতে হাসানার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন এবং বিদ'আতের শ্রেণীবিভাগের নিন্দা করেছেন। তাঁর মাকতুবাত শরীফে এ প্রসঙ্গে অনেক বক্তব্য রয়েছে। একস্থানে তিনি বলেন:

"আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপনে এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ, ভগ্নপ্রায় এবং মোহতাজির সহিত কাঁদাকাটি করিয়া আশ্রয় চাহিতেছি যে, দ্বীনের মধ্যে যাহা কিছু নূতনত্ব হইয়াছে, যাহা নবীয়ে কারীম (ﷺ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না, যদিও উহা প্রভাতের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়, তথাপি যেন হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ-এর ওসীলায় আমাকে এবং আমার সহিত সম্বন্ধিত যাহারা তাহাদিগকে উক্ত কার্যসমূহে আকৃষ্ট না করেন এবং উক্ত বিদ'আতের সৌন্দর্য-মুগ্ধ না করেন।

আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, বিদ'আত দুই প্রকার – 'হাসানা', ও 'সায়্যেআহ্'। হাসানা (ভালো বিদ'আত) ঐ নেক আমলকে বলা হইয়া থাকে যাহা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানায় ছিল না বটে, কিন্তু উহা কোনো সুন্নাতকে উঠাইয়া দেয় না। 'সায়্যেআহ' (খারাপ বিদ'আত) ঐ আমলকে বলা হয় যাহা সুন্নাতকে উঠাইয়া দেয়। এ ফকীর কোনো বিদ'আতের মধ্যেই সৌন্দর্য এবং নূর (আলো) অবলোকন করিতেছে না ; উহাতে সে শুধুই তমশাময় অনুভব করিতেছে। দৃষ্টিহীনতাহেতু বিদ'আতিগণের কার্য যদিও এখন চাকচিক্যময় দৃষ্টিগোচর হইতেছে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করিলে জানিবেন যে, ইহাতে ক্ষতি ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত কোনোই লাভ হয় না। (প্রত্যুষে জানিবে তুমি দিবসের ন্যায় : নিশীথে কাহার সাথে করেছ প্রণয়।)

সাইয়্যেদুল বাশার হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ ফরমাইয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমাদের এই কার্যে (শরীয়তের কার্যে) নূতনত্ব করিবে যাহা ইহার মধ্যে নাই তাহা মরদুদ– (পরিত্যক্ত)।" অতএব যাহা মরদুদ তাহার মধ্যে সৌন্দর্য আর কোথা হইতে আসিবে! আরও তিনি ফরমাইয়াছেন, "অতঃপর নিশ্চয় উৎকৃষ্ট বাক্য আল্লাহর কেতাব এবং উৎকৃষ্ট আদর্শ হযরত মোহাম্মাদ ﷺ -এর আদর্শ। যাবতীয় নবউদ্ভাবিত কার্যই গোমরাহী (পথ ভ্রষ্টতা)।" আরও তিনি ফরমাইয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকিবে অবশ্য সে বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে; তখন তোমরা আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিও এবং চর্বনকারী দন্ত দ্বারা তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিও। তোমরা নূতন কার্যসসূহ হইতে বিরত থাকিও। যেহেতু প্রত্যেক নূতন কার্য বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।" অতএব, যখন প্রত্যেক নূতন কার্য বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, তখন বিদ'আতের মধ্যে সুন্দর হওয়ার কী অর্থ হয়। উক্ত হাদীস এ ধরনের কথা বাতিল করিয়া দেয়। হাদীসের আলোকে বিদ'আতের মধ্যে কোনো বিদ'আতকে বাদ দেওয়ার অবকাশ বা বিশিষ্টতা নাই (এমন কোনো কথা নাই যে, কোনো বিদ'আত ভালো ও কোনো বিদ'আত খারাপ)। সুতরাং, প্রত্যেক বিদ'আতই সায়্যেআহ্ বা নিকৃষ্ট।

হযরত নবীয়ে করিম (ﷺ) ফরমাইয়াছেন যে, "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয় ; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করা হইতে উত্তম।" হযরত হাসান (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন : "যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখনই আলাহ তাহাদের মধ্য হইতে অনুরূপ সুন্নাত তুলিয়া নেন, পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তাহাদের মধ্যে সেই সুন্নাত ফিরাইয়ে দেন না।"[৫৩]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন: *"জানা আবশ্যক যে, কোনো কোনো বিদ'আত বা নূতন কার্য যাহাকে আলেমগণ 'হাসানা' - উৎকৃষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছেন, যখন তাহাতে ভালোভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যায় তখন বুঝা যায় যে, সেইগুলিও সুন্নাত বিনষ্টকারী। যথা, মৃত ব্যক্তির কাফনের সহিত পাগড়ি প্রদান, ইহাকে আলেমগণ বিদ'আতে হাসানা বলিয়াছেন ; অথচ এই বিদ'আতই সুন্নাত বিনষ্টকারী। কেননা তিন বস্ত্র প্রদান সুন্নাত , ইহা তাহা হইতে অতিরিক্ত, কাজেই উক্ত সুন্নাতকে অপসারিত করা হইল। আর এই অপসারণ করাই উঠাইয়া দেওয়া। এইরূপ কোনো কোনো মাশায়েখ পাগড়ির শামলা (লেজ) বা পুচ্ছ বামদিকে রাখা উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, অথচ উহা স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই সুন্নাত। অতএব, ইহা যে সুন্নাত বিনষ্টকারী তাহা প্রকাশ্য কথা। এইরূপ আলেমগণ নামাযের নিয়্যাতের সময় দেলে এরাদা করা সত্ত্বেও মুখে উচ্চারণ করা উৎকৃষ্ট কার্য বলিয়াছেন। কিন্তু উহা হযরত নবীয়ে কারীম (ﷺ) হইতে সাব্যস্ত হয় নাই। 'সহীহ্' কিংবা 'যয়ীফ' কোনো প্রকারের রেওয়াতই এ বিষয়ে নাই। কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ী হইতেও বর্ণিত নাই যে, তাঁহারা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিয়া নিয়্যাত করিয়াছেন। বরঞ্চ বর্ণিত আছে যে, যখন ইকামত বলা হইত তখন তাহারা তাকবীরে তাহরীমা বলিতেন। কাজেই, ইহা বিদ'আত এবং (তাঁহারা) ইহাকে হাসান বলিয়া থাকেন। আমি জানি যে, এই বিদ'আত কি পরিমাণ সুন্নাত বরং ফরয অপসারিত করে। কেননা ইহা জায়েয রাখার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিই জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, অমনোযোগিতার প্রতি কোনোই ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু দেলের (অন্তরের) নিয়্যাত যাহা ফরয তাহা পরিত্যক্ত হইয়া নামাজ বিনষ্ট হওয়ার পর্যায় উপনীত হয়।*

অন্যান্য যাবতীয় বিদ'আত ও নূতন কার্যসমূহও এই প্রকারের। ইহারা হাসানা বা সাইয়্যেআহ যে কোনো প্রকারেই হউক না কেন, সুন্নাত হইতে অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ততাই মিটাইয়া দেওয়া ও মিটাইয়া দেওয়াই উঠাইয়া দেওয়া। অতএব, হযরত নবীয়ে

কারীম (ﷺ) -এর অনুসরণের প্রতিই সংক্ষেপ করা কর্তব্য এবং সাহাবাগণের পায়রবী বা অনুসরণ যথেষ্ট মনে করাই উচিত।... অবশ্য 'কেয়াস' বা তুলনা করিয়া মাসআলা উদ্ধার করা এবং 'এযতেহাদ' অর্থাৎ, চেষ্টা করিয়া মাসআলা আবিষ্কার করা কোনো ক্রমেই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা উহা কুরআন শরীফের অর্থ প্রকাশক, অতিরিক্ত কোনো কার্যের নির্দেশক নহে। সুতরাং, "হে দূরদর্শীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[৫৪]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন : "সর্বশ্রেষ্ঠ নসীহত ইহাই যে, হযরত নবীপাক (ﷺ) -এর দ্বীন অনুসরণ করা ও তাহার সুন্নাত আদায় করা ও বিদ'আত হইতে বাঁচিয়া থাকা। যদিও বিদ'আত প্রাতঃকালের নির্মল অবস্থা হইতেও উজ্জ্বল হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোনো নূর নাই। উহাতে কোনো রোগের ঔষধও নাই। কেননা তাহা দুই অবস্থা হইতে মুক্ত নহে, হয় ইহা সুন্নাতকে একবারে দূর করিয়া দিবে, না হয় নিস্তেজ করিয়া দিবে। নিস্তেজ অবস্থায় অবশ্যই উহা সুন্নাতের অতিরিক্ত হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতকে দূরকারী (মনসুখকারী), কেননা কোনো দলিলের অতিরিক্ত কথা সেই দলিলের দূরকারী।

অতএব, জানা গেল বিদ'আত যে কোনো রকমেরই হউক না কেন, হয় উহা সুন্নাতকে উৎপাটন করিবে, না হয় উহার দুর্বল অবস্থা হইবে। ইহার মধ্যে কোনো রকমের সৌন্দর্য নাই। বড় দুঃখ যে, যখন দ্বীন ইসলাম পূর্ণ তখন তাহারা বিদ'আতকে কেমন করিয়া 'হাসানা' বলিয়া হুকুম দেন। ইহারা কি জানেন না যে "আকমাল" (নিখুঁত) ও "আতমাম" (পূর্ণ) ও "রেজা" (সন্তুষ্টি) হাসেল হওয়ার পর দ্বীনের মধ্যে কোনো নূতন কাজ পয়দা করা হাসান বা সুন্দর হইতে বহু দূরে। "ফামাজা বায়দাল হাক্কে ইল্লাদ্দালাল্" –নির্ভুলের অতিরিক্ত হইল ভুল। যদি তাহারা ইহা জানিতেন যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কার্যকে হাসান বলা দ্বীনকে 'কামেল নহে' এই কথা বলা হইবে এবং নেয়ামতকে অসম্পূর্ণ বলা হইবে। এইরূপ হুকুম দেওয়া কখনই উচিৎ নয়।"[৫৫]

অন্যত্র তিনি বলেন: "সর্বশ্রেষ্ঠ নসিয়ত, যাহা আমার প্রিয় ছেলে ও তামাম বন্ধুবর্গগণকে করা যাইতেছে, উহা এই যে – সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং বিদ'আত হইতে বাঁচা। ইসলাম দিন দিন গরিব হইয়া যাইতেছে এবং মুসলমানের সংখ্যা অল্প হইয়া যাইতেছে। যতই মুসলমান মরিতে থাকিবে ততই ইসলাম গরিব হইতে থাকিবে। এমন কি পৃথিবীর উপর একজনও 'আল্লাহ আল্লাহ... ' বলা লোক থাকিবে না। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যিনি ইসলামের এই দরিদ্র অবস্থায় কোনো পরিত্যক্ত সুন্নাত হইতে একটিকে বাঁচাইয়া রাখেন এবং প্রচলিত বিদ'আতের একটিকে মারিয়া ফেলেন।

এখন ঐ সময় যে হজরত নবীপাক ﷺ -এর পর হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে এবং কেয়ামতের আলামতগুলি ছায়া দিয়াছে। সুন্নাত বা সত্য নবুয়্যাতের যুগ দূরে চলিয়া যাওয়ার জন্য গোপন হইয়াছে এবং মিথ্যা বেশি আসার জন্য বিদ'আত বেশি প্রকাশিত হইয়াছে। এখন এইরূপ একজন শক্তিশালী লোকের আবশ্যক যিনি সুন্নাতকে সাহায্য (জীবিত) করেন এবং বিদ'আতকে দূর করেন। বিদ'আতকে প্রচলিত করিলে দ্বীন ধ্বংস হইয়া যাইবে। হাদীস শরীফে আছে : 'যিনি কোনো বিদ'আতীকে সম্মান করিলেন তিনি ইসলামকে ধ্বংস করিতে সাহায্য করিলেন।'

আপনি শুনিয়াছেন যে, সম্পূর্ণভাবে এইদিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, সুন্নাতসমূহের মধ্যে কোনো একটি সুন্নাত জারি হইয়া যায় এবং বিদ'আতের ভিতর হইতে কোনো (একটি) বিদ'আত দূর হইয়া যায় ; বিশেষ করিয়া এই যুগে। কেননা ইসলাম খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছে। ইসলামী রসুমত (প্রথা ও ভাবধারা) তখনই জারি হইয়া যাইবে যখন সুন্নাতকে সম্পূর্ণভাবে পালন করা হইবে এবং বিদ'আতকে দূর করা যাইবে। অতীত দিনে মনে হয় কেহ বিদ'আতের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য দেখিয়া থাকিবেন। সে কারণে তাহারা কোনো কোনো বিদ'আতকে 'হাসানা' বলিয়াছেন, কিন্তু এই ফকির এই কথায় একমত নহেন। বিদ'আতকে কোনো রকমেই 'হাসানা' জানা চলিবে না। তাহাতে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। নবী কারীম (ﷺ) বলিয়াছেন : 'কুল্লু বিদ'আতীন দালালাতুন' –'প্রত্যেক বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টতা।'

ইসলামের এই দুর্দিনে নিরাপত্তা নির্ভর করে সুন্নাত আদায় করার উপর এবং সমস্ত অমঙ্গল বিদ'আত হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেক বিদ'আতই কুঠারের ন্যায়। ইহা ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে। সুন্নাতকে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহা গোমরাহীর অন্ধকারে পথ প্রদর্শক।

আল্লাহ তা'আলা বর্তমান যুগের আলেমগণকে যেন এমন ক্ষমতা দেন যাহাতে তাঁহারা কোনো বিদ'আতকে আমল করা যেন জায়েয না বলেন। যদিও ঐ বিদ'আত তাহাদের দৃষ্টিতে প্রাতঃকালের ন্যায় নির্মল হয়, তথাপি তাহারা যেন তাহা শুভ বলিয়া গ্রহণ না করেন। কেননা সুন্নাতের বাহিরে শয়তানের ধোঁকা দেওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অতীতকালে ইসলাম শক্তিশালী ছিল, সেইজন্য বিদ'আতের অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব হইত। কোনো কোনো বিদ'আতের ভিতর ইসলামের সৌন্দর্যের জন্য তাহাও আলোকিত মনে হইত এবং সেইজন্য 'হাসান'-এর পর্যায়ে আসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল না। এখন ইসলাম অত্যন্ত দুর্বল, সেই জন্য বিদ'আতের অন্ধকারকে দূর করা যেন সম্ভব নয়। এখন পূর্বের ন্যায় পরের আলেমদিগের কোনো ফতোয়া দেওয়া উচিত নহে। কেননা প্রত্যেক সময়ের হুকুম বিভিন্ন। এখন দুনিয়াতে বিদ'আতের আধিক্যবশত সবই অন্ধকারের সমুদ্র হইয়া গিয়াছে এবং সুন্নাত ক্ষণিক প্রভাদানের পর লুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ'আতের আগমন এ অন্ধকারকে আরও গভীর করিতেছে এবং সুন্নাতের নূর কম হইয়া যাইতেছে। সুন্নাত অনুসারে কাজ করা এই অন্ধকার দূর করার ন্যায়। ইহাতে সুন্নাতের সৌন্দর্য আরও ধীরে ধীরে অধিকতর হইয়া যাইবে। এখন আপনাদের ইচ্ছা যে আপনারা

বিদ'আতের অন্ধকারকে বাড়াইতেও পারেন আবার সুন্নাতের সৌন্দর্যকেও উজ্জ্বলতর করিতে পারেন। হয় আল্লাহর দলকে পুষ্ট করেন বা শয়তানের দলকে পুষ্ট করেন। (আলা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল মুফলেহুন আলা ইন্না হিজবাশ্‌শায়তানে হুমুল খাসেরুন –সতর্ক হও, আল্লাহ তা'আলার দল সাফল্য পাইবে এবং শয়তানের দল ধ্বংস হইবে।)"[৫৬]

১. ১. ৬. ৪. ৪. মাশাইখ ফুরফুরার দৃষ্টিতে বিদআত হাসানা

ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ও তাঁর পুত্রগণ মূলনীতি হিসেবে বিদআতে হাসানার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। পাশাপাশি বিদআতে হাসানাকে দীনের অংশ বা মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করার বিরোধিতা করেছেন।

বিদআতে হাসানা নয়, ইত্তিবায়ে সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণকেই তাঁরা সকল বুজুর্গির মূল হিসেবে গণ্য করেছেন। ১৯৫৭ সালের ২৪ শে নভেম্বর জমিয়তে ওলামায়ে হানাফিয়ার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ফুরফুরার পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী বলেন: "স্মরণ রাখিবেন, মোমেনদের তিনটি দর্জা (স্তর) আছে: এলমুল একিন, আইনুল একিন ও হাক্কুল একিন।... প্রথম দর্জার মোমেনগণ সুন্নতের এত্তেবা করিতে করিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং সেই স্থান হইতে সেই সুন্নতেরই এত্তেবা করিতে করিতে তৃতীয় দর্জায় উন্নীত হইতে পারেন। সুন্নাতে খেলাফ (ব্যতিক্রম) আকীদা বা আচরণ দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ইসলামের এক অর্থ আল্লাহতে আত্ম-সমর্পণ। হুজুরপাক (ﷺ)-এর অপেক্ষা এই আত্মসমর্পণের মেছাল (দৃষ্টান্ত-নমুনা) আর কেহ অধিক দিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার সুন্নাতের অনুকরণ ব্যতীত এই একিনের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দ্বার পর্যন্ত কেহই উন্নীত হইতে পারিবে না। ভণ্ডপীর ও ভণ্ড বুজুর্গদিগের সম্বন্ধে এইখানেই সতর্ক হইতে হইবে।"[৫৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: "মোট কথা "গদ্দিনশীন শব্দটি বেদায়াতে হাসানা হইলেও ইহা সুন্নত শব্দ নহে। কারণ এই শব্দটি হজরত নবী (ﷺ)-এর সাহাবা এবং অতীত কালের পীরানে পীরদিগের জামানার বহু পরে প্রকাশ পাইয়াছে। খলীফা শব্দটি সুন্নাত ও আরবী শব্দ এবং গদ্দিনশীন উর্দু-পার্শি মিশ্রিত শব্দ। খাঁটি পীরদিগের জন্য সুন্নতী শব্দ ত্যাগ করিয়া বেদায়াত শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নহে।"[৫৮]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মাশাইখ ফুরফুরার দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিদআত হাসানার বিপরীতে সুন্নাত রয়েছে। অর্থাৎ কথাটি বা কাজটি অবিকল রাসূলুলাহ ﷺ-এর মত পালন করা সুন্নাত। আর শরীয়তের দলীল, বুজুর্গগণের আমল বা উম্মাতের ব্যবহারে ভিত্তিতে ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে আদায় করা বিদআত হাসানা। কখনো একে 'সুন্নাত উম্মাত' বলা হয়। যেমন, খলীফা শব্দটি সুন্নাত আর গদ্দিনশীন শব্দটি বিদআত হাসানা। অনুরূপভাবে "আস-সালামু আলাইকা আইউহান নাবিয়্যু" সুন্নাত ও "ইয়া নাবী সালামু আলাইকা" বিদআত হাসানা, মনে নিয়্যাত করা সুন্নাত, আর মুখে উচ্চারণ করা 'সুন্নাত উম্মাত' বা 'বিদআত হাসানা'। যিকির, দরুদ, সালাম ইত্যাদি ইবাদত বসে বসে, মনে মনে, মৃদুশব্দে মাসনূন বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য দিয়ে পালন করাই সুন্নাত। আর এজন্য দাঁড়ানো, দলবদ্ধভাবে, উচ্চশব্দে, লাফালাফি করে বা পরবর্ত যুগের ভাষা, শব্দ বা বাক্য দিয়ে আদায় করা বিদআতে হাসানা। সোমবার সিয়াম পালনের মাধ্যমে রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর জন্মের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মীলাদ পালনের সুন্নাত পদ্ধতি। আর মীলাদ মাহফিল বিদআত হাসানা বা সুন্নাত উম্মাত। এগুলি সবই রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগের অনেক পরে প্রকাশ পেয়েছে। মাশাইখ ফুরফুরার মতে বিদআতে হাসানাকে জায়েয বা মুসতাহসান বলার অর্থ এ নয় যে তা সুন্নাত নববী বা সুন্নাত সাহাবা থেকে উত্তম। বিদআতে হাসানাকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বললে তো সুন্নাতকে অপছন্দ করা হলো। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর ভাষায় খাঁটি পীর বা খাঁটি সুন্নাত ভক্ত মুমিনের জন্য সুন্নাত ছেড়ে বিদআত হাসানা গ্রহণ করা উচিত নয়।

মাশাইখ ফুরফুরার উপর্যুক্ত বক্তব্য এবং পরবর্তী বক্তব্যগুলি থেকে যে সমন্বিত চিত্রটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় তা নিম্নরূপ:

(ক) সকল ইবাদতে কর্মে ও বর্জনে, গুরুত্বে ও পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ বা ইত্তিবায়ে সুন্নাতই মুমিনের মূল দায়িত্ব ও সকল বুজুর্গির উৎস। রাসূলুলাহ ﷺ যা করেন নি তা করা বা তিনি যা করেছেন তা বর্জন করা খেলাফে সুন্নাত। কর্মে বা বর্জনে, গুরুত্বে বা পদ্ধতিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম অর্থ খেলাফে সুন্নাত। খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্মে বা বর্জনে হতে পারে। অর্থাৎ (১) রাসূলুলাহ ﷺ যা করেছেন তা না করা, অথবা (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা করা। বিষয়দুটি একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্দ্যভাবে জড়িত। উভয়ক্ষেত্রেই খেলাফে সুন্নাতের মধ্যে কোনো বুজুর্গি নেই। তিনি যা করেছেন তা বাদ দিলে আল্লাহ খুশি হবেন, অথবা তিনি যা করেন নি তা না করলে আল্লাহ নারায হবেন, অথবা তিনি যা করেন নি তা করলে আল্লাহ বেশি খুশি হবেন এরূপ চিন্তা কোনো মুসলিম করেন না।

তিনি যা করেছেন তা বর্জন করা তাঁর নির্দেশনার আলোকে জায়েয হতে পারে, তবে তা কখনো উত্তম হতে পারে না বা তা না করা দীনের অংশ হতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি যা করেন নি তা করা জায়েয হতে পারে তবে তা করা কখনো উত্তম হতে পারে না বা দীনের অংশ হতে পারে না। বুজুর্গি ও সাওয়াব মূলত সুন্নাতের মধ্যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো বুজুর্গি বা সাওয়াব নেই, তবে তা জায়েয হতে পারে।

(খ) তিনি যা করেন নি তা করাই মূলত নতুন কর্ম, উদ্ভাবন বা "বিদআত" বলে গণ্য। তিনি যা করেন নি তা তিন প্রকারের

হতে পারে:

প্রথম প্রকার: তিনি করেন নি এবং করতে নিষেধ করেছেন। কেউ কেউ এরূপ নিষেধাজ্ঞাকে নানারূপ ব্যাখ্যা করে বিকৃত করেন এবং এরূপ বর্জিত ও নিষিদ্ধ বিষয়কেও "বিদআতে হাসানা" নাম দিয়ে শুধু জায়েয-ই নয়, উপরন্তু দীনের অংশ বা দীনের জন্য উপকারী বলে গণ্য করেন। যেমন কবরের উপর সৌধ-ইমারত তৈরি করা, বাতি দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা, গান-বাজন করা, বিপদে-আপদে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা ইত্যাদি। এগুলি কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু অনেকে নানা অজুহাত ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে এরূপ কর্মগুলিকে "বিদআতে হাসানা" নাম দিয়ে জায়েয করেছেন। তবে মাশাইখ ফুরফুরা এরূপ কর্ম কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার: তিনি যা করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি। তবে কর্মটি করার প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট তাঁর যুগে ছিল। অর্থাৎ যে কারণ, প্রয়োজন বা অজুহাতে কর্মটি পরবর্তী যুগে করা হয়েছে সে কারণ, প্রয়োজন বা অজুহাত তাঁর যুগেও বিদ্যমান ছিল বা পেশ করা সম্ভব ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। যেমন, যিকর বা তিলাওয়াতের জন্য দাঁড়ানো, নর্তন-কুর্দন করা ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার: তিনি যা করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি। মূলত কর্মটি করার প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট তাঁর যুগে ছিল না সে জন্য তিনি তা করেন নি। অর্থাৎ যে প্রয়োজন বা অজুহাতে কর্মটি পরবর্তী যুগে করা হয়েছে সে প্রয়োজন তাঁর যুগে ছিলই না। যেমন ইলম শিক্ষা, কুরআন শিক্ষা, দাওয়াত, তাযকিয়া ইত্যাদির জন্য জন্য সিলেবাস-কারিকুলাম বা বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি করা, অনারব ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

তিনি যা করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি- বিশেষত প্রয়োজন না থাকার কারণে বর্জন করেছেন- তা করা অবৈধ নয়, তবে তা করার মধ্যে কোনো বুজুর্গি বা সাওয়াব নেই বা তা দীনের অংশ নয়। এ বিষয়ে আলিমদের মতামত বিশ্লেষণ করলে তিনটি ধারা পাওয়া যায়:

(১) এগুলিকে "বিদআত" বলে ঢালাওভাবে না-জায়েয বলা।

(২) এগুলিকে "বিদআত হাসানা" আখ্যায়িত করে এগুলিকে দীনের অংশ বানিয়ে ফেলা। অর্থাৎ এগুলি না করলে বরকত কম হবে বা দীনদারি কিছুটা অপূর্ণ থাকবে বলে ধারণা করা। উপরন্তু এগুলিকে দীনদারি ও দলাদলির মাপকাঠি বানানো।

(৩) এগুলিকে "বিদআত হাসানা" হিসেবে অথবা "উপকরণ" হিসেবে জায়েয বলা, তবে দীনের অংশ বলে গণ্য না করা।

(গ) মাশাইখ ফুরফুরার মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা তৃতীয় ধারায় ছিলেন। তাঁরা এরূপ কোনো কোনো বিষয়কে "বিদআত হাসানা" বা "সুন্নাতে উম্মাত" বলে জায়েয বা বৈধ বলে গণ্য করেছেন, তবে একে বুজুর্গি, দীনের অংশ বা দীনদারির মাপকাঠি বানান নি। বরং বিদআতে হাসানাকে জায়েয বা মুসতাহসান (ভালো) বললেও পাশাপাশি তা বর্জন করে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণের উৎসাহ দিয়েছেন। ইত্তিবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করাকেই বুজুর্গির একমাত্র পথ বলে গণ্য করেছেন।

সর্বোপরি মাশাইখ ফুরফুরা সকল ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে এবং জাল হাদীস বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের সহীহ-যয়ীফ বা জালিয়াতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে কোনো বুজুর্গের মতামত, লেখনি, উদ্ধৃতি বা কর্মের উপর নির্ভর করা বর্জন করেছেন এবং করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এখানে এ বিষয়ে তাঁদের কিছু মতামত পর্যালোচনা করব।

১. ১. ৬. ৫. মীলাদ-কিয়াম

১. ১. ৬. ৫. ১. মীলাদ-কিয়াম: ইবাদত বনাম পদ্ধতি

মীলাদ-কিয়াম প্রসঙ্গে মাশাইখ ফুরফুরার মতামত থেকে উপরের বিষয়টি প্রতিভাত হয়।[৫৭] "মীলাদ" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকগুলি মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত ইবাদত পালন করা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালবাসা, সম্মান, মহব্বত ও ভক্তি হৃদয়ে সৃষ্টি করা ও বৃদ্ধি করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম, জীবনী, কর্ম, আকৃতি, প্রকৃতি, তাঁর মর্যাদা, মহত্ব, সুন্নাত, আচার-আচরণ ইত্যাদি আলোচনা করা, রাসূলুলাহ ﷺ -এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা, তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মতভেদ মূলত পদ্ধতিকে ঘিরে। এ সকল ইবাদতের দিকে তাকিয়ে অনেক বুজুর্গ একে জায়েয বলেছেন। আবার পদ্ধতির নতুনত্বের কারণে অনেকে একে বিদআত বা বর্জনীয় বলে গণ্য করেছেন। যারা একে জায়েয, মুসতাহসান বা মুসতাহাব বলেছেন তাঁরা মূলত এ বিষয়ক ইবাদতগুলি পালনের দিকেই লক্ষ্য করেছেন, পদ্ধতিকে জরুরী বা আবশ্যকীয় বলে গণ্য করেন নি। আর যারা একে বিদআত বলেছেন তারা এ সকল ইবাদতের বিরোধিতা করেন নি, বরং তাঁরা এ সকল ইবাদত সাহাবী-তাবিয়ীগণের পদ্ধতি পালনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিষয়টি নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে। অনেকেই মীলাদ-কিয়ামকে নবীপ্রেমের দলিল ও সুন্নীয়তের পরিচয় বলে গণ্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাযির-নাযির ও মীলাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বলে দাবি করেছেন। মীলাদকে বৈধ প্রমাণ করতে অনেক জাল হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং মীলাদ অনুষ্ঠানকে জাল হাদীস ভিত্তিক অতিভক্তিমূলক কাহিনী বর্ণনার আসরে পরিণত করেছেন।

১. ১. ৬. ৫. ২. মীলাদ-কিয়াম জায়েয, তবে দীন বা সুন্নিয়ত নয়

ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ও তাঁর পুত্রগণ মীলাদ-কিয়ামকে জায়েয বলে গণ্য করেছেন। একে সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবার মত গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং উম্মাতের সুন্নাত হিসেবে জায়েয বলেছেন। পাশাপাশি তাঁরা একে জরুরী মনে করা, দীনের অংশ মনে করা, সুন্নীয়তের প্রমাণ মনে করা, মীলাদ বিরোধীদের খারাপ মনে করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করা, তাঁকে হাযের-নাযের (উপস্থিত ও দর্শক) বলে মনে করা, তাঁকে আলিমুল গাইব (গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) বলে দাবি করা, মীলাদ প্রমাণ করতে জাল হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং মীলাদ অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক জাল হাদীস বর্ণনা করার ঘোর বিরোধিতা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী বলেন: "মিলাদ শরীফে কেয়াম করা মোস্তাহছান। যদি কেউ মৌলুদ শরীফ পাঠ কালে কেয়াম করে, তবে কেহ তাকে জবরদস্তি করে বসাবেন না। যদি কেউ বসে তাওয়াল্লাদ শরীফ পড়ে, তবে তাকেও কেহ জোর করে উঠাবেন না। সামান্য মোস্তাহছান বিষয় নিয়ে কেহ দলাদলি করে বিভক্ত হবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেয়ামের সময় কেহ বসে থাকে কেহবা দাঁড়ায় ইহা ভাল নয়। তৎপ্রতি খেয়াল রাখবেন। কিন্তু কেয়াম করা মোস্তাহছান সুন্নাতে উম্মত। সুন্নত তিন প্রকার: (১) সুন্নতে উম্মত, (২) সুন্নতে ছাহাবা, (৩) সুন্নতে নাবাবী। এলমে গায়েব আল্লাহ তায়ালা হযরত নবী করিমকে (ﷺ) যতদর জানিয়ে দিয়েছেন ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা- এরূপ আকিদা রাখিবেন। হযরত নবী (ﷺ) যে গায়েব জানেন সেই গায়েবকে এলমে হুছুলি বলে।"[৬০]

তাঁর পুত্র ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী বলেন: "মিলাদ ও কেয়াম কোন মুসলমানের মাপকাঠি না। মিলাদ-কেয়াম করলেও কেউ জাহান্নামে যাবে না, না করলেও কেউ জাহান্নামে যাবে না। বরং যারা মিলাদ-কেয়াম ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ফেৎনা ফাসাদ করবে- তারাই জাহান্নামে যাবে।"[৬১]

ভারতীয় উপমহাদেশে মীলাদ-কিয়াম বিরোধী আলিমগণের অন্যতম ছিলেন আবু বকর সিদ্দিকীর সমসাময়িক দেওবন্দের প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২হি/ ১৮৬৩-১৯৪৩খৃ)। মীলাদ-কিয়াম বিরোধিতা ও অন্যান্য কারণে সমসাময়িক অন্য প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা আহমদ রেযা খান ব্রেলবী (১২৭২-১৩৪০ হি/ ১৮৫৬-১৯২১খৃ) ও অন্যান কতিপয় আলিম তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফাতওয়া দেন, এমনকি তাঁকে কাফির বলে ঘোষণা করেন। শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী বারংবার বলেছেন, আমি ও আশরাফ আলী থানবী একই মতের। কিন্তু তিনি কখনোই আল্লামা রেযা খান ব্রেলবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন নি বা কখনোই তার গ্রহণযোগ্যতার কথা বলেন নি। তিনি, তাঁর সন্তান ও অনুসারিগণ আল্লামা থানবীকে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেছেন। আল্লামা থানবীর বিরুদ্ধে ফাতওয়ার প্রতিবাদে শাইখ আব্দুল হাই সিদ্দিকী ঘোষণা করেন: "হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ)-কে ওরা কাফের বলে! তিনি যদি কাফের হন তবে মুসলমান কে হবে গ্যাঁ? তিনি যদি মুসলমান না হন তবে তো উপমহাদেশে কেউ মুসলমান নয়। শুনে রেখে দাও, আমি দু'জনের মতে চলি। একজন হলেন আমার ওয়ালেদ সাহেব মোজাদ্দেদে জামান (রহ), আর অপর জন হলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ)।" তিনি তাঁর বড় ছেলেকে বলেছিলেন: "বাবা, আমরাও দেওবন্দী।"[৬২]

১. ১. ৬. ৫. ৩. হাযির-নাযির ও জাল-হাদীস প্রসঙ্গ

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী রাসূলুল্লাহ ﷺ বা অন্য কাউকে হাযির-নাযির (উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী) বলে বিশ্বাস করাকে কুফরী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এ মত ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য মতের বিরুদ্ধে বাগমারি নিবাসী আলিমদ্দিন শাহ নামক এক ব্যক্তি "তরিকতে রাসূল রাহে হক" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। শাইখ আবু বকর সিদ্দিকীর নির্দেশে আল্লামা রুহুল আমিন এ পুস্তকের বিরুদ্ধে "বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। সহীহ হাদীস নির্ভরতা ও জাল হাদীস প্রতিরোধে মাশাইখ ফুরফুরার অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টার একটি নমুনা এ গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

আল্লামা রুহুল আমিন লিখেছেন: "বর্ত্তমানে বেদাতি দলের যেরূপ বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহাতে হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। হজরত নবি (ﷺ) শেষ যুগে একদল প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব হওয়ার কথা বলিয়াছেন, অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে তরিকতে রসুল রাহে হক নামক একখানি পুস্তক দেখিয়া অবাক হইলাম, বাগমারী নিবাসী আলিমদ্দিন শাহ নামক একজন অপরিচিত লোক কোরাণ ও হাদিছ ধবংস করার বাসনায় উক্ত বাতীল পুস্তক রচনা করিয়াছে। লেখক নগণ্য হইয়াও একজন দেশমান্য আলেমকুলের শিরোমণি এবং তাপসকুলের গৌরব রত্নের (ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকীর) উপর অযথা দোষারোপ করিয়া নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছে। লেখকের বিদ্যার দৌড় এত যে, কতকগুলি জাল বা অমূলক হাদিস লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে।

লেখক এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় (لو لاك لما خلقت الأفلاك) (তুমি না হলে নভোমণ্ডলী সৃষ্টি করতাম না)- এই কথাটি হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মোল্লা আলি কারী "মওজুয়াতে কবির" গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: সাগানী বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদিসটি জাল। ফাতাওয়ায় আজিজি ১/১২২পৃ. "..উক্ত হাদিস: 'লাওলাকা লামা খালাকতোল আফলাক' কোন কেতাবে দেখি

নাই। ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া, ৪/১৯ পৃ. "এই উল্লিখিত হাদিসটি কোন কেতাবে দেখি নাই, ইহা স্পষ্ট জাল বলিয়া অনুমিত হয়।"

তিনি ৫ পৃষ্ঠায় এই কথাটি হাদিস বলিয়া লিখিয়াছেন: (من عرف نفسه فقد عرف ربه): (যে নিজেকে চিনল সে তার রব্বকে চিনল)। কিন্তু এমাম ছাখাবি মাকাছেদে হাসানার ১৯৮ পৃষ্ঠায় ও মোল্লা আলিকারী মওজুয়াতে কবির গ্রন্থের ৫৯ পৃস্ঠায় লিখিয়াছেন: ".... "এবনে তায়মিয়া বলিয়াছেন, উহা জাল হাদিস। ছাময়ানি বলিয়াছেন, উহা হজরত নবি (ﷺ)-এর কথিত হাদিস বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। নাবাবি বলেন, উহা হজরত নবি (ﷺ) হইতে প্রমাণিত হয় নাই।

তিনি উক্ত পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত কথাটি হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন: (من لا شيخ له فشيخه الشيطان)- "যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান"। কিন্তু লেখক ইহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসে দেখিয়াছেন? ইহার সনদ কি? যতক্ষণ তিনি এই হাদিসের সনদ পেশ করিতে না পারেন ততক্ষণ উহা জাল হাদিস বলিয়া গণ্য হইবে।

লেখকের বিদ্যার পরিমাণ এত যে, তিনি আরবি ভাষা ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন না, তিনি উক্ত পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: (الأولياء لا يموت): 'আলিগণ মরেন না'। যে ব্যক্তি আরবী নহোমির পাঠ করিয়াছে, সেও বলিতে পারে যে, উক্ত এবারতের শব্দ ভ্রমাত্মক, প্রকৃত পক্ষে এইরূপ এবারত ঠিক হইবে (الأولياء لا يموتون)। ইহা শব্দের হিসাবে বলা হইল, কিন্তু এই শব্দগুলি কোরাণও নহে এবং হাদিস নহে। কোরাণ শরিফে আছে. "নিশ্চয় তুমি (হে মোহাম্মদ) মৃত এবং নিশ্চয় তাঁহারাও (প্রাচীন নবিগণও) মৃত।" লেখকের দাবিকৃত কথাটি এই আয়াতের খেলাফ হইল কিনা? .....

১. ১. ৬. ৫. ৪. নবী-ওলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা শিরক

তিনি প্রথমে দুইটী বয়েত লিখিয়াছেন, প্রথম বয়ত এই: 'হে আলি! আমার উপর জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দাও, খোদার ওয়াস্তে আমার পাথর দেল মোম (নরম) করিয়া দাও।

লেখক এই প্রথম এবারতে হজরত আলি (রা)-কে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ধারণা করিয়া তাহার নিকট এলম ও জ্ঞান চাহিয়াছেন। কোরাণ ও হাদিসে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ধারণা করাকে শেরক কাফেরী বলা হইয়াছে। শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী তফসীরে আজিজির প্রথম পারার ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: .... "একদল মোশরেক বিপদ সমূহ মোচনের জন্য অন্যদিগকে ডাকিয়া থাকে এইরূপ উপকার সাধন উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে অন্যের দিকে রুজু করা শেরেক।"

শাহ অলিউলাহ দেহলবী সাহেব ফওজোল কবির গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "শেরকের অর্থ এই যে, খোদাতায়ালার খাস ছেফাতগুলি অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা, যথা (নিজ) এরাদা অনুয়ায়ী পৃথিবীর কায্য্য পরিচালনা করা ইত্যাদি।"

শাহ রফিউদ্দিন সাহেব রেছালায়ে নজুরের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: .... 'কাহারও নিকট প্রত্যক্ষভাবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যাচঞা করা এবং তাহাকে হিতাহিতের কর্ত্তা বিশ্বাসকরা স্পষ্টবড় শেরক।'

কাজি ছানাউল্লা পানিপতি এশরাদোত্তালেবিন গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'মৃত আওলিয়া ও নবিগণের নিকট দোওয়া চাওয়া জায়েজ নহে, (জনাব) রসুলে খোদা (ﷺ) বলিয়াছেন দোওয়া এবাদত, তৎপরে তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন: তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের জন্য কবুল করিব'... যাহারা আমার এবাদত হইতে এনকার করে, অচিরে তাহারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে'। নিরক্ষর ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে, 'হে শায়েখ আবদুল কাদের জিলানি কিম্বা খাজা শামছদ্দিন পানিপতি (আমাকে) আল্লাহতায়ালার জন্য কিছু দাও', জায়েজ নহে, শেরক ও কাফেরী হইবে।

আরও খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, 'যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দোয়া চাহে তাহারা তোমাদের ন্যায় বান্দা। তাহাদের কি ক্ষমতা আছে যে কাহারও মতলব পূর্ণ করে!'

লেখক উপরোক্ত দলীল সমূহ অনুযায়ী কেন কাফের হইবেন না? পাঠক, যে লেখক প্রথম ছত্রেই কাফেরি ও মোশরেকি মত প্রচার করিয়াছেন নিরক্ষর লোকদিগকে তাহার কেতাব পাঠ করা একেবারে নাজায়েজ।

১. ১. ৬. ৫. ৫. নবী-ওলীগণের হায়াত বনাম গাইবী ইলম ও ক্ষমতা

লেখক প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'ফুরফুরার (পীর জনাব হজরত) মাওলানা আবুবকর সাহেব বলিয়া থাকেন যে, 'যে ব্যক্তি রসুলোল্লাহ (ﷺ)-কে হাজের নাজের জানিবে, কাফের হইবে', ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি হজরতের হায়াতের কথা মান্য করেন না, এজন্য দীনের এনকারকারী হইলেন।

উত্তর: নবিগণ, ওলিগণ বরং প্রত্যেক ইমানদার বা কাফের গোরে জীবিত থাকেন। ..... ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক ইমানদার ও কাফেরের রুহ গোরে জীবিত থাকে। নবিগণ গোরে জীবিত থাকিলে তাহারা যে প্রত্যেক স্থানে হাজের নাজের থাকিবেন, ইহার প্রমাণ কি? শহিদগণ জীবিত আছেন, তাহারা কি প্রত্যেক স্থানে হাজের নাজের হইবেন?

শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রহ) তফসিরে আজিজির ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'শেরকের বিস্তারিত বিবরণ, চতুর্থ প্রকার শেরক- পীর পরস্তগণ (পীর-পূজারিগণ) বলিয়া থাকে যে, বোজর্গ ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম ও সাধ্য সাধনায় আল্লাহ তায়ালার নিকট বাকসিদ্ধ (মকবুলোদ্দোয়া) এবং শাফায়াতের যোগ্য হইয়া থাকেন। যখন তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেন, তখন তাহার রুহের মহা ক্ষমতা ও অতিরিক্ত প্রসারতা লাভ হয়। যে ব্যক্তি তাহার রূপ ধেয়ান করে, তাহার উপবেশন উত্থান স্থান কিম্বা গোরে সেজদা ও পূর্ণ নম্রতা করে, উক্ত পীর হৃদয়ের প্রসারতা ও (দেহ হইতে) মুক্ত হওয়ার জন্য উক্ত অবস্থা অবগত হন এবং দুনইয়া ও কেয়ামতে তাহার সম্বন্ধে সুপারিশ করেন।

(শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর) কওলোল জমিল, ৩৪ পৃষ্ঠা: 'আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিপদ উদ্ধারকর্ত্তা জানা এই জন্য নিষিদ্ধ যে, মদদ করা তিনটি ছেফাতের (গুণের) উপর নির্ভর করে, প্রথম এলম, দ্বিতীয় কুদরত, তৃতীয় রহমত। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের মতলব অবগত না হয়, সে ব্যক্তি কিরুপে অন্যের সাহায্য করিবে, আর যদি (উহা) অবগত হইতেও পারে, কিন্তু কোদরত (ক্ষমতা) না রাখে তবে কিরূপে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে? আর যদি এলম ও কোদরত উভয় থাকে, কিন্তু রহমৎ (দয়া অনুগ্রহ) না থাকে, তবে কিরুপে সাহায্য প্রকাশ হইবে। কিন্তু উক্ত তিনটি বিষয় খাস খোদাতায়ালার ছেফাত, এই জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট মদদ (বিপদ উদ্ধার ও মতলব পূর্ণ) চাওয়া জায়েজ নহে। কোন গোর পূজাকারী বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা অলিগণকে এলম ও কোদরৎ দান করিয়াছেন, কাজেই তাহাদের নিকট মদদ (বিপদ উদ্ধার ও মতলব পূর্ণ) চাওয়া নিষিদ্ধ হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোরাণ, হাদিস কিম্বা উম্মতের এজমা হইতে প্রমাণ কর যে, অলিগণের এলম এরূপ সর্ব্বব্যাপী যে, তাহাদের নিকট দূর নিকট হাজের ও গায়েব সমান এবং প্রত্যেক নিমিষে সমস্ত পৃথিবীর (লোকের) মনোবাঞ্ছা অবগত থাকেন এবং বিপদ মোচনের (মুশকিল কোশাইর) ক্ষমতা রাখেন। মূল কথা, এইরূপ (দাবি) প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে, কাজেই বাতীল তর্ককারিদের কথা ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নহে।"

মাওলানা ইসহাক দেহলবী মেয়াতোল মাছায়েল কেতাবের ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: '২ প্রশ্ন: যদি পুর্ব্বাদেশবাসিগণ বলেন, ইয়া রসুলুলাহ, ইয়া আওলিয়া-ওল্লাহ কিম্বা পশ্চিম দেসবাসিগণ বলেন ইয়ারসুলাল্লাহ তবে কি হইবে? উত্তর: যদি কেহ দরুদ ও ছালাম পৌঁছাইবার জন্য 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে, তবে জায়েজ হইবে। যদি কেহ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধে ধারণা করে যে, এ সময় আমি (তাহাকে) ডাকি, তিনি শুনিতে পান কিম্বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখেন, কিম্বা দুনইয়ার কার্য নির্বাহ করেন, অথবা আল্লাহ তায়ালার কার্য পরিচালনায় অংশীদার আছেন, তবে ইহাতে আল্লাহ তায়ালার শরিক করা হইবে। ইহা বাতীল করার উদ্দেশ্যেই পয়গম্বরে খোদা (ﷺ) প্রেরিত হইয়াছেন। কাহাকেও গায়েবি এলমে, মোতলাক কোদরতে (পূর্ণ ক্ষমতায়) এবং দুনইয়ার কার্য্য পরিচালনার সম্বন্ধে আল্লাহর সহিত শরিক করা চাই না। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে এইরূপ ডাকা কোফর ও শেরক। কোরানের আয়াত, হাদিস ও ফেকহের রেওয়াএত ইহার প্রমাণ। আল্লাহ বলিয়াছেন, বলুন (মোহাম্মদ), আল্লাহ ব্যতীত যে কেহ আসমান ও জমিনে আছে গায়েব জানে না এবং তাহারা কোন সময় জীবিত হইবেন, তাহ তাহারা অবগত নহেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি উক্ত লোক অপেক্ষা অধিকতর গোমরাহ (ভ্রান্ত) যে আল্লাহ ব্যতীত এরূপ ব্যক্তির নিকট দোওয়া চাহে যে, সে কেয়ামত অবধি তাহার উত্তর দিবে না এবং তাহারা ইহাদের দোওয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ (বে-খবর) থাকিবে।" "তুমি আল্লাহ ব্যতীত এরূপ বস্তুর নিকট দোওয়া করিও না যে তোমার লাভ করিতে পারে না এবং ক্ষতি করিতে পারে না। যদি তুমি এরূপ কার্য কর, তবে তুমি নিশ্চয় অত্যাচারিদিগের অন্তর্গত হইবে।"

মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী মজমুয়া ফাতাওয়ার ১ম খন্ডে (৩২৭/৩২৮) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: প্রশ্ন: আপনারা এ বিষয়ে কি বলেন, এই দেশের সাধারণ লোকদের স্বভাব এইরূপ হইয়াছে যে তাহারা বিপদ কালে দূর পথ হইতে নবিগণ কিম্বা বোজর্গ অলিগণকে মদদ চাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাকে এবং ধারণা করে যে, তাহারা সমস্ত সময় হাজের নাজের, যে সময় আমরা তাহাদিগকে ডাকি, তাহারা অবগত হইয়া মতলব পূর্ণ করার জন্য দোয়া করেন, ইহা জায়েজ কি না?

উত্তর: উপরোক্ত কার্য্যটি হারাম বরং স্পষ্ট শেরক, কেননা ইহাতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের এলম গায়েব জানার প্রতি বিশ্বাস করা হয়, এইরূপ বিশ্বাস স্পষ্ট শেরক। শরিয়তে শেরকের অর্থ এই যে, খোদার জাত, কিম্বা তাহার খাস সেফাতে অথবা এবাদতে অন্যকে তাহার সহিত শরিক করা। এলমে গায়েব খোদার খাস ছেফাত। ফেকহে আকবরের টীকায় আছে, (হজরত) নবি (ﷺ) গায়বে (জাতি) জানেন, এইরূপ বিশ্বাস করিলে, হানাফিগণ তাহার কাফের হওয়া স্পষ্ট ফতওয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত (গায়েব জানার) ধারণা কোরাণ শরিফের আয়তের খেলাফ।

বাজ্জাজিয়া গ্রন্থে আছে, আমাদের আলেমগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে যে, পীরগণের রুহ হাজের, লোকের অবস্থা জানেন, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। এইরূপ উক্ত ফাতওয়ার ৩৬১ পৃষ্ঠায় ও তৃতীয় খন্ডের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আরও দ্বিতীয় খন্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে: যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, গওছে আজমের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, যদি কেহ কোন স্থান হইতে তাহাকে ডাকে তবে তিনি উহা শুনিতে পান এবং তাহার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন তবে এই আকিদা কিরূপ? উত্তর: এই আকিদা মোসলমানগণের আকিদার খেলাফ বরং ইহা শেরক। প্রত্যেকের শব্দ প্রত্যেক স্থান হইতে প্রত্যেক সময় শুনা খাস খোদাতায়ালার সেফাত, কোন বান্দার মধ্যে এই সেফাত নাই।"

হাদিয়ে বাঙ্গালা কোৎবোজ্জামান, গওছে দওরান জনাব হজরত মাওলানা পীর শাহ মোহম্মদ আবুবকর সাহেব ইসলামের সেই সত্য মত প্রচার করিয়া ইসলামের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন বেদায়াতি ফকিরদের অন্তরকে তাহার এই বজ্র সমান সত্য পথ প্রদর্শন দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এজন্য তাহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহার উপর অযথা দোষারোপ করিয়া নিজেদের অন্তর্দাহ মিটাইতেছে।

লেখক উক্ত পুস্তকের ১ পৃষ্ঠায় একটি হাদিসের অনুবাদে লিখিয়াছেন "হজরত বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে সে ব্যক্তি হককে (খাদাকে) দেখিয়াছে।" লেখক উক্ত হাদিসের জাল অনুবাদ করিয়াছেন। আশেয়াতোল লাময়াতের তৃতীয় খন্ডে (৬২৮ পৃষ্ঠায়), মেরকাতের ৪র্থ খন্ডে ৫৩৬/৫৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসের এইরূপ মর্ম লিখিত আছে: 'যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে, সত্য সত্যই আমাকে দেখিয়াছে।' লেখকের অনুবাদে বুঝা যাইতেছে যে, হজরতকে দেখিলে খোদাতায়ালাকে দেখা হইবে, খোদাতায়ালা হাজের নাজের কাজেই হজরতও হাজের নাজের। ইহাতে তিনি হিন্দুদের ন্যায় হজরতকে খোদার অবতার বুঝিয়াছেন। কোন আলেম এইরূপ কাফেরি মত ধারণ করিতে পারেন না।

হজরত (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখিলে, তাহার হাজের নাজের হওয়া প্রমাণিত হয় না। লেকে স্বপ্ন যোগে মক্কা ও মদিনা শরিফকে দেখিয়া থাকে, তাহাতে কি মক্কা ও মদিনা শরিফ হাজের নাজের হইবে? মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ায় লোকে স্বপ্নের বা কাশফের দ্বারায় দূরস্থিত বস্তু দেখিতে পায়। জনাব হজরত নবি (ﷺ) সূর্য্য গ্রহনের সময় বেহেশত, দোজখ দেখিয়াছিলেন। মেশকাত ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। হজরত ওমার (রা) মদিনা শরিফের মছজিদে খোৎবা পাঠ কালে বিদেশের ছারিয়া নামক সেনাপতির যুদ্ধের অবস্থা দর্শন করিয়া ছিলেন। মেশকাত ৫৪৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে কি বেহেশত দোজখ ও নাহায়ান্দ শহর হাজের ও নাজের হইবে?

লেখকের লেখায় বুঝা যায় যে, হজরত (ﷺ)-কে হাজের নাজের না জানিলে তাহার রেসালাত অস্বীকার করা হয়, এজন্য 'মরদুদ লাওম্মতি' হইতে হয়! কিন্তু রেছালতের অর্থ কি হাজের নাজের জানা যে, তাহাকে হাজের নাজের না জানিলে তাহার রেছালাত স্বীকার করা হইবে? অন্যান্য পয়গম্বরণকে লেখক হাজের নাজের জানেন না, ইহাতে কি তাহাদের রেছালত অস্বীকার করা হইবে? উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি হজরত (ﷺ)-কে হাজের নাজের জানে সে ব্যক্তি মরদুদ ও উম্মত হইতে খারিজ হইবে।" ....[৬৩]

বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত আল্লামা রুহুল আমিনের বক্তব্য এখানেই শেষ। মীলাদ-কিয়ামের বৈধতার বিষয়ে আল্লামা রুহুল আমিনের একটি বহসের বিবরণ সংকলিত হয়েছে "সিরাজগঞ্জের বাহাছ" নামক গ্রন্থে। এ বাহাছে তিনি জোরালোভাবে মিলাদ-কিয়ামের বৈধতার বিষয়ে দলিল-প্রমাণ পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

১. ১. ৬. ৫. ৬. মীলাদে দীনী আলোচনাই মূল ইবাদত, পদ্ধতি নয়

আল্লামা রুহুল আমিন বলেন: এক্ষণে মৌলুদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এদেশে মিলাদ উপলক্ষে হজরতের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার ছিনা চাক, বাল্য-জীবনের ঘটনাবলী, মা'জেজা, মেরাজ ও আখেরাতে উম্মতের শাফায়াত ইত্যাদির কথা বলা হইয়া থাকে। যদি কোরাণ এবং ছহিহ বা গ্রহণযোগ্য হাদিছ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা হয়, তবে এই মিলাদ পাঠ অবিকল কোরাণ ও হাদিছ পাঠের তুল্য হইবে; ইহাকে কোন আলেম বেদয়াত বলিতে পারেন না। কারণ যদি ইহা বেদয়াত হয়, তবে কোরন হাদিছ পাঠও বেদয়াত হইয়া যাইবে। ... উপরোক্ত আয়াত ও হাদিছ সমূহে হজরতের মিলাদের কথা প্রমাণ হইল। মূল কথা এই যে, কোরান ও হাদিছে উলিখিত কথাগুলি মিলাদ কালে পাঠ করা হইলে কোন আলেম ইহার উপর এনকার করিতে পারেন না। অবশ্য জাল হাদিস ও মওজু রেওয়াএত পাঠ করা নাজায়েজ। এইরূপ জাল রেওয়াএত বাদ দিয়া ছহিহ ছহিহ্ হাদিছ পাঠ করা আবশ্যক। ....

মিলাদের মজলিসে দরুদ পাঠ করা জায়েজ। হাদিছ শরিফে আছে: যে কোন দল মজলিশে বসিয়া আল্লাহতায়ালার জেকর না করে এবং তাহাদের নবির উপর দরুদ না পড়ে, তাহাদের পক্ষে পরিতাপ হইবে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন; আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগকে মাফ করিবেন। .... উপরোক্ত হাদিছে ওয়াজে ও মিলাদে মজলিশে দরুদ শরিফ পড়া ও এবং আলাহতায়ালার নাম উচ্চারণ করা জরুরি বুঝা যায়। ..... দরুদ শরিফ চুপে চুপে পড়া জায়েজ এবং অল্প অল্প আওয়াজে পড়াও জায়েজ।

কোরআন ও ছহিহ হাদিছ উদ্বৃত করিয়া যে মিলাদ পাঠ করা হয়, উহা অবিকল কোরআন হাদিছ পাঠ করা হইবে। ... মিলাদের কেয়াম বহু সংখ্যক এমাম ও বিদ্বান মোস্তাহাব বলিয়াছেন। ....

ছাত্রদিগকে দীনি এল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসা গৃহ প্রস্তত করা, চেয়ার বেঞ্চের উপর শিক্ষক ও ছাত্রদিগের বসিয়া পড়ান বা পড়া, সম্মুখে একখানা টেবিল রাখা, ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া, শিক্ষকগণের বেতন লওয়া, ক্লাস বিভাগ করা, এমতেহান লওয়া, পুরস্কার দেওয়া, এই সমস্তই নুতন কার্য্য; অবশ্য বেদয়াতে হাছানা, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া, রেওয়াজি তালিম, ইহাকে মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব নাজায়েজ বলিবেন কি না? আমি বলি, যদি কোন রেওয়াজি কার্য্য শরিয়াতের পরিপোষক হয়, তবে বেদয়াতে হাছান হইবে, উহা নাজায়েজ হইতে পারে না।

১. ১. ৬. ৫. ৭. মীলাদ মাহফিলের জাল হাদীস

মিলাদ শরিফে মওজু (জাল) হাদিছ বা রেওয়াএত উল্লেখ করা নাজায়েজ, ইহা আমি কল্য সভায় প্রকাশ করিয়াছি। 'লাওলাকা লামা খালাকতোল আফলাক' কথাটী হাদিস নয়। মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবী ও মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব নিজ নিজ ফতোয়ার কেতাবে লিখিয়াছেন যে, এই কথাটি কোন হাদিছের কেতাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

আকাশার (রাসূলুলাহ ﷺ থেকে উকাশার প্রতিশোধ নেওয়ার) কথা জাল সত্য, ইহা ওছুলে জোরজানিয়া টিকায় আছে। ... উর্দ্দু মিলাদ শরিফের কেতাবে কতকগুলি জাল কথা আছে, উহা পাঠ করা জায়েজ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া মূল মিলাদ শরিফকে নাজায়েজ বলা যাইতে পারে না। যদি জানাজা নামাজের সময় বা লাশ দাফন করার সময় স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সঙ্গে যায়, তবে কি জানাজা বা দাফন ত্যাগ করিতে হইবে না স্ত্রীলোকের রোদন বন্ধ করার চেষ্টা করিতে হইবে? এইরূপ ন্যায়পরায়ন আলেমদিগকে মজলিসে জাল রেওয়াএত গুলি উল্লেখ করিয় মিলাদ পাঠকারী মুনশীদিগকে অবগত করাইয়া তৎসমস্ত মিলাদ কালে উল্লেখ করিতে নিষেধ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা না করিয়া মূল মিলাদ শরিফকে বেদায়াত বা নাজায়েজ বলিয়া উল্লেখ করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না।

জাল রেওয়াএত উল্লেখ করা কেবল মিলাদ পাঠ কালে যে নাজায়েজ তাহা নহে, বরং ওয়াজ বর্ণনাকারি মৌলবি আলেমগণ 'দোরাতোনাছেহিন কেতাবের' রেওয়াএতগুলি উল্লেখ করিয়া ওয়াজ করিয়া থাকেন উক্ত কেতাবের অনেক রেওয়াএত জাল বা অমূলক। এক্ষেত্রে কি ওয়াজ নছিহত করা নাজায়েজ বলিতে হইবে, না জাল রেওয়াএত গুলি উল্লেখ করা নাজায়েজ বলিতে হইবে?

১. ১. ৬. ৫. ৮. হাদীস-গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস

আরও একটি কথা, মুনশী লোকেরা ছহিহ বা জাল রেওয়াএত পরীক্ষা করিতে কিরূপে পারিবেন? ইহা অতি কঠিন ব্যাপার। জাল হাদিছ কাহাকে বলে? যে হাদিছটা মিথ্যাবাদী লোক কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। উহাকে জাল হাদিছ বলা হয়। এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি ফতহোল বারির মোকদ্দমার লিখিয়াছেন যে, ছহিহ বোখারির কত্কগুলি এরূপ রাবি আছে যাহাদিগকে বিদ্ধান্গুন মিথ্যাবাদী স্থির করিয়াছেন। এমাম বোখারি, নাইম বেনে হাম্মাদ (نُعَيْم بن حَمَّاد) হইতে ছহিহ বোখারিতে এই হাদিছটা উল্লেখ করিয়াছেন: আমর বেনে ময়মুন বলিয়াছেন, আমি জাহেলিয়তের সময় একটি বানরকে দেখিয়াছিলাম যে, সেই বানরটা ব্যাভিচার (জেনা) করিাছিল এবং সমস্ত বানর সমবেতভাবে উক্ত বানরকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল। ইহাতে আমিও তাহাদের সহিত উহাকে প্রস্ত রাঘাত করিয়াছিলাম। আহমদী প্রেসে মুদ্রিত ছহিহ বোখারি, ১-৫৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম বোখারি এই হাদিছটি উলেখ করতঃ বন্য পশুর জেনা ও উহাদের উপর হদ জারি করার মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নইম বেনে হাম্মাদের জাল কথা।

মিজানোল-এতেদাল, ৩-২৪১ পৃষ্ঠা: (এমাম) আজদি বলিয়াছেন যে, নইম বেনে হাম্মাদ হাদিছ প্রস্তুত করিত এবং (এমাম আবু হানিফা) নোমানের অপবাদের উদ্দেশ্যে মিথ্যা গল্প প্রস্তুত করিত। এই নইম বর্ণনা করিয়াছে যে, খোদাতায়ালা একটি যুবকের ন্যায় আকৃতি-ধারী, তাঁহার পদদ্বয় সবুজ রঙ্গের ফলকে আছে এবং উহাতে সুবর্ণের দুখানা পাদুকা (জুতা) আছে।

এমাম বোখারি মোহাম্মদ বেনে তালহার (محمد بن طلحة بن مصرف) হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম এবনো হাজার মোকাদ্দমার ৫২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "লোকে (মোহাদ্দেছগণ) যেন তাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করিতেন।" আর তিনি ওছাএদ বেনে জায়েদের (أُسَيْد بن زيد الجمال) হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, (এমাম) নাছায়ি তাহাকে পরিত্যক্ত ও (এমাম) এবনো মাইন তাহাকে জাল হাদিছ প্রস্তুতকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মূল কথা, এত বড় মোহাদ্দেছ এমাম বোখারি স্থানে স্থানে মিথাবাদী লোকের জাল হাদিছ অজানিত ভাবে উল্লেখ করিয়া উহা সত্য হাদিছ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

(আলামা আব্দুল হাই লাখনবী রচিত) আজবোয়া ফাজেলা ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা: এবনো মাজার মধ্যে কতকগুলি জাল হাদিছ আছে। এইরূপ ছেহাহ-ছেত্তার অন্যান্য কেতাবগুলির অবস্থা অনুমান করুন। ছোনানে দারুকুৎনি ও ছোনানে বয়হকি ইত্যাদিতে অনেক জাল হাদিছ আছে।

এক্ষনে জাল হাদিছগুলির অসারতা প্রকাশ করিতে হইবে, না হাদিছের কেতাবগুলি পড়া একবারে নাজায়েজ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

১. ১. ৬. ৫. ৯. তাফসীর-গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস

এক্ষণে আসুন তফছিরগুলির মধ্যে জাল হাদিছ আছে কি তাহার সমালোচনা করা হউক। তফছিরে এবনো জরির ও তফছিরে এবনো কছির অতি উৎকৃষ্ঠ তফছির, এই দুই তফছিরের হাদিগুলি গ্রহণের উপযুক্ত। তদ্ব্যতীতে অন্যান্য তফছিরে অনেক জাল হাদিছ আছে, (ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর রচিত) তফছিরে কবিরের ১/৩৪ পৃষ্ঠায় (أنا أفصح من نطق بالضاد)-(দোয়াদ উচ্চারণকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি বাক-সৌন্দর্যের অধিকারী)- এই কথাটি হাদিছ বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহার কোন ছনদ বা মূল হাদিছের কেতাবে নাই। তমইজোল কালাম মেনাল খবিছ ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তফছিরে আহমদির ২৭ পৃষ্ঠায় ছুরা জেনের তফছিরে এই মর্ম্মের একটি হাদিছ আছে: 'মছজিদে দুনইয়ার কথা বলিলে চল্লিশ বৎসরের আমল (এবাদত) নষ্ট হইয়া যায়।" ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু মওজুয়াতে কবিরের ৬৯ পৃষ্ঠায় উহাকে জাল হাদিস বলা হইয়াছে।

এইরূপ তফছির বয়জবি ও কাশ্যাফে প্রত্যেক ছুরার শেষাংশে যে ছুরার ফজিলত লেখা আছে, তাহার অধিকাংশ জাল হাদিছ।

এক্ষেত্রে জাল হাদিছগুলি জাল বুঝিতে বা জাল বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, তাই বলিয়া কি তফছির পাঠ নাজায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে?

এইরূপ ফেকহের কেতাবে দুই চারটি জাল হাদিছ আছে, হেদায়া কেতাবে দুই একটি জাল হাদিছ আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকেরা হেদায়া শিক্ষা দেওয়া কালে জাল হাদিছ গুলির অবস্থা শিষ্যদিগকে জ্ঞাত করাইয়া দিবেন, ইহাই তাহাদের কর্ত্তব্য। ফেকহের কেতাবে দুই চারিটি জাল হাদিছ আছে বলিয়া কি ফেকহ শিক্ষা করা নিষেধ হইয়া যাইবে?

১. ১. ৬. ৫. ১০. তাসাউফ-গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস

এইরূপ তাছাওয়াফের কেতাবে অনেক জাল হাদিছ আছে, পীরান পীর ছাহেব গুনইয়াতোত্তালেবিন কেতাবের ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় নইম বেনে হাম্মদের ছনদে নিম্নোক্ত জাল হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন: 'হজরত বলিয়াছেন আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হইবে, তন্মধ্যে আমার উম্মতের মধ্যে প্রধান বিভ্রাটকারী উহারা হইবে- যাহারা আপন আপন রায়ে কার্য্যসমুহে কেয়াছ করিবে এবং হালালকে হারাম করিবে ও হারামকে হালাল করিবে। মিজানোল-এতেদাল ৩।২৩৮পৃষ্ঠা: ... মোহাম্মদ বেনে আলি বলেন, আমি উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে (এমাম) এহইয়া বেনে মইনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, উক্ত হাদিছের কোন মূল নাই (অর্থাৎ উহা বাতীল হাদিছ)।

এইরূপ পীরান পীরের 'ছের্রোল আছরার' কেতাবের ২/৯ পৃষ্ঠায় আছে: "আমি খেদাকে দাড়িহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি।" ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মিজানোল এতেদাল কেতাবে ইহাকে জাল কথা বলিয়া প্রমাণ করা

হইয়াছে। এইরূপ তাছাওয়াফের অনেক কেতাবে দুই চারটি জাল হাদিছ দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে তাছাওয়াফের কেতাব পড়া নাজায়েজ হইবে কি?..."[৬৪]

১. ১. ৬. ৫. ১১. সামগ্রিক পর্যালোচনা

আল্লামা রুহুল আমিনের এ বক্তব্য এবং মাশাইখ ফুরফুরার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মীলাদ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সুন্নাত-কেন্দ্রিক ছিল। সুন্নাতের আলোকে মীলাদের মূল ইবাদত কুরআন-হাদীস আলোচনা করা, শ্রবণ করা, ওয়ায-নসীহত, দরুদ-সালাম পাঠ ইত্যাদি। এগুলি সুন্নাত নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ সকল ইবাদত যে কোনো নামে বা পদ্ধতিতে পালন করা যেতে পারে। মাশাইখ ফুরফুরার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই মীলাদ-কিয়াম জায়েয ও মুসতাহসান বা ভাল বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের কথার আলোকে বুঝা যায় অবিকল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত মত সোমবার সিয়াম পালন করে মীলাদ পালনই সর্বোত্তম এবং তাঁদেরই পদ্ধতিতে ইলম, ওয়ায, সীরাত, শামাইল ইত্যাদির মাজলিসে কুরআন-হাদীস ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করার মধ্যে তাঁদেরই মত মহব্বতে, মৃদু শব্দে দরুদ-সালাম পাঠ করাই মীলাদের সর্বোত্তম পদ্ধতি। সুন্নাতের ব্যতিক্রম পদ্ধতি অবৈধ নয়। তবে সুন্নাতের ব্যতিক্রম পদ্ধতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম মনে করলে বা ইবাদতের অংশ মনে করলে তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়।

যেমন মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মূল ইবাদত ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া। এটি কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মসজিদে, সুফ্‌ফায় বা দারুল আরকামের মত কোনো বাড়িতে বসে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পদ্ধতিতে এরূপ ইলম চর্চা করা সর্বোত্তম। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য নতুন কিছু পদ্ধতি এক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে। যেমন, চেয়ার বেঞ্চের উপর শিক্ষক ও ছাত্রদিগের বসে পড়ান বা পড়া, সম্মুখে একখানা টেবিল রাখা, ক্লাস বিভাগ করা, এমতেহান লওয়া ইত্যাদি।

এ সকল পদ্ধতি কোনোটিই অবৈধ নয়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম বলে এগুলিকে অবৈধ বা বিদআত বলে গণ্য করার কোনো ভিত্তি নেই। আবার এগুলিকে দীন বা ইবাদতের অংশ মনে করারও কোনো ভিত্তি নেই। কেউ যদি মনে করেন যে, উস্তাদের সামনে টেবিল রাখার কারণে, বেঞ্চের উপর বসার কারণে, পরীক্ষা বা ইমতিহানের কারণে বা সুন্নাত-বহির্ভুত কোনো নির্ধারিত সিলেবাস বা পদ্ধতির কারণে ইলম শিক্ষার সাওয়াব-বরকত বেশি হয়, এরূপ পদ্ধতি বাদ দিলে ইবাদত, ভক্তি বা বরকত কম হবে, বা গোনাহ হবে তাহলে তা আপত্তিকর ও "সুন্নাত-অপছন্দ" করা বলে গণ্য হবে। এরূপ ধারণাই বিদআত বা বিদআত সাইয়েয়াহ পর্যায়ের। আর যদি পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ বলে গণ্য করে মূল ইবাদতের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে পদ্ধতিকে বিদআত বলার কোনো সুযোগ নেই।

এখানে মূল হলো প্রাসঙ্গিক ইবাদত পালন, পদ্ধতি নয়। আর এজন্যই মাশাইখ ফুরফুরা মীলাদ-কিয়াম অবৈধ বলার বিরোধিতা করলেও মীলাদ-কিয়াম না করার বিরোধিতা করেন নি। যারা মীলাদ-কিয়াম করেন নি এবং যারা এর বিরোধিতা করেছেন তাঁদেরকে তাঁরা গালি দেন নি। উপরন্তু তাদেরকে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে যারা মীলাদ-কিয়াম করেছেন, কিন্তু এ নিয়ে দলাদলি বা ঝগড়া-ফিতনা করেছেন, একে সুন্নিয়তের ভিত্তি বলে গণ্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাযির-নাযির, আলিমুল-গাইব ইত্যাদি বলে দাবি করেছেন, এ উপলক্ষ্যে জাল-বাতিল হাদীস ও গল্প-কাহিনী আলোচনা করেন তাদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

১. ১. ৬. ৬. কদম-বুসি

মাশাইখ ফুরফুরার সুন্নাত-নির্ভরতা ও জাল হাদীস বিরোধিতার বিষয়টি প্রতিভাত হয় কদম-বুসি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে।[৬৫] "তাহিয়্যাহ" বা শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন বিষয়ে সুন্নাত হলো সালাম ও মুসাফাহা। হস্তচুম্বন ও কপালচুম্বন রাসূলুলাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মধ্যে সীমিত পর্যায়ে প্রচলিত ছিল। তবে এগুলির কোনো ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সালাম-মুসাফাহা শিক্ষা দিয়েছেন ও এর অফুরন্ত সাওয়াব ও বরকতের কথা উল্লেখ করেছেন।

কদম-বুছি বা কদম-মুছি বলতে বুঝানো হয় শ্রদ্ধা জানাতে কারো পায়ে চুমু খাওয়া, পায়ে হাত দিয়ে হাতে চুমু খাওয়া বা হাত দিয়ে পা স্পর্ষ করা। রাসূলুলাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে এ রীতি প্রচলিত ছিল না। রাসূলুলাহ ﷺ -এর দরবারে তাঁর ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে তাঁর লক্ষাধিক সাহাবীর কেউ কেউ দুই একবার এসেছেন এবং কেউ কেউ সহস্রাধিকবার এসেছেন। এসকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত ছিল সালাম প্রদান। কখনো কখনো দেখা হলে তাঁরা সালামের পরে হাত মিলিয়েছেন, বা মুসাফাহা করেছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁরা একজন আরেক জনের হাতে বা কপালে চুমু খেয়েছেন বা কোলাকুলি করেছেন।

যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনায় দেখা যায় কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পায়ে চুমু খেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে লক্ষ মানুষের অগণিতবার আগমনের ঘটনার মধ্যে মাত্র ৪/৫টি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনাগুলি প্রায় সবই যয়ীফ বা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। এ সকল ঘটনায় কোনো সুপরিচিত সাহাবী তাঁর পদচুম্বন করেননি, করেছেন নতুন ইসলাম গ্রহণ করতে আসা কয়েকজন বেদুঈন বা ইহুদি, যারা দরবারে থাকেনি বা দরবারের আদব ও সুন্নাত জানত-না।[৬৬]

আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী, ফাতেমা, বেলাল (রাঃ) ও তাঁদের মতো অগণিত প্রথম কাতারের শত শত সাহাবী

প্রত্যেকে ২৩ বৎসরে কমপক্ষে ১০ হাজার বার তাঁর দরবারে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কেউ কখনো একবারও তাঁর কদম মুবারকে চুমু খাননি বা সেখানে হাত রেখে সেই হাতে চুমু খাননি। কাজেই উপরোক্ত ৩/৪টি ব্যতিক্রম ঘটনার আলোকে বড়জোর পায়ে চুমু খাওয়া 'জায়েয' বলা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি বিশেষ ক্ষেত্রে আবেগের ফলে বা ক্ষমা চাওয়ার জন্য যদি কেউ কারো পা জড়িয়ে ধরে বা পায়ে চুমু খায় তা না-জায়েয হবে না। তবে তা সুন্নাত নয় এবং তাতে কোনো বিশেষ সাওয়াব বা ফযীলতও নেই। সর্বোপরি তা "অধিক আদব" প্রকাশক নয়; কারণ "কদম-বুছি" না করলে যদি আদব কম হয় তাহলে তো বুঝতে হবে খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশ্‌শারা, নবী-পরিবার ও সাহাবীগণ সকলেই কম আদব ছিলেন, শুধু এ সকল কতিপয় অ-মুসলিম বা নও-মুসলিমই বেশি আদব করেছেন।

মাশাইখ ফুরফুরা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করতেন। তাঁরা "কদমবুসী" জায়েয বলতেন, আবার তা নিরুৎসহিত করতেন ও বাধা দিতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অনেক কথা ও কর্ম প্রসিদ্ধ রয়েছে। ফুরফুরার পীর শাইখ আবু বকর সিদ্দিকীর নির্দেশে আল্লামা রুহুল আমিন "এজহারোল হক বা কদমবুছর ফতোয়ার সমালোচনা" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এখানে উক্ত গ্রন্থের কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

আল্লামা রুহুল আমিন লিখেছেন: বর্তমানে কদমবুছির ফতোয়া নামে একখানা পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, ... উক্ত ফৎওয়াতে কতকগুলি জাল হাদিছ হজরতের ছহিহ হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অমূলক প্রশ্ন করিয়া উহার উত্তর দিতে সাধ্যসাধনা করা হইয়াছে, ফেক্‌হের কতক বাতীল রেওয়াএত ইহাতে লিখিত হইয়াছে, ফেক্‌হের এবারতের সহিত একটী এবারতের জালমর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, ...

১. ১. ৬. ৬. ১. ভণ্ড সূফীগণের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা

লেখক সাহেব উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,"যায়েদ বলিতেছে যে, কোন আলেম বা বোজর্গ লোকের কদমবুছি করা শেরেকী এবং কাফেরী, এমন কি বলিতেছে, যে বদমবুছি করিবে তাহার পিছনে নামাজ পড়া যায় না এবং তাহর জানাজা নামাজ দোরস্ত নয় এবং এই দলীল উপস্থিত করে যে, কদমবুছি করিতে ঝুকিতে হয়। ইহাতে সেজদার স্বরূপ আছে।"

আমাদের উত্তর: ... লেখক যদি কদমবুছির শেরেক ও কাফেরি হওয়ার কল্পিত প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া পীরত্বের বাতীল দাবিকারীর পক্ষে বেগানা স্ত্রীলোকদের দ্বারা হাত পা টিপিয়ে লওয়া, বাতাস লওয়া, তৈল মর্দ্দন করিয়া লওয়া এবং স্বামীর খেদমত ত্যাগ করাইয়া নিজের খেদমত লওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মুফতি সাহেবের নিকট হইতে ফৎওয়া লইয়া দেশে দেশে প্রচার করিতেন, তবে কাজের মত কাজ করিতেন। কদমবুছি শেরেক ও কাফেরী হওয়ার কল্পিত প্রশ্ন করিয়া মুফতি সাহেবের সময় বৃথা নষ্ট ও কালি কলম অনর্থক ব্যয় করিয়াছেন, ইহার জন্য আমাদের আক্ষেপ হইতেছে।

বাতীল ফকিরের দল জেকর করা কালে নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া চপেটাঘাতে পথিকের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে এবং কু, কা , হু, হা বলিতে বলিতে গৃহের আড়ার উপর উঠিয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা উচ্চ শব্দে জেকর করিতে করিতে উলঙ্গিনী হইয়া থাকে- প্রশ্নকারী যদি মুফতি সাহেবের নিকট হইতে এই বিষয়ের ফৎওয়াটি লইয়া চাপাইয়া দিতেন, তবে বুঝিতাম যে, সত্যই তিনি ইসলামের কিছু খেদমত করিয়াছেন।

বাতীল জেকরকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা এই মজলিশে বসিয়া বাতীল পীরের নিকট্ ফয়েজ লইতে আরম্ভ করে, পীরজী 'হো' শব্দ করিয়া উঠিলে, স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা নাচানাচি, হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি ... ঠাশাঠাশি করিতে থাকে... যদি প্রশ্নকারীভ্রাতা শাহজাহানপুরের মুফতি সাহেবের নিকট হইতে এই বিষয়ের ফৎওয়াটী জিজ্ঞাসা করিয়া দেশে প্রকাশ করিয়া দিতেন, তবে বুঝিতাম যে, তিনি একজন এসলামের হিতৈষী ও হজরতের খাটি উম্মত।

যে ভন্ড পীর নকশবন্দীয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার দুই একটি ছবক শিক্ষা করিয়া নিজেকে পীর বলিয়া দাবী করে বা তাহার মুরিদেরা উক্ত অনুপযুক্ত পীরকে দুনইয়ার শ্রেষ্ঠতম পীর বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না এবং উক্ত তরিকার শিক্ষার্থী হওয়ার দাবী করিয়া উচ্চ শব্দে জেকর করা জায়েজ বলেন, প্রশ্নকারী মুফতি সাহেবের নিকট হইতে এইরূপ কার্য্যের ফৎওয়াটী প্রচার করিতে লজ্জা বোধ করিলেন কেন? এক্ষনে আমাদের বক্তব্য এই যে, কদমবুছি দুই প্রকার: যে কদমবুছিতে মস্তক নত করিতে হয় না, উহা জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। আর যে কদমবুচি রুকু বা ছেজদা পরিমাণ ঝুকিয়া করিতে হয়, উহা নিষিদ্ধ।

১. ১. ৬. ৬. ২. তিরমিযীর দুর্বল হাদীস ও হাদীস যাচাইয়ের মূলনীতি

উক্ত পুস্তকের ৪-৬ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সার: "হজরত নবি করিম (ﷺ) এর ছহি হাদিছ হইতে এবং প্রধান প্রধান ইমানগণের রেওয়াএত হইতে কদমবুছি জায়েজ থাকা প্রমাণিত হইয়াছে। যথা তেরমেজি শরিফের (হাদিছে) আসিয়াছে: ..... অতঃপর তাহারা (য়িহুদিরা) রছুলুলাহ (ﷺ) এর পদদ্বয় চুম্বন করিয়াছিল।"

আমাদের উত্তর:- হাঁ, তেরমেজি শরীফের ২য় খন্ডে (৯৮ পৃষ্টায়) উক্ত হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে। এমাম তেরমেজি উক্ত হাদিছ সহিহ বলিলেও তদপেক্ষা যোগ্যতম মোহাদ্দেছ এমাম নাছায়ি এবং এমাম মোঞ্জারি কি বলিয়াছেন, তাহা মুফতি সাহেব দেখিয়াছেন কি? হেদায়ার টীকা, আয়নি, ৪র্থ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা: "(এমাম) নাছায়ী বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছটী মোনকার (জইফ)। (এমাম) মোঞ্জরি বলিয়াছেন, (উক্ত হাদিসের রাবি) আবদুল্লাহ বেনে ছালেমার জন্য হাদিসটী মোনকার (জইফ) হইয়াছে, কেননা, সে ব্যক্তি দোষান্বিত। নাছবোর রাইয়াহ ১/৩২/৩৩ পৃষ্ঠা।

(এমাম) তেরমেজি কছির বেনে আবদুল্লাহ হইতে ঈদের বার তকবীর সংক্রান্ত একটী হাদিস রেওয়াএত করিয়া উহা "আছ'হ'

(সমধিক সহিহ) বা হাছান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এমাম আহমদ, এবনোমইন, নাছায়ী, দারকুৎনি, আবু জোরয়া শাফেয়ি উক্ত কছির বেনে আবদুল্লাহকে পরিত্যক্ত, জাল হাদিছ প্রস্তুতকারী ইত্যাদি বলিয়া হাদিসটি রদ করিয়াছেন। আরও উক্ত পৃষ্ঠা- সারমর্মঃ "(এমাম) এবনো দাহইয়া বলিয়াছেন, তেরমেজির নিজ কেতাবে অনেক হাদিস হাছান (মধ্যম শ্রেণীর বা উৎকৃষ্ট) বলিয়া কথিত হইয়াছে, অথচ তৎসমস্ত জাল হাদিছ এবং তৎসমস্তের ছনদ বাতীল।"

মূলকথা, য়িহুদীদের কদমবুছি সংক্রান্ত হাদিছটি যখন এমাম নাছায়ী ও মোঞ্জরীর মতে জইফ, তখন কেবল এমাম তেরমেজির মতে উহা সহিহ বলিয়া গৃহীত হইতে পারেনা এবং উক্ত জইফ হাদিছটি প্রমাণরূপে পেশ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়ঃ য়িহুদিদিগের শরিয়ত পৃথক, তাহাদের শরিয়তে উহা জায়েজে থাকিতে পারে। যদি তাহারা নিজেদের শরিয়ত অনুযায়ী উহা করিয়া থাকে এবং এ জন্য হজরত (ﷺ) তাহদিগকে নিষেধ না করিয়া থাকেন, তবে ইহা মুসলমানদিগের পক্ষে কদমবুছি জায়েজ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাইতে পারে না।

তৃতীয়ঃ এই কদম-বুছি (পদচুম্বন) তিন প্রকার হইতে পারে--- প্রথম এই যে, হজরত নবি (ﷺ) উচ্চস্থানে ছিলেন এবং চুম্বনকারী য়িহুদীরা নিম্নস্থলে থাকিয়া মস্তক অবনত না করিয়া কদমবুছি করিয়াছিল। দ্বিতীয় এই যে, কাবা ঘরের হাজারে আছওয়াদ (কাল পাথর) চুম্বনের ন্যায় হস্ত দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া উক্ত হস্ত চুম্বন করিয়াছিল। তৃতীয় রকু ছেজদার ন্যায় মস্তক ঝুকাইয়া পদ চুম্বন করিয়াছিল। য়িহুদীরা উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার পদ-চুম্বন করিয়াছিল, তাহা উক্ত হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, কাজেই ... উক্ত অনির্দিষ্ট মর্ম্মের হাদিছটি মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করার দলীল হইতে পারে না।

চতুর্থঃ মেশকাত, ৪০১ পৃষ্ঠাঃ এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রছুলাল্লাহ, একজন লোক তাহার ভাই কিম্বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে, এই ব্যক্তি কি তাহার জন্য মস্তক ও পৃষ্ঠ নত করিবে? হজরত বলিলেন, না। সে ব্যক্তি বলিল, তবে কি সে ব্যক্তি তাহার মোয়ানাকা করিবে বা তাহাকে চুম্বন করিবে? হজরত বলিলেন, না। সে ব্যক্তি বলিল, তবে কি সে ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরিয়া মোছাফাহা করিবে? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। তেরমেজি ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই হাদিছে কদমবুছি করা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়। হজরতের কথা (হাদিছ কওলি) ও কার্য্য (হাদিস ফেলি) এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে, হজরতের কথাই অগ্রগন্য হইয়া থাকে। এ স্থলে কদমবুছি না করার মত বলবৎ হইবে।

১. ১. ৬. ৬. ৩. ফিকহী গ্রন্থের হাদীস যাচাই ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়

উক্ত পুস্তক ৬ পৃষ্ঠাঃ "হজরত রছুলে করিম (ﷺ) আরও ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আপন মায়ের পায়ে চুমা দিল, সে যেন বেহেস্তের চৌকাঠে চুমা দিল।" দোর্রোল মোখতার, পঞ্চম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

আমাদের উত্তরঃ মিছরি ছাপা দোরোল মোখতারের পঞ্চম খন্ড নাই। অবশ্য মিছরি ছাপা শামি কেতাবের পাঁচ খন্ড আছে। উক্ত শামি কেতাবের হাসিয়াতে দোরোল মোখতার মুদ্রিত হইয়াছে। এস্তাম্বুলের মুদ্রিত শামি কেতাবের হাশিয়ায় দোরোল মোখতারের ৫ম খন্ডে ৩৬১ পৃষ্ঠার এবং মিসরি ছাপার ৫/২৫৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বিনা ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে।

দোরোল মোখতার ইত্যাদি ফেকহের কেতাবে কোন কথা হাদিস বলিয়া লিখিত থাকিলেও উহা যে প্রকৃতপক্ষে হজরতের হাদিস হইবে ইহা বলা যায় না। দোরোল মোখতারেরর ১/৩৫ পৃষ্ঠায় এই কথাটিঃ 'বেহেস্তবাসিদিগের ভাষা আরবি এবং দরি ফার্সি হইবে'- হাদিছ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মোহাদ্দেছ প্রবর আল্লামা মোল্লা আলিকারী মওজুয়াত কবির কেতাবের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উহা হাদিস নহে, বরং জাল কথা।

এজন্য কেবল ফেকহের কেতাবে কোন কথা হাদিস বলিয়া লেখা থাকিলে, দেখিতে হইবে যে, উহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে কিনা? উহার সহিহ ছনদ আছে কি না? যতক্ষণ ইহা না জানা যায়, ততক্ষণ উহা হাদিস বলিয়া দাবি করা যায় না। এক্ষণে মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, উল্লিখিত হাদিসটি কোন হাদিসের কেতাবে আছে? উহার ছনদ কি? তিনি যতক্ষণ উহা প্রকাশ করিতে না পারেন ততক্ষণ উহা হাদিস বলিয়া গন্য হইবে না। ....

১. ১. ৬. ৬. ৪. হাকিমের মুসতাদরাক গ্রন্থের বাতিল হাদীস

উক্ত পুস্তক ৭/৮ পৃষ্ঠাঃ আল্লামা শামি কদমবুছি জায়েজ হওয়া সমর্থন করিতে গিয়া নিমোক্ত হাদিসটি হাকেমের ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা এক ব্যক্তি নবি করিম (ﷺ)-এর নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, হে রছুলুল্লাহ, আমাকে এমন কিছু দেখান যাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় ... (হজরত তাহাই করিলেন)। অবশেষে সে ব্যক্তি নবি করিম (ﷺ)-এর অনুমতি লইয়া তাঁহার মস্তকে এবং পায়ে চুম্বন করিল।

আমাদের উত্তরঃ হেদায়ার টীকা আয়নি ৪/২৫৫ পৃষ্ঠাঃ এমাম জাহাবী বলিয়াছেন, এই হাদিসের একজন রাবি আছেম বেনে হাব্বান পরিত্যক্ত (জাল হাদিস প্রস্তুতকারী)। ইহাতে বুঝা গেল যে, হাকেমের হাদিসটি বাতীল। মুফতি সাহেবের এইরূপ বাতীল হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক হয় নাই এবং উহা কদমবুছি জায়জে হওয়ার প্রমাণ হইতে পারে না।

১. ১. ৬. ৬. ৫. সুন্নাতে সাহাবার বিপরীতে ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়

উক্ত পুস্তক ৮ পৃষ্ঠাঃ আল্লামা আইনি লিখিয়াছেন, শুভ প্রাপ্তি মানসে পবিত্র স্থানসমূহ চুম্বন এবং সেই রকম নেক লোকের হস্ত পদ চুম্বন খুব ভাল।

আমাদের উত্তরঃ ছহিহ বোখারীর টীকা আয়নির ৪/৬ পৃষ্ঠায় উক্ত এবারত লিখিত আছে, কিন্তু ইহা আল্লামা আইনির কথা নহে, বরং শেখ জয়নদ্দিনের মত। ইনি কোন মজহাবের লোক ছিলেন, অগ্রে তাহাই স্থির করুন পরে তাহার ফৎওয়া মান্য করার উপযুক্ত কিনা বিবেচনা করা যাইবে।

এই শেখ জয়নদ্দিন ছাহেব পাকস্থানসমূহ চুম্বন করার ফৎওয়া দিয়াছেন। হজরত নবি (ﷺ) ও তাহার সাহাবাগণ মাকাম

ইবরাহিম, জমজম কুপ, সাফা মারওয়া, মিনা, আরাফাত ইত্যাদি কোন স্থানে চুম্বন করেন নাই, হাজারে আছওয়াদ ব্যতীত কোন প্রস্তর চুম্বন করেন নাই। যদি পাক স্থান সমূহ চুম্বন করা জায়েজ হইত, তবে তাঁহারা করিলেন না কেন?

আল্লামা আয়নি নিজে উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: উহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে প্রস্তর বা দ্রব্যগুলি চুম্বন করিতে শরিয়তের আদেশ হয় নাই, তৎসমুদয় চুম্বন করা নিষিদ্ধ। ইহাতে শেখ জয়নদ্দিনের মত রদ হইয়া গেল। দ্বিতীয়, তিনি কদমবুছি করার ফৎওয়া দিলেও মস্তক অবনতি করিয়া কদমচুছি করার কথা কোথায় বলিয়াছেন?

১. ১. ৬. ৬. ৬. ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান জাল হাদীস

উক্ত পুস্তক ৮ পৃষ্ঠা: যায়লায়ী ও কাফি কেতাবে লিখিয়াছেন... আল্লামা জয়লয়ি তাবইনো হাকায়েক কেতাবের ৬ষ্ঠ খন্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কাফি কেতাবে আছে যে, প্রান্তরবাসীগণ নবি (ﷺ) এর হস্তপদ চুম্বন করিতেন। .... কাফি ফেকহের কেতাব, উহা কোন হাদিসের কেতাব নহে, উহাতে কোন কথা হাদিস বলিয়া লিখিত থাকিলেই যে হাদিস হইবে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। মওজুয়াতে কবিরের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কাফি প্রণেতা বলিয়াছেন যে, হাদিসে আছে, বেহেশতবাসীদিগের ভাষা আরবি ও ফার্সি হইবে কিন্তু ইহা হাদিস নহে, বরং জাল কথা। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কাফি কেতাবের লিখিত কথাটি কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে? উহার সনদ কি? মুফতি সাহেব অগ্রে উহার ছনদ বর্ণনা করুন, পরে উহা প্রমাণস্থলে ব্যবহার করিবেন।

কোরআন শরিফ সুরা তওবা: "প্রান্তরবাসীগণ (বেদুঈন/বদ্দু সকল) কঠিন কাফের ও মোনাফেক।" কোরআন সুরা ফতাহ: "উক্ত বদ্দুরা যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহাই নিজ রসনা দ্বারা প্রকাশ করিত।" কাফের ও মোনাফেকগণ ইসলামের বিধান মানিবে কেন? তাহাদের কার্য্য শরয়িতের দলীল হইবে কিরুপে? উক্ত প্রকার বদ্দুদল হজরতের কদমবুছি করিয়াছিল, বড় বড় সাহাবা এ্‌ইরূপ কদমবুছি করিয়াছিলেন কি? যদি কদমবুছি করা উৎকৃষ্ট বিধান হইত, তবে হজরত খোলাফায়ে রাশেদীন উহা ত্যাগ করিতেন না। ...

১. ১. ৬. ৬. ৭. পীর-বুজুর্গ নিষ্পাপ নন এবং তাঁদের কর্ম দলীল নয়

উক্ত পুস্তক ৯ পৃষ্ঠা: মকামাতে সাইদিয়াতে আছে: হজরত খাজা (কেতাবদ্দিন) তাহার পীর মোরশেদের কদমবুছি করিতে বলিলেন, তিনি তাহার নিজ পীরের পায়ের উপর পড়িলেন।

আমাদের উত্তর: মকামাতে সাইদিয়ার রেওয়াএত সত্য কিনা, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? হজরত নবি (ﷺ) মস্তক ঝুকাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে একজন পীর সাহেব ইহার বিপরীত করিলে, তাহার কার্য্য আমাদের দলীল হইবে? অথবা হজরতের হুকুম মান্য করিতে হইবে?

সুফিদিগের কার্য্য হালাল ও হারাম হওয়া দলীল হইতে পারে না। এস্থলে এমাম আবু হানিফা এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদ (রহ)-এর ফৎওয়া গ্রহণযোগ্য হইবে, আবু বকর শিবলী ও আবু হাছান নুরির কার্য্য গ্রহণীয় হইবে না।

আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই যে, উপরোক্ত পীরগণ মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করেন নাই। পীরের পায়ের উপর পড়িয়া যাওয়ার অর্থ কদমবুছি হইতে পারে না, কেননা উপুড় হইয়া না পড়িয়া চিৎ হইয়া পড়ার সম্বাবনা আছে। ইহাতে কিরুপে কদমবুছি হইবে? একটি লোক অন্যের পায়ের উপর পড়িয়া গেলে দ্বিতীয় লোকের পা আহত (জখমী) হইতে পারে। ইহা পীরের অসন্তোষের কারণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পীরেরা কি মাছুম (বেগোনাহ) ছিলেন যে, তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য জায়েজ হইবে?

১. ১. ৬. ৬. ৮. ফিকহ ও ফাতওয়া গ্রন্থাবলির জাল হাদীস

উক্ত কেতাব ৯ পৃষ্ঠা: ফতোয়া হাবি কেতাবে আসিয়াছে। একব্যক্তি নবী করিম (ﷺ) এর নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, হে রছুলুলাহ (ﷺ), আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বেহেশতের চৌকাঠে এবং হুরগণকে চুম্বন করিব, তখন হজরত তাহাকে তাহার মায়ের পায়ে এবং বাপের কপালে চুম্বন করিতে আদেশ করিলেন।

আমাদের উত্তর: ইহা ফেকহের কেতাবের হাদিস, ইহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে এবং ইহার সনদ কি, মুফতি সাহেব যতক্ষণ প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা হাদিস বলিয়া প্রকাশ করা জায়েজ হইতে পারে না। মোল্লা আলি কারী মওজুয়াতে কবির কেতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'যে ব্যক্তি রমজানের শেষে জুমায় একটি ফরজ নামাজ কাজা পড়িবে তাহার জীবনের ৭০ বৎসরের প্রত্যেক নামাজের কাজা আদায় হইয়া যাইবে', এই হাদিসটি নিশ্চয় বাতীল কেননা কোন এবাদত বহু বৎসরের কাজার বিনিময় হইতে পারে না, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। নেহায়া কিম্বা হেদায়ার অবশিষ্ট টীকাগুলিতে কাজায় ওমরির কথা উল্লিখিত থাকিলেও উহা অগ্রাহ্য, যেহেতু তাহারা মোহাদ্দেস ছিলেন না এবং তাহারা কোন মোহাদ্দেস পর্যন্ত হাদিসের সনদ উল্লেখ করেন নাই।

জনাব মুফতি সাহেব, যখন নেহায়া, কেফায়া, এনায়া কেতাবের বিনা ছনদের হাদিস বাতীল হইল, তখন হাবি কেতাবের বিনা ছনদের হাদিস কেন অগ্রাহ্য হইবে না? এমাম জালালদ্দিন সিউতি লয়ালিয়ে মছনুয়া কেতাবের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'এবনো আদি ও বয়হকি এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাতার ললট চুম্বন করে উহা তাহার পক্ষে দোজখের অন্তরাল স্বরূপ হইবে। ইহা জইফ হাদিস।' ইহাতে বুঝা যায় যে, হাবি কেতাবের হাদিসটি বাতীল।

উক্ত পুস্তক ১০ পৃষ্ঠা: যখন অনেকানেক হাদিস এবং ফেকহার রেওয়াএত হইতে কদমবুছি জায়েজ থাকা প্রমাণিত হইয়াছে, তখন কদমবুছিকারী মোশরেক কাফের এবং হারমকারী নয়, সুতারাং যে ব্যক্তি উল্লিখিত কদমবুছিকে কাফেরী শেরেক এবং হারাম বলে সে নিতান্তই অজ্ঞ নাদান এবং মুর্খ জাহেল।

আমাদের উত্তরঃ মুফতি সাহেব একটি নির্দ্দোষ সহিহ হাদিস কদমবুছি জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে পেশ করিতে পারেন নাই; কারণ তাহার ১নম্বর লিখিত হাদিসটি এমাম তেরমেজি সহিহ বলিয়া দাবী করিলেও এমাম নাছায়ী জইফ বলিয়াছেন। আর হাদিসতত্ত্বে যাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাহারা জানেন যে, এমাম নাছায়ির মত এমাম তেরমেজির মত অপেক্ষা সমধিক প্রবল। তাহার ২/৬/৮ নম্বর লিখিত হাদিসটী বাতিল। আরও উপরোক্ত জইফ বা বাতীল হাদিসগুলিতে মস্তক অবনত করিয়া কদমবুছি করার কথা নাই। ফেকহের রেওয়াএতে বুঝা গেল যে, বৃহৎ দল ফকিহ বিদ্বান কদমবুছি নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, কেবল কিনইয়া প্রণেতা উহা জায়েজ বলিয়াছেন, আর কিনইয়া কেতাবটি জইফ মতে পরিপূর্ণ আছে বলিয়া বিদ্বান জগৎ উহা বিশ্বাসযোগ্য কেতাব বলিয়া ধারণ করেন না। ইহা সত্ত্বেও কিনইয়া প্রণেতা মস্তক ঝুকাইয়া কদমচুছি করার ফৎওয়া প্রদান করেন নাই। এক্ষেত্রে কদমবুছি করা যে শেরেক ও কাফেরি নহে, এই মত সত্য হইলেও অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বান যে কদমবুছি নিষিদ্ধ বলিয়াছেন তাহারা কি মুফতি সাহেবের মতে নিতান্তই অজ্ঞ, নাদান ও মুর্খ জাহল? ছি, ছি, ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিতে হয়। যদি ফকিহ বিদ্বানগণ মূর্খ জাহের হইলেন তবে কাহাদের ফৎওয়া মান্য করিতে হইবে?

জনাব, একআধটি হাদিসে কদমবুছি করার কথা আছে, উক্ত কদমবুছি কিভাবে ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, হজরত (ﷺ) উট, ঘোটক বা কোন বাহনে আরোহী ছিলন কিম্বা উচ্চ স্থানে ছিলেন এমতাবস্থায় লোকে তাহার কদমবুছি করিয়াছিলেন, অথবা যেরূপ হাজারে আছওয়াদকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উক্ত হস্ত চুম্বন করার রীতি আছে, সেইরূপ ভাবে হজরতের পা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উক্ত হস্ত চুম্বন করিয়াছিলেন। অথবা নূতন ইসলামে কেহ এরূপ করিয়া থাকিবে, পরে হজরত মস্তক অবনত করিতে নিষেধ করিলে আর কেহ কদমবুছি করেন নাই, এই কারণে বড় বড় সহস্র সহস্র ছাহাবা কদমবুছি করেন নাই বা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, এই দুইটি ঘটনায় য়িহুদী বিধর্ম্মী বদ্দু বা নব-ইসলামধারী অশিক্ষিত লোক দ্বারা ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল, তাহাও মোহাদ্দেছগণের মতে দুর্ব্বল ছনদ। আরও হাদিস ফেলিতে কদমবুছি সাব্যস্ত হইলেও হাদিছ কওলিতে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই সমূহ কারণে ফকিহগণ কদমবুছির হাদিছ গুপ্ত দোষে দোষান্বিত ভাবিয়া বা অনির্দিষ্ট মর্ম্মবাচক ও গ্রহণের অযোগ্য ধারণা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং কদমবুছি নাজায়েজ বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই ফকিহগণ কিছুতেই মুর্খ জাহেল হইতে পারেন না। ...

১. ১. ৬. ৬. ৯. কবর-চুম্বন হারাম এবং কদমবুছি বর্জন করা উচিত

উক্ত পুস্তক ১৮/১৯ পৃষ্ঠাঃ আলমগীরি ও ফতোয়া এ-হাবী কেতাবে আছে যে, পিতামাতার কবর চুম্বন করায় কোন দোষ নাই। ইহা গারাএব কেতাবে আছে।

আমাদের উত্তরঃ মেয়াতে মাসায়েল, ৭৭ পৃষ্ঠাঃ ... প্রশ্ন পিতামাতার কবর চুম্বন করার হুকুম কি? উত্তরঃ পিতা মাতার গোর চুম্বন করা সহিহ মতে জায়েজ নহে। মাদারেজন্নবুয়ত কেতাবে আছে, গোর চুম্বন করা, উহার উপর ছেজদা করা এবং উহার উপর মস্তক স্থাপন করা হারাম ও নিষিদ্ধ। পিতামাতার গোর চুম্বন করা সম্বন্ধে ফেকহের রেওয়াএত উল্লেখ করেন, সহিহ মতে উহা জায়েজ নহে।"

মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি ৩/৬৭ পৃষ্ঠাঃ.... প্রশ্নঃ পিতামাতার গোর চুম্বন করা জায়েজ আছে কি না? উত্তরঃ হারাম, আলি কারি প্রভৃতি স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ করেছেন। ..... দেওবন্দের মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান সাহেবের জাওয়াবঃ- ... মূল কদমবুছি হইতে পরহেজ করাও সমধিক এহতিয়াত (সাবধানতা), মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করা কোন প্রকারেই নহে। কেননা; (মাথা না ঝুকিয়ে কদমবুছি কারো মতে হারাম ও কারো মতে হালাল, আর) হারাম ও হালালের মধ্যে মতভেদ হওয়া ক্ষেত্রে হারামকে প্রবল সাব্যস্ত করা হইবে, আর মস্কক ঝুকান সকলের মতে হারাম। কদমবুছির অর্থ পদচুম্বন করা; কিন্তু (হস্ত দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া হস্তচুম্বন এবং পদচুম্বন) এই উভয় অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে...।"[৬৭]

১. ১. ৬. ৭. কবর যিয়ারত বনাম কবর ভক্তি

১. ১. ৬. ৭. ১. কবরভক্তির শিরক-বিদআত ও আলিমগণের প্রতিক্রিয়া

প্রথম তিন বরকতময় যুগের পরে মুসলিম বিশ্বে দীনী বিষয়ে ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় ঘটতে থাকে। শিয়া মতবাদের আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মাধ্যমে নানাবিধ শিরক-বিদআত প্রসার লাভ করতে থাকে। এরপর ক্রুসেড যুদ্ধের ধ্বংস, তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন ও মুসলিম বিশ্বের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। ক্রমান্বয়ে বহুমুখি ধর্মীয় অবক্ষয় উম্মাতকে গ্রাস করে। সবচেয়ে ভয়ানক ছিল কবর-মাযার কেন্দ্রিক শিরক-বিদআত। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বুজুর্গগণের মাযারগুলি মুর্তিপূজকদের প্রতিমার স্থান দখল করে। মুর্তিপূজকগণ যেভাবে মুর্তির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন ও বর-আশীর্বাদ বা সাহায্য প্রার্থনা করেন, ঠিক সেভাবেই মুসলিমগণ কবরের প্রতি ভক্তিপ্রকাশ ও কবরবাসীর নিকট থেকে বর-আশীর্বাদ বা সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।[৬৮]

পরবর্তী যুগের আলিমগণ কবরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বিভিন্ন "ব্যাখ্যার" মাধ্যমে এ সকল অনুষ্ঠান বৈধ করার চেষ্টা করেছেন। কবর যিয়ারত-এর নামে কবর পূজা বা কবরভক্তিকে তাঁরা বৈধতা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অনেক আলিম, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো আলিম ও সংস্কারক কবরপূজা ও কবরভক্তির বিরোধিতা করতে যেয়ে কবর যিয়ারতও বাতিল করে দিয়েছেন বা নিরুৎসাহিত করেছেন।

ভারতীয় সংস্কারকগণ, বিশেষত মুজাদ্দিদ আলফ সানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী ও তাঁর

অনুসারী জৌনপুর, দেওবন্দ ও ফুরফুরার মাশাইখগণ এ বিষয়ে সুন্নাত নির্ভর মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা কবর ভক্তির নামে কবরপূজা ও কবরকেন্দ্রিক শিরক-বিদআতের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। পাশাপাশি সুন্নাত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারতের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন।

ফুরফুরার পীর শাইখ আবু বকর সিদ্দিকীর মতামতের মধ্যে আমরা এরূপ সুন্নাত-নির্ভর মধ্যপন্থা দেখতে পাই। তিনি সুন্নাত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু কবর কেন্দ্রিক শিরক বিদআত নিষেধ করেছেন। তাঁর এ সুন্নাতনির্ভর মধ্যপন্থা করবকেন্দ্রিক তথাকথিত সুফীদের ভাল লাগে নি। তারা তাকে যিয়ারত বিরোধী বা ওহাবী বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। বিদআতভক্তদের এটি সুপরিচিত অভ্যাস। তাঁরা প্রসিদ্ধ সংস্কারক ও আলিমদের সঠিক মতামত উপস্থাপন না করে তাকে জনগণের কাছে ইসলাম বিরোধী বা ওলীগণের বিরোধী বলে উপস্থাপন করেন। যেন জনগণ তাঁর কাছে না যায় বা তাঁর মতামত আগে থেকেই ঘৃণা করে।

১. ১. ৬. ৭. ২. কবর যিয়ারত, মৃত ওলীগণের জীবন ও কবরে বাতি

এর একটি নমুনা আমরা আল্লামা রুহুল আমিনের লেখা "বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন" গ্রন্থে দেখতে পাই। এ গ্রন্থের কিছু বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে মীলাদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এ গ্রন্থের একস্থানে আল্লামা রুহুল আমিন লিখেছেন: "লেখক (তরিকতে রসুল রাহে হক গ্রন্থের লেখক আলিমদ্দি শাহ) উহার ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'ফুরফুরার (জনাব হজরত মাওলানা পীর ছাহেবের) মত এই যে, অলিগণ মৃত তাহাদের গোরে প্রদীপ জ্বালান এবং গোর জিয়ারত হারাম। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি অলিগণের জীবিত থাকার কথা অমান্য করেন। যখন নবি ও অলিগণ জীবিত, তখন তাহাদের ওরছ করা এবং বোজর্গগের কবরে প্রদীপ জালান জায়েজ।

উত্তর: জনাব মোজাদ্দেদে জামান মাওলানা পীর সাহেব বলেন যে, নবিগণ, অলিগণ বরং প্রত্যেক মানুষ গোরে জীবিত থাকেন। নবি, অলি ও প্রত্যেক মুসলমানের কবর জিয়ারত করা ছওয়াবের কার্য্য। তবে তিনি অকারণে কবরে প্রদীপ জালান নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা বেদায়াতি ফকিরদল ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মেশকাতের ৭১ পৃষ্ঠায় আবুদাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি হইতে হজরতের এই হাদিসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে: ... "যাহারা কবরের উপর মসজিদ এবং প্রদীপ স্থাপন করে (হজরত) তাহাদের উপর লানত দিয়াছেন।"

মেরকাত ১/৪৭ পৃষ্ঠা: কবরে প্রদীপ জ্বালান এই জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে যে, উহাতে অর্থ নষ্ট করা হয়, কেননা প্রদীপে কাহারও কোন উপকার হয় না, দ্বিতীয় ইহা জাহান্নামের লক্ষণ, তৃতীয় কবরের সম্মান করা হইতে বিরত রাখার জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, যেরূপ কবরকে মসজেদ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আশেয়্যাতোল্লামযত ১/১৩৬ পৃষ্ঠা: "রসুলে খোদা (ﷺ) উক্ত ব্যক্তিদের উপর লানত দিয়াছেন যাহারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে, আরও তিনি উক্ত ব্যক্তিদের উপর লানত করিয়াছেন যাহারা কবরের উপর উহার সম্মানের জন্য প্রদীপ স্থাপন করে। কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে সম্মানের জন্য না হইলেও অপব্যয় ও অর্থ নষ্ট করার হেতু হারাম হইবে। কেহ কেহ বলেন যদি মনুষ্যের গমনাগমনের জন্য প্রদীপ স্থাপন করা হয়, কিম্বা প্রদীপের আলোকে কোন কার্য্য করা হয় তবে জায়েজ হইবে, এই অবস্থায় কবরের জন্য প্রদীপ জালান হইল না, উহাতে গোরে আলোক করা উদ্দেশ্য নহে।

মূল কথা কবরের সম্মানের জন্য অথবা অপব্যয়ের জন্য কবরে প্রদীপ জ্বালান হারাম, হজরত রসুলোল্লাহ (ﷺ) ইহার জন্য লানত দিয়াছেন, এক্ষণে চেরাগ জ্বালান রসুলের পথ বা সত্য মত হইল, না নিষেধ করা রসুলের পথ হইল? উপরোক্ত বিবরণে ফুরফুরার হজরত কোৎবোল আলমের মত রসুলের পথ ও বাগমারির চিশতী নামধারী ফকিরের মত শয়তানের পথ হওয়া প্রমাণিত হইল।

কবরে চেরাগ স্থাপন না করিল যে অলিগণের মৃত হওয়া মানিয়া লইতে হইবে, ইহা পাগলের প্রলপোক্তি নহে কি? প্রত্যেক ইমানদার ও কাফের গোরে জীবিত থাকে এক্ষেত্রে তাহাদের কবরে কি আলোক দিতে হইবে? অলিগণ গোরে জীবিত থাকিয়া কি দুনইয়ার কাজে কর্ম করেন যে, চেরাগ না জ্বালাইলে তাহাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে? এইরূপ বাতীল মত প্রচার করা কি ধোকাবাজি নহে?[৬৯]

১. ১. ৬. ৭. ৩. আলামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকীর বিবরণ

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকীর কবরকেন্দ্রিক শিরক-বিদআত বিরোধিতা ও সুন্নাত ভিত্তিক কবর যিয়ারত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী। তিনি লিখেছেন:

"সমকালীন ইসলাম প্রচারক, মোহাম্মদী, মুসলিম হিতৈষী, আল-এসলাম, ইসলাম-দর্শন, শরিয়ত, রওশনে হেদায়েত, বঙ্গনুর প্রভৃতি পত্রিকাগুলি দ্বারা জানা যায় যে, আলোচ্য যুগে অবিভক্ত বঙ্গ-আসামের মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক নানা রীতি নীতির প্রচলন ছিল এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সমাজ। বড় পীরের দরগাপুজা, শীতলাপুজা, পাঁচ পীরের পূজা, বসন্তের কালীপুজা, কলেরার কালীপুজা, ভাদ্র মাসে মনসাপুজা, লক্ষীর পুজা, মানিক পীর, সত্য পীর, পীর মাদারের বা দরিয়া গাজীর পুজা, বন বিবি ফাতেমা, ওলা বিবি, পীর মাদারের বাঁশপূজা, এইরূপ অসংখ্য কল্পিত বিষয়কে কেন্দ্রকরে পুজা বা নানা ধরনের আচার আচরণ এবং অনুষ্ঠান হত। ....

মুসলিম সমাজে এই ধরনের কুপ্রথা বা কুসংস্কার-এর উদ্ভাবন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পূর্ব যুগে যারা ইসলাম ধর্মের সুশীতল

ছায়াতলে এসেছিলেন, তাদের অনেকের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব হেতু ধর্মমত পরিবর্তনের পরেও পূর্বের মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটায় অনেক সংস্কার তাদের মধ্যে অক্ষুন্ন থেকে যায়। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায় যে, নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একই সঙ্গে পাশাপাশি একই সমাজে বসবাস হেতু ধর্মীর জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞ মুসলমানেরা অপর ধর্মের কৃষ্টি-কালচার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের ভাবান্তর ঘটে। তৃতীয়ত সমকালীন বেদাতী ভন্ড পীর ফকিরারও সমাজের কিছু কিছু কুসংস্কারের জন্য অনেকাংশেই দায়ী ছিল। ড. আনিসুজ্জামান সাহেব আরও একটি কারণ দেখান যে, ধর্ম সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধও আবার এক ধরনের পৌত্তলিকতার জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু দেব-দেবীদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের গুণাবলীর পরিচয় মুসলিম মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট করে তার ফলে এসব দেব দেবীর মুসলমান প্রতিরূপ গড়ে ওঠে। হিন্দু বনদুর্গার প্রতিপক্ষ মুসলমানদের বনবিবি ফতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর গাজী পীর কালু ...। মুসলমান সমাজে খাজা খিজির বদরপীর, মানিক পীর ও পাঁচ পীরের উপাসনাও দেখা যায়। এই সব পীরের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। হিন্দুরা যেমন পীরের আস্তানায় মানত করতেন ও মসজিদে শিরনি দিতেন, তেমনি মুসলমানরাও হিন্দু দেব-দেবীদের স্মরণ করতেন।

এই সকল কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র)-এর খলিফা হজরত মাওলানা কারামত আলী সাহেব (র)। ... পরবর্ত্তীকালে এই সংস্কার আন্দোলন উভয়-বঙ্গ আসামে ব্যাপকরূপ ধারণ করে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ পীর আবুবাকার-এর মিশনের মাধ্যমে। শহর নগর গ্রাম-গঞ্জের প্রতি ধুলিকনা ফুরফুরার হজরতের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। ফুরফুরার হজরত এবং তার মিশন যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন দুর্গমগিরি কান্তার পল্লীতে কুসংস্কার নিরসন করতে এবং ধর্মের প্রচার প্রসারে উল্কার ন্যায় ছুটে ছিলেন অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরে। একদিকে যেমন চলতে থেকেছে ওয়াজ-নসিহত অপর দিকে সমকালীন পত্র-পত্রিকা যেমন-ইসলাম-প্রচারক, মুসলিম হিতৈষী, শরিয়ত, ইসলাম দর্শন, বঙ্গনুর, হানাফী, রওশনে হেদায়েত ও অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে ধারাবাহিক প্রকাশ হতে থেকেছে কুসংস্কার বিরোধী নানা রচনা, নিবন্ধ। ...

ফুরফুরা শরীফের নিকটবর্তী দলপতিপুর গ্রামে হজরত শাহ মুনির (র) মাজার ও দরগাকে কেন্দ্র করে যে বিরাট মেলা হত এবং পুজা হত, ফুরফুরার হজরত নিজে দাড়িয়ে থেকে উক্ত দরগাগুলি নষ্ট করে ছিলেন এবং মেলা তুলে ছিলেন। এক সময় কলকাতা ও শহরতলী এলাকায় ২৪টি মহরমের দরগাহ একই দিনে ভাঙ্গিয়ে ছিলেন। হাওড়া জেলার মাণিক পীর গ্রামের মানুষের কাছে শোনা, সেখানে পীরের মাজার ও দরগা পুজা হত, ফুরফুরার হজরতের চেষ্টায় তা বন্ধ হয়। এইভাবে বঙ্গ-আসামের প্রায় গ্রামের মাজার ও দরগাপূজা তারই ঐকান্তিক চেষ্টায় বন্ধ হয়েছিল।

গ্রাম গঞ্জে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের প্রচারকদিগের ওয়াজ নসিহত অপর দিকে ফুরফুরার হজরত এবং তার অনুগামীদের ব্যাপক লেখা লেখনীর ফলে গ্রাম বাংলার মুসলিম সমাজ থেকে কু-সংস্কার বহুলঅংশে দূর হয় এবং মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমানত্বের ভাব ফুটে উঠে।"[৭০]

১. ১. ৬. ৭. ৪. আজমীরে মাযার কেন্দ্রিক শিরক-বিদআত প্রতিরোধ

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী বাংলার বাইরেও কবর-মাযার কেন্দ্রিক শিরক-বিদআত রোধ করে সুন্নাত কেন্দ্রিক যিয়ারত প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন:

"১৩৪১ সালে ইং ১৯৩৪ সালে ১৩ইং অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে মুজাদ্দেদে জামান হিন্দুস্থান ভ্রমণে রওনা হন। উক্ত ভ্রমণে প্রায় শতাধিক লোক তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল আওলীয়াগণের বিশেষ করে ইমামে তরীকাতগণের জিয়ারত তৎসহ হিন্দুস্থানের মাজারসমুহের বেদাত কার্যগুলির অর্থাৎ অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করা। যে কারণে বেদায়াত দমনের এশতেহারসমূহ ও আবশ্যকীয় কিতাবাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন। ... এই স্থানে শুধুমাত্র আজমির শরীফের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল।

পীর কেবলা যখন তাহার সঙ্গীগণকে লইয়া আজমীর ষ্টেশনে পৌছাইলেন তখন সন্ধা প্রায় অতীত হইয়া গিয়াছে। মাজার শরীফের জনৈক খাদেম সৈয়দ হোসেন বখশ সাহেব পীর সাহেবের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া লোকজনসহ ষ্টেশনে আসিয়া বিপুল সম্বর্ধনার সহিত তাহার নিজ বাটীতে লাইয়া গেলেন।----- তথাকার বাৎসরিক ওরস উক্ত দিবসের মাত্র ২/৩ দিন পুর্বে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের ভীড় প্রবলরূপেই ছিল। .... সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর মাজার শরীফে জিয়ারতের সময় যে দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। উক্ত মাজার শরীফে অজ্ঞ মুসলমানগণ ফুল শিরনী চড়াইয়া, সিজদা, বুসা (চুম্বন) দিয়া যেমন শিরক-বেদায়াতের গুণাহে লিপ্ত হইতেছিল, তেমনি মাজারের বাহিরে গানবাদ্য, কাওয়ালী, করতালী ইত্যাদি নানা প্রকার জঘন্য শয়তানী প্রক্রিয়ায় নৃত্যগীত করিয়া যথেষ্ট গুণাহের ভাগী হইতেছিল। ... ভীড় ভেদ করিয়া মাজার শরীফে ঢুকিতে সমর্থ হইলে তথাকার খাদেমগণ তাহাদিগের মাথা নীচু করিয়া মাজার শরীফের চাদর ঢাকা দিতে লাগিল এবং জোরপূর্বক তাহাদিগকে সেজদা করাইয়া বিদায় দিল। এইরূপ নানা প্রকার বীভৎস কান্ড তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উহার প্রতিকারার্থে তুমূল আন্দোলন, অবশেষে তিনি জিহাদ ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ...... হাজার হাজার লোকের সম্মুখে গুরুগম্ভীর স্বরে সেই জঘন্য কার্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাহার আদেশক্রমে বেদয়াত দমনের এশতেহারসমূহ বিতরণ করা হল। ... যাহারা মাজারে ফুলে শিরণী চড়াইয়া সওয়াব হাসিল কামনা করিতেছিল তাহাদিগের ভ্রান্তমত দূর করিবার মানসে দুই খাঞ্চা মিঠাই খরিদ করিয়া উপস্থিত গরীব মিসকিনদিগের নিকট বিতরণ করিলেন এবং তাহার সওয়াব খাজা সাহেব (র)-এর পাকরুহের উপর বখশাইয়া

দিলেন।

হুজুর কেবলা যে দুই তিন দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, অনবরত ওয়াজ নসিহত করিয়া কাটাইয়াছিলেন। বড়ই আশ্চার্যের বিষয় এই যে, তথা হইতে ফিরিবার পূর্ব দিবস বৈকালে যখন পুনরায় মাজার শরীফে গমন করিলেন তখন দেখা গেল সেই গান, বাজনা, শিরক, বেদাত ইত্যাদি সবই রহিত হইয়া গিয়াছে। ... পরবর্ত্তীকালে আজমিরে পুনরায় শেরেক, বেদাত সেজদা সজুদ চালু হইবার পর বিহার, ইউ. পি-র কোন খ্যাতনামা মৌলানা কিংবা পীর সাহেব ঐ জঘন্যতম শেরেক ও বেদাতকে উৎখাত করতে মুজাদ্দেদে জামান ফুরফুরার হজরতের ন্যায় কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নাই... ।”[৭১]

১. ১. ৬. ৭. ৫. ওহাবীগণের করব ভাঙ্গা সমর্থন

কবর কেন্দ্রিক শিরক বিদআতের কারণে নজদের প্রসিদ্ধ সংস্কারক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর অনুসারিগণ পাকা কবর ও কবরের উপর বানানো সৌধ, গম্বুজ ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলতেন। এ বিষয়ে তারা হাদীসের প্রমাণ পেশ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে কবর পাকা করতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকা বা উচু কবর ভেঙ্গে ফেলতে বা সমান করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা নজদের বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারাসহ পুরো হেজাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর নজদী বাহিনী হেজাজের সকল মাজার ও কবরের উপর তৈরি ইমারাত, গম্বুজ ইত্যাদি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ওহাবী বাহিনীর এ কাজ বিশ্বের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান খুবই ন্যক্কারজনক, নিন্দনীয় ও ওলীগণের অসম্মান এমনকি কুফরী পর্যায়ের বলে গণ্য করেন।

কিন্তু ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী এ কর্মকে হাদীসের অনুসরণ হিসাবে মেনে নেন বা সমর্থন করেন। কবর, গম্বুজ ইত্যাদি ভাঙ্গাতে বুজুর্গগণের কোনো অবমাননা বা গোনাহ হয়েছে বলে তিনি মনে করেননি, বরং হাদীসের অনুসরণ হিসাবে তা সমর্থন করেছেন। ১৬/০৩/১৩৫১ হি (১৯/০৭/১৯৩২হি) তারিখে তিনি বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবনু সউদের নিকট লেখা এক পত্রে তিনি লিখেন:

أما بعد، فلا نزال نسمع أن الآثار القديمة وقباب المزارات المقدسة في سلطنتكم قد انهدمت ومحيت بأمركم، وإن ذلك ليس ببعيد عن الحق من جهة واحدة، اتباعاً للحديث النبوي. لكن عجباً لنا أن أكثر قطان ملككم وسكانه نراهم أنهم قد يلحقون لحاهم ويقصرونها بخلاف السنة النبوية، وسكان الأرض جميعا لا يزالون يرتكبون على هذا الأمر الشنيع بالتدريج لما يرون منهم ويصدر عنهم من الأفعال القبيحة، لهذا يقول هذا العبد الضعيف من شيمتكم البهيمية وشنشنتكم العريقة أن تصد ما كان في بلادكم وملككم من الأفعال الشنيعة المبتدعة والأعمال الغير المشروعة هداية لهم وشفقة عليهم وإصلاحا لحالاتهم، فإذاً تفوز بفوز سعادة الدارين بفضل الله خالق الكونين، ونحن ندعو منه تعالى جل برهانه لبقائكم وملككم

“আমরা শুনে আসছি যে, আপনার রাজত্বে হেজাজের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ ও পবিত্র মাযারসমূহের গম্বুজ আপনার নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং সেসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে হাদীসের অনুসরণ হিসাবে এই কাজ এক দিক থেকে অন্যায় নয়। তবে আশ্চর্য হই যে, আপনার দেশের অধিকাংশ অধিবাসী দাড়ি কাটেন অথবা খেলাফে সুন্নাত-ভাবে ছাটেন। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের মানুষেরাও ক্রমান্বয়ে এই কঠিন অন্যায় কাজটি করতে শুরু করেছে। আপনার উজ্জল চরিত্র ও অনাবিল স্বভাবের উপর নির্ভর করে এ অধম আশা করছে যে, আপনি আপনার দেশে যেসকল ঘৃণিত বিদ'আত ও শরীয়ত বিরোধী কাজ সংঘঠিত হয় সেগুলি এ সকল কর্মে লিপ্তদের হেদায়াতের জন্য, তাদের প্রতি মমতা বশত এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে রোধ করবেন; তাহলে আপনি উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হবেন। আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার সমীপে আপনার ও আপনার রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য দুআ করছি।”[৭২]

তাঁর এ পত্রটি তাঁর সুন্নাত কেন্দ্রিকতা প্রমাণ করে। কবর পাকা করা বা পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলার বিষয়ে ওহাবীদের মতটি যেহেতু হাদীস ভিত্তিক কাজেই তাকে মেনে নিয়েছেন। পাশাপাশি দাড়ি বিষয়ক প্রমাণিত সুন্নাত বিনষ্ট হওয়ার ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

১. ১. ৬. ৭. ৬. কবর কেন্দ্রিক উরশ প্রথা সংস্কার

কবর কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম ছিল “উরশ”। উরস (عرس) শব্দের অর্থ বিবাহ বা মিলন। মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আল্লাহর ওলীর মিলন হয়েছে এবং এ মিলনের মহাক্ষণকে প্রতিবৎসর “বিবাহবার্ষিকী” হিসেবে পালন করে, এ উপলক্ষ্যে বরকত, আশীর্বাদ ও করবস্থ বুজুর্গের “নেক নজর” লাভের উদ্দেশ্যে উরশের প্রচলন হয়। এ প্রথা মূলতই সুন্নাত বিরোধী। এছাড়া এ অনুষ্ঠান মৃত বুজুর্গের প্রতি অতিভক্তি, তাঁর কবরপূজা ও শিরক প্রসারে সহায়তা করে। সর্বোপরি এ উপলক্ষে নানাবিধ অবৈধ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী বলেন:

“সমকালীন বঙ্গ ও আসামে ভন্ড পীর, ফকিরদের দ্বারা আরও একটি কুসংস্কার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। তা হল পীরের মাজার বা কবরকে কেন্দ্র করে পীরের জন্ম কিংবা মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে মেলা ও উরুশ অনুষ্ঠান; যা আজও কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

... এ বিষয়ে তৎকালীন 'আল-ইসলাম' পত্রিকার একটি মত সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করা হল ।......"আজকাল কেবল পুরুষ নহে বরং পীরের দরগাহে ছিন্নী ও নেয়াজ চড়াইবার জন্য, পীরের করবে বর প্রার্থনা করিবার জন্য হাজার হাজার স্ত্রীলোক যাইয়া থাকে । কবরে যে ওরশের নামে বার্ষিক মেলা বসে তাহাতে মোসলমান স্ত্রীলোকের ঠেলাঠেলিতে পুরুষের জানপ্রাণ উষ্ঠাগত হয় । এরূপ মেলায় বড় বড় পীর-মোর্শেদগণ স্ব-স্ব দলবল সহ হাজির হইয়া তাওয়াফ (পীরের কবরের চারপাশে ঘোরা) বেশ্যার নাচ-গান দর্শন ও শ্রবণে মহা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আসেন!........ এখন এই বেদাতী (অনৈসলামিক) দলের বিরুদ্ধে এই গোর পূজক, পীর পূজক, দর্গা পূজক দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ফরজ হইয়া গিয়াছে ।"[৭৩]

শাইখ আবু বকর সিদ্দিকী উরশ প্রথার সংস্কারে দ্বিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । একদিকে তিনি এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালান এবং অনেক উরশ ও মেলা তিনি বন্ধ করেন । অপরদিকে কবর কেন্দ্রিক, জন্ম বা মৃত্যুতারিখ ভিত্তিক উরশের পরিবর্তে তিনি ওয়ায-মাহাফিল ভিত্তিক ইসালে সাওয়াবের প্রচলন করেন । তিনি এর নাম দেন: "মহফিলে ওয়ায দার যামান-আ-ঈসালে সাওয়াব" । এটিও তাঁর সুন্নাত নির্ভরতার একটি দিক । ওয়ায-মাহফিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত । এ ইবাদতের জন্য জনগণের সুবিধার্থে তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে । জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে নয়, কারো জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে নয় বা কবর কেন্দ্রিক নয়, বরং একান্তই ওয়ায মাহফিল-এর আয়োজন করে, মাহফিলের মধ্যে মৃত আত্মীয় স্বজনের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা সুন্নাত সমর্থিত । এভাবে একদিকে হেদায়েতের উৎস হিসেবে ওয়ায-মাহফিলগুলির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয় । অপরদিকে উরশ, জন্ম-মৃত্যু তারিখ পালন ও কবরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদি অপসারণের ব্যবস্থা হয় ।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন: "আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১/২২/২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্ধারিত করিয়া একটি ওয়জের মাহফিল করি । ঐ তারিখে আমার পীর কিম্বা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই । আমি জানি, আল্লাহ বলিয়াছেন: হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর । এই আয়াতের মর্ম অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু আলেম, ওলামা, হাফেজ, কারী কর্তৃক ওয়াজ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই । যদি কোন দেশে কোন মছলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফেলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন । এই মহফেলে প্রায় প্রত্যহ ২৫/৩০ হাজার লোক হাজের থাকে । ঐ তিন দিনের এক দিন ৬০/৭০ খতম কোরআন শরিফ, ছুরা এখলাছ ও ফাতেহা, কালেমা ইত্যাদি পড়ান হয় । এই সমস্তের সাওয়াব হজরত নবি (ﷺ)-এর ও যাবতীয় অলি আউলিয়া, গওছ, কুতুব ও যাবতীয় মোছলমানদের রুহের উপর ছাওয়াব রেছনি করা হয় । এই জন্য এই মাহফিলের এক নাম ইসালে ছওয়াব । যদি কেহ এই মাহফেলকে ওরোছ বা অন্য কিছু বলে তবে তাহা কেহ শুনিবেন না ।"[৭৪]

১. ১. ৬. ৮. তাসাউফ ও পীর-মুরীদী

১. ১. ৬. ৮. ১. তাযকিয়া-তাসাউফ: প্রকৃতি, বিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া

কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত তাযকিয়া নফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়া সাহাবী-তাবিয়ীগণের পরবর্তী যুগে "ইলম-তাসাউফ" নামে পরিচিতি লাভ করে ।[৭৫] ইসলামের প্রথম যুগগুলিতে তাসাউফ ছিল সুন্নাত নির্ভর । সুন্নাত নির্দেশিত তাযকিয়া অর্জনের জন্য সুন্নাত নির্দেশিত ইবাদতগুলি সুন্নাত পদ্ধতিতে পালনই ছিল তাসাউফের মূল ভিত্তি । পরবর্তীযুগে এবিষয়ে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দেয় । ক্রুসেড যুদ্ধোত্তর এবং বিশেষত তাতার আক্রমনোত্তর মুসলিম বিশ্বে সূফী মাশাইখগণই মূলত দীনী দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রাখেন । পাশাপাশি তাসাউফের নামে ব্যাপক শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায় । বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন দেশে অনেক আলিম তাসাউফের নামে এ সকল বিভ্রান্তির প্রসারতার কারণে মূল তাসাউফকেই দায়ী করে একে বর্জনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন । তাঁরা ঢালাওভাবে তাসাউফ ও সূফী বিরোধী বক্তব্য পেশ করেন । অন্যদিকে অনেক আলিম তাসাউফ সমর্থনের নামে বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, জাল-হাদীস ও শিরক-বিদআতের সমর্থন করতে থাকেন ।

এক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারকগণ সমন্বিত মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন । একদিকে তারা তাসাউফের নামে প্রচলিত সকল শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের কঠোর প্রতিবাদ করেন । অপরদিকে তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত তাযকিয়া ও ইখলাস অর্জনের উপকরণ হিসেবে তাসাউফকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন ও প্রচার করেন । এ ধারার পুরোধা ছিলেন মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানী শাইখ আহমদ সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪খৃ/৯৭১-১০৩৪ হি) । তাঁর পরের সংস্কারগণের অন্যতম ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১১১৪-১১৭৬হি/ ১৭০৩-১৭৬২খৃ) ও তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের প্রসিদ্ধতম শিষ্য সাইয়েদ আহমদ ইবনু ইরফান ব্রেলবী (১২০১-১২৪৬হি/ ১৭৮৬-১৮৩১খৃ) ।

সাইয়েদ আহমদের শিষ্যগণের মাধ্যমে জৌনপুর, দেওবন্দ ও ফুরফুরার ধারার সৃষ্টি । এ ধারার প্রসারতা ও বিকাশে বিশেষ অবদান রাখেন ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী । এ বিষয়ে বিস্তাতির আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয় । এক্ষেত্রেও মাশাইখ ফুরফুরা কিভাবে জাল হাদীস প্রতিরোধে ও সহীহ সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থেকেছেন তার সামান্য উদাহরণ উল্লেখের চেষ্টা করব ।

১. ১. ৬. ৮. ২. তাসাউফ কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি প্রতিরোধে

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকীর সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল তাসাউফের নামে প্রচলিত শিরক, বিদআত ও বিভ্রান্তির প্রতিরোধ । এ বিষয়ে আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী বলেন:

নবীপাক (ﷺ) এরশাদ করেন, আমার কালে আমার উম্মত উত্তম হবে, তারপর তার পরবর্তী কাল ও তারপর পরবর্তী কালের উম্মত (উত্তম হবে)। এই তিন কালকে খায়রুল করুন বা উত্তম কাল বলা হয়। বর্নিত হাদিসের মর্মার্থ হল, তিন কালে যেমন ভালোর ভাগ বেশী হবে, তেমনি উক্ত তিন কালের পর মন্দের ভাগ বেশি হবে, মিথ্যা প্রবল হবে। প্রকাশ থাকে যে, নবীপাকের যুগের দুরত্বের ফলে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে যেমন দেখা দিল অলসতা, দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা, অপরদিকে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম মানসে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকায় দ্রুত মন্দের ভাগ বাড়তে থাকে, ফলে আবির্ভাব হতে থাকে নিত্য নতুন দল ও মতের। এক শ্রেণীর মধ্যে তাসাউফ বা সুফী সাধনের নামে ওহমপরস্তী বা কল্পনা পূজা ও হাদিস কোরআন বহির্ভুত নানা ধরনের বেদাতী ক্রিয়াকলাপ দেখা দেয়।

ধীরে ধীরে এই ভ্রান্ত সুফী সাধনের ধারায় প্রাণ সঞ্চারিত হয় বিজাতীয় দর্শনের মাধমে। ফলে মূল দ্বীন ইসলাম থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়ে সুফীবাদের একটা ধারা। এই ভ্রান্ত সুফীবাদের সহিত ইসলামীয় সুফীবাদের পার্থক্যটা কোথায় তার সঠিক ধারণা ও জ্ঞানের অভাবে প্রত্যেক যুগের মানুষ এই শ্রেণী দ্বারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এদের চক্রজালে ফেসে গিয়ে ঈমানও হারিয়েছে। তবে হাঁ, মহান আল্লাহ এই উম্মতে মোহাম্মদীর ওপর রহম করত যুগে যুগে এমন কিছু কিছু ব্যক্তিত্বের প্রেরণ করেছেন যারা এদের বিরুদ্ধে চিরকাল সোচ্চার থেকেছে এবং এই সকল বেদাতীদের গতিরোধ করতে তাদের চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

আবু দাউদের হাদিসে বর্ণিত আছেঃ নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য প্রেরণ করে থাকেন প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন ব্যক্তিত্বের যিনি উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের বা ধর্মের সংস্কার করে থাকেন।

অনৈসলামিক প্রথা বা কুসংস্কারের সংস্কার করতে অন্যায়-অনাচার এবং ভ্রান্ত পীরবাদ বা সুফী সাধনার বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হন তিনি হলেন হজরত সেখ আহমদ সরহান্দী ফারুকী মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র)। নকশবন্দী মুজাদ্দিদী তরিকা এই উপমহাদেশে বহুল প্রচারিত হয়েছিল।... পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিধর্মী আচার আচরণ এবং ভ্রান্ত সুফী বা পীরবাদের প্রভাব রোধে যিনি দৃঢ় সংকল্প হন তিনি হলেন দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবী (র)। শাহ ওলী উল্লাহর (র) বৈপ্লবিক চিন্তা ধারার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব তখনই বাংলাদেশে দেখা দেয়নি ... তবে এর পরোক্ষ প্রভাব দেখা দেয় সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। কারণ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর চিন্তাধারা ছিল শাহ ওলী উলাহ (র)-এর ধ্যান ধারণা প্রসুত। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর প্রবর্তিত সংস্কার অভিযান এবং তার কার্যকারণ সমূহ বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সমকালীন ওলামারা বিশেষ করে তার অন্যতম প্রধান শিষ্য হজরত কারামত আলী জৌনপুরী (র) তাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক বলে উল্লেখ করেছেন।...

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ (র)-এর খলিফা বা প্রতিনিধি স্বরূপ পূর্ববঙ্গে বেদাতী পীর বা ভ্রান্ত সুফীবাদ এবং অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হজরত কারামত আলী (র) তার অভিযানকে অব্যাহত রেখেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি অনেকাংশে সফলতাও অর্জন করেন। তবে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম মানসে তা সম্যক আলোড়ন আনেনি। কারণ তার প্রচার মাধ্যম ছিল উর্দু।... পরবর্ত্তীকালের হজরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী (র) ছিলেন এদেরই উত্তরসূরী একজন মুজাদ্দেদ।.... এই ফুরাফুরার হজরতের ধর্ম সাধনা ও কর্মময় জীবনের একটি বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হল ভ্রান্তসুফী বা জাল পীর ফকীর-বাদের সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিশুদ্ধ ও নির্মল ধারাকে প্রবাহিত করা।

ইসলাম প্রচারক, মুসলিম হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, আল-ইসলাম বিভিন্ন প্রত্র পত্রিকা হতে জানা যায় যে, আলোচ্য যুগে বঙ্গ আসামের মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ক্ষেত্রে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভ্রান্ত সুফীবাদ ও পীর-ফকিরবাদের প্রভাবে। আজকের দিনে তাদের কার্যকলাপের কথা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। দ্বীন ঈমান নিয়ে বেচে থাকা সেদিন মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ছিল। আর্য-খ্রস্টানদের দ্বারা ঈমানের যে না ক্ষতি সাধন হয়েছে, তার থেকে শতগুণ ক্ষতি হয়েছে এই শ্রেণীর ভন্ড পীর ফকির দ্বারা। এরা তাসাউফ বা সুফীতত্ত্বের অপব্যাখ্যা করত। যেমন মুসলমানদিগকে ইসলাম ও শরিয়ত বিমুখ করেছিল অনুরূপ সমকালীন নানা কুসংস্কারের প্রর্বতকও এরা ছিল। এবং এদেরই দ্বারা সে দিন মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরক ও বেদাতের অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং বিপথগামী হয়ে পড়ে বঙ্গ আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমান। সমকালীন কিছু ভ্রান্ত পীর ও সুফীদের নাম আল্লামায়ে হিন্দ হজরত মাওলানা রুহুল আমিন (রা)-এর বই পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সুরেশ্বরীয়া, মীরেশ্বরীয়া, সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম), বাগমারীয়া (ভারত), মাইজ-ভান্ডারীয়া, আজানগাছীয়া, জজবাইয়া (বিক্রমপুর), নুরুল্লাহপরুলীয়া (ঢাকা), শাহ নেজামুদ্দিন, (ফরিদপুর) প্রমুখ। এই সকল পীরদের প্রভাব প্রতিপত্তি তখন ব্যাপক ছিল বলে জানা যায়। তবে অধিকাংশ অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেরাই ছিল এদের অনুসারী। ঐ সকল পীর ফকিরদের ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় মতবাদ যে কি ছিল, তা সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করা হল।

(১) নামাজের প্রয়োজন নাই, জেকের করলেই হবে। (২) এরা শরিয়ত ইসলাম হতে মারেফাতকে পৃথক জানত (৩) এদের কারও কারও ধর্মীয় বিশ্বাস হজরত মোহাম্মদ (ﷺ) মানুষরূপী খোদা (৪) পৃথিবীতে আল্লার দর্শনে বিশ্বাসী (৫) কোরআন সর্বমোট ৪০ পারা, ৩০ পারা লিখিত বই আকারে আর ১০ পারা সিনায় সিনায় রক্ষিত হয়ে আসছে, যার খবর মৌলুভীরা রাখে না। (৬) এই বেশরা পীর ফকিরগণের ধারণা ছিল আল্লাহ নুরময় বস্তু (জ্যোতি)। উল্লেখ্য যে, এ বিশ্বাস তাদের ভ্রান্ত ও কুফরী। কারণ নূরের বিপরীত অন্ধকার এবং নুরের লয়, ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, মহান আল্লাহ লয়, ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং কোন রকম প্রতিদ্বন্দি হতে পবিত্র। (৭) একমাত্র হজরত আলী (র)-কে আধ্যাত্মিকের সম্রাট ধারণা করতো এবং নবীপাকের অন্যসব সাহাবাদের প্রতি কু ধারণা রাখত। (৮)

নবী পাক (ﷺ) এবং পীরের প্রতি হাজের নাজেরের বিশ্বাস রাখত। অর্থাৎ সকল সময় পীর আমাদের কাছে আছেন বলে ধারণা করত। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি এরূপ বিশ্বাস কুফরী। (৯) আদমের সৃষ্টি হয়েছিল আল্লার আকৃতিতে। (১০) আল্লাকে মেয়েছেলের রূপেই একমাত্র সঠিক বুঝা সম্ভব। এই ধরনের অসংখ্য কুফরী বিশ্বাস বা ধ্যান-ধারণা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এ হল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক। তাদের আর এটি দিক ছিল জঘন্যতম নানা ক্রিয়াকলাপের, যার কতকগুলি হল যথাক্রমে গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ও উচ্চ স্বরে জিকির, পীর সেজদা, পীরের কবরকে ধৌত করে সেই পানি পান করা, কাওয়ালীর মজলীস করা। পীর সাহেবের জন্য পর স্ত্রীলোকের সার্থে নির্জন বাস, পীরের ছবি রাখা, পীরের নামে ওজিফা পড়া, উত্তর পশ্চিম কোণে বাগদাদী সিজদা করা, গোর পূজা, পীরের দরজায় শিন্নী ও মান্নত করা, আমাবস্যা, পূর্নিমা, কিংবা পীরের জন্ম, মৃত্যু দিনে স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত হয়ে ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম সহ জাক জমকের সঙ্গে ওরশ অনুষ্ঠান করা। ইমাম হোসেনের দরগা এবং পাক পাঞ্জাতনের পূজা। এরূপে অসংখ্যক অনৈসলামিক বা বেদ্বীনি প্রথা তাদের মধ্যে বিদ্যামান ছিল।

সমকালীন আর এক শ্রেণীর অতি জঘন্যতম বেদাতী ফকিরদের তৎপরতা ও প্রভাব সম্পর্কে ১৮৯৯ সালের ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তা হল: ফকির মতাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্প্রাদায় ইসলাম ধর্মের ভীষণতম শত্রু। হিন্দু ব্রহ্মণ, খৃস্টান, বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন না হইতেছে মুসলমান নামধারী এই সকল ভক্ত পাষণ্ডের দ্বারা তাহার শত গুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাদের ভীষণ ও বীভৎস মতগুলি জন সাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, শিক্ষিত লোক এই সম্প্রদায়ের পৃষ্টোপোষক নাহেন, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া বিশাল মুসলমান সমাজ গঠিত সেই সরল বিশ্বাসী নিরক্ষর মুসলমানগণ ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ... ইহারা যদি মুসলমান নামে পরিচিত হইতে পারে তাহা হইলে পৃথিবীতে কাফের শব্দের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক কার্য ও ভেলকিবাজী দেখিয়া বর্ণ-জ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ করে।... এই জঞ্জালগুলির সংস্কার করিতে না পারিলে ইহারা শ্রীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে।....

প্রকাশ থাকে যে, এই সকল ফকির মতাবলম্বীগণ সেদিন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং এদের রীতি নীতি একে অপরের থেকে কিছু কিছু যদিও স্বতন্ত্র ছিল মূলত এরা সকলেই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। (আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত) 'বাংলাদেশের বাতেল ফের্কা' নামক বই থেকে কিছু বেদাতী ফকিরদের নাম জানা যায়, যথা সুরেশ্বরীয়া, মীরেরশ্বরীয়া, মাইজভান্ডারীয়া, জলেরশ্বরীয়া, তরুণীয়া, ওয়াজদানিয়া, দংশমারী, বাউলিয়া, নেড়াইয়া প্রভৃতি।..

আলোচ্য যুগে বঙ্গ-আসামের ঘরে ঘরে বেদাতীরা যে ইসলাম বর্হিভূত মতবাদ বিস্তার করে আধ্যাত্মিক বা তাসাওফ তত্ত্বকে বিকৃত করেছিল এবং পীর মুরীদির নামে যে ভন্ডামি শুরু হয়েছিল ফুরফুরার হজরত এবং তার মিশন ঐ ভ্রান্ত পীরবাদের সংস্কারের সাথে সাথে তাদের গতিরোধে প্রায় একটা শতাব্দী ধরে অভিযান অব্যাহত রাখেন, একদিকে বাংলা আসামের গ্রামগঞ্জে, শহরে নগরে ওয়াজ নসিহত অপরদিকে বই পুস্তক পত্র পত্রিকার প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে। আবার প্রয়োজনে বেদাতীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে মিশনকে বাহাস বা ধর্ম সভায় অংশ গ্রহণ করে।..."[৭৬]

১. ১. ৬. ৮. ৩. সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত জাল হাদীস প্রতিরোধ

জাল হাদীস ও জাল তাফসীরই মূলত সকল বিভ্রান্তির উৎস। মাশাইখ ফুরফুরা এগুলি প্রতিরোধের চেষ্টা চালান। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকীর 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া আমরা দেখেছি যে, আল্লামা রুহুল আমিন সূফীগণের মধ্যে হাদীস নামে বহুল প্রচলিত "যে নিজেকে চিনল সে তার রব্বকে চিনল" কথাটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। অনুরূপভাবে বহুল প্রচলিত "ওলীগণ মরেন না"-কথাটিও ভিত্তিহীন ও কুরআন বিরোধী বলে তিনি নিশ্চিত করেছন। এছাড়া পীর-মুরীদী বিষয়ক হাদীস নামে কথিত "যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান"- কথাটির প্রতিবাদ করেছেন এবং এটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

১. ১. ৬. ৮. ৪. উলুল আমর ও নায়েবে নবী পরিভাষার অপব্যবহার রোধ

পীরের আদেশ মান্য করা ফরয প্রমাণ করতে ভণ্ড পীরগণ "উলুল আমর" ও "নায়েবে নবী" পরিভাষা দুটির অপব্যবহার করেন। 'নায়েবে নবী' কথাটি কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষা নয়। হাদীসে সকল আলিমকে "ওয়ারিসুন নবী" বা "নবীর উত্তরাধিকারী" বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রেখে যাওয়া- কুরআন ও হাদীসের- ইলম যার যত বেশি তার উত্তরাধিকার তত বেশি। অনেকে 'ওয়ারিস নবী' অর্থে 'নায়েবে নবী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে ভণ্ডরা দাবি করে যে, অমুক বাতিনী ইলম বা ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিই একমাত্র নায়েবে নবী। বিষয়টি যেহেতু বাতিনী, কাজেই তা পরীক্ষা করার উপায় নেই, প্রত্যেকেই ইচ্ছামত দাবি বা অস্বীকার করতে পারবে। কাজেই তারা দাবি করত যে, এরূপ গুণ বা ক্ষমতা কেবল আমাদের পীরেরই আছে। তিনিই নায়েবে নবী। আর নায়েবে নবী অর্থ নবীর প্রতিনিধি ও তাঁরই সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। তাঁর "নির্দেশেই" তিনি সব কিছু বলেন। কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা তিনিই দিতে পারেন। কাজেই কুরআন-হাদীস বা শরীয়তে কি আছে তা বিবেচ্য নয়; বরং নায়েবে নবীর হুকুম মানাই বড় ফরয। তিনি শরীয়তের খেলাফ বললেও তা মান্য করাই আল্লাহ পাওয়ার পথ।

মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, এবং আনুগত্য করা রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে 'আদেশের অধিকারীদের' ।"[৭৭] এরা দাবি করতেন যে, পীরই "উলুল আমর" বা 'আদেশের অধিকারীগণ" । কাজেই নির্বিচারে তার হুকুম মানা ফরয ।

এ বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করে আল্লামা রুহুল আমিন "বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন" গ্রন্থে লিখেছেন: "লেখক ৩য় পৃষ্ঠায় সুরা নেছার আয়তটি... উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় জাহেলী বিদ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছে যে, 'হে ইমানদারগণ খোদাতালাকে ভয় কর ও তাহার ফরজগুলির হুকুম মান্য করো ও রসুলের সুন্নতের আদেশানুবর্তী হও এবং তোমাদের হাকেমের হুকুম মান্য কর অর্থাৎ পীরে তরিকতের হুকুম মান্য কর কেননা তাহারাই নায়েবে নবী ।' এক্ষণে জিজ্ঞাসা যে 'ফরজগুলি', 'সুন্নত', 'পীরে তরিকত' ও 'পীরে তরিকতই নায়েবে নবী' ইত্যাদি মনোক্তি কথা এই আয়তে কোথায় আছে? ইহাকেই কি কোরাণ শরিফ চুরি করা বলে না? ... তফসির কবির, মায়ালেম, খাজেন, মাদারেক রুহুল বায়ান, রুহুল মায়ানি, এবনে জরির, এবনে কছির, নায়ছপুরী, দোররে মানছুর, আহমদী, সেরাজাম্মনির, বাহরে মুহিত, বায়জারী, মোজহারী (আর কত নাম করিব) প্রভৃতি বিখ্যাত তফসির সমূহে উলোল আমর এর অর্থ মোসলমান বাদশাহ ও শরিয়তের আলেম বলিয়া লিখিত আছে; পীরে তরিকত কোন তফসিরে নাই বরং মকতুবাতে এমাম রব্বানীতে লিখিত আছে যে, শরিয়তের মসলা মাসায়েল গ্রহণ করিতে তরিকতের পীরগণের কথা গ্রহণীয় হইবে না । তদস্থলে এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণ এবং শরিয়তের আলেমগণের কথা গ্রহণীয় হইবে ।..."[৭৮]

১. ১. ৬. ৮. ৫. যাহিরী ও বাতিনী ইলমের নামে বিভ্রান্তি রোধ

সাধারণভাবে দীনী ইলম শিখলেই যে কোনো মুসলিম সচেতন হয়ে যান এবং এ সকল ভণ্ড-প্রতারকদের ক্ষপ্পরে সহজে পড়েন না । আর গভীর ও প্রশস্ত ইলমের অধিকারী প্রাজ্ঞ আলিমগণ সহজেই কুরআন-হাদীসের আলোকে এদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেন । এজন্য এরা "জাহিরী ইলম" ও "বাতিনী ইলম" ভাগাভাগি করে জাহিরী ইলম বা শরীয়তের ইলমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে ইলম ও আলিমদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে, যেন তারা ইলম না শিখে ও আলিমদের কথা না শুনে ।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখব যে, যাহিরী ইলম ও বাতিনী ইলমের বিভক্তিটি শীয়াদের আবিস্কার ও শিয়া আকীদা । পরবর্তী যুগের অনেক প্রসিদ্ধ সূফী "যাহিরী ইলম" ও "বাতিনী ইলম" পরিভাষা ব্যবহার করলেও বাতিনী ইলম বলতে যাহিরী ইলমের ভিত্তিতে হৃদয়ের অনুভূতি বা অবস্থা নিয়ন্ত্রণ বুঝিয়েছেন । তারা যাহিরী ইলমের গুরুত্ব হ্রাস করেন নি ।

মাশাইখ ফুরফুরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য "যাহিরী ইলম" বা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূল ইত্যাদি পুথিগত ইলমের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা । বাংলার সর্বত্র জাহিরী ইলমের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, প্রত্যেক মুসলিমে মাদ্রাসায় পড়তে উদ্বুদ্ধ করা, "যাহিরী আলিমগণকে" সম্মান করতে শেখানো, প্রত্যেক খলীফা ও মুরীদকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও ইলম শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি ফুরফুরার পীরগণের সুপরিচিত কর্মধারা ।

বাগমারীর পীর আলিমদ্দীন শাহ তার "তরিকতে রসুল রাহে হক" গ্রন্থে "যাহিরী ইলমের" বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে নানা কথা বলেন । একস্থানে তিনি বলেন, গাড়ী গাড়ী কেতাব পাঠ করা... ইত্যাদি রসুলের সুন্নত বলিয়া জানা একান্তই ভ্রম ।"

আল্লামা রুহুল আমিন এ কথার প্রতিবাদে ইলম, আলিম ও ফকীহগণের ফযীলত ও মর্যাদা বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি উল্লেখ করেছেন । এক পর্যায়ে তিনি বলেন: আশবাহোন্নাজায়ের ও নেছাবল এহতেছাব প্রভৃতি কেতাবে আছে: ... 'এলেম ও আলেমকে ঘৃণা করিলে কাফির হইতে হয় ।' এক্ষণে বাগমারির লেখকের উপর (যাহার অদৃষ্টে বোধ হয় একখানা কেতাব পাঠও জুটে নাই) এসলাম অনুযায়ী কি ফতোয়া হইবে তাহা বলুন ।

অন্যত্র বাগমারীর পীর বলেন, এলমে জাহেরীতে খোদা পাওয়া যায় না, এবং মোর্শেদ সাবে খাঁটি মুরিদকে চক্ষু দ্বারা খোদা দেখাইয়া ছাড়েন ।"

আল্লামা রুহুল আমিন বলেন: কি ঘোর কুফরী কালাম । পাঠক , ছহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে, রসুলে করিম (সঃ) বলিয়াছেন: ... অর্থাৎ এলম (জাহেরী) শিক্ষা মানসে বহির্গত হইলে, প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খোদার পথে থাকা হয় । মেশকাতে আছে ... অর্থাৎ এলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরজ । নবি করিম (ﷺ) আরও বলিয়াছেন যে, যে মোসলমান এসলাম প্রচার মানসে এলম (জাহেরী) শিক্ষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় খোদাতা'লা তাহাকে বেহেশতে (নবুওয়ত ব্যতীত) নবীগণের সমান মর্যাদা দিবেন ।"... এতদ্ব্যতীত আরও বহু হাদিস ও আয়াত দ্বারা জাহেরী এলম প্রশংসিত হইয়াছে । আর জাহেল মোরাক্কাব (পাঁড় অজ্ঞ) লেখক তাহাকে খোদা প্রাপ্তির পথ নয় বলিয়া 'জিন্দিক' হইল কিনা তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ শ্রবণ করুন । .... পাঠক দেখুন, বেদাতি লেখক এলম জাহেরীকে ঘৃণা ও খোদা প্রাপ্তির পথ নয় বলিয়া কিরূপে ইমান নষ্ট করিল!

যখন হজরত মুসা (আ) তুর পর্ব্বতে যাইয়া খোদাতালাকে দেখিতে বাসনা করেন তখন সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তিরস্কার ভাবে বলিয়াছিলেন, 'হে মুসা আমাকে দেখিতে পাইবে না ।' কোরাণ মাজিদে আরও আছে যে, যখন তজল্লি পতিত হইল, তখন মুসা (আ) সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন । এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টই জানা গেল যে, তজল্লি খোদা নয়, যদি তাহা হয়, তবে খোদাতায়ালার উক্ত আয়াত... অর্থ্যাৎ 'আমাকে কখনও দেখিতে পাইবে না'- মিথ্যা হইয়া যায়, এবং এইরূপ ধারণাকারী কাফের ।

কোরাণ শরিফের সুরা আনয়ামে আছে ... অর্থ্যাৎ চক্ষু তাহাকে দেখিতে পাইবে না, তিনি চক্ষুকে দেখেন। তফসির এবনে জরিরে ও নায়ছাপুরীর ৭ম খন্ডে ও অন্যান্য তফসিরে বর্ণিত আছে যে, খোদাতা'লা মখলুককে দেখেন মখলুক (পৃথিবীতে) খোদাকে দেখিতে পাইবে না। বাগমারীর লেখক বলে যে, মোর্শেদ সাহেব খাঁটি মুরিদকে চক্ষু দ্বারা খোদা দেখাইয়া ছাড়েন। এক্ষণে পাঠক ভাবুন খোদা-দর্শক বেদয়াতি দল শয়তানের সঙ্গী ও কাফের হইল কিনা। খুব সম্ভব তাহারা তাহাদের শয়তান খোদা দেখিয়া থাকিবে নতুবা এরূপ কুফুরী কালাম মোসলমানের মুখ ও কলম হইতে বহির্গত হইবে কিরূপে?[৭৯]

১. ১. ৬. ৮. ৬. ওসীলা সন্ধান বনাম পীর ধরা

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর এবং তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৮০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) বলেন:

وابتغوا إليه الوسيلة يقول واطلبوا القربة إليه ومعناه بما يرضيه والوسيلة هي الفعلية من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه

"তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর। এর অর্থ: তাঁর দিকে নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করে। ওসীলা শব্দটি 'তাওয়াস্সালতু' কথা থেকে 'ফায়ীলাহ' ওযনে গৃহীত ইসম। বলা হয় 'তাওয়াস্সালতু ইলা ফুলান বি-কাযা, অর্থাৎ আমি অমুক কাজ করে অমুকে নিকটবর্তী হয়েছি।"[৮১]

ওসীলা অর্থ যে নৈকট্য তা আমরা আযানের দুআ থেকেও বুঝতে পারি। এ দুআয় আমরা বলি, হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ওসীলা দান করুন, অর্থাৎ তাঁকে আপনার নৈকট্য ও সর্বোচ্চ নিকটবর্তী মর্যাদা প্রদান করুন।

ইমাম তাবারী বিভিন্ন জাহিলী কবির কবিতা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে, ওসীলা শব্দটির অর্থ নৈকট্য। অতঃপর তিনি সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের মতামত সনদ সহ উদ্ধৃত করেন। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), তাবিয়ী আবূ ওয়ায়িল, আতা ইবনু আবি রাবাহ, কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ, মুজাহিদ ইবনু জাবর, হাসান বাসরী, আব্দুলাহ ইবনু কাসীর, সুদ্দী আল-কাবীর, ইবনু যাইদ, প্রমুখ মুফাস্সির থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, সকলেই বলেছেন 'তাঁর ওসীলা সন্ধান কর' অর্থ তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য ও রেযামন্দিমূলক নেককর্ম করে তাঁর নৈকট্য ও মহব্বত লাভে সচেষ্ট হও।[৮২]

এ আয়াতটি মূলত মুমিনের সফলতার মূল কর্মগুলি বর্ণনা করেছে: (১) ঈমান, (২) তাকওয়া, (৩) সামগ্রিক নেককর্ম ও (৪) জিহাদ। নিজের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত অর্জন করা। তাকওয়া মূলত ফরয পালন ও হারাম বর্জনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এরপর অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রতিযোগিতা করতে হবে। সর্বোপরি সমাজ, জাতি ও মানবতার জন্য দীন প্রচার, প্রসার, সংরক্ষন ও জিহাদ করতে হবে।

আমরা জানি যে, নেককার মানুষদের সাহচার্য গ্রহণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। এ অর্থে বিগত কয়েক শতকে দু-একজন মুফাস্সির পীরের সাহচার্য গ্রহণ করাকে "ওসীলা" বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নেক আমল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাগমারীর পীরের মত অনেকে এ আয়াতের জাল ব্যাখ্যা এবং ইতোপূর্বে উল্লেখিত জাল হাদীস "যার পীর নেই তার পীর শয়তান" ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বাগমারির ফকিরের মত অনেকেই পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষকে পীর নামধারী কারো ক্ষপ্পরে পড়তে বাধ্য করে। এছাড়া তারা পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্ততাকারী বা উকিল বলে প্রচার করে। শরীয়ত বিচার না করে পীরের আদেশ মান্য করা জরুরী বলে প্রচার করে।

বস্তুত কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে মুমিনের মূল দায়িত্ব "তাযকিয়া নফস"। বিশুদ্ধভাবে শরীয়ত ও সুন্নাত পালন করলেই মূল তাযকিয়া অর্জিত হয়। উচ্চতর তাযকিয়া বা গভীর ইখলাস অর্জনের জন্য যোগ্য নেককার মানুষের সাহচর্য খুবই উপকারী। এ বিষয়টিও সুন্নাত নির্দেশিত। এ পর্যায় অর্জন মূলত "নেক কর্ম", ফযীলত বা আল্লাহর নৈকট্যের প্রতিযোগিতার বিষয়, দীনের মূল ফরয-ওয়াজিব কোনো দায়িত্ব নয়। মুজাদ্দিদ-ই আলফি সানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী প্রমুখের লিখনিতে এ বিষয় বারংবার স্পষ্ট করা হয়েছে।[৮৩]

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোনো কোনো আলিম পীর ধরা বা মুরীদ হওয়া "ফরয" বা "ফরয আইন" বলে উল্লেখ করেছেন। কথাটি কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ তথা শরীয়ত বিরুদ্ধ। কারণ কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোনো নির্দেশ নেই। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী এবং চার ইমাম-সহ ইসলামের প্রথম প্রায় সহস্র বৎসরের কোনো ফকীহ এরূপ মাসআলা বা ফাতওয়া দেন নি। ইসলামের প্রথম হাজার বছরে কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, ইমাম, ফকীহ, পীর, বুজুর্গ কেউ কখনো কাউকে পীরের কাছে বাইয়াত বা মুরীদ না হওয়ার কারণে আপত্তি

বা নিন্দা করেন নি। অগণিত ইমাম, আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির কখনো কারো হাতে বাইয়াত করে মুরীদ হন নি।

সর্বাবস্থায় বাণিজ্যিক পীরগণ এ কথাটিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেন। তারা প্রচার করতে থাকেন যে, পীর ধরা ফরয। এরপর বলতে থাকে যে, পীর ছাড়া মৃত্যু হলে সে কাফির!!! এভাবে একটি বিভ্রান্তি আরো অনেক বিভ্রান্তির পথ খুলে দেয়। তাযকিয়া নফসই ইবাদত। এ ইবাদতের বিশেষ মর্যাদার স্তর অর্জনে নেককার মানুষদের সাহচার্য একটি মূল্যবান উপকরণ। কিন্তু প্রথমত "তাযকিয়ার জন্য পীর ধরা" ফরয বলে দাবী করা হয়। এরপর "পীর ধরা" পৃথক ফরয বলে গণ্য করা হয়। এরপর পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্ততাকারী বলে মনে করে বলা হয়, পীর ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল হবে না। এরপর বে-পীরকে কাফির বলা হয়!!!

এর উদাহরণ ইলম শিক্ষা ফরয হওয়ার কারণে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সনদ লাভ ফরয বলে দাবি করা। এরপর মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়াকে পৃথক ইবাদত বলে দাবি করা। ইলম শিক্ষা করুক বা না করুক সকলের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া ফরয বলে দাবি করা। এরপর মাদ্রাসায় ভর্তি না হলে তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না বলে দাবি করা। এরপর বে-মাদ্রাসা মুসলমানদেরকে কাফির বলা!!!

আরেকটি উদাহরণ, জিহাদ, দাওয়াত বা আমর বিল-মারুফ... ফরয হওয়ার দাবিতে রাজনীতি বা দলবদ্ধ দাওয়াতকে ফরয বলে দাবি করা। এরপর এগুলিকে পৃথক ইবাদত বলে গণ্য করা। এরপর এগুলি না করলে কোনো ইবাদত কবুল হবে না বলে দাবি করা। এরপর বে-রাজনীতি বা বে-দাওয়াত মুসলমানদের কাফির বলা!!!

ওসীলা বিষয়ক অন্য বিভ্রান্তি ওসীলার অর্থ নিয়ে। আমরা দেখেছি যে, কুরআন-হাদীস ও তৎকালীন আরবী ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য। পরবর্তী যুগে আরবী ভাষায় ওসীলা বলতে অনেক সময় "নৈকট্যের উপকরণ" (ما يتوسل به/ ما يتقرب به) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় "ওসীলা" বলতে অনেক সময় মাধ্যম বা মধ্যস্থ বুঝানো হয়। পীরকে "ওসীলা" বলে দাবী করা এবং ওসীলা অর্থ "মধ্যস্থ" বা মধ্যস্থতাকারী বলে ধারণা করার ভিত্তিতে এ সকল ভণ্ডপীর পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে "মধ্যস্থতাকারী" বলে দাবি করেছেন। তাদের দাবি, জাগতিক মহারাজার নিকট কবুলিয়্যাতের জন্য যেমন উজির-মন্ত্রী বা প্রিয়পাত্রদের মধ্যস্থতা প্রয়োজন, তেমনি মহান আল্লাহকে সরাসরি ইবাদত করে লাভ হবে না, বরং একজন পীরকে ওসীলা, উকিল বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ না করলে আল্লাহ পাওয়া যাবে না।

বস্তুত এরূপ বিশ্বাসই ছিল আরবের কাফিরদের শিরকের মূল ভিত্তি। তাদের এ যুক্তি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"আর যারা আলাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহন করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৮৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন: "আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে তারা ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে ভালবাসে ও ইবাদত করে এবং বলে, হে আমাদের উপাস্যগণ, আমরা তো তোমাদের একমাত্র এজন্যই ইবাদত-বন্দনা করছি যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও মর্যাদা পাইয়ে দেবে এবং আমাদের হাজত প্রয়োজনের বিষয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।... প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির মুজাহিদ (১০৪ হি) বলেন: কুরাইশ তাদের মুর্তিগুলিকে এ কথা বলত এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ ফিরিশতাগণকে তা বলত, ঈসা ইবনু মরিয়মকে (আ) তা বলত এবং উযাইর (আ)-কে তা বলত।"[৮৫]

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী বলেন: "শিরকের হাকীকত এই যে, কোনো মানুষ কোনো কোনো সম্মানিত মানুষের ক্ষেত্রে ধারণা করবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যে সকল অলৌকিক কার্য সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় তা উক্ত ব্যক্তির পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে। এ সকল অলৌকিক কার্য প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এরূপ কিছু বিশেষ গুণ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। এরূপ গুণ মূলত একমাত্র আল্লাহরই আছে। আল্লাহ যাকে 'উলূহিয়্যত' বা এরূপ বিশেষত্ব প্রদান করেন, অথবা 'আল্লাহ' যে ব্যক্তির সত্তার সাথে সংমিশ্রিত হন, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর যাত বা সত্তার মধ্যে 'ফানা' বা বিলুপ্তি লাভ করে এবং আল্লাহ সত্তার সাথে 'বাকা' বা অস্তিত্ব লাভ করেন, বা অনুরূপ কোনো ভাবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ এরূপ ক্ষমতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন তিনিই কেবল তা প্রাপ্ত হন। এভাবে মানুষের উলূহিয়্যাত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা গুণ লাভের পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে অনেক ভিত্তিহীন কুসংস্কার বিদ্যমান।..."[৮৬]

তিনি আরো বলেন: "এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো শরীক আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই। তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক করত। কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়

কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন। তারা আরো ধারণা করত যে, একজন মহারাজ তার প্রজাগণের খুঁটিনাটি বিষয় নিজে সম্পন্ন বা পরিচালনা করেন না, বরং অধীনস্থ প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে এ সকল বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এ সকল কর্মকর্তার অধীনে যারা কর্ম করেন বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদের বিষয়ে এ সকল কর্মকর্তার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেন। সকল রাজার মহারাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহও অনুরূপভাবে তাঁর কিছু নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকে উলূহিয়্যাতের উপঢৌকন প্রদান করেছেন এবং এদের বিরক্তি ও সন্তুষ্টিকে তার অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রভাবময় করে দিয়েছেন।

এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের কবুলিয়্যাতের ওসীলা হতে পারে। আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা'আত মহান আল্লাহর দরবারে কবুলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এ ধারণা তাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রেথিত হয়ে যায়। এজন্য তাদের মন বলে যে, এ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সামনে সাজদা কর, তাদের জন্য জবাই-উৎসর্গ কর, তাদের নামে কসম কর, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে ত্রান ও সাহায্য প্রার্থনা কর, পাথরে, তামায়, পিতলে বা অন্য কিছুতে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি একে রাখ, এদের এ সকল প্রতিকৃতি সামনে রেখে এদের রূহের (আত্মার) প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হও। ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রজন্মগুলির মানুষেরা মুর্খতার কারণে এদের এ সকল মুর্তি ও প্রতিকৃতিকেই প্রকৃত ইলাহ বা মা'বূদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে।"[৮৭]

মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ধারায় ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী, তাঁর সন্তান ও খলীফা-সহচরগণ এ সকল বিভ্রান্তি দূর করে বিশুদ্ধ সুন্নাতভিত্তিক তাসাউফ ও পীর-মুরীদির ধারা প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন পুস্তকে আল্লামা রুহুল আমিন লিখেছেন: "কোরাণ, হাদিস, এলমে তাছাওয়ফে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লেখক (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) (তাঁর দিকে অসীলা সন্ধান কর) আয়তটির অর্থে লিখিয়াছেন যে, পীর ধরা ফরজে আয়েন, যে ব্যক্তি পীরের নিকট মুরিদ না হইয়া মরিয়া যায় সে নিশ্চয় কাফের হইয়া মরে।

পাঠক, পীর-শ্রেঠ মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (রহ) কওলোল জমিলের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন (فاعلم أن البيعة سنة ...), অর্থ্যাৎ মুরিদ হওয়া সুন্নত । আরও লিখিয়াছেন (كان كالإجماع على أنها ليست بواجبة), অর্থ্যাৎ "মুরিদ হওয়া ওয়াজেব নহে, সুন্নত বলিয়া সমস্ত পীরও এমামগণের এজমা হইয়াছে।" আরও আছে যে (ولم ينكر أحد من الأئمة على تركها...), অর্থৎ দীন এসলামের এমামগণ মুরিদ না হওয়া ব্যক্তির উপর এনকার (আপত্তি) করেন নাই।...

প্রকৃত কথা এই যে, মুরিদ হওয়া সুন্নত। যদি কেহ মুরিদ হইবার অগ্রেই মারা যায়, তবে তজ্জন্য সে কিছুতেই কাফের হইবে না। বাগমারির লেখক পীর ধরা ফরজে আয়েন ও বে-পীর নিশ্চয়ই কাফের হইয়া মরে- ইত্যাদি গাজাখুরী কথা লিখিয়া নিজে কাফের হইল কিনা তাহা হজরত নবি করিমের এই হাদিসটি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যথা... অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি ফাছেক কিম্বা কাফের নয়, তাহাকে ফাছেক কিংবা কাফের বলিলে যে বলে সেই ফাছেক কিম্বা কাফের হয়। ছহিহ বোখারী।

যে আয়াতে অছিলা চেষ্টা করার হুকুম করা হইয়াছে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় তফসিরে বয়জবি ২/১৪৮ পৃষ্ঠায়, কবিরের ৩/৩৩৯ পৃষ্ঠায়, এবনে জরির ৬/১৩১/১৩২ পৃষ্ঠায়, মায়ালেম ও খাজেনের ২৩৯ পৃষ্ঠায় ও তফসিরে মাদারেকের ১/২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'অছিলা' শব্দের অর্থ 'এবাদত, কোরবত ও নেকির কার্য্যকলাপ'। আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা এবাদতের কার্য্যগুলি কর। ইহাতে 'পীর অনুসন্ধান' কিরূপে সাব্যস্ত হইবে? কোন কোন তরিকত-পন্থীর (মতে) উহার মর্ম্ম পীর অনুসন্ধান হইলেও উহা অকাট্য দলীল হইতে পারে না বা উহা হইতে উহার ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, যাহার পীর নাই, তাহার পীর শয়তান হইবে, লেখক ইহাকে হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হাদিস নহে। তবে লেখকের পীর গ্রহণ ফরজ হওয়ার দাবী ইহাতে কিরুপে সাব্যস্ত হইবে?

অন্য কোন প্রমাণে পীর গ্রহণ ফরজ হইলেও ফরজ ত্যাগ করিয়া মরিলে যে কাফের হইবে, ইহার প্রমাণ কোথায়? বিনা এনকারে ফরজ ত্যাগে কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া খারিজিদের মত।"[৮৮]

পীর-মুরীদীর শরয়ী বিধান প্রসঙ্গে ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী বাংলা ১৩৩৭ সালে (১৯৩১খৃ) শরীয়তে ইসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "ওছীয়ৎ-নামা"-য় বলেন: "কামেল অর্থাৎ যোগ্য পীরের নিকট মুরিদ হওয়া সুন্নৎ এবং ইহা নেক কাজ।"[৮৯]

১. ১. ৬. ৮. ৭. পীরের আদেশকে শরীয়তের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া

তাসাউফ ও পীর-মুরিদীর নামে প্রচলিত বিভ্রান্তিগুলির অন্যতম পীরকে উলুল আমর, নায়েবে নবী বা "ওসীলা" বলে দাবি করে বিনাবিচারে বা বিনা যাচাইয়ে তার আদেশ পালন করা জরুরী বলে দাবি করা। অথবা পীরের নিদের্শে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ বা শরীয়ত অমান্য করা বৈধ বা জরুরী বলে মনে করা। এগুলি সবই কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও ইহূদী-খৃস্টানদের শিরকী মত। এ মতের পক্ষে তাদের মূল "দলীল" উপরের পরিভাষাগুলির অপব্যাখ্যা এবং কিছু জাল গল্প-কাহিনী এবং কোনো কোনো বুজুর্গের মতামত। কখনো তারা কুরআন-হাদীসের বিপরীতে কবির কবিতা উল্লেখ করে বলে, অমুক কবি বলেছেন, পীর বললে জায়নামাজে মদ ঢেলে নেবে...।" কখনো তাঁরা প্রসিদ্ধ বুজুর্গদের নামে জাল গল্প বানিয়ে বলে, তাঁর কাছে

একজন মুরীদ হতে গিয়েছিল, তিনি তাকে বলেছিলেন, আমাকে রাসূল বলতে হবে, অথবা তোমাকে মদ খেতে হবে... ।
এরূপ জাল গল্পাদিকে তারা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীতে ব্যবহার করে এবং বুজুর্গদের নাম শুনে অনেকেই প্রতারিত হয় ।

মুজাদ্দিদ আলফ সানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ধারায় মাশাইখ ফুরফুরা এ সকল বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন । পীরের ভক্তির নামে পীরকে নবীর মর্যাদায় নেওয়া, বা নবীর ভক্তির নামে নবীকে আল্লার সমকক্ষ বানানো ইত্যাদি বিভ্রান্তির বিষয়ে শাইখুল ইসলাম আবুবকর সিদ্দিকী বারংবার সতর্ক করতেন । তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত উপর্যুক্ত "ওছীয়ৎ-নামা"য় তিনি বলেন:

"রেছালাৎমা'ব হজরত নবী করিম (ﷺ)-কে আল্লাহ তা'লা সমস্ত মখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এনায়েত করিয়াছেন, তাঁহার ফজিলৎ অন্যের চেয়ে অনেক বেশী । কিন্তু তিনি আল্লার বান্দা ও তা'বেদার । কোরআন শরীফে আছে:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

"বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় মখলুক ব্যতীত নহি, আমার নিকট ওহী নাজেল করা হইয়াছে; একমাত্র মা'বুদ আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেহ মা'বদু নাই" । যাহাতে কেহ হযরত নবী করীম (ﷺ)-কে আল্লাহতা'লার সহিত কোনো প্রকার শরীক না করে, তাহার জন্যই খোদাতা'লা উক্ত আয়াত নাজেল করিয়াছেন । আল্লাহতা'লা কাহারও মেছেল নহেন, তিনি বে-মেছেল- অতুলনীয় .... আলাহর বান্দা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেহ সীমা অতিক্রম করিয়া তা'রীফ না করে, এজন্য হাদীছ শরীফে হজরত ফরমাইয়াছেন: ... "তোমরা আমাকে এরূপ তা'রীফ করিও না যেরূপ (গোমরাহ দল) ইছা (আ)-কে তা'রীফ করিয়াছে (অর্থাৎ তাঁহাকে খোদার বেটা প্রভৃতি বানাইয়াছে); তোমরা (আমাকে) বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাছুল ।" ...

তরিকতের পীরগণ যে সমস্ত কওল কোরআন-হাদীছ মোতাবেক তৎসমুদয়ের আমল করিতে হইবে । যদি কোনো পীরের কওল শরীয়তের খেলাফ হয়, অর্থাৎ সে কওলের বিরুদ্ধে শরিয়ত সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহা আমল করা জায়েজ নহে । .... পীর কিম্বা যে কেহ কোর্‌আন-হাদীছের খেলাফ কোন কথা বলিলে বা কোন রেছমের প্রচলন করিলে মোছলমানগণ তদনুযায়ী আমল করিতে পারে না- উক্ত কথা বা রেছম না-জায়েজ ও বাতিল । ... পীরগণ নবী নহেন, তাঁহারা নবীর উম্মৎ । নবীগণ আল্লাহ নহেন, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা ও মাখলুক । নবীকে আল্লাহ তা'লার শরীক বা কোনও প্রকার তাঁহার অংশী করা এছলামের খেলাফ । ... আল্লাহকে আল্লাহ, নবীকে নবী, এমামকে এমাম ও পীরকে পীর বলিয়া বিশ্বাস করা এছলামের নিয়ম । নবীকে আল্লাহ, অথবা পীরকে নবী বলা এছলামের খেলাফ । ... আওলিয়াদিগকে বেলায়েতের দর্জায়, ছাহাবাদিগকে ছাহাবার দর্জায়, নবীদিগকে নবীর দর্জায় এবং আল্লাহতা'লাকে ওলুহিয়াতের দর্জায় রখিতে হইবে । ... এবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লার জন্যই মাখছুছ (নির্দিষ্ট) । আল্লাহ ব্যতীত কাহারও এবাদৎ করা, কাহাকেউ ছেজদা করা জায়েজ নহে । ... পয়গম্বর, পীর কিম্বা কাহারও কবর-সেজদা, কবর-বোছা দেওয়া জায়েজ নহে । মোছলমানদের পক্ষে মোছলমানের কবর জেয়ারত এবং ছাওয়াব রেছানী করা জায়েজ ।"[৯০]

১. ১. ৬. ৮. ৮. সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর খিলাফত-নামা

মাশাইখ ফুরফুরার দৃষ্টিতে পীর-মুরিদীর চেতনা অনুধাবন করতে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী দেওয়া খিলাফতনামাটি উল্লেখ করছি । তিনি ২ রা শাবান ১২৩৯ হিজরী সালে (১লা এপ্রিল ১৮২৪ খৃস্টাব্দে) মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীকে নিম্নের খিলাফত-নামা লিখে দেন । মূল ফার্সী খিলাফত-নামা ও তার উর্দু অনুবাদ মাওলানা কারামত আলীর রংপুরস্থ কবরের পাশে বিদ্যমান । এখানে বাংলা অনুবাদ পেশ করা হলো:

"ফকীর সাইয়্যেদ আহমদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর পথের সন্ধানীদের এবং সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশনাকারীর পথের সকল পথিকদের নিকট সাধারণভাবে আর এই ফকীরের সাথে আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে উপস্থিতিতে অনুপস্থিতিতে মহব্বত পোষণকারীদের নিকট বিশেষভাবে এ বিষয়টি স্পষ্ট থাকতে হবে যে, তরীকতের শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট বাইআতের উদ্দেশ্য এটাই যে, এতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে চলা সহজ হবে । আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ আলোকোজ্জল শরিআতের অনুকরণ অনুসরণের ভিতর সীমাবদ্ধ । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (ﷺ) কর্তৃক নির্ধারিত শরিআত ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ধারণা পোষণ করে, নিঃসন্দেহে সে মিথ্যুক ও পথভ্রষ্ট । তার দাবি ভিত্তিহীন এবং কর্ণপাতের অযোগ্য । হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত শরিআতের ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত । প্রথমটি হলো শিরক বর্জন আর দ্বিতীয়টি হলো বিদ'আত বর্জন ।

শিরক বর্জন বলতে এখানে যা বুঝানো হচ্ছে তা হলো, ফিরিশতা, জ্বিন, পীর, মোরশেদ, ওস্তাদ, শাগরিদ আর নবী ও ওলীগণের মধ্য হতে কাউকে সমস্যাসমূহের সমাধানকারী বলে ধারণা পোষণ করা যাবে না এবং কারুর নিকট উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনা করা যাবে না । তাদের কাউকেও কল্যাণ পৌছানো, বিপদ মুসিবত দূরীকরণ আর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান বলে ধারণা করা যাবে না । বরং তাদের সকলকেই নিজের মতো আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার মোকাবেলায় অপারগ ও অক্ষম বলে মনে করতে হবে । কখনো নিজের হাজাত মাকসুদ পুরণ করার জন্য নবীগণ, ওলীগন, নেককার বান্দাগণ এবং ফিরিশতাগণের কারুর নামে নযর-মান্নত করা যাবে না । তবে তাদের প্রতি এতটুকু ধারণা রাখবে যে, তারা অমুখাপেক্ষী আল্লাহর অত্যন্ত মকবুল বান্দা ।

আল্লাহর নিকট তাদের মকবুল হবার প্রতি নেক ধারণা পোষণের সুফল সার্থকতা এতটুকু যে, মহান আল্লাহ তা'আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষ তাদের অনুকরণ-অনুসরণ করবে, পথ-নিদের্শনাকারী তাদেরকেই ধারণা করবে। তাদের প্রতি এ ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, কালের আবর্তন বিবর্তনে, বিপদ মুসিবতের আগমনে প্রস্থানে তারা ক্ষমতাবান এবং এ ধারণাও পোষণ করা যাবে না যে, তারা অদৃশ্য অতিন্দ্রীয়- গাইব এবং দৃশ্যমান বিষয়াদির সম্যক জ্ঞান রাখেন। এটা এজন্য যে, এটা নিরেট শিরক ও কুফর। পবিত্র ঈমানের অধিকারী কোনো ব্যাক্তির এ ঘৃণিত আকিদা বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে পড়া কখনো জায়েয নাই।

বিদ'আত বর্জনের মর্মকথা হলো, সমস্ত ইবাদাত, মুআমালাত আর জীবিকা ও আদত-অভ্যাসে হযরত খাতামূল আম্বিয়া মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকাকে সম্পূর্ণ শক্তি ও উচ্চ সাহসিকতার সাথে আকড়িয়ে ধরে রাখতে হবে। পক্ষান্তর রাসুলাল্লাহ ﷺ-এর পর অন্যান্য লোকেরা যে সব রীতিনীতি পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে যেমন আনন্দ উৎসবের এবং শোভা অনুষ্ঠানের রীতিনীতি, করব সমূহকে সুশোভিত করা, কবরের উপর সৌধ-ইমারত বা গম্বুজ তৈরি করা, ওরশের নামে অনুষ্ঠিত সৎ মেলা ইত্যাদিতে অনর্থক অর্থ ব্যয় করা, তাযিয়া বানানো, এতদ্ব্যতীত এ পর্যায়ের অমূলক নব-উদ্ভাবিত অন্যান্য যে সব বিষয়াদি সমাজে বিরাজ করছে কখনো এ সবের আগ-পিছ যাতায়াত করতে নাই। বরং সাধ্যানুযায়ী এসব কিছুকে মিটিয়ে দেবার কাজে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রথমত, নিজে এসব কিছু প্রত্যাখ্যান করবে। অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানকে এ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে চলার জন্য আহব্বান জানাবে। এটা এজন্য করতে হবে যে, শরিআতের অনুকরণ-অনুসরণ যেমন ফরয তেমনি সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় অপরাধ জনিত কথা-কাজে বাধা দেয়াও ফরজ।

যখন এ আলোচ্য বক্তব্যটি মন-মেধায় বদ্ধমূল হয়ে গেল তখন সত্যের সন্ধানী সকলের প্রতি নির্দেশ রইলো যে এসব বিষয় দৃষ্টিপথে রেখে একে অন্যের সাথে বাইআত করবে। বিশেষ করে মৌলভী সাহেবের হেদায়েতি কার্যক্রম মুসলিম সমাজে দ্বীনি বিষয়াদি পৌছিয়ে দেয়া এবং সঠিক পথ নির্দেশনা ...। তিনি অর্থাৎ মৌলভী কারামত আলী এ ফকীরের হাতে বাইআত করেছেন এবং ফকীর তাকে সামনা সামনি হুবহু এসব বিষয়াদি পরিস্কার করে বলে দিয়েছে। আর তাকে বাইআত নেবার জন্য এবং সবকাদি শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে আমার নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি করেছি। তার দায়িত্ব বাধ্যতামূলক করনীয় রইলো, তিনি উপরিউক্ত বিষয়াদি দৃঢ়তার সাথে স্বয়ং নিজে পরিপালন করবেন আর অন্তর ও চক্ষুকে আল্লাহ তাআলার দিকে নিবিষ্ট রাখবেন এবং আলোকোজ্জ্বল শরিআতের অনুসরণকে গোপন-প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় সামনে রেখে চলবেন। তাছাড়া শিরকের সব অপবিত্রতা আর বিদ'আতের পঁচা দুর্গন্ধময় সব বিষয়াদিকে নিজ থেকে দুর করবেন। অতঃপর সকল সঠিক জ্ঞান সন্ধানীদেরকে এ কাজের দিকে আকৃষ্ট করবেন এবং নিজের হাতে বাইআত নেয়ার ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করবেন এবং পরিপূর্ণভাবে এসব কাজের জন্য আগ্রহান্বিত করবেন, কখনো এসব বিষয়ে অনীহা পোষণ করবেন না। কেননা এই বাইআতের মধ্যে উপকারিতার পূর্ণ আশা রয়েছে। যা এই ফকীরদের বন্ধুদের হাতের উপর অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইনশাআল্লাহ কালেমাগো ব্যাক্তি মন্দ রীতিনীতি থেকে পবিত্র হতে পারবে। তাছাড়া তাদের অন্তরে মহান শরিআতের মর্যাদা ও গুরুত্ব স্থান পাবে এবং এ বিষয়ে আমি ফকীর দোয়া করতে থাকবো যেন সে বাইআত অতি মূল্যবান ও কল্যাণকর সাফল্যের উৎস হয়। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি-সন্ধানী আশা-পোষণকারীদের শিক্ষায় সংশোধনে মনেপ্রাণে চেষ্টা করবেন। তাদের থেকে বাইআত নিবেন, তাদেরকে আত্মশুদ্ধির পথ-পন্থা বাতলিয়ে দিবেন। মহা মর্যাদাবান আল্লাহ আমি ফকীর এবং আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল খাস আন্তরিকতা ও মহব্বত পোষণকারীকে তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবান আলোকোজ্জ্বল শরিআতের অনুকরণ-অনুসরণকারীদের দলভুক্ত করুন। আমীন। সীল মোহর।"[৯১]

বস্তুত শিরক ও বিদআত উৎখাত করে, বিশুদ্ধ তাওহীদ ও সুন্নাতের চেতনায় উজ্জীবিত শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী পবিত্র অন্তর ও ইখলাসের অধিকারী মুমিনদের প্রশিক্ষণের জন্যই সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী ও তাঁরই ধারায় জৌনপুর, ফুরফুরা ও দেওবন্দের পীর-মাশাইখ তাসাউফ ও পীর-মুরিদী ব্যবহার করেছেন। কালের আবর্তনে তাঁদের অনুসারীদের মধ্যেও কম-বেশি অনেক ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি প্রবেশ করেছে। এভাবেই প্রতিটি সংস্কার আন্দোলন তার ফলদানের পর ঝিমিয়ে যায়, কলুষিত হয় এবং পরবর্তী সংস্কারের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

১. ১. ৬. ৯. তাকলীদ ও মাযহাব প্রসঙ্গ

১. ১. ৬. ৯. ১. তাকলীদ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী

তাকলীদ ও মাযহাব[৯২] বিষয়টি নিয়ে চরম মতভেদ ও বিতর্ক চলছে গত কয়েক শতাব্দী যাবত। ভারতীয় আলিমদের মধ্যে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১১৭৬হি/১৭৬২খৃ) প্রথম এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন। তিনি মাযহাব অনুসরণ ও হাদীস অনুসরণের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে কিছু কথা বলেন। ইসলামী তাকলীদের মূলমর্ম ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন:

ومنها تقليد غير المعصوم أعني غير النبي الذي ثبتت عصمته، وحقيقته أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة، فيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالبا ، فيردوا به حديثا صحيحا، وهذا التقليد غير ما اتفق عليه الأمة المرحومة، فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد يخطئ ويصيب، ومع الاستشراف لنص

النبي ﷺ في المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ترك التقليد، واتبع الحديث

"দীন বিকৃত হওয়ার একটি কারণ যিনি মা'সূম (ভুল থেকে সংরক্ষিত) নন তার তাকলীদ (নির্বিচার অনুসরণ) করা। অর্থাৎ নবী ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ করা, একমাত্র নবীরই মা'সূম হওয়া প্রমাণিত। এরূপ তাকলীদের হাকীকত হলো, কোনো একজন আলিম ইজতিহাদ করবেন, আর তার অনুসারীগণ ধারণা করবেন যে, তিনি নিশ্চিতরূপে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ফলে তারা এ সিদ্ধান্তের কারণে একটি সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে। রহমত-প্রাপ্ত (মুসলিম) উম্মাহ যে তাকলীদের বৈধতার বিষয়ে একমত হয়েছেন সে তাকলীদ এ তাকলীদ নয়। মুসলিম উম্মাহ একমত হয়েছেন যে, মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা বৈধ, সাথে সাথে একথার জ্ঞান রাখতে হবে যে, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন আবার সঠিক মতও দিতে পারেন। এবং সাথে সাথে সে মাসআলায় নবী (ﷺ)-এর বক্তব্য জানার জন্য আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকবে এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকবে যে, যদি তাকলীদ-কৃত বিষয়ের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস প্রকাশ পায় তবে তাকলীদ বর্জন করবে এবং হাদীস অনুসরণ করবে।"[৯৩]

১. ১. ৬. ৯. ২ সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মাযহাবী-লা মাযহাবী সমন্বয়

এ বিষয়ক বিতর্কের ব্যাপক উত্থান ঘটে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর (১২৪৬হি/১৮৩১খৃ) অনুসারীদের মাধ্যমে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনেকে তাকলীদ বিরোধী বা মাযহাব-বিরোধী ছিলেন এবং অনেকে মাযহাব অনুসরণ করতেন ও তাকলীদকে জরুরী বলে গণ্য করতেন। তিনি নিজে সমন্বিত মতামত পেশ করেছেন। মাযহাব অনুসরণকে বৈধ ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন, আবার সহীহ হাদীস পেলে সে বিষয়ে কারো তাকলীদ না করে হাদীস মানার বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর এরূপ বক্তব্য উভয় মতের অনুসারিগণ নিজ নিজ আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এ বিষয়ে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী তাঁর 'কিতাবে এছতেকামাত' গ্রন্থে লিখেছেন: "হযরত মুর্শিদে বরহক হযরত সায়্যেদ আহমদ (কু. রু)-এর জামানায় দুই প্রকারের লোক ছিল। এক প্রকার যাহারা এলমে হাদীসের শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করাকে অনর্থক মনে করিত এবং উহার কোন মূল্য বুঝিত না। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল যাহারা ফেকাহর উপর আমল করা এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির অনুসরণ করাকে অস্বীকার করিত এবং এই চার মাযহাবকে বেদআত বলিত। কাজেই উভয় দলকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হইয়াছে যাহাতে উভয় দল মন্দ না বলে এবং নিজেদের বাহুল্য কথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী নিজেদের আকিদাকে ঠিক করিয়া নেয়। এই কথার সমর্থনে আমি (সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী রচিত) 'সেরাতুল মোস্তাকিম' কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম হেদায়েতের তৃতীয় ভুমিকার বর্ণনা লিখিয়া দিতেছি, মন দিয়া শোন।

'শরীয়তের হুকুম আহকাম আমল করিবার মধ্যে চার মাযহাবের অনুকরণ করা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন আছে। কিন্তু ঈমানের মধ্যে তাকলীদ (অন্যের অনুসরণ) জায়েয নয় বরং সৃষ্টিকর্তাকে নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত। যে নিজে মোজতাহেদ নয় এমন ব্যক্তির আমলের মধ্যে কোন এক মোজতাহেদের কিম্বা নির্দিষ্ট চার মাযহাবের এক মাযহাবের অনুসারী হওয়া জায়েয আছে। তাহারা নিজ নিজ ইমামের মাযহাবের তাকলীদ করিতেছে এবং অন্য ইমামের মাযহাবের তাকলীদকে অস্বীকার করে না এবং এই চার মাযহাব ব্যতীত পঞ্চম মাযহাবকে হক বা সত্য বলিয়া জানে না এবং পঞ্চম মাযহাবের তাকলীদকে জায়েয মনে করে না। মোট কথা যে মোজতাহেদ নয় তাহার জন্য এইরূপ তাকলীদ ভাল। তাকলীদ আসলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবেদারী, কিন্তু যাহার এজতেহাদ (প্রচেষ্টা) করার ক্ষমতা আছে সে পয়গম্বর (ﷺ)-এর মোজতাহেদগণের মধ্যে শুধু একজনের এলেমের উপর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবে না; কেননা ইহাতে অন্য মাযহাব বাতেল হওয়া বুঝা যায়, যেহেতু এলমে নববী সমস্ত আলেমদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। সময়ের চাহিদার অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট এলেম পৌঁছিয়াছে। যে সময় হুজুর (ﷺ) 'রফাইয়াদাইন' করিতেন ঐ সময়ের হাদীস ইমাম শাফী (রহ)-এর নিকট পৌঁছিয়াছে। পরবর্তী সময়ে হাদীসের কিতাবাদি লেখা হইয়াছে এবং উহাতে সমস্ত এলেম একত্রীকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় এবং যাহার অর্থ পরিস্কার বুঝা যায় এবং উহা বিলুপ্তকৃত নয় এবং অন্যের নিকট শোনার প্রয়োজন হয় না, বরং সে নিজেই সহীহ, গায়ের মানসুখ (বিলুপ্তকৃত নয়) ইত্যাদি বুঝিতে পারে, তাহার জন্য সেই মাসআলার ব্যাপারে কাহারো অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা সেই মাসআলার মধ্যে সে নিজেই মোজতাহেদ। আর মোজতাহেদের জন্য অন্যের অনুকরণ করা জায়েয নয়। এই জামানায় এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে আহলে হাদীসকে নিজের নেতা বা পরিচালক বলিয়া মানে এবং মনে প্রাণে তাহার প্রতি মহব্বত রাখে এবং তাহার সম্মান করাকে জরুরী মনে করে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর (ﷺ)-এর এলেমের আমলকারী এবং কোন প্রকারে পয়গাম্বর (ﷺ)-এর বন্ধুত্ব লাভ করিয়া জনাবে রসূলুল্লাহর (ﷺ) নৈকট্য হাছেল করিতে চায়। আর মোকাল্লেদগণ মোজতাহেদের সম্মান ও মর্যাদা ভালরূপেই জানে। তাহাদের সাবধান করিবার প্রয়োজন হয় না।"[৯৪]

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর উদ্ধৃতি এখানেই শেষ। এ বিষয়ে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মালফুযাত 'সিরাতে মুসতাকীম' গ্রন্থের উর্দু অনুবাদের ভাষ্য নিম্নরূপ: 'আমলের ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসরণ করা খুবই ভাল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমকে এক ব্যক্তির ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না জানা উচিত। বরং তাঁর ইলম সমস্ত জগতের

মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়ের অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট এলেম পৌঁছেছে। যে সময় কিতাবাদি লেখা হইয়াছে তখন এ এলেমের সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ, সুস্পষ্ট ও গাইর মানসূখ (অ-রহিত) হাদীস পাওয়া যাবে সে মাসআলায় কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করবে না। এবং আহলে হাদীসকে নিজের নেতা জেনে অন্তর থেকে তাদের মহব্বত করবে। এবং তাদের সম্মান করাকে নিজের জন্য জরুরী মনে করবে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর (ﷺ)-এর এলেম বহনকারী। একভাবে সে তাঁর সাহচর্য লাভ করে তাঁর নিকট মকবুল হয়ে গিয়েছে। আর মুকাল্লিদগণ তো মুজতাহিদের সম্মান ও মর্যাদা ভালরূপেই জানে। তাহাদের সাবধান করিবার প্রয়োজন হয় না।"[৯৫]

সাইয়েদ আহমদের ভক্তরা প্রত্যেকে তাঁর এ কথা নিজ নিজ আঙ্গিকে ও অনুভবে ব্যাখ্যা করেন। 'আহল হাদীস' বা 'গাইর মুকাল্লিদ'গণ একে তাদের নিজেদের পক্ষে বলে ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন, মাযহাব-পন্থীগণ মাযহাব অনুসরণ ওয়াজিব বলেন, পক্ষান্তরে সাইয়েদ আহমদ একে "সুন্দর" বা "ভাল" বলেছেন, কাজেই তিনি মাযহাব-পন্থীদের মত সমর্থন করেন নি। আর মাযহাব অনুসারীগণ বলেন, 'লা-মাযহাবী'গণ মাযহাব অনুসরণকে "শিরক" বা "হারাম" বলেন, অথচ সাইয়েদ আহমদ একে "ভাল" বলেছেন, কাজেই তিনি মূলত লা-মাযহাবীদের সচেতন ও হেদায়াত করতে চেয়েছেন।

এ বিষয়ে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর ভাষ্য আমরা দেখেছি। আল্লামা রুহুল আমিন এ বক্তব্যের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করে বলেন: "ছেরাতল মোস্তাকিম, ৬৯ পৃষ্ঠা: ..... "কার্যকলাপে চারি মজহাবের তাবেদারী করা যাহা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে উৎকৃষ্ট ও ভাল।" ইহা সৈয়দ সাহেবের মত। আর মজহাব বিদ্বেষিগণ চারি মজহাবের তাবেদারী করা শেরক বলিয়া থাকেন।"[৯৬]

সাইয়েদ আহমদের বিরোধীরা তাঁর এ কথা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তিনি "ওহাবী" ছিলেন। কারণ মাযহাব না-মানা ওহাবীদের বৈশিষ্ট্য। আর তিনি মাযহাব মানা ওয়াজিব না বলে "সুন্দর" বলেছেন এবং এরপর আবার হাদীস মানতে বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি ওহাবী ও লা-মাযহাবী ছিলেন। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে ওহাবী প্রসঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করব।

১. ১. ৬. ৯. ৩. মাশাইখ ফুরফুরার দৃষ্টিতে মাযহাব ও তাকলীদ

শাইখুল ইসলাম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সময়ে- ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে- মাযহাব ও লা-মাযহাব প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে বিতর্ক, সমস্যা ও ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নিজে মাযহাব বিরোধীদের মতামত কঠোরভাবে খণ্ডন ও প্রতিবাদ করেছেন। শাইখুল ইসলাম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর সময়ে- ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমাংশেও এ প্রসঙ্গটি বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিভক্তি ও দলাদলির ভিত্তি ছিল বলে দেখা যায়।

মাযহাব বিরোধিগণ মাযহাব অনুসরণ হারাম বা শিরক বলতেন, চার মাযহাবের বা হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন মতামতকে বাতিল বা শিরক-কুফর বলে প্রচার করতেন, ঢালাওভাবে কিয়াস ও ইলম ফিকহের নিন্দা করতেন, তাসাউফ ও তরিকতের ঢালাও বিরোধিতা করতেন। এছাড়া তাঁদের কোনো কোনো আলিম আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুজিযা অস্বীকার করা, সুদ, গান-বাজনা, ছবি ইত্যাদি বৈধ বলে মতামত প্রকাশ করতেন। এর বিপরীতে মাযহাব অনুসারিগণ 'গাইর মুকাল্লিদ' বা 'লা-মাযহাবীদেরকে' ওহাবী বলে গালি দিতেন এবং তাদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধী বাতিল ফিরকা বলে গণ্য করতেন।

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী মাযহাব বিরোধীদের উগ্র মতামতের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। মাযহাব অনুসরণকে হারাম বা শিরক বলা, ফিকহের সুপরিচিত মাসআলাকে বাতিল বা না-জায়েয বলা, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতের বিপরীতে নতুন নতুন মত প্রকাশ করা ইত্যাদি বিষয় তিনি রদ্দ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি ওয়ায-নসিহত, লেখালেখি ও বিতর্ক-বাহাসের আয়োজন করেছেন।

আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন: "আল্লামায়ে হিন্দ হজরত রুহুল আমিন (র) বলেন: হজরত পীর কেবলা তাহাদের (লা-মাজহাবীদের) সহিত বিবাহ-শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন। এক সময় টাকাচুলি মসজিদে হজরত পীর সাহেবের নিকট মাজহাব অমান্যকারীদের নেতা মৌলুভী আব্দুল্লাহেল বাকী ও মৌলুভী আকরাম খাঁ সাহেবদ্বয় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন কেন? পীর কেবলা তদুত্তরে বলিলেন: আপনাদের পাঠ্য-পুস্তক 'ফেকাহ মোহাম্মাদী' প্রথম ভাগে ও ঐ দলের লিখিত দোর্‌রায় মোহাম্মদী' পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মাজহাব অনুসরণকারীগণকে মোশরেক বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। আর কোরআন শরিফে বলা হইয়াছে, 'লা তুনকেহুল মুশরেকীন হাত্তা ইউমেনু' (ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিকদেরকে বিবাহ করো না)- এই আয়াতে মোশরেকগণের সহিত বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে। আপনাদের নিজেদের ফৎওয়া অনুসারে আমাদের সহিত বিবাহ জায়েজ হইতে পারে না। আর আমরা নিশ্চয় মুসলমান ঈমানদার নাজী ফেরকা, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে মোশরেক বলায় নিজেরা কাফের হইয়া গিয়াছে। নবী পাক (ﷺ) বলিয়াছেন, 'একজন আর একজনকে কাফের বলা উচিত নয়, যাকে কাফের বলা হচ্ছে, যে প্রকৃত কাজের কাজী না হলে বলনেওয়ালা কাফের হইবে।' ইহাতে বুঝা যায় যে, নির্দোষ লোককে কাফের বললে সে নিজে কাফের হইয়া যায়। কাজেই আমাদের মতানুসারে মাজহাব অমান্যকারী অহাবী দলের

সহিত আমাদের বিবাহ জায়েজ নহে।

মৌলবীদ্বয় বলেন, এর মীমাংসার কি কোন উপায় নাই?

হুজুর বলেন যে, যে কেতাবে কাফের-মোশরেক বলা হইয়াছে যদি আপনার সেই কেতাবের নাম উল্লেখ করতঃ এই মর্মে একখানা বিজ্ঞাপন করিতে পারেন যে, আমাদের এই লেখাটি ভুল হইয়াছে, নুতন সংস্করণে উহা বাদ দেওয়া হইবে, তবে আমরা এ সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য তাহা চিন্তা করিতে পরিব। তখন তাহাদের একজন অন্যকে বলিয়াছিলেন, ইহাতে পীর সাহেবের কোন দোষ নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দোষ।"[৯৭]

পাশাপাশি তিনি 'আহল-হাদীস' বা মাযহাব বিরোধী আলিমদের সাথে একত্রে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম-সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, জাতীয় ইস্যুতে তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন, তাঁদের পত্র-পত্রিকা ও মুখপত্র প্রচারে সহযোগিতা করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বা তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আঞ্জুমানে উলামায়ে বাংলা, জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ইত্যাদি সংগঠনে আহলে হাদীস নেতা মাওলানা আকরাম খাঁ ও অন্যান্যদেরকে তিনি সেক্রেটারী-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেছেন।

আল্লামা রুহুল আমিন ও আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী লিখেছেন: "(মাযহাবী বিরোধীদের মুখপত্র) 'মোহাম্মদী' পত্রিকা যখন নষ্ট প্রায় তখন মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব পীর সাহেবের স্মরণাপন্ন হন। তিনি তজ্জন্য দোয়া করেন এবং লোকদেরকে উহার গ্রাহক হইতে উৎসাহিত করেন। এই হেতু উহা মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিয়া যায়।"[৯৮]

মাওলানা আকরাম খাঁর সাথে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকীর আন্তরিকতা ও আস্থার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা দিওয়ান ইব্রাহিম তর্কবাগিশ বলেন: "**১৯১৭** খৃস্টাব্দে বিহার প্রদেশের আরশাহবাদ জেলায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হন এবং অসংখ্য পরিবার গৃহহারা হয়। হযরত পীর সাহেব কেবলা শ্রবণ করিবামাত্র মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। ..."[৯৯]

শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী তাঁর জীবদ্দশায় শরীয়তের ইসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত "ওছীয়তৎ-নামা"-য় বলেন: "মজহাবের এমামগণ কোরাণ-হাদিছ হইতে মছলা বাহির করিয়াছেন, সুতরাং তদনুযায়ী আমল করিতে হইবে। ... আমরা হানাফী মাযহাব অবলম্বী, অতএব আমাদিগকে হানাফী ফেকহের মছলা মোতাবেক আমল করিতে হইবে। কোরআন-হাদিছের খেলাফ কোন মছলা হইলে তাহা আমল করা যাইতে পারে না- উহা অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা হজরত এমাম আবু হনিফা (রাহ) সাহেবের কওল।"[১০০]

তিনি তাঁর ওসিয়তে বলেছেন: "হানাফী, মালিকী, হাম্বলী ও শাফিয়ী এই চারি মজহাবের কোন মজহাব এহানাত করিবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরিদগণও হানাফী। শিয়া, রাফেজি, খারিজি ইত্যাদিদের আকিদা বাতীল ও হারাম। চার মজহাব নহে, চারের মজহাব, চারের মজহাবই হাদিছ, কোরআন ও ফেকাহ শরিফ হইতেছে। ফেকাহ শরিফ, কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফের অনুবাদ (তরজমা) মাত্র। যাহা কোরআন শরিফ ও হাদিস শরিফে নাই, তাহারই খোলাছা (মূলমর্ম) ফেকহ হইতেছে। অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহানত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে; কেননা ইহাতে কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফকে অবজ্ঞা করা হয়। নবি সাহেবের (ﷺ) জামানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইতেছে। যে আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।"[১০১]

তাঁর অনুসারিগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুভব দ্বারা মাযহাব বিরোধীদের সাথে তাঁর আচরণ ও উপরের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মূলত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ধারা অনুসরণ করেছেন। তিনিও তাঁদের ন্যায় ইসলামী তাকলীদের মূলমর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, কুরআন-হাদীসের আলোকেই মযহাব অনুসরণের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং কোনো মাসআলা কুরআন-হাদীসের খেলাফ হলে তা পরিত্যাগের কথা বলেছেন।

তিনি আহল হাদীস বা 'গাইর মুকালিদ'-গণের বাড়াবাড়ির কঠোর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছেন। যেমন, তাকলীদকে হারাম বা শিরক বলা, ইমামদের বিরুদ্ধে বে-আদবী মূলক কথা বলা, ইলম ফিকহ, ইজতিহাদ, কিয়াস ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলা, মতভেদীয় মাসআলা নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দলাদলি-বিভক্তি সৃষ্টি করা ইত্যাদি। সাহাবীগণ ও বরকতময় তিন যুগের সুন্নাতের আলোকে এগুলি নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী কর্ম।

পাশাপাশি তাঁর কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ যদি নির্ধারিত একটি মাযহাব পালন না করলেও প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কুরআন ও হাদীস অনুসরণ করেন তবে তিনিও আহলুল কুরআন ও হাদীস বা আহলুস সুন্নাহ ও হক্কপন্থী বলে বিবেচিত হবেন। এতে মনে হয়, তাঁর মতে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ না করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে চারের মাযহাবের মধ্যে আমল করা অবৈধ নয়, তবে মাযহাব অনুসরণ করাকে অবৈধ বলা, মাযহাব বা ইমামদের অসম্মান করা ইত্যাদি অবৈধ।

এ বিষয়ে তাঁর পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আব্দুল হাই সিদ্দিকীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রায়ই বলতেন: "আহলে হাদীস আহলে হানীফ, আহলে হানীফ আহলে হাদীস।" তিনি আরো বলতেন: "হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী,

মালেকী, আমরা চার ভাই না, আমরা হলাম পাঁচ ভাই। আহলে হাদীসও আমাদের আর এক ভাই।"

তিনি বলতেন: "দেওবন্দীরা আমার ভাই, তবলীগ জামাত আমার ভাই, জৌনপুরীরা আমার ভাই, আহলে হাদীসও আমার ভাই। যতক্ষণ না কোন মুসলমান কুফরে পৌঁছে যায় সে আমার ভাই।"[১০২]

১. ১. ৬. ১০. ওহাবী-সুন্নী বিতর্ক

ওহাবী-সুন্নী বিষয়টি ফুরফুরার দাওয়াতের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মাশাইখ ফুরফুরার পূর্বসূরী সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীকে ভারতের ওহাবী আন্দোলনের পুরোধা বলে গণ্য করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্তরের পীর-মাশাইখ, আলিম এবং বৃটিশ সরকার তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে "ওহাবী" বলে নিশ্চিত করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর অনুসারীরা এ অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে ফুরফুরার ভুমিকা ও ওহাবী-সুন্নী বিভক্তিতে ফুরফুরার অবস্থান জানা প্রয়োজন। বিশেষত জাল হাদীস বিরোধী চেতনা, বিভিন্ন তাফসীর, ফিকহ, ও তাসাউফের গ্রন্থে বিদ্যমান, সুফী-দরবেশদের মধ্যে সুপরিচিত বিভিন্ন হাদীসকে জাল বলে নিশ্চিত করার প্রবণতাকে অনেকেই তাসাউফ ও ফিকহ বিরোধী ওহাবী মানসিকতা বলে গণ্য করেছেন। বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা প্রয়োজন।

১. ১. ৬. ১০. ১. ওহাবীগণের পরিচয়

ওহাবী-সুন্নী বিতর্ক ও বিভক্তি বিগত দু শতাব্দী যাবত মুসলিম উম্মাহর অতি পরিচিত চিত্র। সবচেয়ে মজার বিষয়, সকলেই ওহাবী আবার কেউই ওহাবী নয়। কেউই নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না। আবার প্রত্যেকেই তাদের বিরোধীদের দ্বারা "ওহাবী" বলে আখ্যায়িত। একমাত্র কবর-সাজদাকারী, পীর-সাজদাকারী, গান-বাজনাকারী, ধুমপানপন্থী সূফী বা মারফতীগণই এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান। কেউ তাদেরকে "ওহাবী" বলে আখ্যায়িত করেন নি। তাঁরা নিজেরা নিজেদেরকে "সুন্নী" বা প্রকৃত "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত" বলে দাবি করেন। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে বিদআতী, শিরকপন্থী ইত্যাদি বললেও কখনো তাদেরকে ওহাবী বলেন না।

এছাড়া সকলেই কমবেশি প্রতিপক্ষের দ্বারা ওহাবী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। যারা সাজদা, গান-বাজনা ও ধুমপানের বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে সাজদা, গান-বাজনা ও ধুমপানপন্থীরা ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এগুলির বিরোধিতাকে ওহাবীদের মূল চিহ্ন বলে গণ্য করেছেন। যারা মীলাদ-কিয়াম, উরশ ইত্যাদির বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে প্রতিপক্ষ ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এগুলির বিরোধিতাকে ওহাবীদের মূল পরিচয় বলে গণ্য করেছেন। যারা মাযহাব অনুসরণের বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে মাযহাবপন্থীরা ওহাবী বলেছেন এবং মাযহাব-বিরেধিতাই ওহাবীদের মূল পরিচয় বলে উল্লেখ করেছেন।

এমনকি অনেকে মাদ্রাসা বানানো, কুরআন-হাদীসের ইলম প্রচারের জন্য গ্রন্থরচনা, পাঠদান ইত্যাদিকে ওহাবীদের পরিচয় এবং কাওয়ালি, উরশ ইত্যাদির প্রচার প্রসার, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা, খানকা তৈরি করা ইত্যাদিকে সুন্নীদের পরিচয় বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আহমদ রেযা খান ব্রেলবী (১২৭২-১৩৪০ হি/ ১৮৫৬-১৯২১খৃ) ছিলেন ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকীর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিমদের অন্যতম। তাঁর অনুসারী ও ভক্তগণ তাঁকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন:

أهل سنة بحر قوالي وعرس : ديوبندي بحر تصنيفات ودرس

خرج سني بر قبور وخانقاه : خرج نجدي بر علوم ودرس كاه

"আহল সুন্নাত কাওয়ালী ও উরশের ভক্ত; দেওবন্দী (ওহাবী) গ্রন্থরচনা ও পাঠদানে অনুরক্ত। সুন্নীর ব্যয় কবর ও খানকার জন্য। নজদীর (ওহাবীর) ব্যয় ইলম ও মাদ্রাসার জন্য।"[১০৩]

উল্লেখ্য যে, ওহাবী বলে আখ্যায়িত সকলেই নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী বলে দাবি করেছেন। প্রত্যেকেই দাবি করেন যে, তাঁরা সরাসরি কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের মতের ভিত্তিতে তাদের মত ও দল গঠন করেছেন; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিজস্ব কোনো মত তারা মানেন না।

১. ১. ৬. ১০. ২. ওহাবীগণের পরিচয়ে কারামত আলী জৌনপুরীর মত

আগেই বলেছি, ওহাবীদের বিষয়ে অস্পষ্টতার কারণ তাদের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে সবই তাদের বিরোধীদের, বিশেষ করে তুর্কি খিলাফতের আলিমদের ও ইউরোপীয় গবেষকদের কথা। তাঁরা ওহাবীদের বিষয়ে যা বলেন বা লিখেন তার অনেক বিষয় ওহাবীদের নিজেদের লেখা গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং তারা তা অস্বীকার করেন। যেগুলি তারা স্বীকার করেন বা লিখেছেন সেগুলি পূর্ববর্তী বিভিন্ন ইমাম ও আলিমের মত বলে তারা উল্লেখ করেন। এজন্য তাদের বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার কষ্টকর।

এ বিষয়ে মাওলানা কারামত আলীর সূত্রে মাওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন: "অহাবিদের মজহাব প্রাচীনকালে ছিল না, তাহাদের মজহাবের কোন কেতাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাহাতে উক্ত মজহাবের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য লোকদিগের মুখে তাহাদের অবস্থা এতটুকু বুঝা যায় যে, তাহারা শেরেক হইতে পাক থাকে। কিন্তু তাহারা এত হটকারি যে, নিজেদের দল ব্যতীত অন্য লোকদিগকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে না, সমস্তকে মোশরেক বলিয়া থাকে। আর সমস্তের প্রতি কুধারণা পোষণ করিয়া থাকে, এমনকি মক্কা ও

মদিনার লোকেরাও তাহাদের মতে মুসলমান নহেন, বেদয়াতিদিগকে অতিরঞ্জিতভাবে মোশরেক বলিয়া থাকে। এই অহাবিদল সৈয়দ সাহেবের দলের ঘোর বিরোধী। কেননা সৈয়দ ছাহেব শেরক- বেদআত বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং শেরক ও বেদয়াত এতদুভয়ের পার্থক্য খুব বুঝাইয়া দিয়াছেন, যেরূপ তাহার দলের সমস্ত কেতাবে এই কথা প্রকাশ রহিয়াছে।"[১০৪]

শাইখুল ইসলাম কারামত আলী জৌনপুরী (মৃত্যু ১৮৭২খৃ) ওহাবীদের আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে ও তাদের বিষয়ে তুর্কী ও অন্যান্য দেশের আলিমদের ব্যাপক লেখালেখির প্রায় অর্ধশত বৎসর পরে এ কথাগুলি বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ে শুধু প্রতিপক্ষের লেখার উপরে নির্ভর করে মতপ্রকাশ না করে তাদের নিজস্ব গ্রন্থের সূত্র গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি বলেছেন যে, 'তাহাদের মজহাবের কোন কেতাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাহাতে উক্ত মজহাবের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে।'

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওহাবীদের প্রশংসনীয় দিক যে তারা শিরক থেকে মুক্ত। আর তাদের নিন্দনীয় দিক যে তারা শিরক ও বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং বিদআতের কারণে ঢালাওভাবে তাদের বিরোধী সকলকে কাফির বলে।

১. ১. ৬. ১০. ৩. সাইয়েদ আহমদ ও ওহাবীগণের মিল-অমিল

তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহাবীগণ ও সৈয়দ আহমদের আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয় দলের মিল হলো, শিরক ও বিদআতের বিরোধিতা। আর অমিল হলো শিরক ও বিদআতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা ও বিদআতের কারণে কাউকে মুশরিক না বলা।

ওহাবীদের সাথে সাইয়েদ আহমদের এ মিল বা সাদৃশ্যই মূলত তার বিরুদ্ধে বিদআতপন্থীদেরকে একত্রিত করে। তাঁরা তাকে ওহাবী বলে চিত্রিত করে। এ বিষয়ে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলেন:

"হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের (সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর) প্রতি ওহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ। মাওলানা কোরামত আলী জৌনপুরী সাহেব মোকাশাফাতে রহমত কেতাবে লিখিয়াছেন: যে অশান্তি-প্রিয় প্রবঞ্চক লোকেরা মন্দ কথা শিক্ষা দিত এবং উৎকৃষ্ট কথা হইতে বিরত রাখিত তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গেল। তাহাদের ভক্তেরা রোজা, নামাজ, কোরাণ হেফজ ইত্যাদি নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথক ভাবে থাকিল, নিতান্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত, হেয় অবস্থায় অল্প মাত্রায় রহিয়া গেল। সেই সময় তাহারা হিংসা ও দীনি শত্রুতা বশত বিব্রত হইতে লাগিল। তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। কেহ কেহ কোরাণ হাদিছের ওয়াজকারি হওয়া, ফেকহ ও দীনের কেতাবগুলি প্রচারিত হওয়া, লোকদিগের মজহাব ও দীন সম্মন্ধে দৃঢ় হওয়া, জোমা, জামায়াত, তারাবিহ নামাজের অধিক হওয়া, মছজিদগুলির উন্নতি সাধন হওয়া, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে খতমতারাবিহ হওয়া, আম-খাস লোকের পুত্র-কন্যাদিগের হাফেজ হওয়া ও দীনি মসলা মাসায়েল স্মরণ রাখা দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া কাবাব হইয়া গেল। কেহ কেহ তাজিয়ার জন্য রোদন করিতে লাগিল। কেহ ছিওম চাহারম, দশা, চল্লিশা, ছয়-মাসিক ও বাষিক (মৃতব্যক্তির জন্য অনুষ্ঠাদি) লোপ হওয়ার চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ নাচ, বাদ্য, ঢোল তংপুরা, অপ্রকৃত হাল (জজবা) হারাম হওয়ার কথা শুনিয়া লাফালাফি করিতে লাগিল। কেহ কেহ গোরে আলোক দেওয়া, শাবেবরাতে প্রদীপ জ্বালান, বাজি পোড়ান নিষিদ্ধ হওয়া শুনিয়া জ্বলিতে লাগিল। শবেবরাতে হালুয়া লোপ হওয়ার চিন্তায় কেহ কেহ অস্থির হইয়া পড়িল। কঙ্কন, ছেহরা কাফেরী রীতি সপ্রমাণ হওয়ার জন্য কাহারও চক্ষে পরদা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ দোল, চড়ক, বিজয়া পর্ব্বের চিড়া মিঠাই নষ্ট হওয়ার চিন্তায় বক্ষে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। কোন বাসন্তী-অনুষ্ঠানকারি হিন্দুদিগের প্রতিমাগুলির ন্যায় বসন্ত রঙের কাপড় পরিধান করা কোফরের চিহ্ন শুনিয়া বিমর্ষ হইয়া গেল।

বেদয়াতি ও ফাছেকেরা নিজেদের নেতাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তখন সেই অশান্তি প্রিয় প্রতারকের দল যাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং লোকে যাহাদিগকে এক কড়া কড়ির তুল্য জ্ঞান করিত না, সময় সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় উক্ত ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইল, উল্লিখিত দুষিত কার্য্যগুলি শিক্ষা দিতে লাগিল। যেরূপ হজরত সৈয়দ সাহেব দিনকে সঞ্জীবিত ও সুন্নতকে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারা বেদয়াত, শেরক ও কোফরের রীতিকে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল, প্রাচীন কাফেরদের ন্যায় বাপ-দাদাদের কার্যকে উক্ত অহিত কার্য্যগুলির দলীল-রূপে পেশ করিতে লাগিল। লোকদিগকে স্বপ্ন গল্প কাহিনীর প্রতি আমল করাইতে মনোযোগী হইল। উক্ত প্রবঞ্চকেরা সুন্নতের বিরুদ্ধে জেদ করিয়া ও বেদয়াতের মমতায় মোহ হইয়া সুন্নতের অনুসরণকারী ও বেদয়াতের মূলোৎপাটনকারী সৈয়দ সাহেবের দলের লোকদিগকে অহাবি বলিতে লাগিল।"[১০৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, শিরক-বিদআতের বিরোধিতাই 'ওহাবী" বলে গণ্য হওয়ার মূল আলামত ও কারণ। প্রচলিত শিরক, বিদআত ও অনুষ্ঠানাদির ভক্ত ও এগুলির মাধ্যমে উপার্জনকারীরা দলিল-প্রমাণাদিতে সাইয়েদ সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের সম্মুখীন হতে সমর্থ ছিল না। উপরন্তু তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য শ্রবণ করলে ও তাঁদের সাহচর্যে গেলে সাধারণ মুসলিমগণ দ্রুত প্রভাবিত ও সংশোধিত হতে থাকেন। ফলে বিদআত-ভক্তদের সামনে একটি পথই খোলা ছিল, সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিতে সৈয়দ সাহেবকে ঘৃণিত করে তোলা, যেন কেউ তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের কাছে না যায় ও তাদের কথা না শুনে। এজন্য একমাত্র অস্ত্র "ওহাবী" আখ্যা। তারা সাধারণ মানুষদের বুঝান যে, কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ফিকহ, উসূল, তাসাউফ, তরীকত ইত্যাদি যত কথাই এরা বলুক, যত ইমাম বা বুজুর্গের কথাই তাঁরা বলুক, এরা ওহাবী, এদের কাছে যাওয়া যাবে না। আর ওহাবী

বলে গণ্য হওয়ার বড় প্রমাণ যে, তারা পিতা-পিতামহদের থেকে পাওয়া এ সকল আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী। তাঁদের বড় দলিল ছিল বাপ-দাদাদের কর্ম ও স্বপ্ন-কাশফ ও গল্প।

এজন্যই মাওলানা কারামত আলী এদেরকে প্রাচীন কাফেরদের সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুত মক্কার কাফিরগণও এরূপ অবস্থায় পড়েছিল। তাঁরা কোনো যুক্তি ও দলিল-প্রমাণেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাওয়াতকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পারে নি। সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে গেলেই প্রভাবিত ও সুপথপ্রাপ্ত হতো। এজন্য তাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল মানুষদেরকে তাঁর নিকট থেকে দূরে রাখা। এজন্য তারা বলতে লাগল: মুহাম্মাদ (ﷺ) সাবি (صابئ) হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ বাপদাদার মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম-ইসমাঈল (আ)-এর ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম ধরেছে। কাজেই তোমরা কোনো অবস্থায় তার কাছে যেও না। সে যতই ভাল কথা বলুক, আল্লাহর কথা, ইবরাহীম-ইসমাইলের কথা, নৈতিকতার কথা ইত্যাদি বলুক, তার উদ্দেশ্য একটিই, তোমাদেরকে বাপদাদার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা।

সৈয়দ সাহেবের বিরোধীরা তাকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে ওহাবী বলে চিত্রিত করতে আরেকটি বিষয়কে তাদের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করত, তা হলো মাযহাব। 'বাপদাদা' ও পুর্ববর্তী বুজুর্গদের মতই হৃদয়ের মণিকোঠায় অত্যন্ত সম্মানিত বিষয় মাযহাব ও ইমামগণ। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী। কাউকে হানাফী মাযহাবের বিরোধী বা মাযহাব বিদ্বেষী বলে প্রমাণ করতে পারলে সহজেই সকলের সহানুভূতি লাভ করা ও সকলকে তার বিরুদ্ধে একত্রিত করা সম্ভব। এজন্য ইতোপূর্বে ওহাবী-বিরোধী আলিমগণ ওহাবীদেরকে "মাযহাব বিরোধী" বলে চিত্রিত করেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তার অনুসারীরা নিষ্ঠাবান হাম্বলী মাযহাব অনুসারী ছিলেন। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের গ্রন্থে মাযহাব অনুসরণের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে। কিন্তু তাদের বিরোধীরা তাদেরকে 'মাযহাব বিরোধী' বলে চিত্রিত করেছেন।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর বিরোধীদের অবস্থা বরং এ তুলনায় ভাল ছিল। ওহাবীগণ হাম্বালী মাযহাব অনুসরণ করে এবং মাযহাব অনুসরণকে জায়েয ও সাধারণ মানুষদের জন্য জরুরী বলে লিখিত ও মৌখিকভাবে উল্লেখ করে। তারপরও তাদেরকে মাযহাব বিরোধী বলে চিত্রিত করেন তাদের বিরোধীরা। পক্ষান্তরে আমরা দেখেছি যে, সাইয়েদ সাহেবের অনুসারীদের মধ্যে একদল ছিলেন যারা সুস্পষ্টতই মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করতেন। সাইয়েদ সাহেব নিজেও মাযহাব অনুসরণকে "ওয়াজিব" না বলে "ভাল" বলেছেন। এজন্য তাঁর বিরোধীরা তাঁকে মাযহাব বিরোধী ওহাবী বলে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী বলেন: "একটি ফাছাদ এই হইল যে, হিন্দুস্থানের দুনইয়াদার ও বেদয়াতিরা প্রকাশ্যভাবে সৈয়দ সাহেবকে আদব করিত এবং অন্তরে তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, উক্ত মন্দ আলেমেরা এই দলের সহিত মিলিত হইল, নিজেদের বেদয়াতগুলিকে মিথ্যা বাতীল দলীল দ্বারা সপ্রমাণ করিতে লাগিল, সৈয়দ ছাহেবের বেদয়াত প্রতিবন্ধক খলিফা ও সহায়তাকারীদিগকে ওহাবী বলিতে আরম্ভ করিল, হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের দলকে ওহাবী সপ্রমাণ করার ধারণায় উল্লিখিত লা-মজহাবিদিগকে সৈয়দ ছাহেবের দলভুক্ত করিয়া দেখইবার ছলনা করিতে লাগিল এবং তাহাদের বাতীল মতের কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। যদিও সৈয়দ সাহেবের দলেরা উক্ত লামজহাবিদের প্রতি নারাজ এবং তাহাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তথাচ উক্ত ভণ্ড আলেমগণের প্রতারণায় পড়িয়া দুনইয়াদারগণ ও মুর্খগণ বিনা তদন্তে সৈয়দ ছাহেবের দলকে অহাবী বলিতে আরম্ভ করিল।"[১০৬]

১. ১. ৬. ১০. ৪. মাশাইখ ফুরফুরার ওহাবী হওয়ার অভিযোগ

সাইয়েদ সাহেবের ধারাতেই ফুরফুরার দাওয়াত। তিনি যখন প্রচলিত শিরক, বিদআত, তাসাউফের নামে ভণ্ডামি, গান-বাজনা, করব ও পীরের সাজদা, কবরে বাতি প্রদান ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন, তখন এগুলির ভক্ত ও সমর্থকগণ তাকে ওহাবী বলে চিত্রিত করেন। তাঁরা তাঁকে হায়াতুন্নবী (ﷺ) অস্বীকারকারী, ওলীগণের হায়াত অস্বীকারকারী, অলীগণের অবমাননাকারী 'ওহাবী' বলে চিত্রায়িত করতে সচেষ্ট হয়। ইতোপূর্বে বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন গ্রন্থের উদ্ধৃতির মধ্যে এ জাতীয় কিছু নমুনা আমরা দেখেছি। এছাড়া কালনা জাবারিপাড়ার বাহাছ ও এজাতীয় অন্যান্য গ্রন্থে আমরা এর নমুনা দেখতে পাই।

এছাড়া ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, শাইখ আবু বকর সিদ্দিকী মীলাদ-কিয়াম সমর্থন করলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করাকে কুফর বলেছেন ও মীলাদ কেন্দ্রিক জাল হাদীসগুলির প্রতিবাদ করেছেন। এ কারণে "প্রকৃত মীলাদ-ভক্ত" অনেকেই তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে "গোলাপী ওহাবী" অর্থাৎ রঙ্গিন ওহাবী বা বর্ণচোরা ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ বিষয়ে বইপত্রও লিখেছেন।

শাইখ আবু বকর সিদ্দিকীকে ওহাবী বলে চিত্রিত করার আরেকটি উৎস ছিল সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসরণ। তিনি তরীকা তাসাউফের সকল দীক্ষা গ্রহণ করেন সাইয়েদ সাহেবের ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রদের থেকে। এছাড়া তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দ্ব্যর্থহীনভাবে সাইয়েদ সাহেবকে মুজাদ্দিদ বলে উল্লেখ করতেন। আর সাইয়েদ সাহেব যেহেতু ওহাবী ও লা-মাযহাবী, সেহেতু তার অনুসারীরাও সে দলের বলে বিবেচিত হবেন।

এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যের একটি নমুনা দেখুন: "প্রশ্ন বঙ্গবাসী মোজাদ্দেদী তরিকার অধিকাংশ পীরগণের (ফুরফুরার পীর-সহ) উপরি তৃতীয় বা চতুর্থ পীর সৈয়দ আহমদ আলেম না মুর্খ ছিলেন? উত্তর: সৈয়দ আহমদ সাহেবের প্রধান সহচর ও খলিফা মাওলানা এসমাইলের রচিত কেতাব দ্বারা জানা যায়, তিনি মুর্খ ছিলেন।"

"লা-মজহাবি সম্প্রদায় ছৈয়দ ছাহেবকে মোজাদ্দেদ ও তাহাদের এমাম বলিয়া গণ্য করেন এবং মুরিদগণকে বয়য়াত

করাইবার সময় তাহাদিগকে কাদেরী, চিশতি, নকশবন্দি, ফেরদৌসি ছেলছেলো চতুষ্ঠয়ের অন্তর্ভূক্ত না করিয়া তাহাদিগকে ছৈয়দ আহমদের (তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার) দলভুক্ত করেন এবং তাহারা বলেন যে, ছৈয়দ আহমদ শেষ জামানায় এমাম মেহদীরূপে প্রকাশ হইবেন। লা-মজহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। এমন অবস্থায় ছৈয়দ ছাহেবকে রইছোল-আওলিয়া বাদে রইছোল লা-মজহাব বলা উচিৎ কিনা?"

"সমুদয় আলেমগণ যে সৈয়দ সাহেবকে বেলাএত ও এলমের জন্য তৌজিম করিয়া থাকেন, যদি জগতের সমুদয় লোকের উদ্দেশ্য হয় তবে কোনও অভিজ্ঞ আলেম স্বীকার করিবেন না। আর যদি তাঁহার মুরিদান আলেমগণ বা লা-মজহাবি সমুদয় আলেমগণ উদ্দেশ্য হয় তবে আলেম সমাজ স্বীকার করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি সৈয়দ আহমদ সাহেবের ছেলছেলো ভুক্ত কয়েকজন বাঙ্গালী আলেমের সুরে সুর মিশাইয়া তাঁহাকে আলেম না বলেন এবং লা-মজহাবিগণের দলভুক্ত হইয়া তাঁহাকে আলেম, এমাম, মোজাদ্দেদ ও নেতা বলিয়া স্বীকার না করেন তবে কি সে ব্যক্তি কাফের হইবে?"[১০৭]

এ বিষয় নিয়ে আল্লামা রুহুল আমিন "কারামাতে আহমদিয়া বা একখানা বিজ্ঞাপন রদ" গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি সাইয়েদ সাহেবের মুজাদ্দিদ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওহাবি হওয়ার, লা-মাযহাবী হওয়া, মুর্খ হওয়া ইত্যাদি অভিযোগ খণ্ডন করেন।

১. ১. ৬. ১০. ৫. ওহাবীদের সাথে শাইখ আবুবকর সিদ্দিকীর সম্পর্ক

এ ছিল শাইখ আবুবকর সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ওহাবী হওয়ার অভিযোগ। এখন আমরা দেখব, ওহাবীদের বিষয়ে তাঁর নিজের মত কি ছিল। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাঁর লিখিত ওসীয়ত, নসীহত ইত্যাদির মধ্যে "ওহাবী" বিরোধী সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় না। তিনি মাযহাব প্রসঙ্গে বলেছেন: "শিয়া, রাফেজি, খারিজি ইত্যাদিদের আকিদা বাতীল ও হারাম।" কিন্তু এভাবে "ওহাবীদের আকীদা বাতিল ও হারাম" অথবা অমুক-তমুক দল ওহাবী তাদের বর্জন করবেন .... ইত্যাদি তিনি লিখেন নি। এথেকে মনে হয়, ওহাবী শব্দের ব্যবহার, অতি-ব্যবহার বা অপব্যবহার তিনি পছন্দ করতেন না। এর চেয়ে সুনির্দিষ্ট মতামতের সমালোচনা তিনি ভাল মনে করতেন।

আমরা আগেই বলেছি ওহাবী কারা তা মোটেও সুস্পষ্ট নয়। তবে সাধারণভাবে তিন শ্রেণীর মুসলিম ওহাবী উপাধি সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন: (১) সৌদি আরবের অধিবাসিগণ (২) আহল হাদীস বা লা-মাযহাবীগণ, ও (৩) দেওবন্দী আলিমগণ।

এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বিষয়ে আমরা দেখেছি যে, ফুরফুরার পীর আবুবকর সিদ্দিকী সৌদি বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবনু সাউদকে পত্র লিখে নসীহত করেছেন। তিনি ওহাবীদের মূল বিতর্কিত বিষয় করব-মাযার ভাঙ্গাকে হাদীসের অনুসরণ হিসেবে সমর্থন করেছেন। তাদের অন্য কোনো বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন নি। কিন্তু তাদের দেশে বিদ্যমান ধুমপান, দাড়িমুণ্ডন ইত্যাদি পাপের সমালোচনা করেছেন।

আহল হাদীসদের সাথে তার সম্পর্ক ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। দেওবন্দীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। তিনি নিজে বারংবার আল্লামা আশরাফ আলী থানবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তিনি মসলা-মাসাইলে উলামায়ে দেওবন্দের ফাতওয়ার উপর নির্ভর করতেন। নিজের অনুসারীদের বাইরে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর অনুসারীগণ ও দেওবন্দের আলিমগণের সাথেই তাঁর সবচেয়ে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে তাঁর পুত্র আব্দুল হাই সিদ্দিকীর বক্তব্য আমরা দেখেছি।

১. ১. ৬. ১০. ৬. সুন্নীগণের সাথে শাইখ আবুবকর সিদ্দিকীর সম্পর্ক

শাইখ আবু বকর সিদ্দিকীর কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ওহাবী বলে অভিযুক্ত উপরের তিন গোষ্ঠীর সাথে তাঁর সম্পর্ক "সুন্নী" বলে আখ্যায়িত অনেক গোষ্ঠীর চেয়ে ভাল ছিল। বাংলা ও আসামে "সুন্নী" বা "আহল সুন্নাত" বলে আখ্যায়িতদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) কবর-সাজদা, পীর-সাজদা, গান-বাজনা ও ধুমপান ইত্যাদির বৈধতা দাবিকারী সূফী পীর-মাশাইখ ও তাঁদের অনুসারীগণ। এদের মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারের শাইখ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (মৃত্যু ১৯০৬ খৃ)-এর অনুসারিগণ। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহই বিভিন্ন রূপে দুনিয়ায় আগমন করেন এবং তিনিই 'গাওসে আযম আহমদুল্লাহর' রূপ ধরে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এরা নিজেদেরকে "সুন্নী" বা 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করেন।[১০৮]

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ের সুন্নীগণ কবর বা পীরকে সাজদা করা অবৈধ বলেন। তবে তাঁরা মীলাদ, কিয়াম, ফাতেহা, কুলখানী, কবরে গম্বুজ তৈরি, ফুল অর্পন, গিলাফ চড়ানো, বাতি জ্বালানো, কবর চুম্বন করা, ওরশ করা, আউলিয়া কিরামের নামে মানত করা, বিপদে আপদে মৃত আওলিয়া কিরামের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি বৈধ ও ভাল কাজ বলে মনে করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাযির-নাযির, আলিমুল গাইব, গাইবী ক্ষমতা ও বিশ্ব পরিচালনায় সর্বময় ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করেন। শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী ও অন্যান্য আউলিয়া কিরামের বিষয়েও তাঁরা গাইবী ক্ষমতা ও বিশ্ব পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁরা সাধারণভাবে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ আলিম বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আহমদ রেযা খান ব্রেলবীর (মৃত্যু ১৩৪০হি/১৯২১খৃ)-এর মতামত অনুসরণ করেন এবং তাঁকে ১৪ শতকের মুজাদ্দিদ বলে বিশ্বাস করেন। বাংলা-ভারতের অসংখ্য পীর ও বুজুর্গ এ মতের অনুসারী। তাঁরা নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঠিক অনুসারী বলে মনে করেন। তাঁরা তাদের এ সকল কর্ম ও বিশ্বাসের বিরোধীদেরকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেন।[১০৯]

(৩) মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১৮৭২খৃ)-এর অনুসারিগণ। তাঁরা মীলাদ, কিয়াম, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি বৈধ বলেন। কিন্তু ফাতেহা, কুলখানী, কবরে গম্বুজ তৈরি, মাজারে ফুল অর্পন, গিলাফ চড়ানো, বাতি জ্বালানো, ওরশ করা, আউলিয়া কিরামের নামে মানত করা, বিপদে আপদে মৃত আওলিয়া কিরামের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া, তাদের নাম ধরে ডাকা, কবর সাজদা, পীর সাজদা, কাউয়ালী, গান-বাজনা ইত্যাদি নাজায়েয, আপত্তিকর, মাকরূহ, হারাম বা শিরক মনে করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে হাযির-নাযির, আলিমুল গাইব বা বিশ্ব-পরিচালনার গাইবী ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা শিরক বলে গণ্য করেন। তাঁরা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাতের সঠিক অনুসারী বলে দাবি করেন।[১১০]

উপরের তিন গোষ্ঠীর সকলেই তাসাউফের অনুসারী। এদের মধ্যে তৃতীয় গোষ্ঠীর সাথে মাশাইখ ফুরফুরার ঘনিষ্টতম সম্পর্ক ছিল। তিনিও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ধারায় মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর সাথে মাসলা-মাসাইল ও আকীদা বিশ্বাসে ঐকমত্য পোষণ করতেন। অবশিষ্ট দু গোষ্ঠীর সাথে তাঁদের সম্পর্ক খুবই দূরবর্তী ছিল। জৌনপুর ও ফুরফুরার বিচারে তারা শিরক ও বিদআতপন্থী। আর তাদের বিচারে মাশাইখ জৌনপুর ও ফুরফুরা ওহাবী বা গোলাপী ওহাবী, কোনোভাবেই সুন্নী নয়।

১. ১. ৬. ১০. ৭. শাইখ আবু বকরের দৃষ্টিতে সুন্নীয়তের মাপকাঠি

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী ওহাবী-সুন্নী বিতর্ক ও বিভক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেন নি, ওহাবিয়্যাতকে সুন্নীয়তের বিপরীতে দাঁড় করান নি এবং তিনি মীলাদ-পন্থী বা তাসাউফ-পন্থী হওয়াকে সুন্নী হওয়ার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন নি। বরং সুন্নীয়ত বলতে বিশুদ্ধ তাওহীদ, শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ বুঝেছেন এবং এ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এর বাইরের মতভেদের ক্ষেত্রে ভুল মতের প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু ভুলমতের অনুসারীদের সুসম্পর্কের অযোগ্য বলে গণ্য করেন নি। বরং শিরক-বিদআতে লিপ্তদেরকে সুসম্পর্ক স্থাপনের অযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

এজন্য তাসাউফ ও মাযহাব বিরোধী আহল হাদীসদের সাথে বিরোধিতার পাশাপাশি যতটুকু ঐক্য ও সম্পর্ক বজায় রেখেছেন তাঁর কাছাকাছি কোনো সম্পর্ক তিনি মীলাদ-কিয়াম ও তাসাউফ পন্থী উপরের দুটি "সুন্নী"র গোষ্ঠীর সাথে রাখেন নি। পাশাপাশি তাসাউফ-পন্থী কিন্তু মীলাদ-কিয়াম বিরোধী দেওবন্দী আলিমগণের সাথে এবং তাসাউফ-পন্থী ও মীলাদ-কিয়াম পন্থী জৌনপুরের মাশাইখের সাথে একইরূপ সংহতি ও ঐকমত্য বজায় রেখেছেন।

তিনি তাঁর মুরীদগণকেও এরূপ শরীয়ত-ভিত্তিক ঐক্যে উৎসাহ দিয়েছেন। মীলাদ, কিয়াম ইত্যাদি খুঁটিনাটি মাসআলা নয়, এমনকি তরীকা-তাসাউফের অনুসরণও নয়, কেবল শরীয়ত অনুসরণকেই ভালবাসার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: "আমার মুরিদ ও মো'তাকেদদিগকে ও সকল মুছলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শরিয়ত মোতাবেক আলেম কিম্বা কামেল হয়, তবে তাঁহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। ... আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদের মহব্বত ও তাজিম করিয়া থাকি। আপনারও তাজিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিবেন না। তুচ্ছ জানিলে আল্লাহ তায়ালা ও হজরত (ﷺ) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবিগণের ওয়ারেছ।"[১১১]

আমরা দেখেছি যে, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী লিখেছেন: **"হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত শরিআতের ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো শিরক বর্জন আর দ্বিতীয়টি হলো বিদ'আত বর্জন।"** সাইয়েদ সাহেবের উত্তরসূরী হিসেবে ফুরফুরার পীর আবুবকর সিদ্দিকী মূলত এ দুটি বিষয়ের উপরেই তাঁর সকল সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ওহাবী, লা-মাযহাবী ও দেওবন্দীদের সাথে মতভেদ থাকলেও তাঁরা যেহেতু শিরক ও বিদআত বিরোধী সেহেতু তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন। পক্ষান্তরে সুন্নীয়তের দাবিদার কিন্তু হাযির-নাযির, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরবাসীকে ডাকার পক্ষের মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন নি, যদিও তারা মাযহাব-পন্থী, তাসাউফ-পন্থী, মিলাদ-কিয়াম পন্থী এবং ওলী-বুর্জগদের প্রতি প্রগাঢ় সম্মান পোষণকারী।

১. ১. ৬. ১১. রাষ্ট্র ও রাজনীতি

মাশাইখ ফুরফুরার দাওয়াত ও সংস্কারের একটি বিশেষ দিক তাসাউফ ও দাওয়াতের সাথে রাজনীতির সমন্বয়। ইসলাম ও রাজনীতির বিশুদ্ধ ধারণার জন্য এ বিষয়টির ব্যাপক পর্যালোচনা প্রয়োজন, যা এ গ্রন্থের পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

১. ১. ৬. ১১. ১. রাজনীতি: অর্থ ও ব্যবহার

"রাজনীতি" শব্দটি ইংরেজী (Politics) শব্দের অনুবাদ। পলিটিক্স অর্থ রাজনীতি বা রাজ্যশাসনবিদ্যা, সরকার সংশিষ্ট কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। এ অর্থে গণতন্ত্রবিহীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজা, শাসক, মন্ত্রী ও রাষ্ট্র-সংশিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ড Politics বা রাজনীতি বলে গণ্য। আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগ্রহণ ও রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ক সকল কর্মও (Politics) বা রাজনীতি বলে গণ্য।

আরবীতে (Politics) বা রাজনীতির প্রতিশব্দ হিসেবে (السياسة) "সিয়াসাহ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ পরিকল্পনা করা, পরিচালনা করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি।[১১২] কুরআন কারীমে এ শব্দটি কোনোভাবে ব্যবহৃত হয় নি। হাদীস শরীফে দু-এক স্থানে শব্দটি "পরিচালনা" বা "নেতৃত্ব প্রদান" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস, ফিকহ ও আরবী বিভিন্ন ব্যবহার থেকে আমরা নিশ্চিত

হই যে, যে কোনো পারিবারিক, সামাজিক, গোত্রীয়, দলীয় দায়িত্ব গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, পরিচালনা করা ইত্যাদি কর্মকে "সিয়াসত" বলা হয়। রাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা, সম্রাট বা শাসক-প্রশাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে, বিচারক, প্রশাসক বা সামাজিক নেতৃবৃন্দের জনগণের পরিচালনা বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে আরবীতে "সিয়াসাত" বলা হয় এবং ইংরেজীতে (Politics) বলা যায়।

স্বভাবতই বর্তমান যুগে বাংলায় আমরা "রাজনীতি" বলতে রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ বুঝাই না। কোনো অগণতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক দেশের রাজা-বাদশাহর ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে, অমুক দেশের বাদশার রাজনীতি করেন, বরং বলি যে, অমুক দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ, যদিও হাদীস, ফিকহ ও আরবী ব্যবহার অনুসারে রাজার রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকে "সিয়াসাত" বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, বর্তমানে "রাজনীতি" বলতে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দলীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়া বুঝি। শাসক বা প্রশাসকদের কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্রপরিচালনার নিয়মকানুন বুঝাতে সাধারণত "রাজনীতি" শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। এজন্য রাষ্ট্রনীতি, লোকপ্রশাসন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

১. ১. ৬. ১১. ২. সুন্নাতের আলোকে রাজনীতি

প্রচলিত অর্থের এ রাজনীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘোষিত এজেন্ডা দিয়ে দল তৈরি করে জনমতের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা চালানোর কোনো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পরবর্তী মুসলিম সমাজগুলিতে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত ছিল তাওহীদ, ইবাদত ও আখলাকের। এভাবে মদীনর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দাওয়াত গ্রহণের পরে ক্রমান্বয়ে আলাহ্ সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তজার্তিক সম্পর্ক বিষয়ক বিধানাবলি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে দীনের বিধান পরিপূণ হওয়ার পরে আর এরূপ আংশিক দাওয়াত বা পর্যায়ক্রমিক দাওয়াতের কোনো সুযোগ উম্মাতের নেই। এখন দাওয়াত হবে পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়তের। তাহলে বর্তমান প্রচলিত অর্থে "রাজনীতি"-র শরয়ী বিধান কি? এবং এ কর্মটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দীনের কোন্ পরিভাষা বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত?

এ বিষয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণের কর্মধারা লক্ষ্য করতে হবে। এ সকল যুগে আমরা দুটি বিষয় দেখি: (১) বিদ্রোহ বা যুদ্ধের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা এবং (২) দাওয়াতের মাধ্যমে সরকার সংশোধনের প্রচেষ্টা। তাহলে আধুনিক দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা কোন পর্যায়ে পড়বে?

কোনো কোনো আলিম "রাজনৈতিক" কর্মকাণ্ডকে "বিদ্রোহের" সাথে তুলনা করে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। তবে প্রায় সকল প্রাজ্ঞ আলিম একমত যে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের, অর্থাৎ দাওয়াতের মাধ্যমে সরকার সংশোধন বা রাষ্ট্র-সংস্কারের আধুনিক একটি রূপ। আধুনিক "রাজনীতি" মূলত ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা ইসলামী দাওয়াতের একটি অংশ।

যে কোনো অন্যায়ের ন্যায় রাষ্ট্রীয় অন্যায়, জুলুম ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা ও সংশোধনের আগ্রহ ঈমানের ন্যূনতম দাবি। এ সকল অন্যায় দূর করতে দাওয়াত ও প্রচার কখনো ফরয আইন, কখনো ফরয কিফায়া বা নফল। এক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের পদ্ধতিতে ওয়ায, নসীহত, শাসক-প্রশাসকের সাথে কথা বলা, পত্র লেখা ইত্যাদি। আর এ দাওয়াতেরই আধুনিক বা নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি দলীয় রাজনীতি। ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুযোগ মত "রাজনীতি"র ব্যবহার প্রয়োজন। দেশ, জাতি ও সমাজের অবস্থা অনুসারে পৃথক "দল" গঠন করে, বৃহৎ কোনো দলের সহযোগিতা করে, পৃথক "লবি" তৈরি করে বা অন্য যে কোনোভাবে এ গণতান্ত্রিক সুবিধাকে দাওয়াতের জন্য কাজে লাগাতে হবে।

তবে এর পাশাপাশি মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত দাওয়াত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং এগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণ-দাওয়াত, ওয়ায-নসীহত, খানকা-দরবার ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ, সুন্নাত, আহকাম, শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদির দাওয়াত এগিয়ে নিতে হবে এবং এগুলিকেই দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

মানব প্রকৃতির অধ্যয়ন, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ধারা ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রমের অবস্থা পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে মৌলিক আদর্শিক ও স্থায়ী পরিবর্তন দুঃসাধ্য। কারণ, জনমত দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং জাগতিক স্বার্থ, প্রচার, সাময়িক আবেগ ও পারিপার্শিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়া ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার লোভ, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে গণতান্ত্রিক সুবিধা পুরোপুরি লাভ করা যায় না। এজন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম বা দাওয়াতকে দ্রুত অগ্রসর করার মাধ্যম মনে করা যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত নয়।

১. ১. ৬. ১১. ৩. সূফী ইসলাম বনাম রাজনৈতিক ইসলাম

সূফীগণ রাজনীতি বিমুখ বলে একটি ধারণা প্রচলিত। তুর্কী খিলাফাত ও বৃটিশ সরকারের ব্যাপক প্রচারের কারণে "প্রকৃত ইসলাম" ও "ওহাবী ইসলামের" বিভাজন পাশ্চাত্য গবেষকদের কাছে সর্বজনীনতার রূপ পায়। ওহাবী ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক পাশ্চাত্য গবেষক প্রকৃত ইসলামকে "সূফী ইসলাম" বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, সূফী ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও উদার। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের অগণিত সূফী দরবারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, যিক্র, সামা-কাওয়ালী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এবং তবারুক ও দুআ গ্রহণ করছেন। এ সকল দরবারে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয় না।

"সভ্যতার সংঘাতের" নামে ইসলামী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রথমে ঢালাওভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কিন্তু তারা দেখেন যে, এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ছে। তখন তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে কাউকে পক্ষে ও কাউকে বিপক্ষে নিতে চান। এজন্য প্রথমে তারা লিবারেল (ষরনবৎধষ) বা উদার ও (ভঁহফধসবহঃধষরংঃ) অর্থাৎ মৌলবাদী বা কট্টরপন্থী বলে ভাগাভাগি করেন। এরূপ ভাগাভাগি মুসলিম দেশগুলিতে তেমন কোনো বাজার লাভ করে না। এজন্য বিগত কয়েক বছর যাবত তারা নতুন একটি ভাগাভাগি বাজারজাত করতে চেষ্টা করছেন, তা হলো সূফী ইসলাম ও ওহাবী ইসলাম।

এ বিষয়ে আমি **"ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ"** পুস্তকে কিছু আলোচনা করেছি। ইসলামের ইতিহাসে মূলধারার সূফীগণ কখনোই সমাজবিমুখ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিমুখ খানকাবাসী ছিলেন না। প্রায় সকল সূফী "তরীকা"-র মূল সূত্র হিসেবে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) ও আলী (রা)-কে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত অমান্যকারী, ধর্মত্যাগী, ধর্মীয় অনাচারে লিপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন অনমনীয়। হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, জুনাইদ বাগদাদী, আব্দুল কাদির জীলানী, আবূ হামিদ গাযালী, মুজাদ্দিদ-ই আলফিসানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, কারামত আলী জৌনপুরী,স এমদাদুলাহ্ মুহাজির মাক্কী (রাহিমাহুমুলাহ) ও অন্যান্য সকল সুপ্রসিদ্ধ সূফী-সাধক আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, শাসকদের জুলুম-অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, কারাবরণ করেছেন বা শাহাদাত লাভ করেছেন।

১. ১. ৬. ১১. ৪. রাষ্ট্র-সংস্কারের দাওয়াত, দলীয় রাজনীতি ও জিহাদ

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ এবং মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ও সূফীগণ নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং দীন ও শরীয়ত সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র-সংস্কার ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সচেতন ও সচেষ্ট থেকেছেন। আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের কর্মকাণ্ডের পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) দলীয় রাজনীতির মূল লক্ষ্য নিজেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে কাঙ্খিত পরিবর্তনের চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে সাহাবী-তাবিয়ীন ও তৎপরবর্তী বুজুর্গদের কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতায় রেখে সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঙ্খিত পরিবর্তনের চেষ্টা করা। সুযোগ হলে ক্ষমতার পরিবর্তন সমর্থন করা, কিন্তু নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ না করা।

(২) আধুনিক "ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তা"-য় মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। "ইসলামী রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠাকে ইসলামী রাজনীতির মূল লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে সাহাবী-তাবিয়ীন ও প্রাচীনগণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেই দারুল ইসলাম বা "ইসলামের রাষ্ট্র" বলে গণ্য করা হয়েছে। পাপের কারণে ব্যক্তি মুসলিম যেমন কাফির বলে গণ্য হন না, তেমনি রাষ্ট্র বা সরকারও পাপ-অন্যায়ের কারণে কাফির বলে গণ্য হয় না, বরং ফাসিক ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়। একমাত্র শিয়াগণ তাঁদের মতের বাইরের সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে তাগূতী রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ শিয়া, ফাতিমী, কারামতী, মুতাযিলী, দীন-ই-ইলাহী সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেই দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য করে সেগুলির সংস্কারের চেষ্টা করেছেন, সেগুলিকে ভেঙ্গে নতুন "ইসলামী" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি।[১১৩]

(৩) আধুনিক ইসলামী রাজনৈতিক পরিভাষায় অনেক সময় "রাজনীতি"-কে দাওয়াত হিসেবে গণ্য না করে 'জিহাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরূপ ব্যবহার অভিধান-সম্মত হলেও "পরিভাষা"-সম্মত নয়। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। পারিভাষিক জিহাদ, কিতাল বা যুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যম। ইসলামী শরীয়তে জিহাদের পূর্বশর্তগুলির অন্যতম (১) রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকা (২) রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ বা অনুমতি থাকা, (৩) রাষ্ট্রের, নাগরিকদের, মুসলিমদের বা দীনী দাওয়াতের নিরাপত্তা নষ্ট হওয়া বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হওয়া, (৪) শুধুমাত্র সশস্ত্র যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা ও কোনো অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা।

সাহাবী-তাবিয়ী ও প্রাচীন বুজর্গগণ জিহাদ ও দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনকে তাঁরা ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ বা আল্লাহর পথে দাওয়াতের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এজন্য এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা আবশ্যকীয় বলে গণ্য করেছেন এবং বিদ্রোহ, অস্ত্রধারণ বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া নিষিদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতিময়ী, কারামতীয়, বাতিনী, মোগল ও অন্যান্য রাষ্ট্রে সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী বুজুর্গ ও সূফীগণের কর্মকাণ্ড এ পর্যায়ের ছিল। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই মুজাদ্দিদ আলফ সানী দীন-ই ইলাহী ও মোগলদের ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও ক্ষমতা পরিবর্তন, ক্ষমতা দখল, বিদ্রোহ বা আইন অমান্য অনুমোদন করেন নি।

কাফির রাষ্ট্র বা দারুল হারবের বিরুদ্ধে বা মুসলিম দেশ দখলকারী অমুসলিমদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে বা জিহাদে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন এবং কখনো নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর অন্যতম উদাহরণ মাশাইখ ফুরফুরার পূর্বসূরী সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ। তাঁর পীর শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী বৃটিশ শাসনাধীন ভারতকে দারুল হরব বলে ফাতওয়া প্রদান করেন। সাইয়েদ সাহেব ভারতের দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধার করতে জিহাদ ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে তিনি জিহাদের শরীয়ত নির্দেশিত শর্তগুলি পূরণ করেন। তিনি বৃটিশ শাসনের বাইরে সীমান্ত প্রদেশে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং তিনি আমিরুল মুমিনীন হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে শত্রু যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ পরিচালনা করেন।

(৪) ইসলামী রাজনীতি বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা উপরের শর্তাবলি পূরণ ছাড়াই জিহাদের নামে মুসলিম বা অমুসলিম কোনো সরকার বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার, আইন অমান্য করা বা সন্ত্রাসের পথে চলা। সাহাবী-তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও সূফীগণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য সকলকে অন্যান্য দমন করতে বা প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজে অন্যায় দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ করেন নি, আইন অমান্য করেন নি, আইন নিজের হাতে তুলে নেন নি এবং আইন অমান্য করার ঘোর বিরোধিতা করেছেন। প্রয়োজনে দারুল হারবের সশস্ত্র যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দারুল ইসামের রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ন্ত্রাধীনে জিহাদে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে জিহাদের নামে হত্যা-সন্ত্রাস অনুমোদন করেন নি।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সূফীগণ রাজনীতি করেন নি বা প্রকৃত ইসলামের রাজনীতি নেই বলে ধারণা করা যেমন নিরেট মূর্খতা বা বিভ্রান্তি, তেমনি তাঁদের রাষ্ট্র-সংস্কার আন্দোলনকে ভিত্তি করে রাজনীতি বা জিহাদের অপব্যবহার, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস, হত্যা, আইন অমান্য ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হওয়া বা আইন ও বিচার কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে তুলে নেওয়া আরো ভয়ঙ্করতর বিভ্রান্তি।[১১৪]

১. ১. ৬. ১১. ৫. মাশাইখ ফুরফুরার রাজনৈতিক চেতনা

সূফী রাজনীতি বা সালফ সালেহীনের রাষ্ট্র-সংস্কার সম্পৃক্তির প্রকৃষ্ট নমুনা মাশাইখ ফুরফুরার রাজনৈতিক কর্মধারা। তাঁরা ক্ষমতা গ্রহণের আগ্রহমুক্তভাবে জনগণকে রাজনীতি সচেতন করেছেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন এবং সকল প্রকার সংঘাত, সন্ত্রাস ও উগ্রতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে ফুরফরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ও তাঁর পুত্র আব্দুল হাই সিদ্দিকীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, যা এ গ্রন্থের পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে তাঁদের দু-একটি বক্তব্য উল্লেখ করব।

শাইখ আবু বকর সিদ্দিকী আলিম সমাজকে সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হতে, মাতৃভাষা ও ইংরেজি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহ দেন। রাজনীতি সচেতনতাসহ সাংবাদিকতা ও অনুরূপ পেশা গ্রহণ করে রাজনৈতিক বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন: "কোনো কোনো আলেম ধারণা করিয়া থাকেন যে, রাজনীতিক ব্যাপারগুলি ইসলামের বহির্ভূত কিছু হইবে। কাজেই সংবাদ পত্রিকাগুলিতে যে রাজনীতিক ব্যাপরগুলি উল্লিখিত হইয়া থাকে তৎসমস্ত পাঠ করা জরুরী নহে। আমি তাহাদিগের খেদমতে সসম্মানে আরজ করি, ইসলামে ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি পৃথক পৃথক বস্তু নহে। আমাদের হজরত (ﷺ) একাধারে সমস্ত বিষয় মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। উপযুক্ত ওলামা সম্প্রদায় যদি রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে অযোগ্য বিশ্বাসঘাতক লোকেরা কিছুতেই জাতির স্বার্থ পদদলিত করার সুযোগ লাভ করিত না।..... মিছির, তুর্কি ও হিন্দুস্তানের অভিজ্ঞ ওলামা সম্প্রদায় সংবাদপত্র পরিচালনা ও রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেবল আমাদের বঙ্গদেশের ওলামা সম্প্রদায় ইহা হইতে সরিয়া পড়ায় মহা অনর্থের সূত্রপাত হইতেছে। আমাদের আলেমগণ ইংরাজী শিক্ষা কিরূপ ধারণা করেন তাহাই আলোচ্য বিষয়। ইহূদীদিগের সহিত আদান-প্রদানের জন্য ছাহাবা জয়েদ এব্রীয় কিংবা সুরিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইউরোপ রাজ্যে ইসলাম প্রচার করিতে, ইউরোপের মুসলমান নর-নারীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে মুসলমান ওলামা-সম্প্রদায়ের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা করা জরুরী নহে কি?.... বঙ্গীয় আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষে বাঙ্গালার জ্ঞান ভাল করা আবশ্যক.....।"[১১৫]

অন্যত্র তিনি বলেন: "রাজ্য শাসন, রাজকার্য্য পরিচালন, প্রজাপালন, জালেমের জুলুম হইতে লোকদিগকে হেফাজত, ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবী সংরক্ষণ এবং অপরের হক ন্যায্য প্রদান করা হজরত (ﷺ) ও সাহাবা প্রভৃতির সুন্নত কার্য্য। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ আলেম এই সমস্ত সুন্নত কার্য্য ভুলিয়া গিয়া অপরের হাতের খেলার পুতুল হইতে বসিয়াছেন। সাধারণত দেখা যায়, যখন কোন ভোটের সময় আসে তখন ভোট পাইবার আশায় অনেকে আলেম ও পীরগণের সাহায্য লইয়া থাকে। তখন তাহারা আমাদিগকে রাজনীতির প্রধান সহায়ক ইত্যাদি কত কথাই বলিয়া থাকে। তারপর আবার তাহারাই আলেম ও পীরদিগকে রাজনীতিতে যোগদান দিতে নাই বলিয়া উপদেশ দেয়। কিন্তু আলেম, পীর ও মোল্লাদিগকে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকার হক কাজে তাহাদিগকে যোগ দিতে হইবে এবং ইহাতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে আলেমদিগের সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কার্য হইতেছে। শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফত পূর্ণরূপে আমল করিয়া দেশ ও কওমের খেদমতের জন্য আলেমদিগকে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া আবশ্যক। আলেমদিগের জমিয়ত গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা এসলামের এক জরুরী হুকুম। এই হুকুম খেলাফ করিয়া আজ আলেমগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন এবং দিনে দিনে শক্তিহীন হইতেছেন। ইহার ফলে বিভিন্ন রকমের শের্ক, বেদাত, পীরপূজা, দর্গাপূজা, কবরপূজা এবং খেলাফ শরা কার্য্য সমাজে প্রচলিত হইতেছে ....।"[১১৬]

লক্ষণীয় যে, উপরের বক্তব্যে "সুন্নাত"-পরিভাষাকে শাইখ আবুবকর সিদ্দিকী ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সামগ্রিক জীবনাদর্শ ও রীতি। যারা রাজ্যশাসন বা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে প্রজাপালন, জালেমের জুলুম থেকে নাগরিকদের হেফাজত, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও আমল প্রচার, শিরক, কুফর, ইলহাদ, বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদি রোধ, সুশিক্ষা প্রচার ইত্যাদি। আর যারা এ দায়িত্বের বাইরে রয়েছেন তাদের দায়িত্ব দায়িত্বশীল বা ক্ষমতাসীনদের এ দায়িত্ব কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে পালনের জন্য ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ বা দাওয়াত ও আহ্বান জানানো। এভাবে দায়িত্ব পালন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত বা রীতি। তবে মূল দায়িত্ব কখনো ফরয আইন, কখনো ওয়াজিব, কখনো ফরয কিফায়া বা নফল হতে পারে।

আরো লক্ষণীয় যে, মাশাইখ ফুরফুরা মূল ইবাদতের দিকেই লক্ষ্য রাখতেন, ইবাদতের পদ্ধতি বা উপকরণ নয়। এজন্য তাঁরা রাজনৈতিক সচেতনতা, রাষ্ট্রীয় জুলুম বা শরীয়ত-বিরোধিতার প্রতিবাদ, রাষ্ট্র সংস্কারের চেষ্টাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় সদস্য হওয়াকে ইবাদত বলে গণ্য করেন নি, উপকরণ বা পদ্ধতি হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। মাশাইখ ফুরফুরা কখনো ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রীয় জুলুম, অন্যায় বা ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছেন, কখনো কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছেন এবং কখনো দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে দেশ ও জাতির রাজনৈতিক কল্যাণে কথা বলেছেন।

রাজনীতির গুরুত্ব ও এ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি বিষয়ে শাইখ আবুবকর সিদ্দিকীর পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত ফুরফুরার পীর শাইখ আব্দুল হাই সিদ্দিকী বলেন: "ইসলাম রাজনীতি হতে কওমকে পৃথক করেনি। ইসলাম পূর্ণ ধর্ম। দুনিয়াতে কিভাবে বেঁচে থাকতে হবে, রাজা-প্রজার কি সম্বন্ধ হবে, বিচার-আচার কিরূপ হবে- সমস্তই ইসলামে আছে। রাজ্যশাসন, জীবিকা অর্জন, আত্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, অন্যের সাথে সম্পর্ক- সব বিষয়েই আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশিত মত ব্যতীত বিশ্বের যত প্রকার মত আছে বা হবে সবই বাতেল। খোদায়ী মতের রদবদল করার অধিকার কোন নেতা, আলেম বা কোন পীরের নাই- এমনকি স্বয়ং আমার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এরও ছিল না। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় রাজনীতির মোহে পড়ে একদল নেতা, আলেম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথের বিরুদ্ধাচরণ করেন। আল্লাহ পাক তাদের ছাড়বেন? ছাড়বেন না। আমি ফুরফুরার পীর সাহেব- আমাকেও ছাড়বেন না।

মানুষের মোয়াশেরাতী (জাগতিক) জীবনের বড় অংশ ছিয়াছত (রাজনীতি)। সুতরাং ছিয়াছত বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। ইসলামই দুনিয়াতে সর্ব প্রথম জমহুরিয়াত (গণতন্ত্র) কায়েম করেছে। জামাত জমহুরিয়াত প্রভৃতি হযরত নবী করীমের (ﷺ) শিক্ষা। ... ছিয়াছত, মোয়ামেলাত, তাহযীব, তামাদ্দুন যাবতীয় দরকারী ব্যাপারে সুন্নতের নীতি অনুসারে চলা হলো হুজুরের (ﷺ) মহব্বতের নতিজা। আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই হচ্ছে আমাদের পথ। ... দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য তলব করতে হবে। দুনিয়াতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক নীতি- সবকিছু আখেরাতের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। আখেরাতের দিকে লক্ষ্য রেখে দুনিয়ার কার্য সমাধা করলে ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। ইবাদতের নেকী আল্লাহর নিকট মজুদ থাকে। তার ওজরত (পারিশ্রমিক) দুনিয়াতে দান করেন এবং পুরস্কার আখেরাতে দান করেন। ...[১১৭]

অনেক সময় রাজনীতিবিদগণ পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণে রাজনীতির মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী কর্মকাণ্ড পালন করেন। যেমন, জোরপূর্বক হরতাল, উগ্রতা, রাজনীতির নামে গীবত চর্চা ইত্যাদি। শাইখ আবু বকর সিদ্দিকী এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। হরতাল বিষয়ে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র ইসলাম দর্শন পত্রিকা ১৩২৭ সালের আষাঢ় (১৯২০ খৃ) সংখ্যায় বলা হয়েছে: "হরতাল করার কোনো বিধানই ইসলামী শরীয়তে নাই। উহা অমুসলমান মি. গান্ধী প্রবর্তিত একটি অনুষ্ঠান মাত্র। হরতালে গরীবদের উপর ভীষণ জুলুম হয় এবং দুষ্ট লোকেরা নানা প্রকার অন্যায় অত্যাচার করিবার সুযোগ পায়। সুতরাং উহা অবৈধ ও পাপ কার্য।"[১১৮]

অনুরূপভাবে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে শাইখ আবু বকর সিদ্দিকী তার প্রতিবাদ করেন এবং এ বিষয়ক উগ্রতা, হিংস্রতা, সন্ত্রাস, আইন অমান্য ইত্যাদি বর্জন করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।[১১৯]

ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের আবেগ, ইসলাম বিরোধী আইনের প্রতিবাদ বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আবেগ অনেক সময় মানুষকে শরীয়ত বিরোধিতায় প্ররোচিত করে। ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য, ইসলামী আইন রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন-সম্মত ও শান্তিপূর্ণ পথে দাওয়াতই ইসলামের নির্দেশ। কুরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এরূপ সকল রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করারই ইসলামের নির্দেশ। এ নির্দেশ যেমন মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, তেমনি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে সে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। এ বিষয়ে আবুবকর সিদ্দিকী বলতেন: "শরিয়ত বিরুদ্ধ যাহাই হউক না কেন, আমি নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করতে কখনও পশ্চাৎপদ হব না। আবুবকর আল্লাহ ব্যতীত কাউকেও ভয় করে না। আমার সামনে কোরআন শরীফ, ডান পাশ্বে হাদিস শরীফ ও বাম পাশ্বে ব্রিটিশের আইন। আমি ব্রিটিশের আইন কোরআন ও হাদিস শরীফ দ্বারা বিচার করে দেখবো; যতক্ষণ উহা কোরআন ও হাদিস শরীফের খেলাফ না হয় আমি উহা পালন করতে বাধ্য থাকব।"[১২০]

এ বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে অনেক আবেগী মুসলিম "জুলুম", "অন্যায়" বা "ইসলামী আইন নয়" এ অজুহাতে রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করেন। এভাবে আইন অমান্য করে নিজের জীবন বিপন্ন করাকে শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী "আত্মহত্যা" বলে গণ্য করেছেন। দিওয়ান ইব্রাহিম তর্কবাগিশ লিখেছেন: "যশোহর জেলার কতিপয় অঞ্চলের অজ্ঞ মুসলমান কুচক্রে পতিত হয়ে 'রাজস্ব' দেওয়া বন্ধ করেছিল। জনাব পীর সাহেব কিবলা এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মাত্র সে সব অঞ্চলে ছুটিয়া যান এবং অজ্ঞ মুসলমানদের ভ্রান্তি দূর করেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন:- যে পর্যন্ত রাজ আইন আমাদের কোরআন ও হাদিস শরীফের বিরোধী না হয় সে পর্যন্ত উক্ত আইন-কানুন মেনে চলা আমাদের মজহাবের (ইসলাম ধর্মের) বিধি। অতএব যারা রাজ আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে, অবশেষে জীবন বিনষ্ট করতে বাধ্য হয়, তারা আত্মহত্যার পাপে পতিত হবে।"[১২১]

বস্তুত, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন যুগে ও দেশে সংস্কার ও ইসলামী জাগরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নিম্নের বিষয়গুলি ছিল এ সকল সংস্কার ও জাগরণের বাহন: (১) ওয়ায-নসীহত ও গণ-দাওয়াত, (২) ইলম বা শিক্ষা বিস্তার, (৩) সূফীগণের আত্মশুদ্ধি আন্দোলন ও (৪) রাজনীতি।

মাশাইখ ফুরফুরা তাদের সংস্কার আন্দোলনে উপরের চারটি খাতই ব্যবহার করেছেন, সব ক্ষেত্রেই বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং এগুলির সমন্বয়ে একটি অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষত সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কুরআন ও সুন্নাহ নির্ভরতা ও জাল হাদীস বিরোধিতার এক অনুপম ও মুবারক প্রচেষ্টা আমরা তাঁদের কর্মকাণ্ডে দেখতে পাই। মহান আল্লাহ দীন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাতের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
হাদীস বনাম জাল হাদীস

১. ২. ১. হাদীস: পরিচিতি ও গুরুত্ব

1. 2. 1. 1. nv`x‡mi cwiwPwZ I msÁv

Aviex Ònv`xmÓ kãwUi GK A_© ÒbZzbÓ, Ab¨ A\_© ÒK\_vÓ| mvaviYfv‡e Avgiv nv`xm ej‡Z Òivm~jyj-vn ﷺ-Gi K_vÓ eywS| gynvwÏmM‡Yi cwifvlvq Ò**†h K_v, Kg©, Aby‡gv`b ev weeiY‡K ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi e‡j cÖPvi Kiv n‡q‡Q ev `vex Kiv n‡q‡QÓ ZvB Ònv`xmÓ|** GQvov mvnvexMY I Zv‡eqxM‡Yi K\_v, Kg© I Aby‡gv`b‡KI nv`xm ejv nq| ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi Kg©, K\_v ev Aby‡gv`b wn‡m‡e ewY©Z nv`xm‡K **Ògvid,Õ nv`xmÓ**, mvnvexM‡Yi Kg©, K_v ev Aby‡gv`b wn‡m‡e ewY©Z nv`xm‡K **ÒgvDK,d nv`xmÓ** Ges Zv‡eqxM‡Yi Kg©, K\_v ev Aby‡gv`b wn‡m‡e ewY©Z nv`xm‡K **ÒgvKZ,Õ nv`xmÓ** ejv nq|[122]

GLv‡b j¶Yxq †h, †h K_v, KvR, Aby‡gv`b ev eY©bv ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi e‡j `vex Kiv n‡q‡Q ev ejv n‡q‡Q Zv‡KB gynvwÏmM‡Yi cwifvlvq Ônv`xmÕ e‡j MY¨ Kiv nq| Zv mZ¨B ivm~jyj-vni (ﷺ) K\_v wKbv Zv hvPvB K‡i wbf©iZvi wfwË‡Z gynvwÏmMY nv`xm‡K wewfbœ cÖKv‡i I ch©v‡q wef³ K‡i‡Qb|[১২৩]

1. 2. 1. 2. nv`x‡mi gh©v`v I ¸i"Z¡

`x‡bi mKj cÖKvi wek¦vm I K‡g©i wfwË ÒInxÓ ev Avmgvbx cÖZ¨v‡`k (revelation)| KziAvb Kvix‡g evisevi ejv n‡q‡Q †h, Avj-vn Zuvi ivm~j‡K (ﷺ) `yBwU welq cÖ`vb K‡i‡Qb: GKwU ÔwKZveÕ ev Ôcy¯—KÕ Ges wØZxqwU ÔwnKgvnÕ ev ÔcÖÁvÕ|[124] GB cy¯—K ev ÔwKZveÕ Avj-KziAvb, hv ûeû Inxi k‡ã I ev‡K¨ msKwjZ n‡q‡Q| Avi ÔwnKgvnÕ ev cÖÁv A_© Inxi gva¨‡g cÖ`Ë AwZwi³ cÖv‡qvwMK Ávb hv  Avj-vn Zuvi ivm~j (ﷺ)-‡K cÖ`vb K‡ib hv wZwb wb‡Ri fvlvq Zv cÖKvk K‡ib Ges Ônv`xmÕ bv‡g msKwjZ n‡q‡Q| Avi G `y cÖKv‡i Inx: KziAvb I nv`x‡mi Dc‡iB Bmjv‡gi mKj wek¦vm, Kg©, weavb I AvPi‡Yi wfwË|

Bmjvgx Rxebe¨e¯'vq nv`x‡mi ¸i"‡Z¡i welqwU Av‡jvPbv evn¨Z wb®cÖ‡qvRb| KziAvb Kvix‡gi A‡bK wb‡`©k, ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi AMwYZ wb‡`©k I mvnvexM‡Yi Kg©-c×wZ m‡›`nvZxZfv‡e cÖgvY K‡i †h, Ônv`xmÕ Bmjvgx Rxeb-e¨e¯'vi wØZxq Drm I wfwË| e¯'Z gymwjg D¤§vni mKj hy‡Mi mKj gvbyl G wel‡q GKgZ| mvnvexM‡Yi hyM †\_‡K ïi" K‡i mKj hy‡M nv`xm wk¶v, msKjb, e¨vL¨v Ges nv`x‡mi Av‡jv‡K gvbe Rxeb cwiPvwjZ Kivi cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q| Gfv‡e M‡o D‡V‡Q nv`xm welqK mywekvj Ávb-fvÊvi|

ÒkxqvÓ ag©g‡Zi AbymvwiMY, KwZcq Bn~`x-L"÷vb ÔcÖvP¨we`Õ cwÊZ I gymwjg D¤§vni †Kv‡bv †Kv‡bv ÔcwÊZÕ wewfbœ mg‡q I wewfbœ fv‡e nv`x‡mi ¸i"Z¡ A¯^xKvi Ki‡Z †Póv K‡i‡Qb| Avgiv **Ònv`x‡mi bv‡g RvwjqvwZÓ** MÖ‡š' Zv‡`i weåvwš—¸wji we¯—vwiZ ch©v‡jvPbv K‡iwQ| GLv‡b Avgiv ms‡¶‡c ej‡Z cvwi †h, nv`xm ev` w`‡q ÔKziAvbÕ gvbvi `vwe KziAv‡bi my¯úó wb‡`©‡ki mv‡_ mvsNwl©K| Avj-vn evisevi †NvlYv K‡i‡Qb †h wZwb Zuvi ivm~j‡K wKZve I wnKgvn `ywU c"\_K welq cÖ`vb K‡i‡Qb, Kv‡RB wnKgvn ev nv`xm ev` w`‡q ïay KziAvb cvj‡bi `vwe Kivi A_© KziAv‡bi Ø¨_©nxb wb‡`©k A¯^xKvi Kiv|

GQvov KziAv‡b ivm~jyj-vn ﷺ-Gi AbyKiY-AbymiY‡K Avj-vni †cÖg I ¶gvjv‡fi kZ© wn‡m‡e D‡j-L Kiv n‡q‡Q| KziAv‡bi wb‡`©k †g‡b ivm~jyj-vn ﷺ-Gi AvbyMZ¨ Kiv hvq, wKš' AbyKiY Kiv hvq bv| KviY Zuvi Bev`Z, e‡›`Mx, AvPiY BZ¨vw` †Kv‡bv welqB KziAv‡b Av‡jvwPZ nq wb, nv`x‡m Av‡jvwPZ n‡q‡Q| Kv‡RB Ònv`xmÓ Qvov †Kv‡bvfv‡eB Zuvi AbymiY-AbyKiY m¤¢e bq| Gfv‡e KziAvb cÖgvY K‡i †h, nv`xm ev` w`‡j Avj-vni †cÖg I ¶gvjvf m¤¢e bq|

gynv¤§v` (ﷺ)-Gi cwiPq, Zuvi gnvb PwiÎ, ¸Yvewj, gywRhv, byeyIqvZ I Rxe‡bi Ab¨vb¨ †Kv‡bv NUbvB nv`xm Qvov Rvbv m¤¢e bq| KziAv‡bi wewfbœ Avqv‡Zi g‡a¨ †Kvb&wU Av‡M I †Kvb&wU c‡i, †Kvb& AvqvZwU †Kvb& NUbvi mv‡_ RvwoZ ZvI nv`xm Qvov Rvbv m¤¢e bq| cÖv‡qwMKfv‡e cÖgvwYZ †h, nv`xm ev` w`‡q KziAvb cvjb †Kv‡bvfv‡eB m¤¢b bq| Cgvb, mvjvZ, wmqvg, hvKvZ, nv¾ I Ab¨v †Kv‡bv Bev`ZB KziAv‡b c~Y©v½ I cÖv‡qvwMKfv‡e D‡j-L Kiv nq wb| mKj wel‡qi g~jbxwZ D‡j-L Kiv n‡q‡Q| Kv‡RB nv`xm ev` w`‡j G mKj Bev`Z †Kv‡bvwUB cvjb Kiv m¤¢e bq| nv`xm ev` w`‡j Bmjvg GKwU cÖ‡qvMnxb KvíwbK a‡g© cwiYZ nq| Avi GRb¨B Bn~`x-L„÷vb cÖvP¨we`MY, Kvw`qvbx, evnvC I Ab¨vb¨ weåvš— m¤cÖ`vq gymwjg D¤§vn‡K nv`xm †\_‡K wew"Qbœ Ki‡Z wewfbœ AccÖPvi Pvwj‡q \_v‡Kb| KL‡bv XvjvI fv‡e nv`x‡mi cÖwZ, KL‡bv we‡kl †Kv‡bv wel‡q ewY©Z nv`x‡mi cÖwZ, KL‡bv we‡kl †Kv‡bv mvnvex ewY©Z nv`x‡mi cÖwZ, KL‡bv gynvwÏmM‡Yi wbix¶v c×wZi cÖwZ, KL‡bv gynvwÏmMY †h mKj nv`xm‡K mnxn e‡j wbwðZ K‡i‡Qb †m¸wji cÖwZ KUv¶ K‡i ev m‡›`n m„wó K‡i Zviv AccÖPvi Pvjvb|

mvnvexM‡Yi hyM †_‡K AvR ch©š— gymwjg D¤§vni mKj k^a‡gi g~j wfwË GB †h, ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi nv`x‡mi AbymiY Qvov KziAvb cvjb, Bmjvg cvjb ev gymjgvb nIqv hvq bv| Avgv‡`i Rxeb Pjvi Ab¨Zg cv‡_q nv`x‡m ivm~j (ﷺ)| Z‡e Avgv‡`i Aek¨B weï× I cÖgvwYZ nv`x‡mi Dci wbf©i Ki‡Z n‡e|

nv`x‡mi gh©v`v I ¸i"Z¡ m¤úª‡K© mvnvexM‡Yi hyM †_‡K gymwjg D¤§vn g~jZ GKgZ| Avi GRb¨B GKw`‡K nv`xm msKjb I msi¶Y Ges Ab¨ w`‡K nv`x‡mi bv‡g RvwjqvwZ I wg_¨v cÖwZ‡iv‡ai m‡e©vËg wbix¶v I wePvi c×wZ AbymiY K‡i‡Qb Zuviv|

১. ২. ২. জাল হাদীস, মাউযূ হাদীস ও মিথ্যা হাদীস

evsjv fvlvq ÒRvjÓ kãwUi g~j A_© gvQ ev Ab¨ wKQz aivi ÒRvjÓ ev Av"Qv`b| bKj ev †gwK A‡\_© evsjv fvlvq ÒRvjÓ kãwU m¤¢eZ Aviex †\_‡KB evsjvq cÖ‡ek K‡i‡Q| Aviex‡Z (جعل) ÒRvAvjvÓ k‡ãi A\_© evbv‡bv, ivLv...(make, place, lay...) BZ¨vw`| weMZ K‡qK kZvãx hver D`©y I dvm©x‡Z Ges KL‡bv KL‡bv Aviex‡Z K…wÎg, ev‡bvqvU ev †gwK A‡_© (جعلي) ÔRvjxÕ kãwU e¨envi Kiv n‡"Q| evn¨Z cÖZxqgvb nq †h, GB (جعلي) ÒRvÕjxÓ kãwUB weewZ©Z n‡q evsjvq ÒRvjÓ k‡ã iƒcvš—wiZ n‡q‡Q|

nv`x‡m I 1g kZ‡K mvnvex-ZvweqxM‡Yi cwifvlvq ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi bv‡g Kw\_Z wg\_¨v K\_v‡K حديث كذب ev Ôwg\_¨v nv`xmÕ e‡j AwfwnZ Kiv n‡Zv| Avey Dgvgvn (iv) e‡jb, ivm~jyj-vn (ﷺ) e‡jb:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثاً كَذِباً مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Ò†h e¨w³ B"Qvc~e©K Avgvi bv‡g Ôwg_¨v nv`xmÕ ej‡e Zv‡K Rvnvbœv‡g emevm Ki‡Z n‡e|Ó[125]

†h K_v ivm~jyj-vn ﷺ e‡jb wb Zv Zuvi bv‡g ejv n‡j mvnvex- ZvweqxMY Ôهذا الحديث كذبÕ G nv`xmwU wg\_¨v, Ôحديث كذبÕ wg\_¨v nv`xmÕ BZ¨vw` kã e¨envi Ki‡Zb| G ai‡bi gvbyl‡`i m¤ú‡K© Ôwg_¨vev`xÕ (كذّاب), Ô†m wg\_¨v e‡jÕ (يكذب) BZ¨vw` kã e¨envi Ki‡Zb|[১২৬]

wØZxq wnRix kZK †_‡K wg_¨v, ev‡bvqvU ev Rvj nv`xm eySv‡Z ÒgvDh~ ev gvD`~ (موضوع) [১২৭] cwifvlvwU e¨envi Kiv nq|

Gfv‡e Avgiv †`LwQ †h, wg\_¨v nv`xm, gvDh~ nv`xm ev Rvj nv`xm ej‡Z †m nv`xm eySv‡bv nq hv ev‡bvqvUfv‡e ivm~jyj-vn ﷺ-Gi bv‡g cÖPvwiZ n‡q‡Q| gynvwÏmM‡Yi cwifvlvq Rvj nv`xm ev gvDh~ nv`xm: (ما تفرد بروايته كذاب) Ò‡h nv`xm ïaygvÎ †Kv‡bv wg_¨vev`x ivex eY©bv K‡i‡Q Zv gvDh~ nv`xm|Ó[128]

†Kv‡bv eY©bvKvix wg_¨vev`x wKbv Zv wbwðZ Ki‡Z mvnvexMY I cieZx© hyM¸wji gynvwÏmMY AZ¨š— ˆeÁvwbK wbix¶v c×wZ AbymiY K‡i‡Qb, hv AvaywbK wePvivjq¸wj‡Z DÌvwcZ mv¶x I mv‡¶¨i wbf©yjZv wbY©‡qi c×wZi gZB ev Zvi †P‡qI my²| **Ònv`x‡mi bv‡g RvwjqvwZÓ** MÖ‡š' cvVK G c×wZi we¯—vwiZ ch©v‡jvPbv †`L‡Z cv‡eb| Giƒc wbix¶vi gva¨‡g †Kv‡bv ivex ev eY©bvKvix hw` wg_¨vev`x e‡j wPwýZ nb Ges †Kv‡bv nv`xm Giƒc wg_¨vev`x ivex wfbœ Avi †Kv‡bv ivex eY©bv bv K‡ib Z‡e †m nv`xm‡K Rvj nv`xm e‡j wPwýZ Kiv nq|

Rvj nv`x‡mi msÁv e¨vL¨vq Avj-vgv Avey Rvdi wmwÏKx Zuvi ÒgvDh~AvZÓ MÖ‡š'i f~wgKvq e‡j‡Qb: Ò†h nv`x‡mi eY©bvKvix‡K wg_¨vev`x e‡j Awfhy³ Kiv n‡q‡Q †m nv`xm‡K Rvj nv`xm e‡j...|Ó GQvov wZwb Rvj nv`x‡mi kãMZ I A_©MZ wKQz AvjvgZ D‡j-L K‡i‡Qb, †h¸wj Avgiv cieZ©xKv‡j Av‡jvPbv Kie, Bbkv Avj-vn|

১. ২. ৩. জাল হাদীস প্রতিরোধে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা

Avgiv †`‡LwQ †h, Inxi Dc‡iB Øx‡bi wfwË| Inx webó n‡j `xb webó n‡eB| c~e©eZ©x D¤§vZ¸wji wel‡q KziAv‡bi eY©bv †_‡K Avgiv †`wL †h, `yfv‡e Inx webó nq: **cÖ_gZ,** Inxi gva¨‡g cÖvß wb‡`©kbv, wk¶v ev wKZve fy‡j hvIqv ev nvwi‡q †djv| **wØZxqZ**, gvby‡li gvbexq Ávb-we‡eK cÖm~Z K\_v‡K RvwjqvwZ K‡i Inx e‡j Pvjv‡bv ev Inxi mv‡\_ gvbexq K\_v‡K wgwk‡q †djv| Gfv‡eB Bn~`x, L"÷vb I Ab¨vb¨ RvwZ Zv‡`i `xb webó K‡i‡Q|

gnvb Avj-vn Zuvi me©‡kl I me©‡kªô ivm~j gynv¤§v` (ﷺ)-‡K cÖ`Ë `y cÖKvi Inx: KziAvb I nv`xm Dfq‡KB G `ycÖKvi webóZv †\_‡K msi¶‡Yi e¨e¯'v K‡i‡Qb| KziAvb Av¶wiKfv‡e gyL¯— K‡i msi¶Y Kiv n‡q‡Q| nv`xmI gyL¯— ivL‡Z I weï×fv‡e cÖPvi Ki‡Z wb‡`©k †`Iqv n‡q‡Q| cvkvcvwk ms‡hvRb, we‡qvRb ev RvwjqvwZ †_‡K i¶vi Rb¨ wewfbœ wb‡`©kbv cÖ`vb K‡i‡Qb| **Ònv`x‡mi bv‡g RvwjqvwZÓ** MÖ‡š' G wel‡q wek` Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| GLv‡b ms‡¶‡c Avj-vn I Zuvi ivm~‡ji bv‡g wg_¨v K_b †_‡K weiZ _vK‡Z I Inx‡K RvwjqvwZ †_‡K gy³ ivL‡Z KziAvb I nv`x‡mi K‡qKwU wb‡`©kbv Avgiv D‡j-L KiwQ|

1. 2. 3. 1. wg_¨v‡K m‡e©vZfv‡e wbwl× Kiv

nv`x‡mi bv‡g wg\_¨v A\_© Inxi bv‡g wg\_¨v| ïay Inxi bv‡g wg\_¨vB bq, mKj wg\_¨v wbwl× I KwVb nvivg K‡i‡Q Bmjvg| G wel‡q KziAvb I nv`x‡mi wb‡`©kbv mK‡jiB Rvbv| Avj-vn e‡jb:

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

ÒAvj-vn mxgvjsNbKvix wg_¨vev`x‡K mrc‡_ cwiPvwjZ K‡ib bv|Ó[129]

AMwYZ nv`x‡m wg\_¨v‡K fq¼iZg cvc wnmv‡e D‡j-L Kiv n‡q‡Q| GK nv`x‡m ivm~jyj-vn mvj-vj-vû AvjvBwn Iqv mvj-vg e‡j‡Qb

الْمُؤْمِنُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ

Ògywg‡bi cÖK…wZ‡Z me Af¨vm _vK‡Z cv‡i, wKš' wLqvbZ (wek¦vmf½) I wg_¨v _vK‡Z cv‡i bv|[130]

1. 2. 3. 2. Inxi bv‡g wg_¨vi wb‡lavÁv

wg_¨vi cÖwZ N"Yv me©Rbxb| Bmjv‡g G N"Yv‡K my`"p I myMfxi Kiv n‡q‡Q| Avi wg\_¨v hw` KziAvb ev nv`x‡mi bv‡g nq A_©vr Inxi bv‡g nq Zvn‡j Zv Av‡iv †ewk N"wYZ I ¶wZKi| mvaviYfv‡e wg_¨v e¨w³ gvby‡li ev gvbe mgv‡Ri Rb¨ RvMwZK ¶wZ e‡q Av‡b| Avi Inxi bv‡g wg_¨v gvbe mgv‡Ri Bn‡jŠwKK I cvi‡jŠwKK ¯'vqx aŸsm I ¶wZ K‡i| gvbyl ZLb a‡g©i bv‡g gvbexq eywׇ cÖm~Z wewfbœ K‡g© wjß n‡q RvMwZK I cvi‡jŠwKK aŸs‡mi g‡a¨ wbcwZZ nq| c~e©eZ©x ag©¸wji w`‡K ZvKv‡j Avgiv welqwU ¯úófv‡e †`L‡Z cvB| Avgiv Av‡MB e‡jwQ †h, gvbexq Ávb cÖm~Z K_v‡K Inxi bv‡g Pvjv‡bvB a‡g©i weK…wZ I wejywßi KviY| mvaviYfv‡e G mKj a‡g©i cÖvÁ cwÊZMY a‡g©i Kj¨v‡YB G mKj K_v Inxi bv‡g Pvwj‡q‡Qb| Zviv g‡b K‡i‡Qb †h, Zv‡`i G mKj K_v, e¨vL¨v, gZvgZ Inxi bv‡g Pvjv‡j gvby‡li g‡a¨ Ôavwg©KZvÕ, Ôfw³Õ BZ¨vw` evo‡e Ges Avj-vn Lywk n‡eb| Avi Gfv‡e Zviv Zv‡`i ag©‡K weK…Z I ag©vej¤^x‡`i‡K weåvš— K‡i‡Qb| m¤¢eZ kqZvb Zv‡`i eyS‡Z †`q wb †h, gvbyl hw` gvbexq cÖÁvq G mKj welq eyS‡Z cvi‡Zv Zvn‡j Inxi cÖ‡qvRb n‡Zv bv|

Bmjv‡g Inxi bv‡g wg_¨v we‡klfv‡e wb‡la Kiv n‡q‡Q| KziAvb-nv`x‡m G wel‡q AmsL¨ wb‡`©kbv i‡q‡Q| wewfbœ Avqv‡Z ejv n‡q‡Q:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

"আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে?"[১৩১]

1. 2. 3. 3. nv`x‡mi bv‡g wg_¨vi we‡kl wb‡lavÁv

nv`x‡mi bv‡g wg\_¨v ejvi wel‡q we‡kl wb‡lavÁv cÖ`vb K‡i‡Qb ivm~jyj-vn ﷺ| GK nv`x‡m Avjx (iv) e‡jb, ivm~jyj-vn ﷺ e‡j‡Qb:

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

Ò†Zvgiv Avgvi bv‡g wg_¨v ej‡e bv; KviY †h e¨w³ Avgvi bv‡g wg_¨v ej‡e Zv‡K Rvnvbœv‡g cÖ‡ek Ki‡Z n‡e|Ó[132]

mvjvgvn Bebyj AvKIqv (iv) e‡jb: ivm~jyj-vn (ﷺ) e‡j‡Qb :

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار

ÒAvwg hv ewj wb †m K_v †h Avgvi bv‡g ej‡e Zvi Avevm¯’j n‡e Rvnvbœvg|Ó[133]

Bmjv‡gi ¸i“Z¡c~Y© nv`xm¸wji AwaKvskB `y/Pvi Rb mvnvexi gva¨‡g ewY©Z| Avi nv`x‡mi bv‡g wg\_¨v ejvi wb‡lavÁv cÖvq 100 Rb cÖwm× mvnvex †\_‡K kZvwaK c"\_K mb‡` ewY©Z| GZ †ewk mvnvex †_‡K GZ †ewk mb‡` Avi †Kv‡bv nv`xm ewY©Z nq wb| GwU cÖgvY K‡i †h, ivm~jyj-vn ﷺ AZ¨š— ¸i"‡Z¡i mv‡_ m`v-me©`v G wel‡q mvnvexM‡Y‡K wb‡`©kbv cÖ`vb Ki‡Zb I mveavb Ki‡Zb|[134]

1. 2. 3. 4. †ewk nv`xm ejv I gyL¯' Qvov nv`xm ejvi wb‡lavÁv

†ewk nv`xm ej‡Z †M‡j fy‡ji m¤¢vebv \_v‡K| GRb¨ G wel‡q mZK© n‡Z wb‡`©k w`‡q‡Qb ivm~jyj-vn (ﷺ)| weï× gyL¯' m¤ú‡K© cwic~Y© wbwðZ bv n‡q †Kv‡bv nv`xm eY©bv Ki‡Z wZwb wb‡la K‡i‡Qb| Avey KvZv`vn (iv) e‡jb, ivm~jyj-vn ﷺ wg¤^v‡ii Dc‡i `uvwo‡q e‡jb,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّيْ! فَمَنْ قَالَ عني فَلْيَقُلْ حَقًّا وَصِدْقًا (فلا يقل إلا حقا) وَمَنْ تَقَوَّلَ (قال) عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ÒLei`vi! †Zvgiv Avgvi bv‡g †ewk †ewk nv`xm ejv †_‡K weiZ _vK‡e| †h Avgvi bv‡g wKQz ej‡e, †m †hb mwVK K_v e‡j| Avi †h Avgvi bv‡g Ggb K_v ej‡e hv Avwg ewj wb Zv‡K Rvnvbœv‡g emevm Ki‡Z n‡e|Ó[135]

G A‡_© Av‡iv A‡bK¸wj nv`xm wewfbœ mnxn mb‡` ewY©Z|[১৩৬]

Gfv‡e wewfbœ nv`x‡m ivm~jyj-vn ﷺ Zuvi D¤§vZ‡K Zuvi nv`xm ûeû I wbf©yjfv‡e gyL¯' ivL‡Z I gyL¯' nv`xm cÖPvi Ki‡Z wb‡`©k w`‡q‡Qb| Aciw`‡K cwic~Y© gyL¯' bv _vK‡j †m nv`xm eY©bv Ki‡Z wb‡la K‡i‡Qb| KviY B"Qvq ev Awb"Qvq, wZwb hv e‡jb wb †m K\_v Zuvi bv‡g ejv wbwl×| fyjµ‡gI hv‡Z Zuvi nv`x‡mi g‡a¨ †ni‡di bv nq GRb¨ wZwb cwic~Y© gyL¯' Qvov nv`xm ej‡Z wb‡la K‡i‡Qb| mvnvexMY G wel‡q AZ¨š— mZK© \_vK‡Zb e‡j Avgiv AMwYZ nv`x‡m †`L‡Z cvB|

1. 2. 3. 5. A‡b¨i eY©bv MÖn‡Yi Av‡M hvPvB‡qi wb‡`©k

wb‡R Avj-vn ev Zuvi ivm~j (ﷺ)-Gi bv‡g wg_¨v ejv †hgb wbwl×, †Zgwb A‡b¨i †Kv‡bv Awbf©i‡hvM¨ eY©bv MÖnY KivI wbwl×| †h †Kv‡bv msev` ev e³e¨ MÖn‡Y mZK© \_vK‡Z wb‡`©k w`‡q Avj-vn e‡jb:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين

Ò†n gywgbMY, hw` †Kv‡bv cvcx †Zvgv‡`i wbKU †Kv‡bv evZ©v Avbqb K‡i, †Zvgiv Zv cix¶v K‡i †`L‡e hv‡Z AÁZvekZ †Zvgiv †Kv‡bv m¤cÖ`vq‡K ¶wZMÖ¯' bv Ki, Ges c‡i †Zvgv‡`i K…ZK‡g©i Rb¨ AbyZß bv nI|Ó[137]

G wb‡`©‡ki Av‡jv‡K, †KD †Kv‡bv mv¶¨ ev Z\_¨ cÖ`vb Ki‡j Zv MÖn‡Yi c~‡e© †m e¨w³i e¨w³MZ mZZv I Z_¨ cÖ`v‡bi Zvi wbf©yjZv hvPvB Kiv gymwj‡gi Rb¨ dih| RvMwZK mKj wel‡qi †P‡qI †ewk mZK©Zv I wbix¶v cÖ‡qvRb ivm~jyj-vn (ﷺ) welqK evZ©v ev evYx MÖn‡Yi †¶‡Î| KviY RvMwZK wel‡q fyj Z\_¨ ev mv‡¶¨i Dci wbf©i Ki‡j gvby‡li m¤ú`, m¤£g ev Rxe‡bi ¶wZ n‡Z cv‡i| Avi ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi nv`xm ev Inxi Áv‡bi wel‡q AmZK©Zvi cwiYwZ Cgv‡bi ¶wZ I AvwLiv‡Zi Abš— Rxe‡bi aŸsm| GRb¨ gymwjg D¤§vn me©`v mKj Z_¨, nv`xm I eY©bv cix¶v K‡i MÖnY K‡i‡Qb|

1. 2. 3. 6. wg_¨v e‡j m‡›`nK…Z nv`xm ejvi wb‡lavÁv

Dc‡ii Avqv‡Zi Av‡jv‡K Avgiv RvbwQ †h, A‡b¨i ewY©Z, msKwjZ, D×„Z ev Kw_Z Ònv`xmÓ MÖn‡Yi Av‡M Zv hvPvB Kiv dih| hvPvB‡q hw` Zv AmZ¨ ev wfwËnxb e‡j cÖgvwYZ nq Zvn‡j Zv eR©b Kiv dih| Avi hw` fyj ev wg_¨v e‡j cÖgvwYZ bv n‡jI Òm‡›`nÓ nq Zvn‡jI Zv‡K Ònv`xmÓ wn‡m‡e MÖnY ev cÖPvi Ki‡Z wb‡la K‡i‡Qb ivm~jyj-vn ﷺ| Avey ûivBiv (iv) e‡jb, ivm~jyj-vn (ﷺ) e‡j‡Qb:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ÒGKRb gvby‡li cvcx nIqvi Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, †m hv ïb‡e ZvB eY©bv Ki‡e|Ó[138]

mvgyivn (iv) I gyMxivn (iv) e‡jb, ivm~jyj-vn ﷺ e‡j‡Qb:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

Ò†h e¨w³ Avgvi bv‡g †Kv‡bv nv`xm ej‡e Ges Zvi g‡b m‡›`n n‡e †h, nv`xmwU wg_¨v, †mI GKRb wg_¨vev`x|Ó[139]

1. 2. 3. 7. wg_¨v nv`xm eY©bvKvix‡`i †_‡K mZK© Kiv

gymwjg D¤§vni wfZ‡i wg_¨vev`x nv`xm eY©bvKvix e¨w³e‡M©i D™¢e n‡e e‡j ivm~jyj-vn ﷺ D¤§vZ‡K mZK© K‡i‡Qb Ges Gi*f*c RvwjqvZ‡`i †_‡K mveavb _vK‡Z wb‡`©k w`‡q‡Qb| wZwb e‡jb:

سَيَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

Ò†kl hy‡M Avgvi D¤§v‡Zi wKQz gvbyl †Zvgv‡`i‡K Ggb me nv`xm ej‡e hv †Zvgiv ev †Zvgv‡`i wcZv-wcZvgnMY ïb wb| Lei`vi! †Zvgiv Zv‡`i †_‡K mveavb _vK‡e, Zv‡`i †_‡K `y‡i _vK‡e|Ó[140]

১. ২. ৪. জাল হাদীসের বিধান

1. 2. 4. 1. nv`x‡mi bv‡g wg_¨v ejv KwVbZg Kexiv †Mvbvn

Dc‡i Dwj-wLZ AvqvZ I nv`x‡mi Av‡jv‡K Avgiv AwZ mn‡RB eyS‡Z cvwi †h, nv`x‡mi bv‡g wg_¨v ejv ev gvby‡li K_v‡K nv`xm e‡j Pvjv‡bv RNb¨Zg cvc I Aciva| G wel‡q gymwjg D¤§vni g‡a¨ †Kv‡bvi*f*c mskq ev wØav †bB| mvnvexMY mvgvb¨Zg Awb”QvK…Z ev AmveavbZvg~jK fy‡ji f‡q nv`xm ejv †_‡K weiZ _vK‡Zb| nv`xm eY©bvq Awb”QvK…Z fyj‡KI Zviv fqvbK cvc g‡b K‡i mZK©Zvi mv‡_ cwinvi Ki‡Zb| GQvov A‡b¨i ev‡bv‡bv wg_¨v nv`xm eY©bv Kiv‡KI Zuviv wg_¨v nv`xm evbv‡bvi gZ Aciva e‡j g‡b Ki‡Zb|

G cÖm‡½ Bgvg Avey hvKvwiqv BqvnBqv Beby kvivd Avb-bvevex (676 wn) e‡jb: G mKj nv`xm †_‡K Rvbv hvq †h, ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi bv‡g wg_¨v ejv KwVbZg nvivg, fq¼iZg Kexiv †Mvbvn Ges Zv RNb¨Zg I aŸsmvZ¥K Aciva| G wel‡q gymwjg D¤§vn GKgZ| Z‡e AwaKvsk Avwj‡gi g‡Z G Aciv‡ai Kvi‡Y KvD‡K Kvwdi ejv hv‡e bv| †h e¨w³ ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi bv‡g †Kv‡bv wg_¨v ej‡e †m hw` Zvi wg_¨v ejv‡K nvjvj g‡b bv K‡i Zvn‡j Zv‡K Kvwdi ejv hv‡e bv| †m cvcx gymwjg| Avi hw` †m KwVbZg G cvc‡K nvjvj g‡b K‡i Zvn‡j †m Kvwdi e‡j MY¨ n‡e| Avey gynv¤§v` Avj-RyAvBbx I Ab¨vb¨ KwZcq Bgvg GB Aciva‡K Kzdzix e‡j MY¨ K‡i‡Qb| RyAvBbx ej‡Zb, †h e¨w³ B”Qvc~e©K ivm~jyj-vn (ﷺ)-Gi bv‡g wg_¨v ej‡e †m Kvwdi e‡j MY¨ n‡e Ges Zv‡K g„Zz¨`Ê cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

G mKj nv`xm †_‡K Av‡iv Rvbv hvq †h, ivm~jyj-vn mvj-vj-vû AvjvBwn Iqv mvj-v‡gi bv‡g †h †Kv‡bv wg_¨vB mgfv‡e nvivg, Zv †h wel‡qB †nvK| kixq‡Zi wewaweavb, dhxjZ, Iqvh, †bKKv‡R Drmvn cÖ`vb, cv‡ci fxwZ ev Ab¨ †h †Kv‡bv wel‡q Zuvi bv‡g †Kv‡bv wg_¨v ejv KwVbZg nvivg I fq¼iZg Kexiv †Mvbvn| G wel‡q gymwjg D¤§vni HKgZ¨ i‡q‡Q| huviv gZvgZ cÖKvk Ki‡Z cv‡ib Ges huv‡`i gZvgZ MÖnY Kiv hvq Zuv‡`i mK‡jB G wel‡q GKgZ|[141]

1. 2. 4. 2. gvDh~ nv`xm D‡j-L ev cÖPvi KivI KwVbZg nvivg

Bgvg beex Av‡iv e‡jb: ÁvZmv‡i †Kv‡bv wg_¨v ev ev‡bvqvU nv`xm eY©bv KivI nvivg, Zv †h A‡_©B †nvK bv †Kb| Z‡e wg_¨v nv`xm‡K wg_¨v wnmv‡e Rvbv‡bvi Rb¨ Zvi eY©bv Rv‡qh|[142]

Ab¨Î wZwb e‡jb: hw` †KD Rvb‡Z cv‡ib †h, nv`xmwU gvDh~ A_©vr wg_¨v ev Rvj, A_ev Zvi g‡b †Rviv‡jv aviYv nq †h, nv`xmwU Rvj Zvn‡j Zv eY©bv Kiv Zvi Rb¨ nvivg| hw` †KD Rvb‡Z cv‡ib A_ev aviYv K‡ib †h, nv`xmwU wg_¨v

Ges ZviciI wZwb †m nv`xmwU eY©bv K‡ib, wKš‘ nv`xmwUi ev‡bvqvU nIqvi welq D‡j-L bv K‡ib, Z‡e wZwbI nv`xm ev‡bvqvUKvix e‡j MY¨ n‡eb Ges G mKj nv`x‡m Dwj-wLZ fqvbK kvw¯—i Aš—f©y³ n‡eb|[143]

Bgvg BivKx (806 wn) e‡jb: gvDh~ nv`xm †h wel‡q ev †h A‡_©B †nvK&, Zv ejv nvivg| AvnKvg, Mí-Kvwnbx, dhxjZ, †bKK‡g© Drmvn, cvc †_‡K fxwZ cÖ`k©b ev Ab¨ †h †Kv‡bv wel‡qB †nvK bv †Kb, †h e¨w³ Zv gvDh~ e‡j Rvb‡Z cvi‡e Zvi Rb¨ Zv eY©bv Kiv, cÖPvi Kiv, Zvi Øviv `jxj †`Iqv ev Zvi Øviv Iqvh Kiv Rv‡qh bq| Z‡e nv`xmwU †h Rvj I ev‡bvqvU †mK_v D‡j-L K‡i Zv ejv hvq|[144]

1. 2. 4. 3. nv`xm ev‡bvqvUKvixi ZvIevi weavb

nv`x‡mi bv‡g wg_¨v ejv I Ab¨vb¨ wel‡q wg_¨v ejvi g‡a¨ GKwU we‡kl cv_©K¨ n‡jv, nv`xm-RvwjqvZKvix ZvIev Ki‡jI gynvwÏmM‡Yi wbKU MÖnY‡hvM¨Zv wd‡i cvq bv| cÂg kZ‡Ki Ab¨Zg †kªô gynvwÏm I dKxn Avng` Beby mvweZ LZxe evM`v`x (463 wn) e‡jb: †h e¨w³ gvby‡li mv‡_ wg_¨v e‡j Zvi nv`xm MÖnY‡hvM¨ bq| Z‡e †m hw` ZvIev K‡i Ges Zuvi mZZv cÖgvwYZ nq Zvn‡j Zvi nv`xm MÖnY‡hvM¨ e‡j MY¨ n‡Z cv‡i e‡j Bgvg gvwjK D‡j-L K‡i‡Qb| Avi hw` †KD nv`xm Rvj K‡i, nv`x‡mi g‡a¨ †Kv‡bv wg_¨v e‡j ev hv †kv‡bwb Zv ï‡b‡Q e‡j `vex K‡i Zvn‡j Zvi ewY©Z nv`xm KL‡bvB mZ¨ ev mwVK e‡j MY¨ Kiv hv‡e bv| AvwjgMY D‡j-L K‡i‡Qb †h, †m hw` c‡i ZvIev K‡i Zvn‡jI Zvi ewY©Z †Kv‡bv nv`xm mZ¨ e‡j MY¨ Kiv hv‡e bv| Bgvg Avng` (241 wn)-†K cÖkœ Kiv nq: GKe¨w³ GKwUgvÎ nv`x‡mi †¶‡Î wg_¨v e‡jwQj, Gici †m ZvIev K‡i‡Q Ges wg_¨v ejv cwiZ¨vM K‡i‡Q, Zvi wel‡q Kx KiYxq? wZwb e‡jb: Zvi ZvIev Zvi I Avj-vni gv‡S| Avj-vn B”Qv Ki‡j Keyj Ki‡Z cv‡ib| Z‡e Zvi ewY©Z †Kv‡bv nv`xm Avi KL‡bvB mwVK e‡j MÖnY Kiv hv‡e bv ev KL‡bvB Zvi eY©bvi Dci wbf©i Kiv hv‡e bv| mywdqvb mvIix (161 wn), Avãyj-vn Beby gyeviK (181 wn) I Ab¨vb¨ BgvgI Abyiƒc K_v e‡j‡Qb|...[145]

১. ২. ৫. জাল হাদীস প্রতিরোধে সাহাবীগণ ও উম্মাত

KziAvb I nv`x‡mi Dch©y³ wb‡`©kbvi Av‡jv‡K mvnvexMY I cieZ©x hyM¸wji Bgvg I gynvwÏmMY nv`x‡mi weï×Zv i¶vq Ges Rvj ev m‡›`nRbK K_v †_‡K ivm~jyj-vn ﷺ-Gi eiKZgq Avw½bv‡K cweÎ ivLvi Rb¨ AZ¨š— my² I ˆeÁvwbK c×wZ AbymiY K‡ib| Zv‡`i G mKj cÖwµqv we¯—vwiZ Av‡jvPbv K‡iwQ **Ònv`x‡mi bv‡g RvwjqvwZÓ** MÖ‡š’| GLv‡b AwZ ms‡¶‡c g~jbxwZ¸wj D‡j-L KiwQ:

1. 2. 5. 1. mvnvexM‡Yi mZK©Zv I wbix¶v c×wZ

wb‡R nv`xm ejvi †¶‡Î mvnvexMY m‡e©v”P mZK©Zv Aej¤^b Ki‡Zb| Awb”QvK…Z fyj †_‡K AvZ¥i¶vi Rb¨ Zuviv nv`xm ejv †_‡K weiZ _vK‡Zb I †KejgvÎ cwic~Y© gyL¯’ nv`xm eY©bv Ki‡Zb| nv`x‡mi MÖš’¸wj‡Z G welqK AMwYZ NUbv D×„Z I msKwjZ|

A‡b¨i ewY©Z nv`xm MÖn‡Yi c~‡e© mvnvexMY Zvi weï×Zv wbix¶v Ki‡Zb| GK mvnvex Ab¨ mvnvexi mZZv I mZ¨evw`Zvq †Kv‡bv m‡›`n Ki‡Zb bv| Z‡e ewY©Z nv`x‡mi wbf©yjZv ev Awb”QvK…Z wel‡q m‡›`n n‡j Zv wbix¶v Ki‡Zb| wbix¶v cÖwµqvi mvi-ms‡¶c wbgœiƒc:

(1) ewY©Z nv`xm ev e³e¨‡K g~j e³e¨`vZv- A_©vr ivm~jyj-vn ﷺ-Gi wbKU †ck K‡i Zvi wbf©yjZv (Accuracy) wbY©q Kiv| ivm~jyj-vn ﷺ-Gi RxeÏkvq Zuviv Giƒc Ki‡Zb|

(2) ewY©Z nv`xm‡K Ab¨vb¨ GK ev GKvwaK mvnvexi eY©bvi mv‡_ wgwj‡q Zvi h_v_©Zv I wbf©yjZv wbY©q Kiv|

(3) ewY©Z nv`xm ev e³e¨‡K eY©bvKvixi wewfbœ mg‡qi eY©bvi mv‡_ wgwj‡q Zvi h_v_©Zv I wbf©yjZv wbY©q Kiv|

(4) ewY©Z nv`xmwUi wel‡q eY©bvKvix‡K wewfbœ cÖkœ K‡i ev kc_ Kwi‡q eY©bvwUi h_v_©Zv ev wbf©yjZv wba©viY Kiv|

(5) ewY©Z evYx, wb‡`©k ev nv`xmwUi A_© KziAvb I nv`x‡mi cÖwm× A_© I wb‡`©‡ki mv‡_ wgwj‡q †`Lv|

(6) mvnvex Qvov Ab¨ †KD- A_©vr Zvweqx‡`i †KD nv`xm ej‡j Zv‡K Òmb`Ó ev m~Î, A_©vr Kvi wbKU †_‡K nv`xmwU †R‡b‡Q Zv D‡j-L Ki‡Z wb‡`©k †`Iqv| Òmb`Ó-wenxb eY©bvi cÖwZ KY©cvZ bv Kiv|

1. 2. 5. 2. cieZ©x hy‡Mi wbix¶v c×wZ

mvnvexM‡Yi mybœv‡Zi wfwË‡Z Zvweqx, Zvwe-Zvweqx I cieZ©x mKj hy‡Mi gynvwÏmMY nv`x‡mi weïׄZv wbY©‡q AZ¨š— my² I ˆeÁvwbK wbix¶v c×wZ AbymiY K‡ib| Zuv‡`i G c×wZi mvi-ms‡¶c wbgœiƒc:

১. মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক সফরের মাধ্যমে হাদীস নামে কথিত ও বর্ণিত সকল কথা পরিপূর্ণ সনদ-সহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
২. সকল হাদীসের সনদ অর্থাৎ সূত্র বা reference সংরক্ষণ।
৩. সনদের সকল 'রাবী'-র ব্যক্তিগত পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, উস্তাদ, ছাত্র, কর্ম, সফর ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ।
৪. 'রাবী'গণের ব্যক্তিগত সততা ও বিশ্বস্ততা যাচাই করা।
৫. বর্ণিত হাদীসের অর্থগত নিরীক্ষা ও যাচাই করা।
৬. সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক 'রাবী' তার উর্ধ্বতন 'রাবী'-র নিকট থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন কিনা তা যাচাই করা।
৭. সংগৃহীত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা থেকে নির্ভুল বর্ণনাগুলি পৃথক করা।
৮. নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে বর্ণনাকারীকে কিছু প্রশ্ন করে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের চেষ্টা করা। এরপর সম্ভব হলে সে যার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছে বলে দাবি করেছে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করা। তা নাহলে উক্ত "শিক্ষকের" অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনাটির তুলনামূলক নিরীক্ষা করা, উক্ত শিক্ষকের শিক্ষক ও সাহাবী পর্যন্ত সনদের অন্যান্য রাবীর অন্যান্য ছাত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার তুলনা করা, একই বর্ণনাকারীর বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার মধ্যে তুলনা করা, মৌখিক বর্ণনার সাথে পাণ্ডুলিপির তুলনা করা।
৯. সংগৃহীত তথ্যাদি ও তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল 'রাবী'র মিথ্যাচার ধরা পড়েছে তাদের মিথ্যাচার উম্মাহর সামনে তুলে ধরা।
১০. সংগৃহীত সকল হাদীস সনদসহ গ্রন্থায়িত করা।
১১. রাবীদের নির্ভুলতা বা মিথ্যাচার বিষয়ক তথ্যাদি গ্রন্থায়িত করা।
১২. পৃথক গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করা।
১৩. পৃথক গ্রন্থে মিথ্যা ও জাল হাদীসগুলি সংকলন করা।
১৪. জাল বা মিথ্যা হাদীস সহজে চেনার নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করা।

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা, উদাহরণ ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠককে গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

১. ২. ৬. জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

Bjg nv`x‡mi mKj kvLv-cÖkvLv, G welqK mKj MÖš' I mKj kª‡gi g~j D‡Ïk¨ GKwUB: mnxn nv`xm‡K Rvj nv`xm †_‡K c„_Kfv‡e wPwýZ Kivi gva¨‡g ivm~jyj-vn ﷺ-Gi cweÎ Avw½bv‡K RvwjqvwZ AcweÎZv †_‡K i¶v Kiv Ges Inx‡K gvbexq K_v †_‡K gy³ ivLv| G gnvb K‡g©i GKwU we‡kl w`K Rvj nv`xm welqK MÖš'vw` iPbv Kiv|

1. 2. 6. 1. wg_¨vev`x ivex‡`i cwiPq wfwËK MÖš' iPbv

nv`x‡mi bv‡g wg_¨v wPwýZ Kivi Ab¨Zg c`‡¶c wQj wg_¨vev`x‡`i RvwjqvwZ c„_Kfv‡e msKjb Kiv| G‡¶‡Î cÖ_g c×wZ wQj `ye©j I wg_¨vev`x ivex‡`i wel‡q msKwjZ MÖš'¸wj| Bmjv‡gi cÖ_g kZvãx¸wj wQj Bmjvgx Ávb I we‡klZ nv`xm PP©vi ¯^Y©hyM| nvRvi nvRvi wk¶v_©x nv`xm wk¶v Ki‡Zb| kZ kZ gynvwÏm I Bgvg mgv‡R we`¨gvb| mevB mb`mn nv`xm ïb‡Zb I †kLv‡Zb| mb‡`i g‡a¨ we`¨gvb †Kv‡bv e¨w³i cwiPq Rvbv bv _vK‡j †R‡b wb‡Zb| †m hy‡M wg_¨vev`x ivex‡`i bvg I cwiPq Rvbv _vK‡jB Zv‡`i wg_¨v I RvwjqvZx †_‡K AvZ¥i¶v Kiv m¤¢e wQj| GRb¨ wnRix 2q †_‡K 6ô kZK ch©š— nv`x‡mi bv‡g cÖPvwiZ B"QvK…Z I Awb"QvK…Z wg_¨v wPwýZ Kivi †¶‡Î Ab¨Zg Kg© wQj `ye©j I wg_¨vev`x ivex‡`i wel‡q c„_K MÖš' iPbv Kiv| GmKj MÖ‡š' G †kªYxi ivex‡`i bvg, cwiPq, Zv‡`i ewY©Z wKQz fyj ev wg_¨v Ônv`xmÕ, Zv‡`i wel‡q gynvwÏmM‡Yi Zzjbvg~jK wbix¶vi djvdj I gZvgZ msKwjZ Kiv n‡Zv|

1. 2. 6. 2. wg_¨v ev Rvj nv`xm msKjb

6ô wnRix kZK ch©š— G MÖš'¸wjB wQj Rvj nv`xm m¤ú‡K© Rvbvi cÖavb Drm| 6ô kZ‡Ki c‡iI G RvZxq MÖš' iPbv Ae¨vnZ _v‡K| Z‡e Rvj nv`xm wPwýZ KiY cÖwµqvq bZzb avivi m„wó nq|

Kv‡ji AveZ©‡b nv`xm PP©vmn Ávb PP©vi †¶‡Î gymwjg D¤§vni g‡a¨ ¯'weiZv †`Lv †`q| eY©bvKvix‡`i cwiPq Rvbvi AvMÖn Kg‡Z _v‡K| ¯^í mg‡q I ¯^í K‡ó †h †Kv‡bv welq wk‡L †bIqvi cÖeYZv †`Lv †`q| ivex‡`i bv‡gi wfwË‡Z msKwjZ MÖš' †_‡K wg_¨v nv`xm †R‡b †bIqvi †hvM¨Zv I AvMÖn n«vm cvq| GRb¨ gynvwÏmMY c„_Kfv‡e Rvj nv`xm msKjb ïi" K‡ib| 5g wnRix kZK †_‡K G RvZxq MÖš' cÖYqb ïi" nq| eZ©gvb hyM ch©š— Zv Ae¨vnZ i‡q‡Q| cÖ_g w`‡K gynvwÏmMY G mKj gvD`~ nv`xm mb`mn D‡j-L K‡i mb` Av‡jvPbvi gva¨‡g G¸wji wg_¨vPvi cÖgvY Ki‡Zb| cieZ©x mg‡q mb` D‡j-L e¨wZ‡i‡K ïaygvÎ ev‡bvqvU nv`xm¸wj GK‡Î msKjb Kiv nq|

G mKj MÖ‡š’i g‡a¨ wKQz welqwfwËK web¨¯—| wKQz MÖ‡š’ cÖ_g A¶i Abymv‡i (Alphabeticlly) nv`xm¸wj mvRv‡bv nq| AwaKvsk gynvwÏm ïay gvDh~ nv`xm GKwÎZ K‡ib| Ab¨iv cÖPwjZ nv`xm msKjb K‡i †m¸wji g‡a¨ †Kvb&wU mnxn Ges †KvbwU ev‡bvqvU Zv eY©bv K‡ib| †KD †KD ev‡bvqvU nv`xm QvovI `ye©j nv`xmI msKwjZ K‡i‡Qb| GLv‡b G RvZxq cÖavb MÖš’¸wj I †jLK‡`i bvg D‡j-L KiwQ|

1. Avj-gvD`~AvZ, Avey mvC` gynv¤§v` Beby Avjx Avb-bv°vk (414 wn)|
2. hvLxivZzj ûd&dvh, gynv¤§v` Beby Zvwni Bebyj KvBmyivbx (507 wn)|
3. Avj-AvevZxj Iqvj gvbvKxi, ûmvBb Beby Beivnxg R~hKvbx (543 wn)|
4. wKZveyj Kzm&mvm& Iqvj gyhvK&wKixb, Aveyj dvivR Bebyj RvDhx Avãyi ivngvb Beby Avjx (597 wn)|
5. Avj-gvD`~AvZ, Aveyj dvivR Bebyj RvDhx (597 wn)|
6. Avj-Bjvjyj gyZvbvwnqv, Aveyj dvivR Bebyj RvDhx (597 wn)|
7. Avj-Avnv`xmyj gvD`~Avn, Dgvi Beby ev`i gvDwmjx (622 wn)|
8. Avj-gyMbx Avb wndwhj wKZve, Dgvi Avj-gvDwmjx (622 wn)|
9. Avj-DK,d Avjvj gvDK,d, Dgvi Avj-gvDwmjx (622 wn)|
10. Avj-gvD`~AvZ, nvmvb Beby gynv¤§v` Avm-mvMvbx (650 wn)|
11. Av`-`yii"j gyjZvwKZ, Avm-mvMvbx (650 wn)|
12. Avnv`xmyj Kzm&mvm, ZvwKDÏxb Beby ZvBwgqv (728 wn)|
13. gyLZvmvi"j AvevZxj, gynv¤§v` Beby Avngv` hvnvex (748wn)|
14. ZviZxey gvD`~AvwZ Bewbj hvIhx, hvnvex (748 wn)|
15. Avj-gvD`~AvZ wdj gvmvexn, Dgvi Beby Avjx Avj-Kvhexbx (750wn)|
16. Avj-gvbvi"j gybxd, Beby KvBwqg Avj-RvDwhq¨vn (751 wn)|
17. Avj-Avnv`xm Avj-vZx jv Avmjv jvnv wdj GnBqv, Avãyj Iqvnnve Beby Avjx Avm-myeKx (771 wn)|
18. AvZ-ZvhwKiv, gynv¤§v` Beby evnv`yi Avh-hviKvkx (794 wn)
19. ZveCbyj AvRve, Beby nvRi AvmKvjvbx Avngv` Beby Avjx (852 wn)|
20. Avj-gvKvwm`yj nvmvbvn, gynv¤§v` Beby Avãyi ivngvb mvLvex (902wn)|
21. Avj-jvAvjx Avj-gvmb~Avn, RvjvjyÏxb Avãyi ivngvb myq~Zx (911wn)|
22. AvZ-ZvAv°zevZ Avjvj gvD`~AvZ, myq~Zx (911 wn)|
23. Av`-`yivi"j gybZvwkivn, myq~Zx (911 wn)|
24. Zvnhxi"j LvIqvm wgb Avnv`xwmj Kzm&mvm, myq~Zx (911 wn)|
25. Avj-Mv¤§vh Avjvj jv¤§vh, Avjx Beby Avãyj-vn Avm-mvgn~`x (911wn)|
26. ZvgqxhyZ ZvBwqwe wgbvj Lvexm, Avãyi ivngvb Avh hvex`x (944wn)|
27. Avk-kvhvivn, gynv¤§v` Beby Avjx Av`-w`gvkKx (953 wn)|
28. Zvbhxûk kvixqvn, Avjx Beby gynv¤§v` Beby Avi&ivK (963 wn)|
29. ZvhwKivZzj gvD`~AvZ, gynv¤§v` Zvwni dvZvbx (986 wn)|
30. Avj-Avmivi"j gvid,Avn, gyj-v Avjx Kvix (1014 wn)|
31. Avj-gvmb~ dx gvÕwidvwZj gvD`~, gyj-v Avjx Kvix (1014 wn)|
32. gyLZvmvi"j gvKvwm`, gynv¤§v` Beby Avãyj evKx hviKvbx (1122 wn)|
33. Avj-RvÏyj wnm&mxm, Avng` Beby Avãyj Kvixg Avwgix (1143 wn)|
34. Kvkdzj Lvdv BmgvCj Beby gynv¤§v` Avj-AvRj~bx (1162 wn)|
35. Avj-Kvkdzj Bjvnx, gynv¤§v` AvZ-Zvivejymx (1177 wn)
36. Avb-bvIqvwdûj AvwZivn, gynv¤§v` Beby Avngv` Avm-mvbÔAvbx (1181 wn)
37. Avb-byLevZzj evwnq¨vn, gynv¤§v` Beby gynv¤§v` Avm-mvebvex (1232 wn)
38. Avj-dvIqvB`yj gvRg~Av, gynv¤§v` Beby Avjx kvIKvbx (1250wn)|
39. Avmbvj gvZvwje, gynv¤§v` Beby mvBwq` `viexk (1276 wn)|
40. ûmbyj Avmvi, gynv¤§v` `viexk n~Z (1276 wn)|
41. Avj-Avmvi"j gvid,Avn, Avãyj nvB jvLbvex (1304 wn)|

42. Avj-jyÕjy Avj-gvim~, gynv¤§v` Beby Lvjxj KvIKvRx (1305wn)|
43. Zvnhxi“j gymwjgxb, gynv¤§v` Bebyj evkxi gv`vbx (1329wn)|

eZ©gvb kZ‡KI G wel‡q A‡bK MÖš’ iwPZ n‡q‡Q I n‡”Q| G¸wji Ab¨Zg Avey Rvdi wmwÏKx (1423 wn/2002L„) iwPZ ÒAvj-gvDh~AvZÓ MÖš’wU|

GLv‡b cÖkœ DV‡Z cv‡i †h, GKB wel‡q GZ MÖ‡š’i cÖ‡qvRb wK? e¯‘Z wØZxq wnRix kZK †_‡K ïi“ nIqvi c‡i nv`x‡mi bv‡g RvwjqvwZi cÖ‡Póv KL‡bv _v‡g wb| B”QvK…Z I Awb”QvK…Z wg_¨v †hgb Ae¨vnZ †_‡K‡Q, †Zgwb †m mKj wg_¨v‡K wPwýZ Kiv I weï× nv`xm †_‡K Zv c„_K Kivi cÖ‡PóvI Ae¨vnZ †_‡K‡Q| wewfbœ gymwjg †`‡k bZyb bZzb K_v nv`x‡mi bv‡g cÖPvwiZ n‡q‡Q| ZLb †m †`‡ki cÖvÁ gynvwÏmMY M‡elYvi gva¨‡g †m¸wji mZ¨Zv I AmZ¨Zv wbY©q K‡i‡Qb| G mKj K_v †Kv‡bv nv`x‡mi MÖ‡š’ mb`mn ewY©Z n‡q‡Q wKbv, mb‡`i MÖnY‡hvM¨Zv wKiƒc, G A‡_© Ab¨ †Kv‡bv fyj _vK‡j Zv cieZ©x †jLKMY Av‡jvPbv K‡i‡Qb| Gfv‡e G wel‡h †jLwb I M‡elYvi aviv Ae¨vnZ †_‡K‡Q|

we‡k¦i Ab¨vb¨ †`‡ki AvwjgM‡Yi b¨vq fviZxq Dcgnv‡`‡ki AvwjgMY G wel‡q Zuv‡`i Kjg a‡i‡Qb| 7g wnRix kZ‡Ki Ab¨Zg fviZxq Avwjg nvmvb Beby gynv¤§v` mvMvbx (650 wn)-i Rvj nv`xm welqK ÒAvj-gvDh~AvZÓ MÖš’ G wel‡q Ab¨Zg cÖwm× Z_¨m~Î wn‡m‡e MY¨| Gici 10 wnRix kZ‡Ki cÖwm× fviZxq Avwjg gynv¤§v` Zvwni dvZvbx (986 wn)-i ZvhwKivZzj gvDh~AvZ gymwjg we‡k¦ we‡kl cÖwmw× jvf K‡i‡Q| 13-14k wnRix kZ‡Ki cÖwm×Zg fviZxq Avwjg Avãyj nvB jvLbex (1304 wn) Rvj nv`xm wel‡q ÒAvj-Avmvi“j gvid‚AvnÓ I Ab¨ K‡qKwU MÖš’ iPbv K‡ib|

e½‡`kxq AvwjgM‡Yi g‡a¨ Avgv‡`i Rvbv g‡Z me©cÖ_g Avj-vgv Avey Rvdi wmwÏKx (1423 wn) G wel‡q Kjg a‡i‡Qb| wZwb e„nËi evsjvi ¯’vbxq †cÖ¶vc‡UB G MÖš’ iPbv K‡i‡Qb| mvaviY Rvj nv`xm QvovI evsjvi gymwjg‡`i g‡a¨ cÖPwjZ wfwËnxb A‡bK Mí, Kvwnbx I Kzms¯‹vi G MÖ‡š’ Zz‡j a‡i‡Qb| Avgiv †`‡LwQ †h, dzidzivi cxi Avey evKi wmwÏKx gvZ…fvlvq Bmjvg PP©v I evsjvfvlvq Bmjvgx MÖš’ iPbv I cVb-cvV‡bi wel‡q we‡kl ¸i“Z¡v‡ivc Ki‡Zb Ges Zuvi †Póvq A‡bK ag©xq MÖš’ evsjvfvlvq Abyev` I iPbv Kiv nq| Z‡e evn¨Z †h‡nZz wesk kZvãxi ïi“‡Z e½xq Avwjg, Zvwje-Bjg I mvaviY wkw¶Z gymwjg‡`i Bmjvgx ÁvbPP©vi cÖavb fvlv wQj D`©y †m‡nZz Zuvi cyÎ Avey Rvdi wmwÏKx G MÖš’wU D`©y‡ZB iPbv Kwi‡qwQ‡jb|

Gfv‡e Avgiv †`LwQ †h, MZ cÖvq †`o nvRvi eQ‡i mKj hy‡M I mKj kZ‡K gymwjg D¤§vni gynvwÏmMY nv`x‡m ivm~‡ji †ndvh‡Z RvMÖZ cÖnivq m`v mZK© †_‡K‡Qb| Zuviv m`v me©`v †Póv K‡i‡Qb ivm~jyj-vn ﷺ-Gi nv`x‡mi bv‡g wg_¨vPv‡ii mKj cÖ‡Póv wPwýZ K‡i nv`xm bv‡gi wg_¨v K_vi Lài †_‡K gymwjg D¤§vn‡K i¶v Kivi| gnvb Avj-vn G mKj gnvb gvbyl‡K m‡e©vËg cyi¯‹vi cÖ`vb Ki“b|

দ্বিতীয় অধ্যায়: আবু জাফর সিদ্দিকীর আল-মাউযূআত: উপস্থাপনা

প্রথম পরিচ্ছেদ: পূর্ব কথা

২. ১. ১. 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটির গুরুত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীস বিরোধিতা মাশাইখ ফুরফুরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লামা রুহুল আমিনের বিভিন্ন গ্রন্থে জাল হাদীস বিষয়ক যে সকল সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা দেখেছি তা সমকালীন আলিমদের লিখনিতে বিরল। আর সূফী ও পীর-মাশাইখ থেকে তো এরূপ বক্তব্য সাধারণভাবে কল্পনাই করা যায় না।

মাশাইখ ফুরফুরার ইলমী গভীরতা, সহীহ হাদীস নির্ভরতা, জাল হাদীস বিরোধিতা, জাল ও বাতিল কথা প্রতিরোধ করে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও আমল প্রসারে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর "আল-মাউযূআত" নামক এ গ্রন্থটি। তিনি এ গ্রন্থটি লিখেন তাঁর কর্মময় জীবনের প্রথমাংশে। গ্রন্থের শেষের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি গ্রন্থটির রচনা ১৯২৯ খৃস্টাব্দে শেষ করেন। তবে গ্রন্থের শেষে তিনি তাঁর হজ্জ ও হিজায সফরের বিররণ সংকলিত করেছেন। তিনি ১৯৩২ খৃস্টাব্দে এ সফর করেন। এতে বুঝা যায় যে, ১৯৩২ খৃস্টাব্দের পরে কোনো সময়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, আল্লামা আবু জাফর ১৯০৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এতে জানা যায় যে, তিনি মাত্র ২৪/২৫ বৎসর বয়সে এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি পাঠ করলে যে কোনো গবেষক নিশ্চিত হবেন যে, এ গ্রন্থের লেখক ইলম হাদীস, ইলম রিজাল, ইলম জারহ ওয়া তা'দীল, ইলম তাফসীর, ইলম ফিকহ, ভারতীয় ইতিহাস, ফার্সী সাহিত্য ও অন্যান্য ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। আর যখন বুঝা যায় যে, মাত্র ২৪/২৫ বৎসর বয়সে গ্রন্থকার এরূপ গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তখন অবাক না হয়ে পারা যায় না।

২. ১. ২. গ্রন্থটির প্রচার ও অনুবাদে গ্রন্থকারের আগ্রহ

প্রথম জীবনে লেখা এ মহামূল্যবান গ্রন্থটির প্রচার ও প্রসার নিয়ে শেষ জীবনেও তিনি আগ্রহী থেকেছেন। গ্রন্থটি উর্দুতে রচিত হওয়াই বাংলার সাধারণ পাঠকগণ এ থেকে উপকৃত হতে পারছেন না ভেবে এর বঙ্গানুবাদের জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি রচনার প্রায় ১৪ বৎসর পরে, ১৩৬২ হিজরীর যুলকাদ বা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসে (১৯৪৩খৃ. অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) প্রকাশিত মাসিক নেদায়ে ইসলামের ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় "আল মাউজুআত বা জাল হাদিছ সমূহ" নামে তাঁর লেখা নিম্নের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়:

হজরত রছুলুল্লা (ﷺ) ওফাতের পর ছাহাবাগন (রা) তাহার অধিকাংশ হাদিছ হেফ্জ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিজরীর প্রথম শতাব্দীতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হাদিছসমূহ সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করা হয়। ইছলামের প্রাথমিক যুগে শ্রেষ্ঠ হাদিছ সংগ্রাহক মোহাদ্দেছ ও ইমামগণ যে সমুদয় হাদিছ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃত হাদিছ বলিয়া গ্রহণ করিবার মত সমুদয় হাদিছই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীযুগে হাদিছ সংগ্রহকারী মোহাদ্দেস-গণের অনেকে হাদিছ বিদ্যার ব্যাপকতা ও বিশালতা হেতু হাদিছ-সমুহের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষায় শিথিলতা কিম্বা অক্ষমতা বশতঃ বহু জাল হাদিস উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আবার অনেক দুষ্ট প্রকৃতির এমন লোক ছিল যে সুলতান, বাদশা প্রভৃতির দরবারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ অনেক জাল হাদিস রচনা করিয়াছিল। এবনে আদী বলিয়াছেন, "মিথ্যা হাদিছ রচনাকারীগণের মধ্যে আবদুল করিম বেন আবি আওজাকে সোলায়মান বেন আলীর দরবারে এই অপরাধে ধরিয়া আনিয়া যখন শিরশ্ছেদের হুকুম হইল, তখন সে প্রকাশ করিল যে "খোদার কছম আমি দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া চারি সহস্র জাল হাদিছ রচনা করিয়াছি। যাহাতে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করিয়াছি।" (আল্লালী মছনুয়া)।

ইমাম নেছায়ী বলেন, "চারজন লোক জাল হাদিস রচনার জন্য কুখ্যাত হইয়াছিল। এবনে আবি এহিয়া মদিনায়, ওয়াকেদী

বোগদাদে, মুকাতেল বেন ছোলায়মান খোরাছানে এবং মোহাম্মদ বেনে ছাইদুল মছলুব শাম দেশে জাল হাদিস রচনা করিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিল।"

মিথ্যা হাদিছ হইতে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য হজরত নবীয়ে করিমের (ﷺ) অতীব কঠোর নিষেধ ছহি হাদীছে বর্ণিত আছে। হজরত (ﷺ) ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নাম দিয়া মিথ্যা হাদিছ রচনা করিবে সে যেন জাহান্নামে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লয়।" (ছেহাছাত্তা)।

এই হাদিছ অনুসারে খ্যাতনামা মোহাদ্দেছগণ হাদিছ রওয়ায়েত করিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা রছূলুলাহর (ﷺ) প্রকৃত হাদিছ অবিকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহারা হাদিছ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহাদের হাদিছগুলিই গৃহীত হইয়াছে এবং ইহারাই কোন্ হাদিস ছহি, কোন্ হাদিস জঈফ, কোন্ হাদিস জাল তাহা লিখিয়া সকলকে উহা হইতে সাবধান করিবার জন্য প্রচার করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত এলমে ফেকার মধ্যেও অনেক অভিজ্ঞ আলেম এমন অনেক জাল হাদীছ ও জাল মছলা যুক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য বিচক্ষণ ফকীহগণ এলমে ফেকাকে ত্রুটীহীন করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়য়াছেন। এই সম্বন্ধে মওলানা আবদুল হাই লখনবী ছাহেব শরেহ বেকায়ার টীকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মজহাব-বিদ্বেষী কতকগুলি লোক যাহারা হানাফী মজহাবের ফেকার ভিতর অনেক জাল মছলা আছে বলিয়া নিন্দা করে- তাহারা অজ্ঞ ও অপরাধী। তাহাদিগকে উল্লেখিত কেতাব দেখিতে বলি।

মউজু বা জাল হাদিছ সম্বন্ধে আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থাদি রহিয়াছে, কিন্তু এ দেশীয় (ভারতীয়) কোন ভাষায় এ সম্বন্ধে কোন কেতাব নাই। সেই জন্য এই সমুদয় জাল হাদিছ ও মছলা সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করিবার জন্য আমার প্রথম জীবনে উর্দ্দু ভাষায় এ বিষয়ে একখানি কেতাব রচনা করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত বলিয়া বঙ্গ-ভাষাভাষী মোছলমানদের কোনই উপকারে আসে নাই।

অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালার মোছলমান, খাছ করিয়া তথাকথিত আলেম, মুন্সী, ওয়ায়েজ, বক্তা ও লেখকগণকে মিথ্যা হাদিছের ফেৎনা হইতে বাঁচাইবার জন্য আমার পরম স্নেহভাজন নেদায়ে ইছলামের সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ আমীর আলী ছাহেবকে উহার বঙ্গানুবাদ করিয়া নেদায়ে ইছলামে প্রকাশ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছি।

আশা করি সর্ব্বসাধারণ মোছলমান উহাতে ফায়দামন্দ হইবেন। দোয়া করি পরম করুনাময় আল্লাহতালা তাহার শ্রম সার্থক করুন। আমীন।"

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর বক্তব্য এখানেই শেষ। নেদায়ে ইসলামে এ গ্রন্থটির পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানতে পারি নি। নেদায়ে ইসলামের প্রথম দিকের সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে পারি নি। প্রথম দিকের যে দু-একটি সংখ্যা সংগ্রহ করতে পেরেছি যেগুলিতে উক্ত গ্রন্থের শেষে লেখা ভুল মাসাইলগুলির অনুবাদ রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, তিনি লিখেছেন: "পুস্তকখানি আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত বলিয়া বঙ্গ-ভাষাভাষী মোছলমানদের কোনই উপকারে আসে নাই।" এ কথাটি বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও নেক ধারণার প্রকাশ। তবে প্রকৃত সত্য হলো সাধারণ বাঙালী মুসলিমদের জন্য উর্দু ভাষায় লেখা পুস্তক পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম কষ্টকর হলেও বঙ্গীয় শিক্ষিত ও বিশেষ করে আলিম ও তালিব ইলমদের লেখাপড়া ও ইলম চর্চার ভাষাই ছিল উর্দু। কাজেই তাঁরা এ বই থেকে অতি সহজেই উপকৃত হতে পারতেন।

কিন্তু দঃখজনক সত্য হলো, অনেকেই এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন নি। অধিকাংশ বঙ্গীয় আলিম, মুহাদ্দিস ও শাইখুল হাদীস ইলম রিজাল, ইলম জারহ ওয়া তাদীল ইত্যাদি সম্পর্কে বেখেয়াল। শুধু তাই নয়, এরূপ অবহেলা বা অজ্ঞতাকে তারা গৌরব মনে করেন এবং জাল হাদীস বিষয়ক লেখালেখি বা ইলমুর রিজাল, জারহ-তাদীল, ইলমুত তাখরীজ বা উলূমুল হাদীস বিষয়ক পড়ালেখাকে তারা অপ্রয়োজনীয় বরং অনুচিত বলে গণ্য করেন। নানা অজুহাতে অনেকেই জাল হাদীস গ্রহণ ও প্রচারে লিপ্ত থাকেন। এ বিষয়ে অনেক আলিমের অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, হটকারিতা ও জাল-হাদীস প্রীতি সত্যিই দুঃখজনক। ফুরফুরার পীর-মাশাইখকে অনেকেই ভক্তি করেছেন, কিন্তু আল্লামা আবু জাফর রচিত এ গ্রন্থটি তাঁরা গ্রহণ করেন নি। আল্লামা রুহুল আমিনের প্রতি ভক্তি অনেকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জাল হাদীস বিষয়ক তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য তাঁরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নি।

সর্বাবস্থায় আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর উপরের বক্তব্যে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ ও বিশেষ করে আলিম, ওয়ায়িয ও লেখকদেরকে জাল হাদীসের ফিতনা থেকে রক্ষার ঐকান্তিক আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে নগণ্য প্রচেষ্টা আমাদের এ গ্রন্থ। এ অধ্যায়ে আমরা তাঁর গ্রন্থটির বক্তব্য হুবহু পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করব এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এর পর্যালোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. ১. ৩. গ্রন্থটির প্রচ্ছদ

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটির প্রচ্ছদের উপরে প্রথমে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নাম তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

এরপর লেখা হয়েছে:

حسب فرمائش زبدة العلماء قدوة الفضلاء ماحي البدعة محيي السنة شمس العارفين سلطان الواعظين سراج الملة

والدين حجة الإسلام والمسلمين أمير الشريعت حاجي الحرمين الشريفين حضرت مولانا شاه عبد الله
المعروف به محمد أبو بكر صاحب دامت فيوضهم

الموضوعات

أز تصنيف أديب كامل فاضل بي نظير ماهر فنون فخر الفقهاء والمحدثين علامة حاجي مولانا شاه محمد أبو ظفر
صديقي صاحب دامت فيوضهم

باهتمام أحقر الأنام محمد عنايت الله عفي عنه

"শীর্ষস্থানীয় আলিম, বুজুর্গদের নেতা, বিদআত ধ্বংসকারী, সুন্নাত উজ্জীবনকারী, আরিফদের সূর্য, ওয়ায়িযদের সম্রাট, দীন ও ধর্মের প্রদীপ, ইসলাম ও মুসলিমগণের প্রমাণ, শরীয়তের নেতা, মক্কা-মদীনার হাজী হযরত মাওলানা শাহ আব্দুলাহ্‌ -পরিচিত নাম- মুহাম্মাদ আবু বকর সাহেবে- তাঁর প্রেরণাগুলি স্থায়ী হোক- এর নির্দেশে রচিত

আল-মাউযূআত

গ্রন্থনায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, অতুলনীয় বুজুর্গ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের গৌরব আল্লামা হাজী মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব, তাঁর প্রেরণাগুলি স্থায়ী হোক

তত্ত্বাবধানে: নগণ্য মানুষ মুহাম্মাদ এনায়েতুল্লাহ- তাকে ক্ষমা করা হোক।

২. ১. ৪. সমকালীন আলিমদের প্রশংসা

গ্রন্থের শুরুতে পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন প্রসিদ্ধ চারজন আলিমের মতামত ও প্রশংসা উল্লেখ করা হয়েছে:

(১) হুগলী জেলার সিতাপুর মাদ্রাসার হেড মৌলবী মাওলানা মুযাফ্‌ফর হুসাইন। ১০ই শাবান ১৩৫১ হি (মোতাবেক: ০৮/১২/১৯৩২ খৃ) তারিখে লেখা তাঁর মন্তব্যের মধ্যে লিখেছেন: ".....নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থটি বর্তমান যুগের ওয়ায়েযীন এবং সত্য-সন্ধানীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে দেখেছি। কেননা জাতির অধিকাংশ ওয়ায়েযীন অজ্ঞতার কারণে এমন সব মিথ্যা বর্ণনা ও ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন হাদীস বড় বড় মজলিশে বয়ান করছে এবং অগণিত জাল হাদীস রাসূলুলাহ্‌ ﷺ-এর নামে প্রচার করছে, যাতে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। অবশ্য এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে সম্মানিত ওয়ায়িযগণ জাল হাদীস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং মিথ্যা বর্ণনা থেকে বিরত থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) নিকট লজ্জিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন ....।"

(২) ফুরফুরার ফতহীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল কাদির ইসকান্দারী। ৬ শাবান ১৩৫১ হি (৪/১২/১৯৩২ খৃ) তারিখে লেখা মন্তব্যে তিনি লিখেছেন: "..... বর্তমান কালে অধিকাংশ ওয়ায়িয ও গল্পকার ওয়ায মাহফিল ও সাধারণ মাহফিলে মিথ্যা হাদিসগুলি বর্ণনা করেন, যে কারণে সাধারন মানুষের অন্তরে শরীয়ত বিরোধী খারাপ আকীদাগুলি আসন গেড়ে বসছে। ফলে দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার পরিবর্তে তারা দুনিয়া-আখিরাতের ব্যর্থতা অর্জন করছে। সম্মানিত লেখক সাধারণ মানুষদের প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ফলে সামান্যতম মেধাসম্পন্ন মানুষও এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবে এবং সকল মিথ্যা ও খেলাফে সন্নাত কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারবে....।"

(৩) ফুরফুরার ফতহীয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান। ২১ রবিউস সানী ১৩৫২ হি (১২/৮/১৯৩৩) তারিখে আরবী ছন্দে লেখা তাঁর মন্তব্যের মধ্যে তিনি লিখেছেন: "..... সতর্ক পাঠকদের জন্য এ বিশুদ্ধ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী বলে প্রতীয়মান....।"

(৪) ফুরফুরা ফতহীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা রেজওয়ানুল করীম সিলেটী আরবীতে লেখা মন্তব্যে বলেন: ".. গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী এবং এ গ্রন্থ পাঠ করলে জাল হাদীস বিষয়ক অনেক গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। জাল হাদীসের পাশাপাশি আরো অনেক মূল্যবান তথ্য এ গ্রন্থে রয়েছে.. ।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ভূমিকায় যা বলেছেন

২. ২. ১. গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট

ভূমিকায় হামদ ও সালাতের পর আল্লামা আবু জাফর লিখেছেন:

রাসূলুলাহ ﷺ থেকে স্বীকৃত পদ্ধতিকে বর্ণিত ও প্রমাণিত নয় এমন সব হাদীস 'মাউযূআত" বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ করে, তার নিচে তার অর্থ লিখে একটি গ্রন্থ রচনা করার প্রবল আগ্রহ দীর্ঘদিন থেকেই বোধ করছিলাম; যেন সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ মানুষ (আলিম-উলামা) সকলেই এ সকল জাল বা বানোয়াট হাদীসের বিষয়ে ভালভাবে জানতে পারেন যে, এগুলি জাল ও বানোয়াট। কারণ এমন অনেক ভাই আছেন, যারা তাহকীক বা গবেষণা ছাড়াই ওয়ায-নসীহতের জলসায়, মিলাদ মাহফিলে বা সাথী ও বন্ধুবর্গের নিকট অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল জাল হাদীস ও ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা এ কথা চিন্তা করেন না যে, এটি সহীহ না জাল। অথচ জেনে রাখা দরকার যে রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নাম তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, দারাকুতনী, আহমদ, বায্যার, তাবারানী আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

আপনারা অবগত আছেন যে, পূর্ববর্তী যুগে এমন অনেক বুজুর্গ ছিলেন, যারা বাস্তবিকই কামিল ছিলেন (পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন); কিন্তু ইলম হাদীস একটি প্রশস্ত ময়দান হওয়ার কারণে হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন এবং জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন । অনেকে এমন ছিলেন যে, রাজা-বাদশাহের দরবারে নৈকট্য বা মর্যাদা লাভের আশায় রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা ও জাল হাদীস বলতেন। কোনো কোনো ব্যক্তি এমন ছিলেন যে, পবিত্র ইসলামী শরীয়তের পরিবর্তন ও বিকৃতির উদ্দেশ্যেই নিজের ভিত্তিহীন খেয়াল মত কিছু কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বা রাসূলুলাহ ﷺ-এর আদর্শ নামে প্রচার করে দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে, সে সময়েও ইসলামের পতঙ্গরা ইসলামের পবিত্র মোমের আগুনে জ্বলে নিজেদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা তাদের সন্ধানী সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে এ সকল জাল হাদীসকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং জাল হাদীস বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

(ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে রয়েছে, ইবনু আদী বলেন, এ সকল জালিয়াতদের একজন প্রসিদ্ধ জালিয়াত আব্দুল করিম ইবনু আবুল আউজা-কে যখন গ্রেপ্তার করে (বসরার আব্বাসীয় গভর্ণর) মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু আলীর (১৭৩ হি) আদালতে উপস্থিত করা হলো এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করা হলো, তখন সে বলে উঠে:

وَاللهِ لَقَدْ وَضَعْتُ فِيْكُمْ أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ أُحَرِّمُ فِيْهَا الْحَلاَلَ وَأُحِلُّ فِيْهَا الْحَرَامَ

"আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মাঝে চার হাজার হাদীস জাল করে প্রচার করেছি, যার মধ্যে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছি।"

ইমাম নাসায়ী বলেন: জাল হাদীস ও মিথ্যা হাদীস প্রচারে চার ব্যক্তি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল: ইবনু আবি ইয়াহইয়া মদীনায়, ওয়াকিদী বাগদাদে, মুকাতিল ইবনু সুলাইমান খুরাসানে এবং মুহাম্মাদ ইবনু সাইদ আল মাসলুব সিরিয়ায় জাল হাদীস তৈরি ও প্রচার করত।

হাফিয সাহল ইবনু বারা বলেন: এদের পরে আহমদ ইবনু জুআইবারী, মুহাম্মাদ ইবনে উকাশাহ কিরমানী এবং মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আদ-দারী আল-ফারইয়াবী জাল হাদীসের জন্য প্রসিদ্ধ হয়। এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে দশ হাজারেরও বেশি মিথ্যা বানোয়াট হাদীস রচনা করে।

ইবনু আবী শাইবা বলেন: আমি এক বৃদ্ধের নিকট গেলাম এবং দেখলাম যে, সে ক্রন্দন করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে ৪০০ মিথ্যা হাদীস রচনা করেছি, যা এখন মানুষের মধ্যে প্রচলিত ও প্রচারিত হচ্ছে। আমি জানি না যে, আমি এখন কি করব!

মূল কথা হলো, জাল হাদীসের এ বিষয়টির সমাধানের জন্যই এ গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লেখা হলো। এ ছাড়া এ গ্রন্থের শেষে এমন কিছু বিক্ষিপ্ত হাদীস, প্রসিদ্ধ ঘটনা ও ফিকহের মাস্‌আলা উল্লেখ করা হয়েছে যা সবই একেবারে ভিত্তিহীন। এছাড়া সে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিতে জাল হাদীস, জাল ঘটনা ও আকীদার খেলাফ কথাবার্তা বিদ্যমান, যেন পাঠকগণ এ সকল অতিদুর্বল বা ভিত্তিহীন কথা ও কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। আর এ গ্রন্থের নাম "আল-মাউযূআত" রাখা হলো।

২. ২. ২. জালিয়াতদের কিছু ঘটনা

এরপর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জালিয়াতদের দুঃসাহস ও জালিয়াতির বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কিত কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন:

২. ২. ২. ১. জালিয়াতের অবাক ঘটনা

(তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ) ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন (২৩৩ হি) দুজন বাগদাদের রুসাফাহ মসজিদে সালাত আদায় করেন। এক গল্পকার ওয়ায়েয মুসল্লীদের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সে বলতে থাকে: আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন আমাকে বলেছেন, তাঁরা আব্দুর রায্যাক থেকে, আব্দুর রায্যাক মা'মার থেকে, মা'মার কাতাদাহ থেকে, কাতাদাহ আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যদি কেউ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলে, তবে তার এ বাক্যের প্রতিটি শব্দের জন্য আল্লাহ একটি পাখি তৈরী করেন, যার ঠোঁট স্বর্ণের এবং পালক মারজান পাথরের...। এভাবে (লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ) পাঠের ফযীলতে উদ্ভট কথা দিয়ে সে ২০ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে।

তখন আহমদ ইবনু হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন একে অপরের দিকে তাঁকাতে থাকেন। ইয়াহইয়া আহমদকে প্রশ্ন করেন: আপনি কি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? আহমদ বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ হাদীসটি জীবনে ওর মুখ থেকেই প্রথম শুনলাম, এর আগে কখনো শুনি নি (বলা তো দূরের কথা!)।

যখন লোকটি তার গল্প শেষ করল, তখন সে তার হাতের পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে বসে পড়ল এবং অবশিষ্ট কাহিনী দেখতে লাগল। এমতাবস্থায় ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন তাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। লোকটি ভাবল যে, বোধহয় তিনি তাকে (ওয়াযে মুগ্ধ হয়ে) কিছু হাদিয়া দেওয়ার জন্য ডাকছেন। এ ভেবে সে এগিয়ে আসে। তখন ইয়াহইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ হাদীস তোমাকে কে বলেছেন? সে বললো, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন। তখন ইয়াহইয়া বললেন, আমি তো ইয়াহইয়া আর ইনি আহমাদ। আমরা (তোমাকে এ হাদীস শিক্ষা দেওয়া তো দুরের কথা) এটি যে হাদীস তাই আমরা জীবনে কখনো শুনি নি। যদি তোমার মিথ্যা রটনার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের বাদ রেখে মিথ্যা রচনা কর।

তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আপনিই কি ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন? ইয়াহইয়া বলেন: হ্যাঁ। সে বলল, আমি সর্বদা শুনতাম যে, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন একজন নির্বোধ-আহমাক। এখন আমি বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম! এর আগে বিষয়টি আমার কাছে নিশ্চিত ছিল না। ইয়াহইয়া বলেন, তুমি কিভাবে বুঝলে যে, আমি নির্বোধ? সে বলল, দুনিয়াতে কি তোমরা দু জন ছাড়া আর কোনো আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন নেই? অথচ আমি আমার এ পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৭০ জন ইয়াইয়া ইবনু মায়ীন ও আহমদ ইবনু হাম্বালের নাম সন্নিবেশিত করেছি। এ কথা শুনে ইমাম আহমাদ তাঁর জামার আস্তিন দিয়ে নিজের চেহারা আবৃত করেন এবং ইয়াহইয়াকে বলেন ওকে ছেড়ে দাও। তখন লোকটি তাঁদের দুজনকে নিয়ে উপহাস করতে করতে উঠে চলে যায়।

২. ২. ২. ২. জালিয়াতের অবাক ঘটনা

(দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) সুলাইমান ইবনু মিহরান আল-আ'মাশ (১৬০ হি) যখন বসরা নগরীতে প্রবেশ করলেন, তিনি দেখতে পেলেন একজন গল্পকার ওয়ায়িয মসজিদে গল্প বলছে। একপর্যায়ে সে বলে, আ'মাশ আমাকে হাদীস বলেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, আবু ইসহাক আবু ওয়ায়িল থেকে। .... এভাবে সে জাল হাদীস বলতে থাকে। অ'মাশ যখন একথা শুনতে পেলেন, তখন এ মজলিশের ঠিক মাঝখানে এসে বসে নিজের বগলের নিচের পশম উপড়াতে লাগলেন। গল্পকার ওয়ায়িয লোকটি বলে, হে শায়খ! আপনার কি লজ্জা নেই? আমি দ্বীনের কথা আলোচনা করছি আর আপনি এরূপ কাজ করছেন! আ'মাশ বললেন, দেখ, আমি যে কাজে রত আছি তা তুমি যে কর্মে রত আছ তা থেকে অনেক উত্তম। ওয়ায়িয লোকটি বলে: কেন? আ'মাশ বলেন, আমি একটি সুন্নাত কাজে লিপ্ত আছি (বগল পরিষ্কার করা সুন্নাত, যদিও এভাবে জনসমাবেশে করা নিয়ম নয়, তবুও কাজটি সুন্নাত) আর তুমি মিথ্যা কথা ও জালিয়াতিতে লিপ্ত আছ। আরে আ'মাশ তো আমি । আমি তোমাকে কবে এ হাদীস বর্ণনা করলাম?

২. ২. ২. ৩. জালিয়াতের অবাক ঘটনা

(প্রথম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল) শাবী (১০৩ হি) বলেন, আমি সালাত আদায়ের জন্য এক মসজিদে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পাশে অতিদীর্ঘ দাড়ি বিশিষ্ট এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে আছে। একদল মানুষ তাকে ঘিরে বসে আছে। আর তিনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। হাদীস বলতে বলতে তিনি বলেন, আমাকে অমুক বলেছেন, তিনি অমুক থেকে ... এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত নিজের সনদ পৌঁছে দিয়ে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ ২টি শিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন আর প্রত্যেক শিঙ্গায় ২টি করে ফুৎকার থাকবে । ১ম ফুৎকার ধ্বংসের জন্য এবং দ্বিতীয় ফুৎকার পুনরুত্থানের জন্য।

শা'বী বলেন, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। নিজের সালাত সংক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি শেষ করলাম। এরপর লোকটির কাছে যেয়ে বললাম, হে শায়খ! আল্লাহ কে ভয় কর। মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করো না। আল্লাহপাক একটি শিঙ্গা ব্যতীত কখনো দুইটি শিঙ্গা সৃষ্টি করেন নি। এক শিঙ্গায় ২টা ফুৎকার থাকবে, একটি ধ্বংসের ও অন্যটি পুনরুত্থান বা কিয়ামতের। তখন লোকটি আমাকে গালি দিয়ে বলে, হে পাপিষ্ট! অমুক ব্যক্তি আমাকে এ হাদীস বলেছেন, আর তুমি তার প্রতিবাদ করছ! এরপর সে জুতা উঠিয়ে আমাকে মারতে শুরু করে। তখন সমবেত শ্রোতারাও আমাকে জুতা দিয়ে মারতে শুরু করে।

২. ২. ২. ৪. জালিয়াতের অবাক ঘটনা

এক গল্পকার ওয়ায়িয বাগদাদে ওয়ায করত। (কুরআনের সূরা বানী ইসরাঈল (সূরা ইসরা) ৭৯ আয়াত) (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) "আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে"- এ আয়াতটির তাফসীরে সেই ওয়ায়িয বর্ণনা করত যে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে আরশের উপরে তাঁর সাথে বসাবেন। (তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম আলিম) আল্লামা আবু

জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) এরূপ জাল কথার প্রচারের কথা জানতে পারেন। তিনি কঠিনভাবে এর প্রতিবাদ করেন। এমনকি তিনি নিজের বাড়ির দরজায় লিখে রাখেন: (سبحان من ليس له أنيس، ولا له في عرشه جليس): "মহাপবিত্র তিনি যার কোনো বৈঠকি প্রিয়পাত্র নেই এবং তার আরশের উপরে বসার কোনো সঙ্গীও তার নেই।"

(সাধারণ জনগণের মধ্যে উক্ত জালিয়াত আলিম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন; কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে (!!!) ওয়ায করতেন। আর আল্লামা ইবনু জারীর তাবারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার বিরুদ্ধে!!! কথা বললেন) এতে বাগদাদের সাধারণ মানুষের মাঝে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এমনকি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাবারীর বাড়ির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। ক্ষিপ্ত জনতা এত পাথর ছুড়েছিল যে, ইমাম তাবারীর ঘরের সামনে পাথরের স্তূপ জমে গিয়েছিল এবং তার বাড়ির দরজা পাথরের নিচে চলে গিয়েছিল। কাবীর।

২. ২. ৩. ইলম হাদীস বিষয়ক কতিপয় জ্ঞাতব্য

এরপর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইলম হাদীস বিষয়ক কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

২. ২. ৩. ১. "মারফু" (مرفوع) হাদীস

যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন, সিদ্ধান্ত, বিবরণ, অবস্থা বা গুণবর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত এবং যার সনদ অবিচ্ছিন্ন তাকে মারফূ হাদীস বলা হয়।

২. ২. ৩. ২. মাতরূক (পরিত্যক্ত) ও মুনকার (আপত্তিকর)

কোনো রাবী বা হাদীস-বর্ণনাকারীকে মাতরূক, অর্থাৎ পরিত্যক্ত, বা মুনকার অর্থাৎ আপত্তিকর বলার অর্থ এ নয় যে, তার বর্ণিত সকল হাদীসকে জাল বলে গণ্য করা আবশ্যক। বরং এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে জাল বলতে বিচার গবেষণার প্রয়োজন। যদিও ইমাম বুখারী বলেছেন যে, "মুনকার রাবীর হাদীস বর্ণনা হালাল নয়", তবে তাঁর এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূতী "তাআক্কুবাত" গ্রন্থে লিখেছেন:

قال البخاري: منكر الحديث، فغاية أمر حديثه أن يكون ضعيفا

"বুখারী বলেছেন: এ ব্যক্তি মুনকারুল হাদীস বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। কাজেই এ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসের চূড়ান্ত অবস্থা যে তা দুর্বল।

২. ২. ৩. ৩. মাউযূ বা জাল হাদীস

যে হাদীসের বর্ণনাকারী বা রাবীকে মিথ্যা কথনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে সে হাদীসকে মাউযূ হাদীস বা জাল হাদীস বলা হয়।

কখনো জালিয়াত নিজেই নিজের জালিয়াতির কথা স্বীকার করে। কখনো হাদীসের ভাষায়, কথায় বা অর্থে জালিয়াতির আলামত থাকে। এরূপ আলামতের মধ্যে রয়েছে:

(১) হাদীসের ভাষা, বাক্যগঠন বা শব্দচয়ন নিম্নমানের।

(২) হাদীসের অর্থ নিম্নমানের বা অসুন্দর।

(৩) হাদীসটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের ব্যতিক্রম বা বিপরীত।

(৪) হাদীসটি সুনিশ্চিত ইজমা বা ঐকমত্যের ব্যতিক্রম বা বিপরীত।

(৫) নবী-রাসূল বা সাহাবীগণের কথার সাদৃশ্যপূর্ণ বা মানসম্পন্ন নয়।

(৬) হাদীসটি বাতিল হওয়ার বিষয়ে দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান।

(৭) বর্ণনাকারী শাসক-প্রশাসকদের নৈকট্য লাভের আশায় বানিয়েছে।

(৮) হাদীসটি জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্পষ্ট বিরোধী বলে প্রতীয়মান।

(৯) দীনকে বিকৃত করার জন্য যিন্দীকদের বানানো হাদীস।

এরূপ আরো অনেক আলামত রয়েছে।

২. ২. ৩. ৪. জাল হাদীসের বিধান

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করা কবীরা গুনাহ। এরূপ হাদীস বলা বা উল্লেখ করাও জায়েয নয়। অনুরূপ ভাবে মিথ্যা কাহিনী বা ঘটনা বর্ণনা করাও কবীরা গুনাহ।

২. ২. ৩. ৫. জাল হাদীস নির্ণয়ে ইলম হাদীসের কিছু নীতিমালা

ইবনুল জাওযী জাল হাদীস নির্ণয়ে নিম্নের নীতিমালা উল্লেখ করেছেন:

(১) যে হাদীসকে বিবেক ও মূলনীতির বিরোধী দেখবে, সে হাদীসকে জাল বলে জানবে। এ হাদীসে বিচার-বিশ্লেষণে কষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ এ হাদীসের বর্ণনাকারীকে অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করবে এবং তার জারহ বা সমালোচনায় মুহাদ্দিসগণের মতামত নিয়ে গবেষণা নিষ্প্রয়োজন।

(২) অনুরূপভাবে যে হাদীস মানবীয় ইন্দ্রীয়লব্ধ জ্ঞান বা সুস্পষ্ট সহজাত জ্ঞান ও চোখে দেখা বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক।

(৩) যে হাদীস কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের বিরোধী, সুপরিচিত স্বতসিদ্ধ সুন্নাতের বিরোধী বা সুনিশ্চিত ইজমা বা ঐকমত্যের বিরোধী এবং কোনোরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমন্বয়েরও সুযোগ নেই।

(৪) যে হাদীসে সামান্য কর্মের জন্য কঠিন শাস্তি বা বিশাল সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। অধিকাংশ গল্পকার ওয়ায়িযের ওয়াযে ও বাজারের মানুষদের মধ্যে এ জাতীয় জাল হাদীসগুলিই পাওয়া যায়।

(৫) যে হাদীসের মধ্যে ফালতু বা অর্থহীন কথা রয়েছে। যেমন, জবাই না করে কদু খাবে না... ইত্যাদি। অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ এরূপ বাতুল ও ফালতু কথার হাদীসকে বর্ণনাকারীর জালিয়াতির প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেন। যদি কোনো রাবী এরূপ হাদীস বর্ণনা করে তবে প্রমাণিত হয় যে, সে একজন মিথ্যাবাদী।

(৬) জাল হাদীস বিষয়ক উপরের আলামতগুলি "হাদীসের শব্দ ও অর্থের" মধ্যে পাওয়া যায়। আর কোনো কোনো আলামত বর্ণনাকারীর মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন খলিফা মাহাদীর সাথে গিয়াসের কাহিনী, যে হাদীস শাসকের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি করা।

(৭) হাদীসের বর্ণনাকারী বা রাবী এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবে যা অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করে নি, আর এ ব্যক্তি যার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছে বলে দাবি করেছে তার সাথে তার সাক্ষাতও হয় নি।

(৮) যে হাদীস মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, অথচ বিষয়টা এমন যে, তা অনেকের জানা জরুরী। অন্য কেউ না বলে এ বর্ণনাকারী একা কেন এ ঘটনা বললেন সে বিষয়ে কোনো ওযরও পাওয়া যায় না। খতীব বাদগাদী তাঁর "আল-কিফায়া" গ্রন্থে প্রথম দিকে উল্লেখ করেছেন: যেমন "অমুক হজ্জের মাউসূমে শত্রু সেনারা কোনো হাজীকে হজ্জ করতে দেয় নি বা কাবাঘর অবরোধ করে হজ্জ পালন বন্ধ করে দিয়েছে... কেউ যদি এরূপ খবর প্রচার করে এবং অন্য কেউই তা না বলে তাহলে এরূপ সংবাদ মিথ্যা বলে চিহ্নিত করতে কোনো গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: মোট কথা হলো, উপরের আলামতগুলি যে সকল হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলি জাল।

২. ২. ৩. ৬. যে অর্থের সকল হাদীস জাল

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন:

মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) মাউযূআত কবীর গ্রন্থের শেষে জাল হাদীস নির্ণয় করার বিষয়ে কিছু বিস্তারিত মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

(১) যে হাদীসে বাতুল ও ফালতু কথা বলা হয়েছে, যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র যবানে বলতে পারেন না। যেমন যদি কেউ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) বলে তবে তার প্রত্যেক শব্দের জন্য একটি পাখি সৃষ্টি করা হবে, সে পাখির সত্তর হাজার জিহ্বা থাকবে, প্রত্যেক ৭০ হাজার ভাষা থাকবে প্রত্যেক ভাষা ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।...

(২) যে হাদীসকে স্বাভাবিক ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দেয়। যেমন "বেগুন সকল রোগের ঔষধ"... ইত্যাদি।

(৩) যে হাদীস অন্যান্য সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী। যেমন: "মুহাম্মাদ" বা "আহমদ" নাম রাখার ফযীলত বিষয়ক হাদীস এবং যদি কারো নাম মুহাম্মাদ বা আহমদ হয় তাহলে সে জাহান্নামে জ্বলবে না.... ইত্যাদি। এ সকল হাদীস দীনের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ও মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক, যে মূলনীতির ভিত্তি হলো, মানুষের নাম, বংশ, উপাধি ইত্যাদির দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে না, মুক্তি মেলে ঈমান ও নেক আমল দ্বারা।

(৪) যে হাদীসের বাতিল হওয়ার দলীল বিদ্যমান। যেমন "যখন আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন তখন ফার্সী ভাষায় ওহী নাযিল করেন এবং যখন সন্তুষ্ট হন তখন আরবী ভাষায় ওহী নাযিল করেন।"

(৫) যে হাদীসে হাস্যকর কথা বলা হয়েছে, যেমন "চাউল যদি মানুষ হতো তাহলে সে ধৈর্যশীল হতো।

(৬) যে হাদীস নবী-রাসূলদের কথা বা সাহাবীগণের কথার মানসম্পন্ন বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, "সুন্দর চেহারা ও কাল চক্ষুবিশিষ্ট সাথী গ্রহণ তোমাদের করণীয়, কারণ আল্লাহ সুন্দর চেহারাধারীকে আগুনে শাস্তি দিতে লজ্জা বোধ করেন...।" যে অপবিত্র ব্যক্তি এ জাল হাদীস তৈরি করেছে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

(৭) যে হাদীসের মধ্যে দিন-তারিখ বা মাস-বছর নির্ধারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেমন, মুহার্‌রাম মাসে চন্দ্রগ্রহণ হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, যুদ্ধবিগ্রহ হবে এবং শাসক ব্যস্ততায় নিপতিত হবে....।

(৮) চিকিৎসাপত্র বা টোটকা বিষয়ক হাদীস। যেমন "মাছ খেলে শরীর দুর্বল হয় ...।"

(৯) যে সকল হাদীসকে সহীহ হাদীসগুলি বাতিল বলে প্রমাণ করে। যেমন উজ পালোয়ান বিষয়ক হাদীসগুলি... সে তিন হাজার তিনশত ত্রিশ গজ লম্বা ছিল ....। বিস্তারিত আলোচনা মাউযূআত কবীরে দেখুন।

(১০) যে হাদীস কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের বিপরীত। যেমন, "দুনিয়ার স্থায়িত্ব ৭ হাজার বছর হবে..।" যদি এ হাদীস সহীহ হতো তাহলে তো সকল মানুষই জানত যে, কিয়ামতের আর কত দেরি আছে। অথচ কুরআনে আছে যে, কিয়ামতের সময় কারো জানা নেই।

(১১) যে সকল হাদীসের ভাষা দুর্বল ও নিম্নমানের। যেমন যে ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করবে, সে মাতাল অবস্থায়

কবরে ঢুকবে, মাতাল অবস্থায় কিয়ামতে উঠবে, মাতাল অবস্থায় তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে, 'মাতাল' নামের একটি পাহাড় বা নদীতে তাকে রাখা হবে .... ।"

(১২) যে সকল হাদীস বাতিল হওয়ার আলামত বিদ্যমান। যেমন "খাইবারের ইহূদীদের জিযিয়া-কর মাউকূফ" করার হাদীস। এ হাদীসটি বিভিন্ন দিক থেকে বাতিল। বিস্তারিত মাউযূআত কবীরে দেখুন।

২. ২. ৩. ৭. জাল হাদীস চিহ্নিতকরণের পরিভাষাসমূহ

যদি কোনো হাদীসের বিষয়ে বলা হয় যে, হাদীসটি (موضوع): জাল, (لا أصل له): ভিত্তিহীন/অস্তিত্বহীন, (باطل): বাতিল, (كذب): মিথ্যা, (ليس من الحديث): এটি হাদীস নয়, তাহলে হাদীস বলে কথিত সে কথাটি কখনোই হাদীস হতে পারে না; বরং তা সম্পূর্ণ বানোয়াট হাদীস।

২. ২. ৩. ৮. জাল হাদীসের অর্থ বিচার

এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, কখনো কখনো কোনো হাদীসের অর্থ সঠিক বলে দেখা যায়, তবে হাদীসটির শব্দ জাল বলে প্রমাণিত। আবার কখনো হাদীসটি অর্থ ও শব্দ উভয় দিক দিয়েই জাল। কোনো কোনো বিষয় আছে যে, অভিজ্ঞতার ও ঐতিহাসিক বিচারে হয়ত কথাটি ঠিক, কিন্তু তা হাদীস নয়, অর্থাৎ হাদীস বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে তা জাল।

২. ২. ৪. গ্রন্থপঞ্জী

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থের তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী ভূমিকার শেষে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি প্রধান গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। এরপর যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি বেশি প্রদান করেছেন সেগুলির বিষয়ে তার নিজস্ব সাংকেতিক পরিভাষা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন:

এ গ্রন্থ প্রণয়ন করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হলো:

(১) মোল্লা আলী কারীর তাযকিরাহ (তাযকিরাতুল মাউদূআত)
(২) তাহির ফাতানীর তাযকিরাতুল মাউদুআত
(৩) মোল্লা আলী ক্বারীর আল-মাসনূ
(৪) ইমাম শাওকানীর মাউদুআত (আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআ)
(৫) শায়খ মুহাম্মদ আবুল মাহাসিনের আল-লু'লু' আল-মারসু
(৬) সুয়ুতীর আদ-দুরারুল মুনতাসিরাহ
(৭) সুয়ুতীর আল-লাআলী আল-মাসনূআহ
(৮) সুয়ুতীর যাইলুল লাআলী (যাইলুল মাউদূআত)
(৯) সুয়ুতীর আত-তাআক্কুবাত আলাল মাউদূআত
(১০) ইমাম সাগানীর আল-মাউদূয়াত
(১১) সাখাবীর আল-মাকাসিদ আল-হাসানাহ
(১২) মোল্লা আলী ক্বারীর মাউদুআত কাবীর (আল-আসরারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাউদূআহ)
(১৩) ইবনু হাজার আসকলানীর লিসানুল মিযান
(১৪) যাহাবীর মিযানুল ই'তিদাল
(১৫) মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর আল-আসারুর মারফুয়া
(১৬) মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর আন-নাফি আল-কাবীর
(১৭) কাতিব চলপী হানাফীর কাশফুয যুনূন

এরপর তিনি বলেন:

এ গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থের বরাত বা হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে সেগুলির জন্য নিম্নরূপ সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে:

	সংকেত	গ্রন্থ ও লেখকের নাম
১	তাযকিরা আলী	তাযকিরাতুল মাউদুযাত নামক গ্রন্থ। লেখক মোল্লা আলী কারী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ হারাবী মাক্কী হানাফী। মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইলম-কালাম বিশেষজ্ঞ। শরহ ফিকহ আকবার, মিরকাত, শরহ শিফা ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা। ইবনু হাজার মাক্কী ও শুম্মানীর ছাত্র ছিলেন। ওফাত ১০১৪ হিজরী
২	আল-মাসনূ	"আল-মাসনূ"। উপরের লেখকেরই লেখা।
৩	কবীর	মাউযূআত কবীর। একই লেখকের লেখা।
৪	শাওকানী	মাউদূআত শাওকানী। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ শাওকানী সানআনী। মুহাদ্দিস, মুফাস্সির। জন্ম ১১৭২, ওফাত ১২৫০হি। নাইলুল আওতার, শারহুল মুলতাকা.. গ্রন্থের লেখক।
৫	লাআলী	আল-লাআলী আল-মাসনূআ। লেখক জালালুদ্দীন আবুল ফাদল আব্দুর রাহমান ইবনু

		কামালুদ্দীন আবূ বাকর সুয়ূতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ঐতিহাসিক, আরবী ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ। জন্ম ৮৪৯ হি। ওফাত ৯১১। আদ-দুররুল মানসূর ইত্যাদি গ্রন্থ।
৬	যাইল	যাইলুল লাআলী (যাইলুল মাউযূআত)। সুয়ূতীর।
৭	দুরার	আদ-দুরারুল মুনতাসিরা। সুয়ূতীর।
৮	লুলু	"আল-লুলু আল-মারসূ"। শাইখ মুহাম্মাদ আবুল মাহাসিন আল-কাওকাজী আল-হুসাইনীর।
৯	সাগানী	মাউদূআতুল ইমাম সাগানী। রাদিউদ্দীন আবুল ফাদল হাসান ইনু মুহাম্মাদ ইবনু হাসান উমারী হানাফী। জন্ম ৫৭৭ হি. লাহোরে। সেখান থেকে বাগদাদ হিজরত করেন। ৬৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মাশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থের প্রণেতা।
১০	মাকাসিদ	"আল-মাকাসিদ আল-হাসানা"। লেখক ইমাম সাখাবী। জন্ম ৮৩১, মৃত্যু ৮৫২। শারহুল কাওলুল বাদী ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।
১১	তাযকিরা তাহির	তাযকিরাতুল মাউযূআত। লেখক শাইখ মুহাম্মাদ তাহির ইবনু আলী হিন্দী। মৃত্যু ৯৭৬ হি।
১২	লিসান	লিসানুল মীযান (পূর্ণাঙ্গ)। লেখক ইবনু হাজার আসকালানী, জন্ম ৭৭৩ হি। মৃত্যু ৮৫২ হি। তাকরীবুত তাহযীব, ফাতহুল বারী, নুখবাতুল ফিকার.. গ্রন্থাদির লেখক।
১৩	মীযান	মীযানুল ই'তিদাল। লেখক যাহাবী। জন্ম ৬৭৩, মৃত্যু ৭৪৮। তাযকিরাতুল হুফ্ফায, মুখতাসারু তাহযীবুল কামাল ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখক।
১৪	আসার	"আল-আসার আল-মারফূআ"। লেখক মাওলানা আবুল হাসানাত আব্দুল হাই ইবনু আব্দুল হালীম লাখনবী। মৃত্যু ১৩০৪ হি। উমদাতুর রিয়ায়াহ, আন-নাফি আল-কাবীর, নাফউল মুফতী ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখক।
১৫	কাশফ	কাশফুয যুনূন। লেখক কাতেব চালপী হানাফী। মৃত্যু ১০৬৭ হি।

....

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
যে সকল হাদীস জাল বলেছেন

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে নিম্নের ৪৪১টি হাদীস জাল হিসেবে সংকলন করেছেন। তিনি হাদীসগুলির আরবী পাঠ লিখে তার উর্দু অর্থ উল্লেখ করেছেন এবং এরপর হাদীসটি জাল বলে গণ্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী সংকলিত জাল হাদীসগুলির আরবী পাঠ, বাংলা অনুবাদ ও তাঁর মন্তব্যের বাংলা অনুবাদ হুবহু উপস্থাপন করা হলো। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া উপস্থাপকের কোনো বক্তব্য থাকলে তা পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। মূল পাঠের সকল বক্তব্য আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর। উল্লেখ্য যে, তিনি আরবী বর্ণগুলির ও হাদীসগুলির কোনো নম্বর দেন নি। উপস্থাপনার সুবিধার্থে আমরা বর্ণগুলির ও হাদীসগুলির নম্বর দিয়েছি।

২. ৩. ১. আলিফ অক্ষর : حرف الألف

1. آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

১. আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজন থেকে উত্তম।

আসকালানী বলেছেন, এ কথাটি হাদীস বলে আমার জানা নেই, যারকানী বলেন, এরূপ হাদীস কোথাও পাওয়া যায় না। আর ইবনু তাইমিয়া কথাটিকে মাউযূ বা জাল বলেছেন। যাইল, মাকাসিদ, আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

2. أَبُوْ حَنِيْفَةَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ

২. আবূ হানীফা আমার উম্মাতের প্রদীপ।

মুহাদ্দিসগণ একমত যে কথাটি জাল। কবীর, লুলু।

3. أَبْغَضُ العِبادِ إِلى اللهِ مَنْ كانَ ثَوْباهُ خَيْراً مِنْ عَمَلِهِ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ ثِيَابَ الأَنْبِياءِ وعَمَلُهُ عَمَلَ الجَبَّارِينَ

৩. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বান্দা সে ব্যক্তি যার পরিধেয় বস্ত্রদ্বয় তার কর্মের চেয়ে উত্তম। তার পোশাক নবীগণের পোশাক অথচ তার কর্ম প্রতাপশালী অত্যাচারীদের কর্ম।

এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।

4. اِتَّقُوْا (ذَوِيْ) الْعَاهَاتِ

৪. রোগব্যধি-দৈহিক বিপর্যয় (গ্রস্তদের) থেকে আত্মরক্ষা কর।

সাখাবী বলেছেন, হাদীস হিসেবে এ কথার কোনো সন্ধান তিনি পান নি। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: এ হাদীস আমার জানা নেই। কবীর, লুলু, মাকাসিদ, মাসনূ।

5. اِتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ

৫. তুমি যার উপকার করেছ তার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা কর।

এ কথাটি হাদীস নয়, বরং প্রবাদ বাক্য হিসেবে প্রচলিত। লুলু, তাযকিরা আলী।

6. أَتاني جِبْرِيلُ بِهَرِيْسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فأُعْطِيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً في الْجِمَاعِ

৬. জিবরাঈল (আ) আমাকে জান্নাত থেকে (আটা, ঘি ও চিনি দিয়ে তৈরি) হারিসা-ক্ষীর এনে দেন এবং আমি তা ভক্ষণ করি। ফলে আমি স্ত্রী-মিলনে চল্লিশ জন পুরুষের ক্ষমতা লাভ করি।

এ হাদীসটি জাল। কবীর ৫৯ পৃষ্ঠা।

7. اتَّبِعُوا العُلَماءَ فإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيا ومَصابِيحُ الآخِرَةِ

৭. তোমরা আলিমদের অনুসরণ করবে; কারণ তারা দুনিয়ার প্রদীপ ও আখিরাতের বাতি।

হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে কাসিম ইবনু ইবরাহীম মালতী রয়েছেন। দারাকুতনী বলেছেন যে, কাসিম ইবনু ইবরাহীম নামক এ ব্যক্তি কায্যাব বা ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী জালিয়াত ছিলেন। আর খতীব বাগদাদী বলেছেন, এ ব্যক্তি লুআইন থেকে ইমাম মালিকের সূত্রে উদ্ভট উদ্ভট বাতিল-জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাইল।

8. اِتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهَمِ

৮. অপবাদের স্থানগুলি থেকে আত্মরক্ষা কর।

এ হাদীসটি জাল। দেখুন: তাযকিরা তাহির, তাযকিরা আলী, কবীর।

9. أَجِيْبُوْا صَاحِبَ الْوَلِيْمَةِ فَإِنَّهُ مَلْحُوْنٌ (مَلْهُوْفٌ)

৯. তোমরা ওলীমা-কারীর দাওয়াত কবুল করবে; কারণ সে সুন্দর আওয়ায-কৃত (সুন্দর আওয়াযে আহ্বান করে)।[১৪৬]

ইবনুল জাওযী তার "মাউযূআত" গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি হাসান ইবনু আল্লান আল-খার্‌রাত নামক জালিয়াত জাল করেছে। মীযান ১/২৩৪।

10. اِخْتِنُوْا أَوْلاَدَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَسْرَعُ نَبَاتاً (لِلَّحْمِ)

১০. তোমাদের সন্তানদেরকে সপ্তম দিবসে খাতনা করবে; কারণ তা অধিক পবিত্রতা রক্ষা করে এবং অধিক দ্রুত ক্ষত পূরণ করে।

দাউদ ইবনু সুলাইমান নামক একজন জালিয়াত বর্ণনাকারীর পুস্তিকাতে এ হাদীসটি বর্ণিত। সে ইমাম আলী ইবনু মুসা রেযা ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করত। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন, এ লোকটি মিথ্যাবাদী। আর আবূ হাতিম বলেন, একে আমি চিনি না। সর্বাবস্থায় এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদি জালিয়াত বর্ণনাকারী ছিলেন। মীযান ১/৩১৮।[১৪৭]

11. اِجْتَمِعُوْا وَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ فَاجْتَمَعْنَا وَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِيْنَ ثَلاَثاً كَيْلاَ يَذْهَبَ الْقُرْآنُ وَأَعِزَّ الْعُلَمَاءَ كَيْلاَ يَذْهَبَ الدِّيْنُ

১১. (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:) তোমরা সমবেত হও এবং তোমাদের হাত উঠাও। তখন আমরা সমবেত হলাম ও হাত উঠালাম। অতঃপর তিনি বললেন: হে আল্লাহ আপনি ক্ষমা করুন শিক্ষকদেরকে- তিনবার বললেন- যেন কুরআন চলে না যায়, এবং সম্মানিত করুন আলিমদেরকে; যেন দীন চলে না যায়।

হাদীসটি জাল। লাআলী, তাযকিরা তাহির, আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

12. إِذَا جَلَسَ الْمُتَعَلِّمُ بَيْنَ يَدَيْ الْعَالِمِ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ بَاباً مِنَ الرَّحْمَةِ وَلاَ يَقُوْمُ مِنْ عِنْدِهِ إِلاَّ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَأَعْطَاهُ اللهُ بِكُلِّ حَرْفٍ ثَوَابَ سِتِّيْنَ شَهِيْداً

১২. যখন শিক্ষার্থী আলিমের সামনে বসে তখন আল্লাহ তার জন্য রহমতের ৭০ টি দরজা খুলে দেন। যে নবজাতকের মত (নিষ্পাপ) হয়ে তার নিকট থেকে উঠে এবং আল্লাহ তাকে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ৭০ জন শহীদের সাওয়াব প্রদান করেন।

এটি বিলকুল জাল কথা। যাইল, আল-মাসনূ, তাযকিরা তাহির, কবীর।

13. إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَنْزِلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَزَلَ عَنْ عَرْشِهِ بِذَاتِهِ

১৩. যখন আল্লাহ প্রথম আসমানে অবতরণের ইচ্ছা করেন তখন তিনি নিজ সত্তাসহ আরশ থেকে অবতরণ করেন।

এ হাদীসের উদ্ভাবক একজন দাজ্জাল এবং হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা ও ফালতু কথা। লুলু, আল-মাসনূ, মাকাসিদ, তাযকিরা-আলী, কবীর।

14. إِذَا صَدَقَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَتْ شُرُوْطُ الأَدَبِ

১৪. যখন মহব্বত সত্য হয় তখন আদবের শর্তগুলি বিলুপ্ত-অপসারিত হয়।

ইবনু দাবী বলেন, এটি হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী বলেন, এটি জুনাইদের কথা, রিসালায়ে কুশাইরিয়্যায় জুনাইদের এ অর্থে একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। লুলু, আল-মাসনূ, মাকাসিদ, তাযকিরা আলী, কবীর।

15. إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَعَمِّمُوْا أَيْ أَدْخِلُوْا الأَنْبِيَاءَ مَعِيْ أَوْ آلِيْ وَأَصْحَابِيْ

১৫. যখন তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ করবে তখন তা উন্মুক্ত ও সাধারণ করবে। অর্থাৎ আমার সাথে অন্য নবীদেরকে বা আমার বংশধর ও সাহাবীগণকে সংযুক্ত করবে।

সাখাবী বলেন, এরূপ কোনো হাদীস নেই। আল-মাসনূ, লুলু।

16. إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً وَنِصْفاً إِلَى ذِرَاعَيْنِ فَصَلُّوْا الظُّهْرَ

১৬. যখন ছায়া দেড় থেকে দু হাত হবে তখন যোহরের সালাত আদায় করবে।

এরূপ কোনো হাদীস নেই। এ কথাগুলি বিলকুল বাতিল কথা। লুলু, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

17. إِذَا غَضِبَ الرَّبُّ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ أَنْزَلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ

১৭. যখন আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন তখন ফার্সীতে ওহী নাযিল করেন এবং যখন তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তখন তিনি আরবীতে ওহী নাযিল করেন।

এ হাদীসটি বাতিল ও ফালতু কথা। এর সনদে উমার ইবনু মূসা ইবনু ওয়াজীহ নামক একজন মহা-জালিয়াত বিদ্যমান। লুলু, লাআলী।

18. إِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ قَالَهَا ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ قَالَهَا ثُمَّ عَادَ، كَتَبَهُ اللهُ فِيْ الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِيْنَ

১৮. যখন বান্দা 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি'- বলে, অতঃপর পুনরায় সে উক্ত পাপ করে এবং আবারও তা বলে, অতঃপর পুনরায় তা করে, আবারও তা বলে, অতঃপর পুনরায় তা করে, তখন চতুর্থবারে আল্লাহ তাকে মহা-মিথ্যাবদী বলে লিপিবদ্ধ করেন।

এ হাদীসের সনদে ফদল ইবনু ঈসা নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী বিদ্যমান। শাওকানী।

19. إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه

১৯. যখন মুআয্যিন আযান দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তাঁর হাত তার (মুআয্যিনের) মাথার উপরে রাখেন।

এ হাদীসের সনদের মধ্যে উমার ইবনু সুবহ নামক একজন জালিয়াত বর্ণনাকারী বিদ্যমান। শাওকানী।

20. إذا فرغ أحدكم فلا يكتب عليه بلغ فإن بلغ اسم الشيطان ولكن يكتب عليه: الله

২০. যখন তোমাদের কেউ (লেখা) শেষ করবে তখন সে যেন "বালাগ" না লেখে; কারণ "বালাগ" শয়তানের নাম; বরং সে যেন "আল্লাহ" লিখে।

এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ইবনু আব্দুল্লাহ। ইবনু হিব্বান বলেছেন যে, এ ব্যক্তি জাল হাদীস বর্ণনা করত। তার জালিয়াতি-কুকীর্তি বর্ণনার উদ্দেশ্য ছাড়া তার বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা জায়েয নয়। মূল কথা হলো, এ হাদীসটি এ জালিয়াতের বর্ণনা করা। মীযানুল ই'তিদাল।

21. إذا أراد الحاجة وثق في خاتمه خيطا

২১. তিনি (রাসূলুলাহ ﷺ) যখন কোনো হাজদ-প্রয়োজনের ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর আঙটিতে একটি সুতা বেঁধে নিতেন।

এ হাদীসটি জাল। উকাইলী বলেছেন যে, (এ হাদীসের বর্ণনাকারী বিশর ইবনু ইবরাহীম আনসারী নামক ব্যক্তি) ইমাম আওযায়ী থেকে শুনেছে দাবি করে জাল হাদীস বর্ণনা করত। আর এ হাদীস এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করে নি। ইবনু আদী বলেছেন, আমার কাছে সুস্পষ্ট যে, এ ব্যক্তি একজন জালিয়াত। ইবনু হিব্বান বলেন, এর থেকে হাদীসটি আলী ইবনু হারব নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে জাল হাদীস বানিয়ে বলত। লিসানুল মীযান।

22. إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر وإن يك باطلا كان وزره عليه.

২২. যখন তোমরা হাদীস লিখবে তখন তা সনদসহ লিখবে; কারণ তা যদি সত্য হয় তাহলে তোমরাও সাওয়াবের অংশীদার হবে, আর তা যদি বাতিল হয় তাহলে তার পাপভার বর্ণনাকারীর উপর বর্তাবে।

এ হাদীসের সনদে মাসআদা ইবনু সাদাকাহ নামক ব্যক্তি রয়েছে। দারাকুতনী এ ব্যক্তিকে 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত বলেছেন। কিন্তু মীযানুল ই'তিদালের লেখক আল্লামা যাহাবী এ হাদীসটি এ ব্যক্তির সূত্রে উদ্ধৃত করে হাদীসটি মাউযূ বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন। লিসানুল মীযান ৬/২২।

23. إذا أراد أمرا فيه لين أوحى إلى الملائكة المقربين بالفارسية الدرية.

২৩. আল্লাহ যখন কোনো নম্রতা-যুক্ত বিষয়ের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণের নিকট বিশুদ্ধ ফার্সী ভাষায় ওহী প্রেরণ করেন।

এ হাদীসটি জাল। এ বিষয়ে লাম অক্ষরের হাদীসগুলির মধ্যে জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবী ও ফারসী... হাদীসটি দেখুন (এ পুস্তকের ২৭৫ নং হাদীস)।

24. إذا دعت أحدكم أمه وهو في الصلاة فليجب وإذا دعاه أبوه فلا يجب

২৪. তোমাদের কারো সালাতে রত থাকা অবস্থায় যদি তার মা তাকে ডাকেন তবে সে মায়ের ডাকে সাড়া দিবে। আর যদি তার পিতা এমতাবস্থায় তাকে ডাকেন তবে সাড়া দিবে না।

মোল্লা আলী কারী বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয ইবনু আবান আল-কুরাশী আল-উমাবী নামক একজন রাবী, যার বিষয়ে ইবনু মায়ীন ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, সে মহা-মিথ্যাবাদী ছিল এবং জাল হাদীস বর্ণনা করত। লুলু।

25. إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه

২৫. যখন মুআবিয়াকে মিম্বারের উপরে দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে।

হাদীসটি দাইলামী ফিরদাউস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, তবে তা জাল। লাআলী, ফাতাওয়া ইমদাদিয়্যাহ ৪/১৩৮।

26. اشربوا على الطعام تشبعوا

২৬. খাদ্যের উপর পানীয় পান করবে তাহলে পরিতৃপ্তি লাভ করবে।

এ হাদীসটি বাতিল। লুলু, তাযকিরা আলী, আসার।

27. أصف النية وعش في البرية

২৭. নিয়্যাত বিশুদ্ধ কর এবং বিজন মরুভূমিতে বাস কর।

ইবনু দাবী বলেন, এটি হাদীস নয়। লূলু, তাযকিরা আলী, কাবীর।

28. أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الرِّضَى عَنِ النَّفْسِ

২৮. আত্মতুষ্টি সকল রোগের মূল।
এটি কোনো হাদীস নয়, ইবনু দাবী তা ব্যাখ্যা করেছেন। কাবীর, আল-মাসনূ', লুলূ।

29. اِسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ فِيْ الْيَوْمِ الصَّائِفِ تَنْتَثِر ذُنُوبُكَ كَمَا يَنْتَثِرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِيْ الرِّيْحِ الْعَاصِفِ

২৯. গ্রীষ্মের দিনে পানির উপর পানি পান করাও, এতে তোমার পাপগুলি ঝরে যাবে যেভাবে প্রবল বাতাসে গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়।

সুয়ূতী তার যাইল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ হাদীসের সনদ ও মতন উভয়ই মুনকার বা আপত্তিকর। তাযকিরা তাহির, শাওকানী।

30. أَعِيْنُوا الشَّارِيْ

৩০. ক্রেতাকে সাহায্য কর।
এরূপ কথা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। এ ভিত্তিহীন কথা। কবীর।

31. أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْقَلُ النَّاسِ

৩১. মানুষের মধ্যে যার আকল বা বুদ্ধি বেশী সেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।
এটি হাদীস নয়, জাল কথা। লুলু।

32. أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَزُهَا، أَيْ أَتْعَبُهَا وَأَصْعَبُهَا

৩২. শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাই যাতে কষ্ট সবচেয়ে বেশি।

যারাকশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই। সুয়ূতী এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইবনুল কাইয়িম শারহু মানাযিলিস সায়িরীন গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, কথাটি হাদীস না হলেও, এর অর্থ হাদীস সম্মত। এ অর্থে বুখারী ও মুসলিম সংকলিত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন: তোমার কষ্ট অথবা ব্যয় অনুসারে তুমি সাওয়াব বা পুরস্কার লাভ করবে।

33. اِقْرَؤُوْا يس فَإِنَّ فِيْهَا عَشْرَ بَرَكَاتٍ

৩৩. তোমরা সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, কারণ তাতে দশটি বরকত রয়েছে (ক্ষুধার্ত খাদ্য পাবে, বস্ত্রহীন বস্ত্র পাবে, অবিবাহিত বিবাহ পাবে...)
এ হাদীসের সনদে মহা-মিথ্যাবাদী রাবী বিদ্যমান। শাওকানী।

34. أَكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ

৩৪. সবচেয়ে সম্মানিত মাজলিস-বৈঠক যাতে কিবলামুখি হয়ে বসা হয়।
ইবনু হিব্বান বলেছেন, হাদীসটি জাল। লুলু। তবে নিঃসন্দেহে কিবলামুখি হয়ে বসা উত্তম।[১৪৮]

35. أَكْرِمُوْا طَهُوْرَكُمْ

৩৫. তোমাদের পবিত্রতার উপকরণকে (পানি বা অনুরূপ দ্রব্য) সম্মান কর।

এ হাদীসটিকে ইবনু তাইমিয়া জাল বলেছেন। এছাড়া সুয়ূতির যাইলুল মাউযূআত গ্রন্থেও এটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

36. أَكْلُ السَّمَكِ يُذْهِبُ الْحَسَدَ (في جميع المصادر: الْجَسَدَ)

৩৬. মাছ খাওয়া হিংসা (অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনায়: শরীর-স্বাস্থ্য) বিনষ্ট করে।[১৪৯]
হাদীসটি মাউযূ বা জাল। লুলূ।

37. أَكْلُ الطِّيْنِ يُوْرِثُ النِّفَاقَ

৩৭. মাটি খাওয়া মুনাফিকির জন্ম দেয়।
হাদীসটি জাল। জাফর ইবনু আহমদ নামক একজন জালিয়াত রাবী এ হাদীসটি বানিয়েছে। লাআলী, তাযকিরা তাহির।

38. اَلأَرْضُ فِيْ الْبَحْرِ كَالإِصْطَبْلِ فِيْ الْبَرِّ.

৩৮. সমুদ্রের মধ্যে পৃথিবী ভূপৃষ্ঠের মধ্যে একটি আস্তাবলের মত।

এ হাদীসটি একেবারে ভিত্তিহীন বাতিল। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

39. اَلإِعَادَةُ سَعَادَةٌ

৩৯. পুনরাবৃত্তি সৌভাগ্য।
ইবনু দাবী বলেছেন, এ কথা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। লুলু।

40. أَلْسِنَةُ الْخَلْقِ أَقْلاَمُ الْحَقِّ

৪০. সৃষ্টিকুলের জিহ্বা সত্যের কলম।
হাদীসটি ভিত্তিহীন, ইবনু দাবী তা উল্লেখ করেছেন। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

41. اَللَّهُمَّ، أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ

৪১. হে আল্লাহ, আপনি শাসক ও শাসিতকে সংশোধিত করুন।
ইরাকী (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের টীকায়) বলেছেন যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন। কবীর, আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, তাযকিরা তাহির।

42. آَلَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ أَنْ لاَ أُدْخِلَ النَّارَ مَنْ كَانَ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ

৪২. (আল্লাহ বলেন) আমি আমার নিজের উপর শপথ করেছি যে, আহমদ ও মুহাম্মাদ নামের কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো না।
এ হাদীসটিও ভিত্তিহীন। লুলু।

43. اَلْعُوْدُ وَالصَّنْدَلُ وَالْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَالْكَافُوْرُ مِنْ لِبَاسِ آَدَمَ الَّذِيْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ

৪৩. সুগন্ধি উদ-কাঠ, চন্দন, মেশক, আম্বর এবং কর্পুর আদমের পোশাকের মধ্যে ছিল, যা পরে তিনি জান্নাত থেকে অবতরণ করেন।
এটিও ভিত্তিহীন জাল। শাওকানী।

44. اَلإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ يُذْهِبُ الهَمَّ وَالْحُزْنَ

৪৪. তাকদীরের বিশ্বাস দুশ্চিন্তা ও হতাশা দূর করে।
হাদীসটি সুররী ইবনু আসিম ইবনু সাহল নামক একজন জালিয়াত বর্ণনাকারীর বানানো হাদীস। সুররী নামক এ রাবী ইবনু আলিয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করত। ইবনু আদী তাকে একেবারে বেহুদা-বাতিল রাবী বলে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, এ ব্যক্তি হাদীস চুরি করত। এছাড়া সে হারমি ইবনু উমারা থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছে। ইবনু খিরাশ তাকে মিথ্যাচারী বলে উল্লেখ করেছেন। লিসানুল মীযান ৩/১২।

45. حَدِيْثُ الأَشَجِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قال: خَرَجْنَا (وَكُنَّا) أَرْبَعَ مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ رَجُلاً لِلتِّجَارَةِ... فَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدِ عَلِيٍّ ... فَذَهَبَ بِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُقْسِمُ غَنَائِمَ بَدْرٍ ....

৪৫. সাহাবী বলে কথিত আল-আশাজ্জ (কাইস ইবনু তামীম তায়ী জীলানী) নামক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসগুলি সবই জাল। (রাসূলুলাহ ﷺ-এর ওফাতের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে সে ব্যক্তি নিজেকে সাহাবী বলে দাবি করে অনেক উদ্ভট জাল কথা বলে) সে বলে, আমরা ৪৫০ জন ব্যবসায়ের জন্য রওয়ানা হই। .... পথে আলী (রা)-এর হাতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ... তিনি আমাকে রাসূলুলাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যান। তখন তিনি বদর যুদ্ধের গনীমত বন্টন করছিলেন... ইত্যাদি।
এ সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা। এগুলি আশাজ্জ থেকে বর্ণনা করেছে মাহমূদ ইবনু আলী আত-তিরাযী (আতওয়ারী) নামক ষষ্ঠ শতকের একজন রাবী। এ ব্যক্তিও ছিল জালিয়াত মহা-মিথ্যাবাদী। মীযানুল ই'তিদাল ৩/১৫৪।

46. اَلأُمَنَاءُ ثَلاَثَةٌ: جِبْرِيْلُ وَأَنَا وَمُعَاوِيَةُ

৪৬. আল-আমীন বা বিশ্বস্ত তিন জন: জিবরাঈল, আমি এবং মুআবিয়া।
এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা। হাসান ইবনু উসমান নামে এক ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করেছে, যাকে ইবনু আদী মহা-মিথ্যাবাদী বলেছেন।[১৫০]

47. اَلأُمَنَاءُ سَبْعَةٌ: اللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَإِسْرَافِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَجِبْرَائِيْلُ وَمُحَمَّدٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ.

৪৭. আল-আমীন বা আমানতদার সাত জন: লাওহ, কলম, ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরাঈল, মুহাম্মাদ (ﷺ) ও মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান।
এ হাদীসটি এবং অন্য একটি হাদীস- মীম অক্ষরে (مَنْ قَبَّلَ) (৩৭৯ নং হাদীস) দাউদ ইবনু আফ্ফান নামে এক জালিয়াত

বানিয়েছে। সে আনাস ইবনু মালিক (রা)-এর নামে একটি জাল পুস্তিকা বর্ণনা করত। ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি খুরাসানে ঘুরে বেড়াত এবং আনাস (রা)-এর নামে জাল হাদীস বলে বেড়াত। ইবনু হিব্বান বলেন, আমি নিজে আম্মারের নিকট থেকে একটি জাল পুস্তিকা অনুলিপি করেছি, যা সে দাউদ থেকে নিয়েছে। জালিয়াতি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছাড়া এ পুস্তিকার হাদীস উল্লেখ করা জায়েয নয়। মীযানুল ইতিদালের লেখক ইমাম যাহাবী বলেন, এ লোকটি আনাস (রা)-এর নামে এ দুটি হাদীস জাল করে। মীযানুল ইতিদাল ১/২২১।

48. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشْقَى الأَشْقِيَاءِ مَنْ جَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ عَذَابَ الآخِرَةِ وَفَقْرَ الدُّنْيَا

৪৮. আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যবানের কথা বলব না? যাকে আল্লাহ আখিরাতের শাস্তি এবং দুনিয়ার দারিদ্র উভয়ই প্রদান করেছেন।

এ হাদীসটি এবং অন্য আরেকটি হাদীস: "ইহূদী-নাসারাদের ঈদ-উৎসবের নিকটবর্তী হয়ো না" হাদীসদ্বয় আহমদ ইবনু ইবরাহীম নামক এক রাবী বানিয়ে হাদীস বলে চালিয়েছে। সে এ হাদীসদুটির জন্য মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর-এর নামে একটি জাল সনদও বানিয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, লোকটি হাদীস জাল করত এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল দিয়ে ঘুরে বেড়াত। (উপকূল এলাকায় এ সকল আজগুবি হাদীস বলে কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করত।) লোকটি ইবনু কাসীরের সূত্রে আওযায়ীর নামে কিছু জাল হাদীস দিয়ে একটি পুস্তিকা তৈরি করেছিল। তার এ সকল জাল হাদীসের মধ্যে উপরের হাদীস দুটিও ছিল। ইবনু হিব্বান বলেন, সে হাইসাম ইবনু জামীল এর সূত্রে আরেকটি জাল পুস্তিকাও বর্ণনা করে বেড়াত। লিসানুল মীযান ১/১৩৩।

49. أَمَانُ العَبْدِ أَمَانٌ

৪৯. ক্রীতদাসের নিরাপত্তা নিরাপত্তা।

ইবনুল হুমাম (হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায়) বলেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি জানা যায় না।

50. (إِنَّ) أَمِيْنَ هذِهِ الأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وإِنَّ خَيْرَ (حَبْرَ) هذِهِ الأُمَّةِ (عَبْدُ اللهِ) بْنُ عَبَّاسٍ

৫০. এ উম্মাতের আমীন বা আমানতদার আবূ উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ এবং এ উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি (বা এ উম্মাতের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস।

এ হাদীসটিও বাতিল। লিসানুল মীযান ২/৩৫৯।[১৫১]

51. أَمِيْرُ النَّحْلِ عَلِيٌّ

৫১. মৌমাছির রাজা (উম্মাতের শ্রেষ্ঠ) আলী।

এ শব্দে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। লুলু

52. اِنْتَصِحُوْا (اِفْتَضِحُوْا) واصْطَلِحُوْا

৫২. পরস্পর নসীহত কর এবং আপস-সন্ধি কর।

ইবনু রারী বলেন, এ কথাটি হাদীস নয়, বরং সমাজের প্রচলিত একটি কথা। লূলু, কাবীর, তাযকিরা-আলী, মাকাসিদ।

53. أَنَا مِنَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ

৫৩. আমি আল্লাহ থেকে এবং মুমিনগণ আমা-থেকে।

যারকাশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই। ইবনু তাইমিয়া বলেন, হাদীসটি জাল। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ কথাটি বানোয়াট মিথ্যা। সুয়ূতীর আদ-দুরারুল মুনতাসিরা নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, হাদীসটি অপরিজ্ঞাত। উপরন্তু সাখাবী বলেছেন: এরূপ একটি ভিত্তিহীন হাদীস দাইলামী আব্দুল্লাহ ইবনু জার্‌রাদ (রা)-এর নামে কোনো সনদ ছাড়া উদ্ধৃত করেছেন। দাইলামীর উদ্ধৃত হাদীসটির শব্দ নিম্নরূপ:

54. أَنَا مِنَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ فَمَنْ آذَى مُؤْمِناً فَقَدْ آذَانِيْ

৫৪. আমি আল্লাহ থেকে এবং মুমিনগণ আমা থেকে, কাজেই যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়।

তাযকিরা-আলী, লুলু, কাবীর।

55. أَنْصَفَ بِالْحَقِّ مَنِ اعْتَرَفَ

৫৫. যে (সত্য) স্বীকার করে সে সত্যের সাথে ইনসাফী করে।

ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ আমার জানা নেই। লুলু।

56. إِنَّ بِلاَلاً كَانَ يُبَدِّلُ الشِّيْنَ فِيْ الأَذَانِ سِيْناً

৫৬. বেলাল আযানের মধ্যে শীন অক্ষরকে সিনরূপে উচ্চারণ করতেন।

বুরহান সাফাকিসী (ইমাম আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু আব্দুর রাহমান আয-যাকী) আল-মিয্‌যীয় থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

তিনি বলেছেন, এটি সাধারণের মধ্যে হাদীস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো হাদীস নয়; কোনো হাদীসের গ্রন্থে তা সংকলিত হয় নি। কাবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

57. إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا بِقَرْيَةٍ فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

৫৭. আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহ সে গ্রাম বা মহল্লার গোরস্থানের আযাব ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন।

হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন। লুলু, কবীর।

58. إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَذَّةَ الأَغْنِيَاءِ فِيْ طَعَامِ الْفُقَرَاءِ

৫৮. আল্লাহ ধনীদের তৃপ্তি দরিদ্রদের খাদ্যের মধ্যে রেখেছেন।

ইবনু হাজার আসকালানী এ হাদীসটি মাউযূ বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীও এ হাদীসটিকে তার জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে জাল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। এ অর্থের আরেকটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতীকে প্রশ্ন করা হয়, যে হাদীসে বলা হয়েছে: "আল্লাহ ধনীদের খাদ্যের মজা দরিদ্রদের খাদ্যের মধ্যে স্থানান্তর করেছেন।" তিনি বলেন, এ হাদীসটিও জাল। কবীর, তাযকিরা-আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

59. إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْمُطَلِّقَ (الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ)

৫৯. তালাক প্রদানে অভ্যস্ত পুরুষকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।

সাখাবী বলেন, এরূপ কোনো হাদীস আমার জানা নেই। তবে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল কর্ম হলো তালাক"[১৫২]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে: "আল্লাহ চেখে বেড়ানো পুরুষ ও নারীদেরকে পছন্দ করেন না। (এ হাদীসটিও জাল পর্যায়ের।) লুলু, কাবীর।

60. إِنَّ الْمُسَافِرِ وَمَاله عَلَى قَلَتٍ، أي هَلَاكٍ.

৬০. মুসাফির ও তার সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি।

ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে বলেন, এরূপ কোনো হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। এ কথাটি পূর্ববর্তী কোনো এক বুজুর্গের উক্তি। কেউ কেউ বলেন, এটি আলী (রা)-এর উক্তি। ভাষাবিদ ইবনু সিক্কীত ও জাওহারী উল্লেখ করেছেন যে, এটি কোনো কোনো আরবী বেদুঈনের উক্তি। কবীর।

61. إِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ

৬১. কথা যদি রৌপ্যের হয় তাহলে নীরবতা স্বর্ণের।

এটি কোনো হাদীস নয়। ইবনু দাবী বলেছেন যে, এটি সুলাইমান (আ)-এর কথা। অথবা লোকমান হাকীম তার পুত্রকে এ কথা বলেছিলেন। তাযকিরা আলী, কবীর।

62. إِنَّ الْمَيِّتَ يَرَى النَّاسَ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

৬২. মৃতব্যক্তি ৭ দিন পর্যন্ত তার বাড়ির মানুষদেরকে দেখতে পায়।

ইমাম বাইহাকী ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বালের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম আহমদকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: তা বাতিল এবং ভিত্তিহীন। সাখাবী বলেন, এর অর্থই বা কী তা দেখা দরকার। মানূফী বলেন: এর বক্তব্য অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে সে জালিয়াত পাপাচারী। যে এটি জাল করেছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

63. إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ

৬৩. আল্লাহ আশূরার দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন।

এ হাদীসটি জাল। লুলু

64. إِنَّ اللهَ خَلَقَ صُوْرَيْنِ لَهُ فِيْ كُلِّ صُوْرٍ نَفْخَتَانِ نَفْخَةُ الصَّعْقِ وَنَفْخَةُ الْقِيَامَةِ

৬৪. আলাহ দুটি শিংগা সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক শিংগাতে দুটি করে ফুঁক দেওয়া হবে: ধ্বংসের ফুঁক ও পুনরুত্থানের ফুঁক।

এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা ও অসত্য কথা। লুলু।

65. إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ الْقَلَمَ مِنْ يَدِ عَلِيٍّ فَدَفَعَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ

৬৫. রাসূলুলাহ ﷺআলীর (রা) হাত থেকে কলম নিয়ে মুআবিয়াকে (রা) তা প্রদান করেন।

এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।

66. إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيْلاً مِنْ أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَلِيْلِيْ عُثْمَانُ

৬৬. প্রত্যেক নবীর একজন ‘খলীল’ বা অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে আর আমার ‘খলীল’ বা অন্তরঙ্গ বন্ধু উসমান।

সুয়ূতী যাইলুল মাউযূআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি ইসহাক ইবনু নুজাইহ আল-মালতী নামক এক মহা জালিয়াত রাবীর বানানো বাতিল হাদীসগুলির একটি। শাওকানী।

67. إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى الْفَرِيْضَةَ فِيْ الْجَمَاعَةِ (جَمَاعَةٍ) تَنَاثَرَتْ عَنْهُ الذُّنُوْبُ كَمَا تَتَنَاثَرُ هَذِهِ الْوَرَقُ

৬৭. মুমিন যখন ফরয সালাত জামাতে আদায় করে তখন গাছের পাতাগুলি যেমন ঝরে পড়ে তেমনি তার গোনাহগুলি ঝরে পড়ে।

এ হাদীসটি বাতিল। শাওকানী।[১৫৩]

68. إِنَّ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَ الأَصْفَرَ قَلَّ هَمُّهُ وفي رواية: لَمْ يَزَلْ فِيْ سُرُوْرٍ

৬৮. যে ব্যক্তি হলুদ পাদুকা পরিধান করবে তার দুশ্চিন্ত কমে যাবে, অন্য বর্ণনায়: সে সর্বদা আনন্দে থাকবে।

এ হাদীসটি জাল। লুলু।

69. إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يَتَرَحَّمُوْنَ عَلَى الْمُقِرِّيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالذُّنُوْبِ

৬৯. যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে রহমত করেন এবং ফিরিশতারা তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন।

এ হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম[১৫৪] নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি হাদীস জালকারীদের একজন ছিলেন। শাওকানী।

70. إنّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَحْتَاجُونَ إلى العُلَماءِ في الجَنّةِ

৭০. জান্নাতবাসীগণ জান্নাতেও আলিমগণের মুখাপেক্ষী হবেন।

(ইমাম যাহাবী প্রণীত) মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাওকানী।

71. إِنَّ اللهَ جَعَلَ لأَخِيْ عَلِيٍّ فَضَائِلَ لاَ تُحْصَى فَمَنْ أَقَرَّ بِفَضْلِهِ لَهُ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوْبِهِ

৭১. আল্লাহ আমার ভাই আলীকে অগণিত মর্যাদা প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি তার এ সকল মর্যাদা স্বীকার করবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু হাসান ইবনু শাযান নামক এক ব্যক্তি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে। হাদীসটি জাল। কি ভয়ঙ্কর জালিয়াতিই না সে করেছে। খতীব আখতাব খাওয়ারিযম (মুওয়াফ্‌ফাক ইবনু আহমদ খাওয়ারিযমী: মৃত্যু ৫৬৮ হি) তার পুস্তকে ইবনু শাযান নামক এ দাজ্জাল মহা-জালিয়াত থেকে আলী (রা)-এর মর্যাদায় অনেক বাতিল, উদ্ভট, অসংলগ্ন ও নোংরা কথা হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। লিসান ৫/৬২।

72. إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَوْ وُضِعَتَا فِيْ كِفَّةٍ ثُمَّ وُضِعَ إِيْمَانُ عَلِيٍّ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَ إِيْمَانُ عَلِيٍّ

৭২. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আসমানসমূহ ও যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় আলীর ঈমান রাখা হয় তাহলে আলীর ঈমানই অধিক ভারি হবে।

এ হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু তাসনীম ওয়াররাক নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে। এ ব্যক্তিই এ বাতিল হাদীসটি বর্ণনা করে। এ বাতিল হাদীসটি এ ব্যক্তির সূত্রে ইবনু আসাকির তার তারিখ দিমাশক গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন আলী (রা)-এর জীবনীতে উদ্ধৃত করেছেন। লিসান ৫/৯৭।

73. إِنَّ اللهَ خَلَقَ قَضِيْبًا مِنْ نُوْرٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفَ عَامٍ خَلَقَنِيْ مِنْ نِصْفِهِ وَخَلَقَ عَلِيًّا مِنْ نِصْفِهِ

৭৩. আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির ৪০ হাজার বৎসর পূর্বে নূরের একটি যষ্টি সৃষ্টি করেন, তার অর্ধেক দিয়ে আমাকে এবং অর্ধেক দিয়ে আলীকে সৃষ্টি করেন।

এ বাতিল হাদীসটি আবু যাকওয়ান নামক একব্যক্তি হারিস থেকে তার সনদে বর্ণনা করেন। আবু যাকওয়ান নামক এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, সে অচেনা ও অজ্ঞাতপরিচয় বর্ণনাকারী। লিসান ৬/৩৭৭।

74. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ لِلْبَيْتِ عُرْيَانا فَجَاءَهُ جِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ فَوَزَرَاهُ وَطَفِقَا يَحْمِلاَنِ الْحِجَارَةَ عِنْ شَفَقَةٍ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ

৭৪. রাসূলুলাহ ﷺ উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘরের পাথর বহন করছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) তাঁর নিকট আগমন

করে তাকে লুঙ্গি পরিয়ে দেন এবং তাঁরা উভয়ে পাথর বহন করতে শুরু করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর মমতার কারণে।

এ হাদীসটির সনদ নিম্নরূপ: আলী ইবনু আহমদ আল-আক্কী নামক এক ব্যক্তি বলেন, তিনি আবূ আযিয়্যাহ থেকে, তিনি আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু মূসা থেকে, তিনি ইমাম মালিক ইবনু আনাস থেকে, তিনি আবূ যিনাদ থেকে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে তিনি আয়েশা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সনদ এবং মতন উভয়ই বাতিল। আবূ যিনাদ হিশাম থেকে তার পিতা থেকে আয়েশা থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয় নি। এ হাদীসটি ইমাম মালিকের নামে বানোয়াট একটি মিথ্যা হাদীস। এ জালিয়াতির দায়ভার আবূ আযিয়্যাহ নামক রাবীর, সেই এ হাদীসের জালিয়াত, অথবা তার ছাত্র আলী ইবনু আহমদ আল-আক্কী নামক ব্যক্তি এ হাদীসটি জাল করেছে। ইমাম মালিকের ছাত্র আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু মূসা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য রাবী।[১৫৫] লিসান ৪/১৯৩।

75. إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال أَرْبَعٌ مَحْفُوْظَاتٌ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ وَنَجْرَانُ وَسِتٌّ مَلْعُوْنَاتٌ بَرْذَعَةُ وَصَعْدَةُ وَإِيَافِثُ وَطَهَرُ وَبَكْلاَ وَدَالاَنُ

৭৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি স্থান সংরক্ষিত: মক্কা, মদীনা, বাইতুল মাকদিস ও নাজরান। আর ছয়টি স্থান অভিশপ্ত: বারযাআ, সা'দাহ, ইয়াফিস, তাহার, বাকলা ও দালান।

এটি খাত্তাব ইবনু উমার নামক এক জালিয়াতের বানানো হাদীস। মীযান।

76. إنَّ الأرضَ لَتَنْجُسُ من بولِ الأَقْلَفِ أربعينَ يوماً

৭৬. খাতনা-হীন পুরুষের পেশাবে মাটি চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে যায়।

এ হাদীসটি দাউদ ইবনু সুলাইমান নামক এক মহা-জালিয়াত রাবীর বানানো হাদীসগুলির একটি। মীযান ১/৩১৮।

77. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الْمَسَاكِيْنُ وَالْفُقَرَاءُ هُمْ جُلَسَاءُ اللهِ

৭৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতের চাবি দরিদ্র ও অভাবীগণ, তারা আল্লাহর সাথী-সহচর।

এ হাদীসটি আহমদ ইবনু দাউদ ইবনু আব্দুল গাফ্ফার হার্রানী নামক এক জালিয়াতের বানানো। তার বানানো আরেকটি জাল-হাদীস নিম্নরূপ:

78. وَجَبَتْ مَحَبَّةُ اللهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُمَ

৭৮. "যাকে রাগানো হলেও সে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য আল্লাহর মহব্বত পাওনা হয়।"

ইমাম দারাকুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। মীযান ১/৪৫।

79. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

৭৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাসান বসরী আবূ হুরাইরা (রা) থেকে হাদীস শুনেছে!!!

আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনু খালিদ আল-জুআইবারী নামক প্রসিদ্ধ মহা-জালিয়াত বর্ণনাকারীর বানানো হাদীসগুলির একটি এ হাদীস।

80. إِنَّ الْجَنَازَةَ الَّتِيْ قَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ جَنَازَةَ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ آذَانِيْ رِيْحُهَا فَقُمْتُ

৮০. রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মৃতদেহ দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সেটি ছিল একজন ইহূদীর মৃতদেহ। তিনি বলেন, এর গন্ধ আমাকে কষ্ট দিয়েছে।

এ হাদীসের সনদে ইসমাইল ইবনু শারূস সানআনী নামক একজন রাবী বিদ্যমান। আব্দুর রায্যাক সানআনী মা'মার ইবনু রাশিদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ইসমাঈল নামক এ ব্যক্তি জাল হাদীস রচনা করত। ইসমাঈল নামক এ ব্যক্তি ইকরিমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। ইবনু আদী বলেন, ইমাম বুখারী বলেন, আমি মা'মারকে প্রশ্ন করেছিলাম, ইসমাঈল নামক এ ব্যক্তি কেমন? তিনি বলেন এ ব্যক্তি হাদীস জাল করত। মূল কথা, এটি এ জালিয়াত ব্যক্তির বানানো হাদীসগুলির একটি। লিসান ১/৪১১।[১৫৬]

81. إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَرْشَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْكُرْسِيَّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْقَلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَلَقَ الْجَنَّةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَسْكَنَ آدَمَ الْجَنَّةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ وَوُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاسْتَوَى اللهُ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيَوْم الْقِيَامَةِ يَوْم عَاشُوْرَاءَ

৮১. আল্লাহ আরশ সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, কুরসী সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, কলম সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, জান্নাত সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, আদমকে জান্নাতে অবস্থান করান আশুরার দিনে .... লম্বা ফিরিস্তির শেষে বলেন... রাসূলুল্লাহ ﷺ

জন্মলাভ করেন আশুরার দিনে, আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন আশুরার দিনে এবং কিয়ামত দিবস হবে আশুরার দিনে।

দেখুন কেমন মিথ্যা হাদীস! এ হাদীসের সনদে হাবীব ইবনু আবী হাবীব আল-খারতাতী আল-মারওয়াযী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে ইবরাহীম সাইগ থেকে হাদীস বর্ণনা করত। হাবীব নামক এ ব্যক্তি একজন জালিয়াত ছিল যে জাল হাদীস রচনা করত। এরূপ হাদীস জাল। ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি এভাবে জাল হাদীস তৈরি করত। লিসান ২/১৬৯।

82. أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

৮২. আমি ও আবূ বকর প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত।
এ হাদীসটি জাল। কবীর, ১৫০ পৃ.।

83. أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ

৮৩. আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই, তবে যদি আল্লাহ অন্য ইচ্ছা করেন।
এ হাদীসের শেষাংশ (তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন) কথাটুকু জাল। এ অতিরিক্ত বাক্যসহ বর্ণিত হাদীসের সনদে সাঈদ আল-মাসলূব নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে ব্যক্তি যিন্দীকদের অন্যতম ছিল এবং এ জালিয়াতি তারই কারসাজী। লাআলী।

84. أَوَّلُ مَنْ يَخْتَصِمُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ

৮৪. আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম বিবাদ করবে আলী ও মুআবিয়া।
এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।

85. أَوْلاَدُ الزِّنَا يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صُوْرَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ

৮৫. জারজ সন্তানগণ কিয়ামতের দিন বানর ও শূকর রূপে পুনরুত্থিত হবে।
এ হাদীসটি জাল। লাআলী, শাওকানী।

86. أَهْلُ الْقُرْآنِ آلُ اللهِ

৮৬. কুরআনের অধিকারীগণ আল্লাহর পরিজন-বংশধর।
এ হাদীসটি বাতিল। মুহাম্মাদ ইবনু বুযাইগ নামক এক ব্যক্তি হাদীসটি ইমাম মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছে। লিসান ৫/৯৩।[১৫৭]

87. أَهْلُ الْجَنَّةِ مُرْدٌ إِلاَّ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ فَإِنَّ لَهُ لِحْيَةً إِلَى سُرَّتِهِ

৮৭. জান্নাতের বাসিন্দাগণ দাড়ি বিহীন হবেন, শুধু মূসা ইবনু ইমরান (আ) বাদে, তার দাড়ি হবে নাভী পর্যন্ত দীর্ঘ।
শাইখ ইবনু আবী খালিদ নামক এক জালিয়াত রচিত ও প্রচারিত জাল ও বাতিল হাদীসগুলির একটি এ হাদীস। মীযান ১/৪৫২।

২. ৩. ২. বা অক্ষর : حرف الباء

88. اَلْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ

৮৮. বেগুন যে নিয়্যাতে খাওয়া হবে তাই হবে।
এ অর্থের অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

89. اَلْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

৮৯. বেগুন সকল রোগের চিকিৎসা।
এগুলি সবই বানোয়াট কথা। এগুলি যিন্দীক ও ইসলামের শত্রুদের বানানো কথা। তাযকিরা-আলী, তাযকিরা-তাহির, কবীর, লুলু, লাআলী।

90. بُخَلاَءُ أُمَّتِيْ الْخَيَّاطُوْنَ

৯০. আমার উম্মাতের মধ্যে দর্জিগণ কৃপণ।
সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ আমার জানা নেই। ইবনু দাবী বলেন, এর কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম সাগানী এ হাদীসটিকে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু, কবীর।

91. اَلْبَخِيْلُ عَدُوُّ اللهِ وَلَوْ كَانَ زَاهِداً

৯১. কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু যদিও সে দরবেশ হয়।
এ হাদীসটি ভিত্তিহীন বানোয়াট। অনুরূপভাবে এ অর্থের অন্য হাদীসও জাল, যে হাদীসে বলা হয়েছে:

92. اَلْبَخِيْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِداً وَالسَّخِيُّ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ فَاسِقاً

৯২. কৃপণ ব্যক্তি যদি দরবেশও হয় তবুও জান্নাতে প্রবেশ করবে না; আর দানশীল ব্যক্তি যদি পাপীও হয় তবুও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

উভয় হাদীসই জাল ও ভিত্তিহীন। লুলু, আল-মাসনূ, কবীর।

93. بُرْمَةُ الشِّرْكِ لاَ تَفُوْرُ

৯৩. শিরকের হাঁড়ি ফোটে না বা টগবগায় না। অর্থাৎ শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা মানুষকে হুঁশহারা বা অসচেতন করে দেয়।

কথাটি হাদীস নয়। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

94. بِرُّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

৯৪. পিতামাতার খেদমত সালাত, সিয়াম, হজ্জ, উমরা ও আলাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা উত্তম।

মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ হাদীস কোথাও পাওয়া যায় না। শাওকানী।

95. اَلْبِرُّ أَبَرُّ بِأَهْلِهِ

৯৫. কল্যাণ ও উপকার নিজের পরিজনের ক্ষেত্রে অধিক কল্যাণকর বা অধিক সাওয়াবের।

এটি হাদীস নয়, সাধারণ মানুষের কথা। কবীর, লুলু।

96. اَلْبَرْدُ عَدُوُّ الدِّيْنِ

৯৬. শীত দীনের (ধর্মের) শত্রু।

এটি হাদীস নয়, বরং সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীয দিমাশকীর একটি বক্তব্য মাত্র। কবীর, লুলু, তাযকিরা আলী।

97. اَلْبَشَاشَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقِرَى

৯৭. হাস্যোজ্জ্বল ও অমায়িক ব্যবহার আতিথেয়তার চেয়ে উত্তম।

ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ আমার জানা নেই। লুলু, কবীর।

98. بَشِّرِ الْقَاتِلَ بِالْقَتْلِ

৯৮. খুনিকে খুনের সুসংবাদ দাও।

সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। কবীর, তাযকিরা আলী, লুলু, মাকাসিদ, আল-মাসনূ।

99. بَكَى شُعَيْبٌ مِنْ حُبِّ اللهِ حَتَّى عَمِيَ

৯৯. শুআইব (আ) আল্লাহর মহব্বতে ক্রন্দন করতে করতে অন্ধ হয়ে যান।

এটি হাদীস নয়। মীযান ১১১।

100. اَلْبُكَاءُ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ نُوْرٌ تَامٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১০০. আশুরার দিনে ক্রন্দন কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ নূর।

এটি কোনো হাদীস নয়। মীম অক্ষরে (من رد جائعا) যে কোনো ক্ষুধার্থকে ফিরিয়ে দেবে (৩৮৪ নং) হাদীসটি দেখুন। লিসান ২/৪৫১।

101. بَيْتُ الْمَقْدِسِ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءٌ عَقَارِبَ

১০১. বাইতুল মাকদিস (যেরুযালেম) বিচ্ছুতে ভরপুর একটি সোনার খাঞ্চা।

এটি হাদীস নয়, বরং তাওরাতের কথা বলে প্রচলিত। কবীর।

102. بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ لَوْحٌ فِيْهِ أَسْمَاءُ مَنْ يُثْبِتُ الصُّوْرَةَ وَالرُّؤْيَةَ وَالْكَيْفِيَّةَ فَيُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ

১০২. আল্লাহর সামনে একটি ফলক (বোর্ড) রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আকৃতি আছে, তাঁকে দেখা যায় এবং তাঁর বিশেষণ বা কর্ম মানবীয় প্রকৃতির মত তাদের নামগুলি এ ফলকে লেখা রয়েছে। আল্লাহ ফিরিশতাদের কাছে এদের নিয়ে গৌরব করেন।

এ হাদীসটি আহমদ ইবনু মানসূর আবুস সাআদাত নামক এক মহা-জালিয়াতের বানানো। ইয়াহইয়া ইবনু মানদা বলেন, এ লোকটি ধর্মদ্রোহী ও মিথ্যাবাদী ছিল। মীযানুল ই'তিদালের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, মুজাস্‌সিম[১৫৮] বা আল্লাহর দেহ আছে বলে বিশ্বাসকারী এ ব্যক্তি আল্লাহকেও লজ্জা করেন নি, তার আযাবের ভয়ও করেন নি; বরং নির্ভয়ে নিঃসংকোচে মিথ্যা হাদীস বানিয়েছেন। লিসান, ১/৩১৪।

২. ৩. ৩. তা অক্ষর : حرف التاء

103. تَارِكُ الْوِرْدِ مَلْعُوْنٌ

১০৩. নিয়মিত ওযীফা বা আমল পরিত্যাগকারী অভিশপ্ত।

ইবনু দাবী বলেন, এ হাদীস ভিত্তিহীন। ইমাম সাগানী এ হাদীসটি জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

104. تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ

১০৪. বাইতুল্লাহর তাহিয়্যা বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হলো তাওয়াফ করা।

ইমাম সাখাবী বলেন, এরূপ কোনো কথা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে এর অর্থ সঠিক।[১৫৯] আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী।

105. تَخَتَّمُوْا بِالزَّبَرْجَدِ فَإِنَّهُ يُسْرٌ لاَ عُسْرَ فِيْهِ

১০৫. যাবারজাদ পাথরের আঙটি ব্যবহার কর; কারণ এতে কাঠিন্য বিহীন সহজতা রয়েছে।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি বানোয়াট। অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে:

106. تَخَتَّمُوْا بِالزَّمُرُدِ فَإِنَّهُ يَنْفِيْ الْفَقْرَ

১০৬. তোমরা যামরাদ পাথরের আঙটি ব্যবহার করবে; কারণ তা দারিদ্র্য দূরীভূত করে।

এ হাদীসটিও বানোয়াট। তাযকিরা আলী, লুলু, আল-মাসনূ।

107. تَرْكُ الْعَادَةِ عَدَاوَةٌ

১০৭. (সমাজের) প্রচলন পরিত্যাগ করা শত্রুতা (শত্রুতার জন্ম দেয়)।

ইবনু দাবী বলেন, এ হাদীস ভিত্তিহীন। লুলু, কাবীর, তাযকিরা আলী।

108. تَزَوَّجُوا ولا تُطَلِّقُوا فإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ (مِنْهُ) العَرْشُ

১০৮. তোমরা বিবাহ করা; কিন্তু তালাক দিও না; কারণ তালাকের কারণে আরশ প্রকম্পিত হয়।

ইমাম সাগানী এবং শাওকানী নিজ নিজ জাল-হাদীস সংকলন গ্রন্থে এ হাদীসটি জাল হিসেবে সংকলন করেছেন। সুয়ূতীর লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের সনদে আমর ইবনু জামী মহা-মিথ্যাবাদী। শাওকানী, লাআলী।

109. تَزْوِيْجُ فَاطِمَةَ عَلَى يَدِ جِبْرِيْلَ

১০৯. জিবরাঈলের হাতে ফাতিমার (রা) বিবাহ সংঘটিত হওয়া...।

এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু উমার হিমসী উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মধ্যে জালিয়াতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। লিসান ৫/৩২৯।

110. تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (أَوْ سِتِّيْنَ سَنَةً).

১১০. এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান এক বছরে ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

এটি কোনো হাদীস নয়। কোনো প্রাচীন বুজুর্গ এ কথা বলেছেন বলে বর্ণিত। কেউ বলেছেন যে, এটি সুর্‌রী সাকতীর কথা। ইবনু আব্বাস ও আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা বলতেন: এক মুহূর্তের চিন্তা রাতভর সালাত থেকে উত্তম। সুয়ূতীর জামি সাগীরে হাদীসটির ভাষ্য নিম্নরূপ:

فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

"এক মুহূর্তের চিন্তা ষাট বছরের ইবাদত থেকে উত্তম।" তাযকিরা আলী, লুলু, আল-মাসনূ।

111. اَلتَّكَبُّرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَةٌ

১১১. অহঙ্কারীর উপর অহঙ্কার করা সাদকা বলে গণ্য।

ইমাম রাযী বলেন, এ একটি প্রসিদ্ধ লোক কথা। মোল্লা আলী কারী বলেন, এর অর্থ ভাল। তাযকিরা আলী, কবীর।

112. اَلتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ

১১২. তাকবীর জযম (তাকবীরের শেষে জযম দিয়ে পড়া হবে।)

যারকানী বলেন, এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ইমাম সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে এর ভিত্তি নেই, তবে তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ীর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। মাকাসিদ, লুলু, কবীর, আল-মাসনূ।

113. اَلتَّوَكُّؤُ عَلَى الْعَصَا مِنَ سُنَّةِ الأَنْبِيَاءِ

১১৩. লাঠির উপর ভর দেওয়া নবীগণের সুন্নাত।
এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। তবে এর অর্থ ঠিক। কবীর, লুলু।

২. ৩. ৪. সা অক্ষর : حرف الثاء

114. اَلثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ

১১৪. সকলের উপর আস্থা রাখা অক্ষমতা।
সাখাবী বলেন, এরূপ কথা হাদীসে বর্ণিত হয় নি, তবে এর অর্থ সঠিক। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, মাকাসিদ, লুলু, কবীর।

115. ثَلاَثٌ لاَ يُرْكَنُ إِلَيْهَا الدُّنْيَا وَالسُّلْطَانُ وَالْمَرْأَةُ

১১৫. তিনটি বিষয়ে প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চলে না: পৃথিবী, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা ক্ষমতাধর এবং নারী।
এটি হাদীস নয়, লোক কথা মাত্র। তবে অর্থের দিক থেকে সঠিক। তাযকিরা আলী, লুলু, আল-মাসনূ, কবীর।

116. ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُوْنَ عَنْ نَعِيْمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ الْمُفْطِرُ وَالْمُتَسَحِّرُ وَصَاحِبُ الضَّيْفِ وَثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُوْنَ عَنْ سُوْءِ الْخُلُقِ الْمَرِيْضُ وَالصَّائِمُ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ

১১৬. তিনজন তাদের পানাহারের নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না: ইফতারকারী, সাহরী গ্রহণকারী এবং মেজবান। আর তিনজন দুর্ব্যবহারের জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না: অসুস্থ ব্যক্তি, সিয়ামরত ব্যক্তি এবং ন্যায়পরায়ন শাসক বা প্রশাসক।
এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুজাশি নামক এক ব্যক্তি একজন হাদীস জালকারী জালিয়াত ছিলেন। শাওকানী।

২. ৩. ৫. জীম অক্ষর : حرف الجيم

117. اَلْجُبْنُ دَاءٌ وَالْجَوْزُ دَاءٌ فَإِذَا اجْتَمَعَا صَارَا شِفَاءَيْنِ

১১৭. পনির ব্যধি এবং আখরোট ব্যধি; আর যখন উভয়ে একত্রিত হয় তখন দুটি ঔষধে পরিণত হয়।
এ হাদীসটি মিথ্যা। অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীস:

118. اَلْجَوْزُ دَاءٌ فَإِذَا دَخَلَ فِيْ جَوْفٍ صَارَ شِفَاءً

১১৮. আখরোট ব্যধি; আর যখন তা উদরের মধ্যে গমন করে তখন তা সুস্থতা বা ঔষধে পরিণত হয়।
এ হাদীসটিও মিথ্যা। লুলু, শাওকানী।

119. اَلْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

১১৯. কর্ম যে প্রকারের প্রতিফলও সে প্রকারের।
সাখাবী বলেন, এ হাদীস আমার জানা নেই। তবে এর অর্থ সঠিক। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

" তোমরা যদি শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে"[১৬০] অন্য আয়াতে বলেন:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।[১৬১]
এ সকল আয়াতের মর্মার্থ এই যে, প্রতিফল কর্ম অনুসারেই হয়। কবীর।

120. جَمَالُ الرَّجُلِ فَصاحَةَ لِسانِهِ

১২০. ব্যক্তির সৌন্দর্য তার ভাষার উৎকর্ষতায়।
এ হাদীসটি আহমদ ইবনু জারুদের বানানো। ইমাম খতীব বাগদাদী বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী ছিল। মীযান।

121. جَوْرُ التُّرْكِ وَلاَ عَدْلُ الْعَرَبِ

১২১. তুর্কীদের জুলুম (ভাল), কিন্তু আরবদের ন্যয়বিচার নয়।
ইবনু দাবী বলেন, এটি একেবারে বানোয়াট কথা, হাদীস নয়। আলী কারীর মাউযূআত কবীরে একে বাহ্যত কুফরী কথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবীর, আল-মাসনূ, লুলু।

122. اَلْجُوْعُ كَافِرٌ لاَ يَتَرَحَّمُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيْ حَالِهِ وَقَاتِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

১২২. ক্ষুধা এমন এক কাফির সঙ্গী যা তার সঙ্গীকে করুণা করেন না, আর যে ব্যক্তি ক্ষুধাকে হত্যা করে (ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়) সে জান্নাতী।

এটি হাদীস নয়। ইবনু দাবী বলেন, এ মানুষদের কথা বা লোককথা যা বাজারে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু, কবীর।

123. جَوْفُ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ شِقِّ جَوْفِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১২৩. আলিমের দেহাভ্যন্তর আলাহর নিকট আলাহর রাস্তায় জিহাদকারীর খণ্ডিত দেহাভ্যন্তর থেকে প্রিয়তর।

ইমাম যাহাবী বলেন, এটি রতন হিন্দীর জাল পুস্তিকার একটি জাল হাদীস। মীম অক্ষরে (من رد جائعا) যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্থকে ফিরিয়ে দেবে.... (৩৮৪ নং) হাদীসটি দেখুন। লিসান ২/৪৫১।

124. جه كنم باين كناه كاران كه نيا مرزم، يعني أَيْشْ أَفْعَلُ بِهَؤُلاَءِ الْمُذْنِبِيْنَ إِنْ لاَ أَغْفِرْ لَهُمْ

১২৪. (আল্লাহ ফারসী ভাষায় বলেন) "এ সকল পাপীদেরকে যদি ক্ষমা না করি তাহলে এদেরকে নিয়ে কী করব?"

এটি জাল হাদীস। কবীর। লাম অক্ষরে: (لسان أهل الجنة) জান্নাতীদের ভাষা...২৭৫ নং হাদীসটি দেখুন।

125. اَلْجِيْزَةُ رَوْضَةٌ (مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) وَمِصْرُ خَزَائِنُ اللهِ فِيْ أَرْضِهِ

১২৫. (মিসরের) জীযা নামক স্থানটি একটি (জান্নাতী) বাগিচা আর মিসর পৃথিবীতে আল্লাহর ভাণ্ডার।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা ও জাল। নবীত ইবনু শারীত নামক এক ব্যক্তির জাল পুস্তিকায় এ হাদীসটি রয়েছে। যাইল, আল-মাসনূ, মাকাসিদ, লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

২. ৩. ৬. হা অক্ষর : حرف الحاء

126. اَلْحَبِيْبُ لاَ يُعَذِّبُ حَبِيْبَهُ

১২৬. প্রেমিক তার প্রেমিককে শাস্তি দেন না।

ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীস মারফূ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়। তবে এর অর্থ সঠিক। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

127. حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ

১২৭. দেশপ্রেম ঈমানের অংশ।

সাখাবী ও যারাকশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই। সাইয়েদ মুয়ীনুদ্দীন সাফাবী বলেন, এ হাদীস বর্ণিত হয় নি। কেউ কেউ বলেছেন, এটি পূর্ববর্তী কোনো বুজুর্গের কথা। উপরন্তু ইমাম সাগানী এ হাদীসটিকে জালহাদীসসমূহের মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে এর অর্থ সঠিক। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কবীর দেখুন। লুলু, আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, কবীর, তাযকিরা তাহির।

128. حُبُّ الْهِرَّةِ مِنَ الإِيْمَانِ

১২৮. বিড়াল-প্রেম ঈমানের অংশ।

মোল্লা আলী কারী ও ইমাম সাগানী এ হাদীসকে মাউযূ বলেছেন। তাযকিরা আলী, লুলু, তাযকিরা তাহির, আল-মাসনূ, কবীর।

129. اَلْحَدِيْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ

১২৯. মসজিদের মধ্যে কথাবার্তা নেকী বা সাওয়াব খেয়ে ফেলে যেমন, জীবজানোয়ার ঘাস খেয়ে ফেলে।

মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি কোথাও পাওয়া যায় না। তাযকিরা আলী, শাওকানী, আল-মাসনূ।

130. حَضَرَ رَسُوْلُ اللهِ سَمَاعاً (مجلسا للفقراء/ مجلس سماع) وَرَقَصَ حَتَّى شَقَّ قَمِيْصَهُ.

১৩০. রাসূলুলাহ ﷺ একটি সঙ্গীতের মাজলিসে উপস্থিত হন এবং সঙ্গীতের তালে নর্তন করেন, এমনকি ভাবাবেগে নিজের জামা ছিড়ে ফেলেন।

এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা, যা ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে তাকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন। লুলু।

131. حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

১৩১. নেককারদের নেককর্ম নৈকট্যপ্রাপ্তদের পাপ।

এটি কোনো হাদীস নয়; বরং এটি আবূ সাঈদ আল-খার্‌রাযের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত। তাযকিরা আলী, লূলূ।

132. اَلْحَسُوْدُ لاَ يَسُوْدُ

১৩২. হিংসুক নেতৃত্ব করে না।
রিসালায়ে কুশাইরিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কথাটি কোনো এক পূর্ববর্তী বুজুর্গের কথা। তাযকিরা আলী, লুলু।

133. حَسِّنُوْا نَوَافِلَكُمْ تُكَمِّلُ بِهَا فَرَائِضُكُمْ

১৩৩. তোমরা তোমাদের নফল ইবাদত সুন্দর কর; সেগুলি দ্বারা তোমাদের ফরয ইবাদত পূর্ণতা লাভ করবে।
কথাটি ভিত্তিহীন, কোনো হাদীসে নেই; তবে এর অর্থ সঠিক।

134. اَلْحَمْدُ للهِ رِدَاءُ الرَّحْمنِ

১৩৪. 'আল-হামদু লিল্লাহ' করুণাময়ের চাদর।
হাদীসের মধ্যে এ কথার কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি পাওয়া যায় না। তাযকিরা আলী, কবীর, শাওকানী।

135. حُكمِي عَلَى الوَاحِدِ، كَحُكمِي عَلَى الجَمَاعَةِ

১৩৫. একজনের বিষয়ে আমার বিধান সকলের উপরে আমার বিধানের মতই।
ইরাকী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। মুযনী এবং যাহাবী হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। যারকাশী বলেছেন, এ হাদীস অপরিজ্ঞাত। লুলু, মাকাসিদ, আল-মাসনূ।

136. حِيْنَ تَقْلِيْ تَدْرِيْ

১৩৬. যখন ভুনবে তখন জানবে।
এটি কোনো হাদীস নয়; তবে এর অর্থ সঠিক। আল্লাহ বলেন:

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلا

অচিরেই তারা জানবে, যখন আযাব দেখবে, কে অধিকতর পথভ্রষ্ট।[১৬২]
এ আয়াতের মর্মার্থে উপরের বক্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। লুলু, মাকাসিদ, তাযকিরা আলী, কবীর।

২. ৩. ৭. খা অক্ষর : حرف الخاء

137. خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَلاَ تُعَمِّمُوا فَإِنَّ تَعْمِيْمَ (فلا تصمموا فإن تصميم العمائم) الْعَمَائِمِ مِنْ زِيِّ الْيَهُوْدِ

১৩৭. ইহূদীদের বিরুদ্ধাচরণ কর; কাজেই পাগড়ি বেঁধ না; কারণ পাগড়ি বাঁধা ইহূদীদের পরিধান-রীতি (ফ্যাশন)।
সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস ভিত্তিহীন। তাযকিরা আলী, কবীর।

138. خَصْمِيْ حَاكِمِيْ

১৩৮. আমার প্রতিপক্ষ বিবাদীই আমার বিচারক।
এ কথা হাদীস নয়। কবীর, তাযকিরা আলী, লূলু।

139. خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آخِرَ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فَقَالَ مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ فِيْ جَمَاعَةٍ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ جَازَ الصِّرَاطَ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ وَجَاءَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهَا كَأَجْرِ أَلْفِ شَهِيْدٍ

১৩৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ যে খুতবা প্রদান করেন সে খুতবায় তিনি বলেন: যে ব্যক্তি যেখানেই থাক যেভাবেই থাক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায় করবে সে ব্যক্তি চমকানো বিদ্যুতের মত পুল-সিরাত পার হয়ে যাবে, তার মুখমণ্ডল চাঁদের মত হবে এবং এভাবে সালাত সংরক্ষিত প্রতিটি দিনের জন্য সে এক হাজার শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।.....
এ হাদীসের সনদে আবূ ইসহাক নামক এক হেজাযী রাবী বিদ্যমান, যিনি মূসা ইবনু আবী আয়েশা নামক মুহাদ্দিসের নামে অনেক মুনকার-বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। এ ব্যক্তির বিষয়ে ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তির কোনো বর্ণনার উপর নির্ভর করা যাবে না। সে সুদীর্ঘ বর্ণনাসহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে, কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট। লিসান ৬/৩৩৯।

140. خَلَقَ اللهُ أَحْجَاراً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوْقِدَ عَلَيْهَا، (ثُمَّ) أَعَدَّهَا لإِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَلِمَنْ حَلَفَ بِاسْمِهِ كَاذِباً

১৪০. আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির দু হাজার বছর পূর্বে কিছু পাথর সৃষ্টি করেন এবং সেগুলি প্রজ্জ্বলিত করেন। অতঃপর সেগুলিকে ইবলিস, ফিরাউন ও আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথকারীর জন্য তৈরি করে রেখেছেন।
এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট। এ হাদীসের সনদে গাস্সান ইবনু আবান নামক এক রাবী বিদ্যমান যে আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী ছিল। ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি উদ্ভট-কল্পকাহিনী ও বানোয়াট কথা বর্ণনা করত। এ হাদীসও তার বর্ণিত উদ্ভট কাহিনীগুলির একটি। মীযান ২/৩২২।

141. خَلَقَنِيْ اللهُ مِنْ نُوْرِهِ، وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ، وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَخَلَقَ عُثْمَانَ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ وَعُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

১৪১. আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আবূ বকরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং উমারকে আবূ বকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং উসমানকে উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। উমার জান্নাতবাসীদের প্রদীপ।

এ হাদীসের সনদে আহমদ ইবনু ইউসূফ নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান, যে জাল হাদীস বানাতো। আবূ নুআইম বলেন, এ হাদীস বাতিল এবং তা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া আবূ নুআইম এ হাদীসের বর্ণনাকরীদের বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন, যাতে হাদীসতাত্ত্বিক উপকার নেই। লিসান ১/৩২৮।

142. خُلِقْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْهَا نُدْفَنُ

১৪২. আমি ও আবূ বকর একই মাটি থেকে সৃষ্ট এবং সে মাটিতেই আমাদের দাফন করা হবে।

এ হাদীসটি মূসা ইবনু সুহাইলের বানানো একটি বাতিল হাদীস। মীযান, তৃতীয় খণ্ড।

143. اَلْخُمُوْلُ رَاحَةٌ وَالشُّهْرَةُ آفَةٌ

১৪৩. অখ্যাত-অপ্রসিদ্ধ হওয়া (Obscurity) শান্তি এবং খ্যাতি-প্রসিদ্ধি বিপদ।

এ কথা হাদীস নয়; বরং কোনো কোনো নেককার মানুষের বক্তব্য। আল-মাসনূ, লুলু।

144. خَيْرُ أَوْلاَدِكُمُ الْبَنَاتُ

১৪৪. তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কন্যাগণ শ্রেষ্ঠ।

এটি হাদীস নয়। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক উকাশী রয়েছে, যে ব্যক্তি মহা-মিথ্যাবাদি ছিল। এছাড়া সনদের অন্য রাবী ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আত্তারও একেবারেই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য রাবী। লাআলী।

145. خَيْرُ الْبِرِّ عَاجِلُهُ

১৪৫. নেককর্মের মধ্যে যা আগে বা প্রথম সময়েই করা হয় তা-ই উত্তম।

এরূপ কথা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে এর কাছাকাছি অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "কারো উপকার করলে তা দ্রুত না করলে পূর্ণতা পায় না। যখন কল্যাণ বা উপকারের কর্ম দ্রুত করা হয় তখন তা তৃপ্তিদায়ক হয়। আর এ অর্থেই মানুষের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা: "অপেক্ষা করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন"; কারণ তা কখনো মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাযকিরা আলী, কবীর, লুলু।

146. اَلْخَيْرُ فِيَّ وَفِيْ أُمَّتِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৪৬. কল্যাণ আমার মধ্যে ও আমার উম্মাতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব আমার জানা নেই। তবে সাখাবী বলেছেন যে, অর্থের দিক থেকে কথাটি সঠিক। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ

"কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল হক্কের উপর প্রকাশ্য ও বিজয়ী থাকবে।" তাযকিরা আলী, লুলু, মাকাসিদ, কবীর।

147. خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ زَوَّجَ فَاطِمَةَ بِعَلِيٍّ فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِهِ إلخ

১৪৭. রাসূলুলাহ ﷺ যখন ফাতিমাকে আলীর সাথে বিবাহ দেন তখন খুতবায় বলেন: প্রশংসা আল্লাহর যিনি প্রশংসিত তাঁর নিয়ামতের দ্বারা; যিনি ইবাদতকৃত তাঁর ক্ষমতা দ্বারা .....।

এ হাদীসটি ইবনু নাসির লম্বা চওড়া বর্ণনাসহ উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি জাল। হাদীসটি বানিয়েছে মুহাম্মাদ ইবনু দীনার আল-উফী। শাওকানী।

২. ৩. ৮. দাল অক্ষর : حرف الدال

148. دَارُ الظَّالِمِ خَرَابٌ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ

১৪৮. অত্যাচারীর আবাসস্থল বিরান হবে, কিছু দেরীতে হলেও।

ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ আমার জানা নেই। তবে এর অর্থ সঠিক। আল্লাহ বলেছেন:

تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا

"ঐ তাদের বাড়িঘর, বিরান পড়ে আছে, তাদের অত্যাচার-সীমালঙ্ঘনের পরিণামে।"[১৬৩]

এ আয়াত উপরের কথাটির অর্থ প্রমাণ করে। কবীর, লুলু, তাযকিরা আলী, মাকাসিদ।

149. دَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ

১৪৯. যতক্ষণ তাদের বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ কর।

ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীস আমার জানা নেই। তবে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে স্ত্রীর সাথে আচরণ বিষয়ে নিম্নের হাদীসটি সংকলন করেছেন:

فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا

"তুমি তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে তাহলে তাকে নিয়ে বসবাস করতে পারবে।"[১৬৪] লুলু, কবীর।

150. اَلدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً

১৫০. পৃথিবী কয়েক মুহূর্ত; কাজেই তাকে ইবাদতে পরিণত কর।

এ হাদীসের শব্দ সঠিক নয়, অর্থাৎ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয় বা হাদীস নয়, তবে এর অর্থ সঠিক। কবীর।

151. دَاوِمُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّ اللهَ افْتَرَضَهُنَّ عَلَيْكُمْ فَلاَ تَتْرُكُوْهَا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَلاَ جُحُوداً

১৫১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সর্বদা নিয়মিত পালন করবে; কারণ আল্লাহ তা তোমাদের উপর ফরয করেছেন; কাজেই আলসেমী-অবহেলা বা অস্বীকার করে তা পরিত্যাগ করবে না।

এ হাদীসটি জাল। মীযান, ৩য় খণ্ড।

২. ৩. ৯. যাল অক্ষর : حرف الذال

152. ذَمُّ التُّرْكِ وَأَحَادِيْثُ ذَمِّ الْخِصْيَانِ وَأَحَادِيْثُ ذَمِّ الْمَمَالِيْكِ

১৫২. তুর্কীদের নিন্দায়, খোজাদের নিন্দায় ও ক্রীতদাসদের নিন্দায় বর্নিত হাদীসসমূহ।

এ অর্থে যা কিছু হাদীস বলে প্রচলিত তা সবই বাতিল। ইবনুল জাওযী তা উল্লেখ করেছেন। কবীর।

153. ذَهابُ البَصَرِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنوبِ، وَذَهابُ السَّمْعِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنوبِ، وما نَقَصَ مِنَ الجَسَدِ فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ

১৫৩. দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া পাপের ক্ষমা; শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়া পাপের ক্ষমা এবং দেহের যা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিমাণে পাপের ক্ষমা হয়।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে মাউযূ বলেছেন। সুয়ূতী তার সাথে একমত হয়েছেন; অথচ তিনি হাদীসটি জামি সগীরে উদ্ধৃত করেছেন। লুলু।

২. ৩. ১০. রা অক্ষর : حرف الراء

154. اَلرَّابِحُ فِيْ الشَّرِّ خَاسِرٌ

১৫৪. খারাপ বা মন্দ বিষয়ে লাভবান ক্ষতিগ্রস্ত।

এটি হাদীস নয়; বরং জ্ঞানীদের কথা। লুলু, মাকাসিদ, আল-মাসনূ।

155. رَبيعُ أُمَّتِي العِنَبُ والبِطِّيخُ.

১৫৫. আমার উম্মাতের বসন্ত হলো আঙুর ও তরমুজ।

এ হাদীসটি জাল। অনুরূপভাবে এ জাতীয় অন্য হাদীস:

156. عَلَيْكُمْ بِمُدَاوَمَةِ أَكْلِ الْعِنَبِ مَعَ الْخُبْزِ

১৫৬. তোমরা নিয়মিত রুটির সাথে আঙুর খাবে।

এ হাদীসটিও জাল। লুলু।

157. اَلرَّجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِيْ لَيَقُوْمَانِ إِلَى الصَّلاَةِ وَرُكُوْعُهُمَا وَسُجُوْدُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

১৫৭. আমার উম্মাতের দু ব্যক্তি সালাতে দণ্ডায়মান হয়, তাদের রুকু ও সাজদা একই; অথচ তাদের উভয়ের সালাতের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য।

এ হাদীসটি জাল। লুলু।

158. رَحِمَ اللهُ مَنْ زَارَنِيْ وَزِمَامُ نَاقَتِهِ بِيَدِهِ

১৫৮. আল্লাহ রহমত করেন সে ব্যক্তিকে যে আমার যিয়ারত বা সাক্ষাত করে এমন অবস্থায় যে, তার উটের রশি তার হাতে রয়েছে।

আসকালানী বলেন, এ শব্দের কোনো হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। লুলু, তাযকিরা আলী, তাযকিরা তাহির, আল-মাসনূ।

159. اَلأَرُزُّ مِنِّيْ وَأَنَا مِنَ الأَرُزِّ

১৫৯. চাউল আমা থেকে এবং আমি চাউল থেকে।
হাদীসটি জাল। কবীর।

160. رَسُوْلُ الْمَرْءِ دَالٌّ عَلَى عَقْلِهِ

১৬০. ব্যক্তির দূত তার জ্ঞানের প্রমাণ।
এটি হাদীস নয়; বরং ইয়াহইয়া ইবনু খালিদ বারমাকীর একটি কথা। লুলু, আল-মাসনূ।

161. رَكْعَتَانِ مِنْ عَاقِلٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْجَاهِلِ

১৬১. বুদ্ধিমানের দু রাকাত মুর্খের ৭০ রাকাত থেকে উত্তম।
এ হাদীস জাল। লুলু।

162. رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ الأُوْلَى الإِخْلاَصُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ مَرَّةً وَفِيْ الثَّانِيَةِ إِحْدَى وَثَلاَثُوْنَ مَرَّةً

১৬২. মাগরিবের পরে দু রাকআত সালাত আদায়, প্রথম রাকাতে সূরা ইখলাস ২৫ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে ৩১ বার...
এ হাদীসটির সনদে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি রয়েছে। শাওকানী।

163. رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِالإِخْلاَصِ عِشْرِيْنَ مَرَّةً

১৬৩. ইশার পরে দু রাকআত সালাত সূরা ইখলাস ২০ বার দিয়ে...।
এ হাদীসের সনদে মহা-মিথ্যাবাদী রয়েছে। শাওকানী।

164. رَكْعَتَانِ مِنَ المتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ

১৬৪. বিবাহিতের দু রাকআত অবিবাহিতের ৭০ রাকআত থেকে উত্তম।
এ হাদীসটিও জাল। লুলূ।

165. رِيْقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ

১৬৫. মুমিনের লালা সুস্থতা বা রোগমুক্তি।

এটি কোনো হাদীস নয়। তবে এর অর্থ সঠিক। যেমন, সহীহ হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুঁক দিতে বলতেন:

بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا

আল্লাহর নামে, আমাদের যমিনের মাটি, আমাদের কারো লালার সাথে, আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে, আমাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে। কবীর, তাযকিরা আলী।

২. ৩. ১১. যা অক্ষর : حرف الزاء

166. اَلزَّحْمَةُ رَحْمَةٌ

১৬৬. কষ্ট-চাপাচাপি রহমত।
এটি কোনো হাদীস নয়, তবে অর্থ সঠিক। বিস্তারিত আলোচনা কবীরে রয়েছে। লুলু, কবীর, মাকাসিদ, আল-মাসনূ।

167. زَامِرُ الْحَيِّ لاَ يَطْرَبُ

১৬৭. যে বাঁশি বাজায় সে আবেগে উদ্বেলিত হয় না।
এটি হাদীস নয়, তবে এর অর্থ সঠিক। বিস্তারিত আলোচনা কবীরে রয়েছে। তাযকিরা আলী, কবীর।

168. اَلزَّيْدِيَّةُ مَجُوْسُ هَذِهِ الأُمَّةِ

১৬৮. যাইদী সম্প্রদায়[১৬৫] এ উম্মাতের অগ্নিউপাসক।

সাখাবী বলেন, এ হাদীস আমি কোথাও দেখি নি। তবে আবূ দাউদ, তাবারানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত মারফূ হাদীসে বলা হয়েছে:

الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ

"কাদারীয়া সম্প্রদায়[১৬৬] এ উম্মাতের অগ্নিউপাসক।"
বিস্তারিত জানতে কবীর দেখুন। মাকাসিদ, আল-মাসনূ, লুলু, কবীর।

২. ৩. ১২. সীন অক্ষর : حرف السين

169. سَبَّابَةُ النَّبِيِّ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنَ الْوُسْطَى

১৬৯. রাসূলুলাহ ﷺ-এর শাহাদত আঙুল মধ্যমার চেয়ে লম্বা ছিল।
এরূপ কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। এটি প্রচলিত একটি কথা মাত্র। তবে ইবনু হাজার উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ের তর্জনী ও মধ্যমা সমান ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। তাযকিরা আলী, মাকাসিদ, লুলু।

170. سِتٌّ خِصَالٍ تُوْرِثُ النِّسْيَانَ أَكْلُ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَإِلْقَاءُ الْقَمْلِ فِيْ النَّارِ وَهِيَ حَيَّةٌ وَالْبَوْلُ فِيْ الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَمَضْغُ الْعِلْكِ وَأَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ

১৭০. ছয়টি কর্ম বিস্মৃতি বা স্মৃতিহীনতা জন্ম দেয়: ইঁদুরের ঝুটা ভক্ষণ, জীবন্ত উকুন আগুনে ফেলে দেওয়া, বদ্ধ পানিতে পেশাব করা, আঠা জাতীয় দ্রব্য (গাম) চেবানো, টক আপেল খাওয়া।
এটি হাদীস নয়। ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, এ হাদীসটি বাতিল। লূলু।

171. اَلسِّرُّ عِنْدَ الأَحْرَارِ

১৭১. গোপন কথা স্বাধীন মানুষদের কাছে (সংরক্ষিত থাকে)
অনুরূপ আরেকটি কথা:

172. صُدُوْرُ الأَحْرَارِ قُبُوْلُ الأَسْرَارِ

১৭২. স্বাধীন মানুষদের হৃদয়ে গোপন কথা গ্রহণ করে।
উপরের দুটি কথার কোনোটিই হাদীস নয়, এগুলি বিভিন্ন নেককার মানুষের কথা। কবীর, তাযকিরা আলী, লূলু।

173. سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ

১৭৩. মক্কার নির্বোধগণ জান্নাতের শূন্যস্থান পূরণ করবে।
যারকানী এ হাদীসকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনুহাজার আসকালানী বলেন, আমি এ হাদীস কোথাও দেখি নি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য কবীর দেখুন। কবীর, লুলু।

174. سَلِّمُوْا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَى يَهُوْدِ أُمَّتِيْ قِيْلَ وَمَنْ يَهُوْدُ أُمَّتِكَ قَالَ تُرَّاكُ الصَّلاَةِ

১৭৪. ইহূদী ও খৃস্টানদেরকে সালাম দিবে, কিন্তু আমার উম্মাতের ইহূদীদেরকে সালাম দিবে না। বলা হলো, আপনার উম্মাতের ইহূদী কারা? তিনি বলেন: সালাত পরিত্যাগকারিগণ।
ইমাম সুয়ূতী বলেন, এ হাদীস কোথাও দেখি নি। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

175. السَّلاَمَةُ فِيْ الْعُزْلَةِ

১৭৫. নিরাপত্তা একাকিত্বে।
এটি হাদীস নয়; তবে কথা হিসেবে সঠিক।

176. السِّوَاكُ يَزِيدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً

১৭৬. মিসওয়াক বা দাঁত পরিষ্কার মানুষের বাকপটুতা বৃদ্ধি করে।
সাগানী বলেন, একথা সুস্পষ্ট যে, এটি জাল। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি অস্তিতহীন-ভিত্তিহীন। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে এর অর্থ সঠিক। আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী।

177. سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْمُرْجِئَةَ، قَوْمٌ يَتَكَلَّمُوْنَ عَلَى الإِيْمَانِ بِغَيْرِ عَمَلٍ، وأَنَّ الصَّلاَةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ لَيْسَ بِفَرِيْضَةٍ.

১৭৭. রাসূলুলাহ ﷺ-কে মুরজিয়া সম্প্রদায়[১৬৭] সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ অভিশপ্ত করুন মুরজিয়াদেরকে, তারা এমন একটি সম্প্রদায় যারা আমল ছাড়া ঈমানের কথা বলে এবং বলে যে, সালাত, যাকাত ও হজ্জ ফরয নয়।
এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা। মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল-আযরাক নামক এক ব্যক্তি হাদীসটি শুরাইহ ইবনু ইউনুসের নামে

বর্ণনা করেছে। ইবনু আদী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ নাম এ ব্যক্তি একজন মহা-মিথ্যাবাদী ছিল, যে জাল হাদীস তৈরি করত। মীযান ৩/৬০৫।

178. سِيَاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَاسَةِ الدَّوَابِّ

১৭৮. মানুষ পরিচালনা জীব-জানোয়ার পরিচালনার চেয়েও কঠিনতর।

নববী তাঁর তাহযীবুল আসমা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ কথাটি হাদীস নয়; ইমাম শাফিয়ীর একটি বক্তব্য। তাযকিরা আলী, লুলু, কবীর।

179. سِيْنُ بِلاَلٍ عِنْدَ اللهِ شِيْنٌ

১৭৯. বিলালের সীন আল্লাহর কাছে শীন।

এ হাদীসটি বিলকুল অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন। লুলু, কবীর।

২. ৩. ১৩. শীন অক্ষর : حرف الشين

180. شَاوِرُوْهُنَّ وَخَالِفُوْهُنَّ

১৮০. তোমরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর।

এ হাদীস বাতিল ও ভিত্তিহীন। তাযকিরা আলী, লুলু।

181. شِرَارُكُمْ مُعَلِّمُوْ صِبْيَانِكُمْ أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً عَلَى الْيَتِيْمِ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمِسْكِيْنِ

১৮১. তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট তোমাদের শিশুকিশোরদের শিক্ষকগণ; ইয়াতিমদের উপর মমতা তাদের সবচেয়ে কম এবং দরিদ্রদের উপর তারা সবচেয়ে বেশি কঠোর।

(ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি জাল। এ হাদীসের সনদে সাইফ ইবনু উমার এবং সা'দ ইবনু তারীফ নামক দুজন রাবী রয়েছে, তারা দুজনই মহা-জালিয়াত ছিল। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু, আল-লাআলী, কবীর।

182. شَرُّ الْحَيَاةِ وَلاَ (شَرُّ) الْمَمَاتِ

১৮২. জীবনের কষ্ট বা মন্দ (ভাল), কিন্তু মৃত্যু নয়।

এ কথাটি হাদীস নয়, কোনো কোনো প্রাচীন পণ্ডিতের কথা। কবীর, তাযকিরা আলী, লুলু, আল-মাসনূ।

183. شُرْبُ اللَّبَنِ مَحْضُ الإِيمَانِ مَنْ شَرِبَهُ فِي مَنَامِهِ فَهُوَ عَلَى الإِسْلاَمُ

১৮৩. দুগ্ধ পান বিশুদ্ধ ঈমান। যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নে) দুধ পান করবে সে ইসলামের উপর রয়েছে।

এ হাদীসটি সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু এর সনদে ইসমাঈল (ইবনু আবী যিয়াদ) নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী রয়েছে এবং হুসাইন (ইবনু কাসিম) ও (ইবরাহীম) আল-তাইয়ান নামক দুজন অভিযুক্ত রাবী রয়েছে। যাইল।

184. اَلشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللهِ تَعْظِيْمٌ لأَمْرِ اللهِ

১৮৪. আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা আল্লাহর আদেশের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন।

সাখাবী বলেন, এ শব্দে এ হাদীস আমি জানি না। মোল্লা আলী কারী বলেন, এ কোনো বুজুর্গের কথা। এর ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর: প্রথমত আল্লাহর নির্দেশের মর্যাদা দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা প্রদর্শন। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, মাকাসিদ।

185. اَلشُّكْرُ فِيْ الْوَجْهِ مَذَمَّةٌ

১৮৫. মুখের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিন্দা করা হয়।

এ কথা হাদীস নয়। তবে অর্থের দিক থেকে অন্য একটি হাদীসের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে হাদীসে কারো মুখের উপর বা কারো উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করতে আপত্তি করে বলা হয়েছে:

قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيْكَ (صَاحِبِكَ)

"তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেললে!" কবীর, তাযকিরা আলী, মাকাসিদ।

186. اَلشُّبُهَاتُ حَرَامٌ

১৮৬. সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হারাম।

এ কথা হাদীস নয়। এ হাদীসের সনদে উমার (ইবনু মূসা আল-ওয়াজীহী) হাদীস-জালকারীদের একজন ছিল। ইবরাহীম (ইবনু মুহাম্মাদ আল-তাসতুরী নামক যে ব্যক্তি উমার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছে সে) মুনকারুল হাদীস বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। আল-লাআলী।

187. اَلشُّرْبُ مِنْ فَضْلِ وَضُوْءِ الْمُؤْمِنِ فِيْهِ شِفَاءُ سَبْعِيْنَ دَاءً

১৮৭. মুমিনের ওযুর পানির অবশিষ্ট থেকে পান করার মধ্যে ৭০টি রোগের প্রতিকার রয়েছে।
এ হাদীসের সনদে একাধিক জালিয়াত রয়েছে। শাওকানী।

188. شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حُسَّدٌ

১৮৮. এক মুসলিমের বিরুদ্ধে আরেক মুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে; তবে এক আলিমের বিরুদ্ধে আরেক আলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তারা হিংসুক।

(ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কথা হাদীস নয়। সকল দিক থেকে এর সনদ বাতিল। উপরন্তু হাকিম বলেছেন যে, এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়। আর যদি ধরেও নেয় হয় যে এর কোনো অস্তিত্ব আছে তাহলে এর অর্থ হবে আখিরাতের পথ পরিত্যাগকারী দুনিয়াদার আলিমগণ। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-লাআলী, লুলু।

189. شَيَاطِيْنُ الإِنْسِ تَغْلِبُ شَيَاطِيْنَ الْجِنِّ

১৮৯. মানুষ শয়তান জিন শয়তানের উপর বিজয়ী হয়।
এ কথা হাদীস নয়; বরং ইবনু দীনারের কথা। তাযকিরা আলী, লুলু, আল-মাসনূ।

190. اَلشَّيْبُ عَيْبٌ

১৯০. চুলের শুভ্রতা ত্রুটি (বলে বিবেচিত)।
এ শব্দে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি; তবে এর অর্থ সঠিক। লুলু, কবীর, তাযকিরা আলী।

২. ৩. ১৪. স্বাদ অক্ষর : حرف الصاد

191. صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى

১৯১. প্রয়োজন তাড়িত মানুষ অন্ধ।
সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীস:

192. اَلْغَرِيْبُ كَالأَعْمَى

১৯২. প্রবাসী বা অপরিচিত পরিবেশে অবস্থানকারী অন্ধের মত।
মোল্লা আলী কারী বলেন, এ শব্দে হাদীস বর্ণিত হয় নি। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

193. صَدَقَةُ الْقَلِيْلِ تَدْفَعُ الْبَلاَءَ الْكَثِيْرَ

১৯৩. ছোট দান বড় বিপদ প্রতিরোধ করে।
এটি হাদীস নয়। তবে অর্থের দিক থেকে কথাটি সঠিক। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, মাকাসিদ।

194. صَلاَةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ

১৯৪. দিবসের সালাত বোবা (কারণ এতে কুরআন পাঠ শোনা যায় না)।
নববী শারহুল মুহায্যাবে বলেন, এ হাদীস বাতিল; এর কোনো অস্তিত্ব নেই। দারাকুতনী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ- থেকে এ কথা বর্ণিত হয় নি। এটি কোনো ফকীহ-এর কথা। কবীর, লুলু, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

195. صَلاَةُ الأُسْبُوْعِ: فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاَصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.....

১৯৫. সাপ্তাহের প্রতি দিন ও রাতের সালাত বিষয়ক হাদীস... জুমুআর রাতে ১২ রাকআত সালাত ১০ বার করে সূরা ইখলাস ....।
এ প্রকারের হাদীস বাতিল। লুলূ।

196. صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ بِـ(إِذَا زُلْزِلَتْ) عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: خَمْسِيْنَ مَرَّةً

১৯৬. দশবার করে- অন্য বর্ণনায় ৫০ বার করে- (ইযা যুল যিলাত) দ্বারা দু রাকআত সালাত আদায়ের ফযীলত বিষয়ক হাদীস...।
এ হাদীস মুনকার ও বাতিল। লুলু।

197. اَلصَّلاَةُ فِيْ الْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلافِ حَسَنَةٍ

১৯৭. পাগড়ি পরে একটি সালাতে দশ হাজার নেকী।
এ হাদীসের সনদে হাদীস জালিয়াতিতে অভিযুক্ত রাবী রয়েছে। ইমাম সাখাবী তাঁর মাকাসিদ হাসানা গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলেছেন। শাওকানী।

198. صَلاَةٌ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ يَعْدِلُ ثَوَابُهَا عِنْدَ اللهِ غَزْوَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১৯৮. পাগড়ির পেঁচের উপরে (পাগড়ি-সহ) একটি সালাতের সাওয়াব আল্লাহর কাছে আল্লাহর রাস্তায় একটি যুদ্ধাভিযানের সমান।

এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।

199. صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِيْ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنِ الْقَدَرِيَّةُ قَالَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ قِيْلَ فَمَنِ الْمُرْجِئَةُ قَالَ قَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا سُئِلُوا عَنِ الإِيْمَانِ قَالُوْا نَحْنُ مُؤْمِنُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

১৯৯. আমার উম্মাতের দুটি শ্রেণী আমার শাফাআত লাভ করবে না: মুরজিয়া ও কাদারিয়া। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, কাদারীয়া কারা? তিনি বলেন, যারা বলে তাকদীর বলে কিছু নেই। বলা হলো, তাহলে মুরজিয়া কারা? তিনি বলেন: শেষ যুগে কিছু মানুষ থাকবে, যাদেরকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলবে: ইনশা আল্লাহ, আমরা মুমিন।

এ হাদীসটি জাল। এ হাদীসের আপদ মানুন (ইবনু আহমদ আস-সুলামী) এবং (তার উস্তাদ) আব্দুল্লাহ (ইবনু মালিক আস-সা'দী)। এ আব্দুল্লাহর পিতা ছিল ঘৃণ্য পর্যায়ের মুরজিয়া। জোযকানী বলেন, এর সনদে দুজন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি রয়েছে। আল-লাআলী।

200. صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَصَوْمِ سِتِّيْنَ سَنَةً

২০০. আরাফার দিনের সিয়াম ষাট বছরের সিয়ামের মত।

হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু তামীম নামক একজন জালিয়াত রাবী বিদ্যমান; যে কারণে হাদীসটিকে মীযানে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী ছিল। যাইল।

২. ৩. ১৫. দ্বাদ অক্ষর : حرف الضاد

201. ضَاعَ الْعِلْمُ فِيْ أَفْخَاذِ– وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَيْنَ أَفْخَاذِ النِّسَاءِ

২০১. স্ত্রীদের উরুর মধ্যে ইলম হারিয়ে গেল।

এটি কোনো হাদীস নয়; তবে এর অর্থ সঠিক। এ অর্থে বিশর আল-হাফী বলেছেন: "যে ব্যক্তি স্ত্রী-সঙ্গ ভালবেসেছে সে সফল হয় না।" এ কথা থেকে উপরের কথাটির সমর্থন পাওয়া যায়। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

202. اَلضَّامِنُ مِنْ غَارِمٍ (الضَّامِنُ غَارِمٌ)

২০২. যামিন বা আর্থিক-দায়ভার গ্রহণকারী ঋণগ্রস্ত।

এটি হাদীস নয়; তবে এর অর্থ সঠিক। লুলু।

203. اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

২০৩. প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে।

এটি হাদীস নয়; তবে কথা হিসেবে সঠিক কথা। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

204. ضَعِيْفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِياً

২০৪. দুই দুর্বল এক শক্তিশালীর উপর জয়লাভ করে।

এটি হাদীস নয়। কবীর, লুলু, আল-মাসনূ।

205. الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الوَبَرِ وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ المَدَرِ

২০৫. (মুসাফির বা পথচারীকে) মেহমানদারি করা তাবু-বাসী বেদুঈনদের উপর দায়িত্ব; গ্রাম-শহরবাসীদের জন্য দায়িত্ব নয়।

এ হাদীসটি অস্তিত্বহীন ভিত্তিহীন। লুলু, কবীর, তাযকিরা আলী।

২. ৩. ১৬. ত্বা অক্ষর : حرف الطاء

206. الطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَإِذَا انْتُهِكَتِ الحُرُمَات (الحُرْمَةُ) أَرْسَلَ (بَعَثَ) الله الطَّابِعَ وطبع على القلوب (فَيَطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ)

২০৬. হৃদয়ে সীল-মোহর প্রদানকারী আরশের খুটি ধরে রয়েছে। যখন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয় তখন আল্লাহ তাকে পাঠিয়ে দেন এবং সে অন্তরের উপর মোহর করে দেয়।

মুখতাসার গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে হাদীসটিকে মুনকার (আপত্তিকর) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাওকানী, তাযকিরা তাহির।

207. طَابَ حَمَّامُكُماَ

২০৭. তোমাদের স্নানাগারের স্নান পৃপ্তিদায়ক ও বরকতময় হোক।

কথিত হয় যে, আবূ বকর ও উমার হাম্মামখানা বা স্নানাগার থেকে বের হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে এ কথা বলেন। আবূ সাঈদ মুতাওয়াল্লী বলেন, এ অর্থে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। দাইলামী সনদ ছাড়া ইবনু উমারের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য বা

মারফূ হাদীস হিসেবে এটি সংকলন করেছেন। ইবনু হাজার মাক্কী বলেছেন, আরবরা হাম্মাম বা গণ গোসলখানার সাথে পরিচিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর; (কাজেই তাঁর সময়ে হাম্মাম ব্যবহার বা তার জন্য দুআ করার কোনো প্রশ্নই উঠে না।)

208. طَالِبُ الْقُوْتِ مُسَاعَدٌ

২০৮. রিযক বা খাদ্যের সন্ধানে লিপ্ত ব্যক্তি সাহায্যকৃত।
ইবনু দাবী বলেন, এটি হাদীস নয়; বরং আরবীয় প্রবাদ। লুলু।

209. طَعَامُ الْبَخِيْلِ دَاءٌ وَطَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ

২০৯. কৃপণের খাদ্য ব্যধি এবং দানশীলের খাদ্য ঔষধ।
আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি মুনকার বা অত্যন্ত আপত্তিকর ও বাতিল পর্যায়ের। যাহাবী বলেন, এটি হাদীসের নামে মিথ্যা কথন। ইবনু আদী বলেন, ইমাম মালিকের নামে বর্ণিত এ কথাটি বাতিল। তাযকিরা আলী, কবীর, লুলু।

210. طَلَبُ العِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنَ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَطَلَبُ الْعِلْمِ يَوْماً خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ

২১০. এক মুহূর্ত ইলম সন্ধান করা সারারাত সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং একদিন ইলম সন্ধান করা তিন মাস সিয়াম পালন থেকে উত্তম।
এ হাদীসটি আবুশ শাইখ সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে রয়েছে নাহশাল (ইবনু সাঈদ) নামক একজন মহা-মিথ্যাবাদী রাবী। যাইল।

211. طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقُلُوْبَ

২১১. মৃতের খানা (মৃত্যুউপলক্ষে আয়োজিত খানা) অন্তরকে মেরে ফেলে।
এটি হাদীস নয়। এটি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষদের কথা। ফাতাওয়া আযীযিয়্যাহ।

212. طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ الصَّلاَةِ والصِّيَامِ وَالحَجِّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

২১২. ইলম সন্ধান করা আলাহর নিকট সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও আলাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে উত্তম।
দাইলামী এ হাদীসটি সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু তামীম নামক এক মহা-জালিয়াত রাবী রয়েছেন। যাইল।

213. طَيُّ الْقُمَاشِ يَزِيْدُ الزِّيْنَةَ

২১৩. কাপড় ভাঁজ করা সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।
এ অর্থে আরো কয়েকটি হাদীস:

214. طَيُّ الثَّوْبِ رَاحَةٌ

২১৪. কাপড় ভাঁজ করা আরামদায়ক।

215. أُطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا

২১৫. তোমাদের কাপড় ভাঁজ করবে; এতে কাপড়ের প্রাণ ফিরে আসবে।

216. أُطْوُوْا ثِيَابَكُمْ لاَ تَلْبِسُهَا الْجِنُّ

২১৬. তোমরা কাপড়গুলি ভাঁজ করবে; যেন জিনরা তা পরিধান না করে।
ইবনু তাহির তার "মাউযূআত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলি সবই অনির্ভরযোগ্য বাতিল হাদীস।

২. ৩. ১৭. যা অক্ষর : حرف الظاء

217. ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ قِبْلَةٌ

২১৭. মুমিনের পিঠ কিবলা।
সাখাবী বলেন, এ কথার কোনো সনদ জানা যায় না। তবে যদি এর অর্থ হয় যে, সালাতের সুতরা হিসেবে মুসল্লির পিঠই যথেষ্ট তাহলে এর অর্থ সঠিক। আসকারী আয়েশা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নের কথাটি উদ্ধৃত করেছেন:

ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى

"মুমিনের পৃষ্ঠ সংরক্ষিত; শুধু আল্লাহর নির্ধারিত কোনো শাস্তি ছাড়া।" তাযকিরা আলী, কবীর, লুলু।

২. ৩. ১৮. 'আইন অক্ষর : حرف العين

218. اَلْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ

২১৮. অপমান-লাঞ্ছনা আগুনের চেয়ে উত্তম।

কথাটি হাসান ইবনু আলী (রা) বলেছিলেন। যখন তিনি মুআবিয়া (রা)-কে খলীফা মেনে ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন তখন তাঁর পক্ষের অনেকে তাঁর এ কর্মকে অবমাননা বলে গণ্য করে বলে, হে মুনিনদের লাঞ্ছনা! তখন তিনি উত্তরে বলেন, লাঞ্ছনা জাহান্নামের আগুনের চেয়ে উত্তম। আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে এর বিপরীত একটি কথা প্রচলিত, যাতে বলা হয়; লাঞ্ছনার চেয়ে আগুন উত্তম। এ কথাটি কুফরী কথা। তবে যদি আগুন বলতে দুনিয়ার যন্ত্রণা বুঝানো হয় তাহলে কুফরী হবে না। তাযকিরা আলী, মাকাসিদ, কবীর।

219. اَلْعَدَاوَةُ فِيْ الْقَرَابَةِ، وَالْحَسَدُ فِيْ الْجِيْرَانِ، وَالْمَنْفَعَةُ فِيْ الإِخْوَانِ.

২১৯. আত্মীয়তার মধ্যে শত্রুতা, প্রতিবেশীদের মধ্যে হিংসা এবং ভাতৃবর্গের মধ্যে উপকার।

সাখাবী বলেন, এরূপ কোনো হাদীস আমার জানা নেই। তবে বাইহাকী তাঁর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বিশর ইবনু হারিসের বক্তব্য হিসেবে কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। লুলু, কবীর।

220. عُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ ذَنْبِهِ

২২০. তার অপারগতার ওযর তার অপরাধের চেয়ে জঘন্যতর।

এ কথাটি হাদীস নয়। আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

221. اَلْعَرَبُ سَادَاتُ الْعَجَمِ

২২১. আরবগণ অনারবগণের নেতা।

এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। মোল্লা আলী কারী মাউযূআত কবীর গ্রন্থে লিখেছেন যে, এর অর্থ সঠিক। আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

222. اَلْعُزْلَةُ فِيْ الْوَحْدَةِ

২২২. একা থাকাই সমাজবিচ্ছিন্ন থাকা।

কথাটি হাদীস নয়। লুলু।

223. اَلْعِزُّ مَقْسُوْمٌ وَطَالِبُ الْعِزِّ مَغْمُوْمٌ

২২৩. সম্মান বণ্টিত (ভাগ্য নির্ধারিত) এবং সম্মান সন্ধানী চিন্তিত।

হাদীসটি আনাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (জাল সনদে) বর্ণিত হয়েছে। হাদীস হিসেবে এটি অশুদ্ধ। তবে এর অর্থ সঠিক। যারকানী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। কবীর, তাযকিরা আলী, লুলু।

224. عَظِّمُوْا مِقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ

২২৪. অবহেলা প্রদর্শন করে তোমাদের মর্যাদা বাড়াও।

এ কথাটি হাদীস নয়। কবীর, আল-মাসনূ, লুলু।

225. عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً

২২৫. তোমরা লবন ব্যবহার করবে; কারণ তা ৭০টি রোগের প্রতিকার।

এ হাদীস জাল। তাযকিরা আলী।

226. اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الأَدْيَانِ وَعِلْمُ الأَبْدَانِ

২২৬. ইলম দু প্রকার: দীনের ইলম ও দেহের ইলম।

খুলাসা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটি জাল।

(ইমাম সুয়ূতীর) যাইলুল মাউযূআত গ্রন্থে নিম্নের হাদীসটিও জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাসান থেকে, হুযাইফা থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? আল্লাহ বলেন,

227. يَا جِبْرِيْلُ، هُوَ سِرٌّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَحِبَّائِيْ وَأَوْلِيَائِيْ وَأَصْفِيَائِيْ أُوْدِعُهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

২২৭. হে জিবরীল, তা হলো আমার ও আমার প্রিয়পাত্র ও অলীগণের মধ্যকার গোপন বিষয়। আমি তা তাদের অন্তরের মধ্যে প্রদান করি। কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও তা জানতে পারেন না।

এ হাদীসটি নিশ্চিতভাবেই জাল। তবে কলবের পরিচ্ছন্নতা ও তাসাওউফের বিষয় কুরআন ও অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়। বিষয়টি আলিমগণের অজানা নয়। কবীর, লুলু, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

228. عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

২২৮. আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত।

তিরমিযী, দিমইয়ারী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন যে, এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। সুয়ূতী নীরব থেকেছেন। উপরন্তু যারকানী মুখতাসারুল মাকাসিদ গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী উমদাতুর রিয়াইয়াহ গ্রন্থে এ হাদীসটি জাল বলে স্বীকার করেছেন। (মোল্লা আলী কারীর) মাউযূআত কাবীরে (এ জাল হাদীসের বিপরীতে) নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে:

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

"আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী"। এ হাদীসটি আবূ দারদা (রা)-এর সূত্রে চারটি সুনানগ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। কবীর, তাযকিরা ইবন তাহির, লুলু, তাযকিরা আলী, উমদাতুর রিয়াইয়াহ।

229. عَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ

২২৯. প্রত্যেক ভাল বিষয়ের উপরেই নিষেধকারী রয়েছে।
কথাটি হাদীস নয়; তবে অর্থ সঠিক। কবীর, লুলু, তাযকিরা আলী।

230. عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ.

২৩০. বৃদ্ধাদের দীন গ্রহণ তোমাদের দায়িত্ব।
এ হাদীস জাল। কবীর, লুলু, মাকাসিদ।

231. اَلْعِنَبُ دُو دُو وَالتَّمْرُ يِكْ يِكْ

২৩১. আঙ্গুর দুটি দুটি করে এবং খেজুর একটি একটি করে।
এ কথাটি অনারব বা ফার্সীভাষীদের মধ্যে এভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু তার কোনো ভিত্তি নেই। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

232. عَنْ أَنَسٍ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَمَّنْ نَكْتُبُ الْعِلْمَ بَعْدَكَ؟ قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ وَسَلْمَانَ

২৩২. আনাস (রা) বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পরে আমরা কার থেকে ইলম লিখব? তিনি বলেন, আলী ও সালমান থেকে।
এ হাদীসটি ইবনু আদী সনদ-সহ সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে হাদীস জালকারীগণ রয়েছেন। (ইমাম যাহাবীর) মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে বলা হয়েছে: "এ হাদীসটি এ সনদ-সহ জাল; এর মুসীবত এসেছে আহমদ ইবনু আবী রূহ নামক রাবী থেকে। যাইল।

233. عَنْ عَبْدِاللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جِبْرَائِيْلَ عَنْ مِيْكَائِيْلَ عَنْ إِسْرَافِيْلَ عَنِ اللَّوْحِ عَنِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ فِيْ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ...

২৩৩. আব্দুলাহ (রা) রাসূলুলাহ ﷺ থেকে, জিবরাঈল (আ) থেকে, মীকাঈল (আ) থেকে, ইসরাফীল (আ) থেকে, লাওহ মাহফূয থেকে আল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের উপর দিনে একশত বার সালাত পাঠ করবে আমি তার উপর রহমত করব ....।
এ হাদীসের সনদ ও মতন উভয়ই জাল। মীযান ২য় খণ্ড।

234. عَنْ أَبِيْهِ يَعْنِيْ عَلِيًّا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَاحَتْ نَخْلَةٌ بِأُخْرَى هَذَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى وَعَلِيٌّ الْمُرْتَضَى

২৩৪. আলী (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হয়েছিলাম, এ সময় একটি খেজুর গাছ চিৎকার করে অন্য একটি খেজুর গাছকে বলে, এ হলেন নবী মুসতাফা ও আলী মুরতাযা।
এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে আহমদ ইবনু নাসর আয-যারিয় নামক এক ব্যক্তি। এ ব্যক্তি হারিস ইবনু আবী উসামা ও তাঁর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিসদের নামে অনেক আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, লোকটি অবিশ্বস্ত ছিল। দারাকুতনী বলেন, লোকটি মহা-জালিয়াত ছিল। তার কুনিয়াত আবূ বকর। এটি তার বর্ণিত একটি বাতিল হাদীস। লিসান ১/৩১৭।

235. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لَكَ إِذَا قَبَّلْتَ فَاطِمَةَ جَعَلْتَ لِسَانَكَ فِيْ فِمِهَا؟ قَال: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ فَنَاوَلَنِيْ جِبْرَائِيْلُ تُفَّاحَةً فَأَكَلْتُهَا فَصَارَتْ فِيْ صُلْبِيْ فَلَمَّا نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ وَاقَعْتُ خَدِيْجَةَ ...

২৩৫. আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যখন ফাতিমাকে চুম্বন করেন তখন আপনার জিহ্বাকে তার মুখের মধ্যে রেখে দেন, এর কারণ কী? তিনি বলেন, আয়েশা, আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান; তখন জিবরাঈল আমাকে একটি আপেল প্রদান করেন এবং আমি আপেলটি ভক্ষণ করি। তখন সে আপেলটি আমার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান নেয়। আমি আসমান থেকে নেমে খাদীজার সাথে মিলিত হই..... তা থেকে ফাতিমার জন্ম ...।
মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, এ কথা তো খুবই স্পষ্ট যে, ফাতিমা নুবুওয়াতের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই নুবুওয়াতের পরে মিরাজের সময় জান্নাতে যেয়ে জান্নাতী আপেল খেয়ে ফাতেমার জন্ম কিভাবে হবে? এ হাদীসটি

বাতিল ও মিথ্যা। মীযান।

236. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْ يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ دُوْنَكَهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّيْ الْفُؤَادَ

২৩৬. ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করি। তখন তাঁর হাতে একটি নাশপাতি ফল ছিল। তিনি বলেন, এটি গ্রহণ কর; কারণ এটি অন্তরকে পবিত্র-উজ্জীবিত করে...।

এ হাদীসের বিপদ এর সনদে বিদ্যমান যালীম (ইবনু হাতীত) অথবা (হাসান ইবনু আলী) আর-রুক্কী। নাশপাতির ফযীলতে এরূপ জাল হাদীস অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যা এখানে উদ্ধৃত করা হলো না। মীযান ১/৪৮২।

237. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جِبْرِيْلَ عَنِ اللهِ تَعَالَى قَالَ: أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا كَلِمَتِي، مَنْ قَالَهَا أَدْخَلْتُهُ جَنَّتِيْ، وَمَنْ أَدْخَلْتُهُ جَنَّتِيْ فَقَدْ أَمِنَ، وَالْقُرْآنُ كَلاَمِيْ، وَمِنِّي خَرَجَ

২৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে, জিবরাঈল (আ) থেকে আল্লাহ থেকে, তিনি বলেন: আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এ হলো আমার বাক্য। যে এ বাক্য বলবে আমি তাকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যাকে আমি আমার জান্নাতে প্রবেশ করালাম সে নিরাপত্তা লাভ করল। আর কুরআন আমার কথা এবং আমা থেকেই তা নির্গত হয়েছে।

মীযানের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, হাদীসটি বাতিল। মীযান ২/২২৯।

238. عَنِ ابْنِ أَبِىْ أَوْفَى، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فِيْ بَعْضِ عُمَرِهِ فَجَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَرْمُوْنَهُ بِالْقِثَّاءِ الْفَاسِدِ وَنَحْنُ نَسْتُرُ عَنْهُ

২৩৮. ইবনু আবী আউফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো এক উমরা পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন মক্কাবাসীরা তাঁকে পঁচা শশা ছুড়ে মারছিল আর আমরা তাকে আড়াল করছিলাম।

এ হাদীসটি জাল। তবে ইবনু আবী আউফা (রা) থেকে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

طَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ يُصِيْبَهُ بِشَيْءٍ.

"(হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের বৎসর কাযা উমরা আদায়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহের তাওয়াফ করেন; তখন আমরা তাঁকে আড়াল করে ছিলাম; এভয়ে যে পাছে মক্কার কেউ তাঁকে কিছু ছুড়ে মারে বা কোনো কিছু দিয়ে তাঁকে আঘাত করে।" লিসান।

239. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى عَلِيًّا مُقْبِلاً فَقَالَ: أَنَا وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৩৯. আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আলীকে আগমন করতে দেখেন। তখন তিনি বলেন, আমি এবং এ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের উপর প্রমাণ।

এ হাদীসটি জাল। এ হাদীসের বিপদ (জালিয়াত) মাতার (ইবনু আবী মাতার) নামক রাবী। সুয়ূতী বলেন, মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি বাতিল; এ হাদীসের জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত হলো মাতার, যে একজন মহা-মিথ্যবাদী হিসেবে সুপরিচিত। হাদীসের পরবর্তী রাবী উবাইদুল্লাহ একজন শিয়া রাবী ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাবী ছিলেন। কিন্তু মাতারের মত একজন সুপরিচিত মিথ্যাবাদীর এ মিথ্যা বর্ণনার পাপে তিনি পাপী। লিসান।

২. ৩. ১৯. 'গাইন অক্ষর: حرف الغين

240. اَلْغُرَبَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ وَهُوَ غَرِيْبٌ فِيْ قَوْمِهِ

২৪০. প্রবাসী বা স্বজনহীন পরদেশীরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। সমাজের মধ্যে পরদেশি ছাড়া কাউকে আল্লাহ নুবুওয়াত প্রদান করেন নি।

এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে বর্ণিত এবং তা বাতিল ও জাল হাদীস। মুখতাসারুল মাকাসিদ গ্রন্থে তা উল্লেখ করা হয়েছে। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

241. غَيِّرُوْا أَظْفَارَكُمْ وَشُعُوْرَكُمْ يُنْمِيْ اللهُ لَكُمُ الْحَسَنَاتِ وَيَرْفَعُ (لَكُمُ) الدَّرَجَاتِ

২৪১. তোমরা তোমাদের নখ ও চুল পরিবর্তন করবে; এতে আল্লাহ তোমাদের নেকী বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উর্ধ্ব করবেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ সাবখী আবু বাকর শাহিদ নামক রাবী এ হাদীসটি আবূ ইসমাঈল হুসাইন থেকে সনদ-সহ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি এবং এর অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই জাল। লিসান ৫/৪৪।

২. ৩. ২০. ফা অক্ষর : حرف الفاء

242. اَلْفَأْلُ مُوْكَلٌ بِالْمَنْطِقِ

২৪২. শুভফল-আশা কথার উপর নির্ভরশীল।

এ শব্দে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে সুনান আবূ দাউদে সংকলিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির মুখ থেকে একটি সুন্দর কথা শুনে চকৎকৃত হন। তখন তিনি বলেন:

أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ

আমরা তোমার মুখ থেকেই তোমার জন্য শুভ আশা বা শুভযোগ ((optimistic outlook) গ্রহণ করলাম। কবীর, লুলু, তাযকিরা আলী।

243. اَلْفِرَارُ مِمَّا لاَ يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ

২৪৩. সাধ্যাতীত বিষয় থেকে পলায়ন করা রাসূলগণের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীসের কথা ভিত্তিহীন ও অশুদ্ধ। উপরন্তু এর অর্থও বাতিল। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেছিলেন তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কুরআনে মূসা (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে তার হাতে একজন মিসরীয় ব্যক্তি নিহত হওয়া ও তার মাদায়েনে চলে যাওয়ার বিষয়ে তিনি ফিরাউনকে বলেছিলেন: "যখন আমি তোমাদের থেকে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের থেকে পলায়ন করলাম।"[১৬৮] তবে এটি ছিল নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ঘটনা। আর আমাদের মহানবী (ﷺ)-এর হিজরত পলায়ন ছিল না; বরং আল্লাহর আদেশ ভিত্তিক একটি কর্ম ছিল। যুদ্ধের পরে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়াকেই পলায়ন বলা হয়। কবীর।

244. فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الأَدْهَانِ كَفَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ

২৪৪. সকল প্রকার তেলের উপর ভায়োলেট (violet)-এর তেলের মর্যাদা সকল সৃষ্টির উপরে নবী বংশের মর্যাদার মত।

এ হাদীসটি জাল। লুলু, কবীরের শেষে।

245. فَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ

২৪৫. সকল মাসের মধ্যে রজব মাসের মর্যদা সকল কথার উপরে কুরআনের মর্যাদার মত।

ইবনু হাজার এ হাদীস জাল বলেছেন। আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, লুলু।

246. فَضْلُ الْكُرَّاثِ على سائر البقول كفضل الخبز على الحبوب

২৪৬. সকল তরকারীর উপরে পিঁয়াজ বা পিঁয়াজ জাতীয় শবজী (leek/ shallot)-এর মর্যাদা সকল খাদ্যশষ্যের উপর রুটির মর্যাদার মত।

এ হাদীসটি জাল। সম্ভবত মিসরের যিনদিকরা এটি বানিয়েছে। লুলু।

247. اَلْفَقْرُ فَخْرِيْ وَبِهِ أَفْتَخِرُ

২৪৭. দারিদ্র আমার গৌরব এবং আমি তারই অহংকার করি।

এ হাদীসকে ইবনু হাজার আসকালানী জাল বলেছেন এবং ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, এটি মিথ্যা। এ ছাড়া ইমাম সাগানী এটিকে তাঁর জাল হাদীস সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কবীর, মাকাসিদ, সাগানী।

248. فِيْ الْحَرَكَاتِ الْبَرَكَاتُ

২৪৮. নড়াচড়া, আন্দোলন বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বরকত রয়েছে।

এটি কোনো হাদীস নয়, বরং পূর্ববর্তী কোনো বুজুর্গের বক্তব্য। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, কবীর।

249. فِيْ بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحُكْمُ

২৪৯. বিচার লাভ করতে বিচারের ঘরে আসতে হয়।

এটি কোনো হাদীস নয়, বরং প্রচলিত প্রবাদ বাক্য। ইবনু দাবী তা উল্লেখ করেছেন। যারকাশী বলেন, সাঈদ ইবনু মানসূর তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও উবাই ইবনু কা'ব (রা)-এর মধ্যে বিরোধ ঘটে। তখন তাঁরা যাইদ ইবনু সাবিত (রা)-কে সালিস মানেন। তাঁরা উভয়ে যাইদের বাড়িতে গমন করেন। বাড়িতে প্রবেশ করে উমার (রা) বলেন, আমরা আপনার কাছে আসলাম, যেন আপনি আমাদের মধ্যে বিচার করে দেন। তখন যাইদ বলেন, বিচারের বাড়িতেই বিচারের জন্য আসতে হয়। এরপর তাঁরা দুজন তাঁর সামনে বসেন এবং তিনি তাঁদের মধ্যে বিচার করেন।' এ প্রবাদ বাক্যটির বিষয়ে দিমইয়ারীর হায়াতুল হাইওয়ান গ্রন্থে অদ্ভুত একটি গল্প উল্লেখ করা হয়েছে। কবীর।

250. فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّوْمِ إِلَى الشَّامِ

২৫০. শেষ যুগে রোমের (ইউরোপের) শীত সিরিয়ায় চলে আসবে।

ইবনু হাজার আসকালনী এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন। আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, কবীর।

251. إِنَّ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلاً اسْمُهُ النُّعْمَانُ وَكُنْيَتُهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ

২৫১. আমার উম্মতের মধ্যে একব্যক্তি, যার নাম নু'মান এবং তার কুনিয়াত বা উপনাম আবূ হানীফা, সে আমার উম্মাতের প্রদীপ।

ইবনুল জাওযী এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। এছাড়া খতীব বাগদাদীও এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। লুলু

২. ৩. ২১. ক্বাফ অক্ষর : حرف القاف

252. قَالَ (ﷺ) لِجِبْرِيْلَ: هَلْ زَالَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَ: لاَ، نَعَمْ. فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ (تقول): لاَ وَ نَعَمْ؟ فَقَالَ: مِنْ حِيْنِ قُلْتُ: لاَ، إِلَى أَنْ قُلْتُ: نَعَمْ، سَارَتِ الشَّمْسُ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ

২৫২. রাসূলুলাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, সূর্য কি মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে? জিবরাঈল বলেন, না, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আপনি কেন বললেন, না এবং হ্যা? জিবরাঈল বলেন, আমার 'না' ও 'হ্যাঁ' বলার মধ্যবর্তী সময়ে সূর্য ৫০০ বৎসরের পথ অতিক্রম করে।

এ হাদীসের কোনো ভিত্তি বা অস্তিত্ব জানা যায় না। কবীর, তাযকিরা আলী, লুলু, আল-মাসনূ।

253. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَحُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ

২৫৩. রাসূলুলাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কোনটি? তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার উপর সালাত (দরূদ) পাঠ ও আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-কে ভালবাসা।

হাদীসটি দাইলামী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এর সনদে আবূ সাঈদ আল-হাসান ইবনু উসমান তাসতুরী নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী বিদ্যমান, যে অনেক জাল ও বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছে। যাইল।

254. قال ﷺ: إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ مَدِيْنَةً تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ مِسْكٍ أَذْفَرَ عَلَى بَابِهَا مَلَكٌ يُنَادِيْ كُلَّ يَوْمٍ أَلاَ مَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ زَارَ الأَنْبِيَاءَ وَمَنْ زَارَ الأَنْبِيَاءَ فَقَدْ زَارَ الرَّبَّ وَمَنْ زَارَ الرَّبَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

২৫৪. রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: মহান আল্লাহর আরশের নিচে একটি শহর রয়েছে, যে শহরটি সর্বোত্তম মেশক দিয়ে তৈরি। এ শহরের দরজায় একজন ফিরিশতা প্রতিদিন ঘোষণা দিয়ে বলেন, জেনে রাখ! যে ব্যক্তি আলিমদের সাক্ষাৎ করল সে নবীদের সাক্ষাত করল এবং যে নবীদের সাক্ষাৎ করল সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করল, আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করল তার জন্য জান্নাত।

এ হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনু সুলাইমান আল-বালখী নামক এক রাবী রয়েছে, যে ব্যক্তি চুরি করে হাদীস বানাত। যাইল।

255. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ نِسْطُوْرَ الرُّوْمِيُّ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ تَبُوْكَ فَسَقَطَ سَوْطُهُ فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ مَدَّ اللهُ فِيْ عُمُرِكَ قَالَ فَعَاشَ 340 سَنَةً

২৫৫. জাফর ইবনু নাসতূর রূমী বলেন, তাবূকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁর বেতটি পড়ে যায় এবং আমি তা তাঁর হাতে তুলে দিই। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার আয়ু দীর্ঘ করুন। জাফর বলেন, ফলে তিনি ৩৪০ বৎসর জীবিত থাকেন।

এ হাদীসের সনদে বর্ণিত জাফর ইবনু নাসতূর নামক ব্যক্তির বিষয়ে মীযানুল ই'তিদাল নামক গ্রন্থের লেখক (আল্লামা যাহাবী) বলেন, এ ব্যক্তির নাম প্রাচীন যয়ীফ রাবীগণের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। তার মিথ্যাচার এত সুস্পষ্ট যে তার এ সকল মিথ্যাচার নিয়ে বা তাকে নিয়ে আলোচনাও উচিত নয়। লিসানুল মীযান গ্রন্থের লেখক (আল্লামা ইবনু হাজার) বলেন, মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থের লেখক তাজরীদ নামক তার অন্য গ্রন্থে বলেন, নাসতুর রূমীর নামে বর্ণিত হাদীসগুলির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন (তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছে তারাও অজ্ঞাত পরিচয় জালিয়াত) এবং তার নামে বর্ণিত হাদীসগুলির কথাগুলি সব বাতিল। এ ব্যক্তি একজন মহা-জালিয়াত দাজ্জাল ছিল, অথবা এ নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বই ছিল না, পরবর্তী জালিয়াতদের জালিয়াতির অংশ এ নাম। লিসান ২/১৩০।

256. أَبْغَضُ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْفَارِسِيَّةُ وَكَلاَمُ الشَّيَاطِيْنِ الْخُوْزِيَّةُ وَكَلاَمُ أَهْلِ النَّارِ النَّجَّارِيَّةُ وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ

২৫৬. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত ভাষা ফার্সী, শয়তানদের ভাষা খুযী, জাহান্নামীদের ভাষা নাজ্জারী আর জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ নামক এক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছে। এ ব্যক্তি একজন মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত ছিল। এ ব্যক্তি এ হাদীস আসিম ইবনু আব্দুল্লাহ বালখী নামক এক ব্যক্তি থেকে শুনেছে বলে দাবি করে। এ ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী জালিয়াত ছিল। ইবনু আদী এ ব্যক্তিকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, ইসমাঈল নামক এ ব্যক্তি দাজ্জাল, এর বর্ণিত কোনো হাদীস এর জালিয়াতির উল্লেখ ছাড়া বর্ণনা করা বৈধ নয়। মীযান ১/১০৭।

257. قَالَ حُضُوْرُ مَجْلِسِ عَالِمٍ خَيْرٌ مِنْ حُضُوْرِ أَلْفِ جَنَازَةٍ، وَمِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ، وَمِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ، وَمِنْ أَلْفِ غَزْوَةٍ.

২৫৭. একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার জানাযায় শরীক হওয়া থেকে, এক হাজার রাকআত সালাত থেকে, এক হাজার হজ্জ এবং এক হাজার জিহাদ-যুদ্ধাভিযান থেকে উত্তম।

এ হাদীসটি (আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ্) জুআইবারী নামক মহা-মিথ্যাবাদী দাজ্জলের বানানো জাল হাদীসগুলির একটি। মীযান।

258. قِرَاءَةُ سُوْرَةِ الْقَلاَقِلِ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ

২৫৮. "কুল" সূরাগুলি পাঠ করা দারিদ্র্য থেকে নিরাপত্তা।

এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। আল-মাসনূ, লুলু।

259. قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْتُ الرَّبِّ

২৫৯. মুমিনের অন্তর (কালব) আল্লাহর গৃহ।

রাসূলুলাহর ﷺ কথা হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব নেই। যারাকশী একে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলেছেন। ইবনু তাইমিয়া একে জাল বলেছেন। (সুয়ূতীর) যাইল গ্রন্থেও এরূপই বলা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী বলেন, সাধারণ কথা হিসেবে এর অর্থ সঠিক; মীম অক্ষরে (ما وسعني) (৩০২ নং) হাদীসের আলোচনায় যে অর্থ ব্যাখ্যা করা হবে। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ।

260. قُلُوْبُ بَنِيْ آدَمَ تَلِيْنُ فِيْ الشِّتَاءِ لأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِيْنٍ وَالطِّيْنُ يَلِيْنُ فِيْ الشِّتَاءِ

২৬০. আদম সন্তানদের অন্তর শীত কালে নরম হয়; কারণ তা কাদা দ্বারা তৈরি আর কাদা শীতে নরম হয়।

এ হাদীসটি উমার ইবনু ইয়াহইয়া নামক এর রাবী শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেন। আবূ নুআইম বলেন, উমার নামক এ ব্যক্তি মাতরূকুল হাদীস বা তার হাদীস পরিত্যক্ত। মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, এ ব্যক্তি শু'বা থেকে সাওর (ইবনু ইয়াযিদ) থেকে একটি হাদীস- উপরের হাদীসটি- বর্ণনা করেছে যা জাল হাদীসের মত। (এ ব্যক্তি দাবী করেছে শু'বা এ হাদীসটি সাওর থেকে শুনেছেন। অথচ) শুবা জীবনে কখনো কোনো হাদীস সাওর থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। লিসান ৪/৩৩৭।

261. اَلْقَمَرُ فِيْ الْعَقْرَبِ

২৬১. চাঁদ যখন বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে (তখন কোনো কাজ করা বা না করা বিষয়ক হাদীস)।

মাজমাউল বিহার গ্রন্থের লেখক (আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির সিদ্দিকী ফাতানী) তাঁর 'তাযকিরাতুল মাউযূআত' গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। সাখাবীও একে জাল বলেছেন। মাযাহিরুল হক্ক।

২. ৩. ২২. কাফ অক্ষর : حرف الكاف

262. كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ

২৬২. তুমি তো মনে হচ্ছে বদর যুদ্ধে বা হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী!

এটি কোনো হাদীস নয়, মানুষের কথা। যে ব্যক্তি শরীয়ত পালনে উদাসীনতা দেখায় বা অবহেলা করে তাকে উপহাস করে এরূপ বলা হয়। কবীর, মাকাসিদ, লুলু, তাযকিরা আলী।

263. كَانَ ﷺ إِذَا وَقَفَ لِلصَّلاَةِ ظَنَّ الظَّانُ أَنَّهُ جِسْمٌ بِلاَ رُوْحٍ

২৬৩. রাসূলুলাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন ধারণাকারী ধারণা করত যে, তিনি একটি প্রাণহীন দেহ।

এ হাদীসটি জাল। লুলু।

264. كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ ﷺ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

২৬৪. সুলাইমান (আ)–এর আংটির নক্সা বা খোদিত কথা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

ইবনু আদী এ হাদীসটি জাবির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এর সনদে শাইখ ইবনু আবী খালিদ নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান, যে ব্যক্তি জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এ হাদীসটিও তার তৈরি বাতিল হাদীসগুলির একটি। শাওকানী, মীযান।

265. كَانَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ، وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سَنَةٍ

২৬৫. রাসূলুলাহ ﷺ প্রতি রাতে সুরমা ব্যবহার করতেন, প্রতি মাসে রক্তমোক্ষণ করাতেন এবং প্রতি বছরে ঔষধ সেবন করতেন।

এ হাদীসটির সনদে একাধিক জালিয়াত বিদ্যমান। শাওকানী।

266. اَلْكَرِيْمُ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقاً وَالْبَخِيْلُ عَدُوُّ اللهِ وَلَوْ كَانَ زَاهِداً

২৬৬. দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়, যদিও সে পাপাচারী হয়। আর কৃপণ আল্লাহর শত্রু, যদিও সে দরবেশ হয়।

এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। আর প্রথম বাক্যটিতো বিলকুল জাল; কারণ তা কুরআনের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন", "আল্লাহ যালিমদের ভালবাসেন না।" আর ফাসিক বা পাপাচারী ব্যক্তি হয় জালিম

নয় কাফির। কবীর।

267. كُفَّ عَنِ الشَّرِّ يُكَفُّ الشَّرُّ عَنْكَ

২৬৭. তুমি (অন্যের) অকল্যাণ বা ক্ষতি থেকে বিরত থাক, তাহলে তোমার অকল্যাণ বা ক্ষতি থেকেও বিরত থাকা হবে।
এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। কবীর, আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, মাকাসিদ।

268. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ إِلاَّ بِدْعَةٌ فِيْ عِبَادَةٍ

২৬৮. সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা, শুধু ইবাদতের মধ্যে বিদআত ছাড়া।
এ হাদীসটি দাইলামী বর্ণনা করেছেন, এর সনদে হাইসাম (ইবনু আদী) নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত রাবী বিদ্যমান। এ ছাড়া অন্য রাবী (আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান) আন-নাক্কাশ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। কবীর, আল-মাসনূ, লুলু, যাইল, তাযকিরা আলী।

269. كُلُّ ثَانٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ ثَالِثٍ

২৬৯. প্রত্যেক দ্বিতীয়ের অবশ্যই তৃতীয় থাকতে হবে।
এ হাদীসটি বিলকুল অপরিজ্ঞাত। তাযকিরা আলী।

270. كُلُّ مَمْنُوْعٍ حُلُوٌّ

২৭০. সকল নিষিদ্ধই মিষ্ট।
এ কথা কোনো হাদীস নয়। তবে এর অর্থ সুন্দর। এর প্রমাণ আদম (আ) ফল ভক্ষণের বিপদে নিপতিত হন; যদিও তা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে তাকে বলা হয়েছিল: "তোমরা দুজন এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না।"[১৬৯]

271. كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ

২৭১. প্রতেক পাত্র থেকে তাই বের হয় তা তার মধ্যে থাকে।
এটি সুফী বুজুর্গগণের কথা, হাদীস নয়। আল-মাসনূ।

272. كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

২৭২. তুমি যেরূপ প্রতিদান দিবে, সেরূপ প্রতিদান পাবে।
এ হাদীসের সনদে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান। লুলু।

273. كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيًّا

২৭৩. আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম...।
ইবনু তাইমিয়া বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়। এ কথার সহীহ বা যয়ীফ কোনোরূপ কোনো সনদ পাওয়া যায় না। যারাকশী ও ইবনু হাজারও ইবনু তাইমিয়ার অনুসরণ করেছেন। তবে একথার অর্থ সঠিক এবং প্রকাশ্য এবং তা সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত।

274. كُنْ مِنْ خِيَارِ النِّسَاءِ عَلَى حَذَرٍ

২৭৪. উত্তম স্ত্রী থেকেও তুমি সাবধান থাকবে।
এটি হাদীস নয় বরং লুকমান হাকীমের কথা বলে প্রচলিত। তিনি তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেন তার মধ্যে একথাটি ছিল বলে কথিত। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর 'আয-যুহদ' গ্রন্থের সংযোজিত অংশে উল্লেখ করেছেন যে, ইসমাঈল ইবনু উবাইদ নামক একজন তাবি-তাবিয়ী বলেন, লুকমান তার পুত্রকে বলেন, বেটা, খারাপ স্ত্রী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। আর উত্তম স্ত্রী থেকেও সাবধান থাকবে; কারণ ভাল থেকে খারাপের দিকেই তারা বেশি দ্রুত ছোটে। কবীর, তাযকিরা আলী।

২. ৩. ২৩. লাম অক্ষর : حرف اللام

275. لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِيَّة (الدُّرِّيَّة)

২৭৫. জান্নাতীদের ভাষা আরবী ও দরবারী ফার্সী বা বিশুদ্ধ ফার্সী।
এ হাদীসটি জাল। এছাড়া এটি অন্য একটি সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যে হাদীসে বলা হয়েছে,

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ؛ فَإِنِّيْ عَرَبِيٌّ وَكَلاَمُ اللهِ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

"তোমরা তিনটি কারণে আরব জাতিকে বা আরবীয় মানুষদেরকে ভালবাসবে; কারণ আমি আরবীয়, আল্লাহর কালাম আরবী ও জান্নাতীদের ভাষা আরবী।" কবীর।[১৭০]

276. اَللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ

২৭৬. কবুতর নিয়ে খেলা দারিদ্র আনয়ন করে।

এ কথাটি হাদীস নয়; বরং (প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) ইবরাহীম নাখয়ীর কথার ভাবার্থ। ইবরাহীম নাখয়ী বলতেন: "যে ব্যক্তি উড়ন্ত কবুতর নিয়ে খেলা করে তাকে মৃত্যুর আগে দারিদ্রের বেদনা আস্বাদন করতে হবে। আর কুবতর-বাজি বিষয়ে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন যে, একব্যক্তি কবুতরের পিছে পিছে যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন:

شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً

এক শয়তান অন্য শয়তানকে অনুসরণ করছে।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর "আল-আদাবুল মুফরাদ" নামক গ্রন্থে এবং আবূ দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে সকলন করেছেন। তাযকিরা আলী, কবীর।

277. لَعَنَ اللهُ الْكَذَّابَ وَلَوْ (كَانَ) مَازِحاً

২৭৭. ঠাট্টা-রসিকতা বা তামাশাচ্ছলে মিথ্যা বললেও মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেন।

সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। তবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنِّيْ أَمْزَحُ وَلاَ أَقُوْلُ إِلاَّ حَقًّا

"আমি ঠাট্টা-রসিকতা করি; তবে সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" কবীর, আল-মাসনূ, লুলু।

278. لَعَنَ اللهُ الدَّاخِلَ فِيْنَا بِغَيْرِ نَسَبٍ وَالْخَارِجُ مِنَّا بِغَيْرِ سَبَبٍ

২৭৮. আল্লাহ অভিশপ্ত করেন সে ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি বংশসম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে (নিজেকে নবী-বংশের বলে দাবি করে) এবং সে ব্যক্তিকে যে আমাদের থেকে কারণ ছাড়া বেরিয়ে গেল।

এ হাদীসটি এ ভাষায় জাল; তবে এর অর্থের প্রমাণ পাওয়া যায় হাদীস থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

যদি কেউ তার নিজ পিতা ছাড়া অন্য কারো সাথে নিজের বংশ-সম্পর্ক দাবি করে- অথচ সে জানে যে সে ব্যক্তি তার পিতা নয়- তবে তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ। আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী।

279. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ

২৭৯. প্রত্যেক বিষয়েরই বিপদ-আপদ আছে, আর ইলমের রয়েছে অনেক বিপদ।

এটি হাদীস নয়, বরং মানুষদের কথা। তাযকিরা আলী।

280. لِكُلِّ حُجْرَةٍ أُجْرَةٌ

২৮০. প্রত্যেক কক্ষেরই ভাড়া আছে।

এ কথাটি হাদীস নয়। তাযকিরা আলী, মাকাসিদ, আল-মাসনূ।

281. لِكُلِّ نَبِيٍّ خَاصَّةٌ مِنْ أُمَّتِهِ وإِنَّ خَاصَّتِيْ مِنْ أُمَّتِيْ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ

২৮১. প্রত্যেক নবীর উম্মাতের মধ্যে তার বিশেষ আপনজন থাকে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে আমার বিশেষ আপনজন আবূ বকর ও উমার।

এ হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মা'মার নামক এক মিথ্যাবাদী রাবী বিদ্যমান। এ ব্যক্তি গুনদার নামক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস থেকে শুনেছে বলে দাবি করে এ বাতিল হাদীসটি বর্ণনা করে। লিসান ৩/৩৬৫।

282. لِكُلِّ سَاقِطٍ لاَقِطٌ

২৮২. প্রত্যেক পতিত দ্রব্যেরই কুড়িয়ে নেওয়ার মানুষ আছে।

এ কথা হাদীস নয়, বরং পূর্ববর্তী কোনো বুজুর্গের কথা। তাযকিরা আলী, মাকাসিদ, লূলু।

283. لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ: الْقَبْرُ وَالزَّوْجُ

২৮৩. নারীর দুটি পর্দা: কবর ও স্বামী।

এ হাদীসের কথা জাল, তবে অর্থ সঠিক। শাওকানী, আল-লাআলী।

284. لَمَّا عُرِجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوْباً لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ عُمَرُ الْفَارُوْقُ عُثْمَانُ ذُوْ النُّوْرَيْنِ

২৮৪. যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন দেখলাম যে, আরশের খুঁটিতে লিখিত রয়েছে: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই,

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আবূ বকর সিদ্দীক, উমার ফারূক, উসমান যুন্নূরাইন।

এ হাদীসের সনদে আলী ইবনু জামীল রাক্কী নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান। এ ব্যক্তি জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ ও ঈসা ইবনু ইউনূস থেকে হাদীস বর্ণনা করার দাবী করত। ইবনু হিব্বান তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। মোদ্দাকথা হলো, এ হাদীসটি জাল। লিসান।

285. لَمَّا زُفَّتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍّ ﷺ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَهَا وَجِبْرِيْلُ عَنْ يَمِيْنِهَا وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَسَارِهَا وَسَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ خَلْفَهَا

২৮৫. যখন ফাতিমাকে আলীর ঘরে তুলে দেওয়া হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অগ্রে, জিবরাঈল তাঁর ডানে, মীকাঈল তাঁর বামে এবং ৭০ হাজার ফিরিশতা তাঁর পিছনে ছিলেন।

মীযান গ্রন্থের লেখক বলেন, এ হাদীসটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। লিসান ২/৭৪।

286. لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَأَيْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْباً لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيٌّ حَبِيْبُ اللهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَفْوَةُ اللهِ فَاطِمَةُ أَمَةُ اللهِ عَلَى بَاغِضِهِمْ لَعْنَةُ اللهِ

২৮৬. যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি দেখলাম জান্নাতের দরজায় লিখিত রয়েছে: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আলী আল্লাহর হাবীব, হাসান ও হুসাইন আল্লাহর বাছাইকৃত প্রিয়পাত্র এবং ফাতিমা আল্লাহর বান্দী; যারা এদেরকে অপছন্দ করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত।

এ হাদীসের সনদে আলী ইবনু আহমদ মুআদ্দিব হুলওয়ানী বিদ্যমান। এ ব্যক্তি অনেক জাল হাদীস বর্ণনা করেছে। সেগুলির মধ্যে জঘন্যতম এ হাদীসটি। মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, আল্লাহর কসম, এ হাদীসটি জাল, এবং যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে তার উপর আল্লাহর লানত। ইমাম খতীব বাগদাদী বলেন, আমার সুদৃঢ় ধারণা যে, এ হাদীসগুলি সবই হুলওয়ানীর বানানো। লিসান ৪/১৯৪।

287. لَمَّا أُسْرِىَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا رَأَيْتُ فِيْهَا دِيْكاً لَهُ زُغْبٌ أَخْضَرُ وَرِيْشٌ أَبْيَضُ وَرِجْلاَهُ فِيْ التُّخُوْمِ وَرَأْسُهُ عِنْدَ الْعَرْشِ.

২৮৭. আমাকে যখন মি'রাজে নেওয়া হলো তখন প্রথম আসমানে আমি সবুজ ঝুটি ও সাদা পালক ওয়ালা একটি মোরগ দেখলাম। মোরগটির পদদ্বয় দিগন্তে ও মাথা আরশের নিকট ..... ।

ইবনু আবি হাতিম রাযী বলেন, এ হাদীসটি মাইসারা ইবনু আব্দু রাব্বিহী আল-ফারিসী আল-বাসরী আত-তার্‌রাস আল-আক্কাল বর্ণনা করেছে। মি'রাজের বিষয়ে সে প্রায় বিশ পৃষ্ঠার এক লম্বা হাদীস বর্ণনা করেছে। মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু তাব্বা বলেন, আমি মাইসারা ইবনু আব্দু রাব্বিহীকে বললাম, আপনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন যাতে বলা হয়েছে,

288. مَنْ قَرأَ سُوْرَةَ كَذَا فَلَهُ كَذَا...

২৮৮. যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে, সে অমুক সাওয়াব লাভ করবে...

এ হাদীসটি আপনি কোথায় পেয়েছেন? তিনি বলেন, মানুষদেরকে কুরআন পাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি নিজে এ সকল হাদীস বানিয়েছি। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও রাবীদের নামে মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা করত এবং নিজে হাদীস জাল করত। কুরআনের সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত লম্বা হাদীসটির উদ্ভাবক সে-ই। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, এ ব্যক্তি নিজেই স্বীকার করত যে, সে জাল হাদীস তৈরি করে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ ব্যক্তি মাতরূক বা পরিত্যক্ত। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, এ লোকটি হাদীস জালিয়াতির মাধ্যমে হাদীস বিনষ্ট করেছে। এ ব্যক্তি কাযবীন শহর ও সীমান্ত সম্পর্কে অনেক জাল হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছে। আবূ যুরআ বলেন, এ ব্যক্তি কাযবীন শহরের ফযীলতে ৪০টি হাদীস বানিয়েছে। এখানে এ "আক্কাল" উপাধিপ্রাপ্ত মাইসারা নামক এ ব্যক্তির সম্পর্কে অদ্ভুৎ কাহিনী উল্লেখ করছি যা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ তাকে "আক্কাল" নামেই বেশি চেনেন। আক্কাল অর্থ "মহা-খাদক"। ইমাম আসমায়ী বলেন, এক মহিলা মানত করেছিলেন, আক্কালকে পেট পুরে খাওয়াবেন। তিনি খানা তৈরি করে তাকে ডেকে নিয়ে যান এবং একটু হিসাব করে খেতে অনুরোধ করেন। একটু হিসাব করে খেয়ে যে খাদ্যে তার পেট ভরে তা হলো ৭০ জনের খাদ্য। কথিত আছে যে, তার পেশা ছিল ঘরামির কাজ বা ঘরের ছাদের কাজ করা। এক ব্যক্তি তাকে নিজ বাড়ির ছাদে কাজের জন্য ডাকেন। এ সময়ে তিনি ত্রিশ ব্যক্তিকে দাওয়াত দেন তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য। বাবুর্চি তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করে। খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পরে বাবুর্চি নিজের কাজে বাইরে যায়। মাইসারা ছাদের উপর থেকে দেখতে পায় যে, রান্নাঘর একেবারে খালি। তখন সে ছাদ থেকে নেমে সকল খাদ্য খেয়ে আবার ছাদে উঠে নিজের কাজে মনোযোগ দেয়। বাবুর্চি ফিরে এসে দেখে রান্নাঘরে হাড়গোড় ছাড়া কিছুই নেই। সে বাড়ির কর্তাকে বিষয়টি জানায়। এ সময়ে দাওয়াতপ্রাপ্ত মানুষেরাও উপস্থিত হয়ে যায়। বাড়ির কর্তা কি করবেন ভেবে পান না। তার অবস্থা দেখে মেহমানরা বিব্রত হন। তখন তিনি তাদেরকে সত্য কথাই বলেন। তারাও হাড়গোড় দেখতে পান। কেউ কেউ বলতে থাকেন, এটি জিনদের কাজ। তখন একব্যক্তি ছাদের উপর মাইসারাকে দেখতে পান। তিনি মাইসারার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, মাইসারা যখন এখানে আছে তখন এ কাজ তারই। তাকে নিচে ডেকে প্রশ্ন করা হলে সে সব স্বীকার করে এবং বলে, যে খাদ্য ছিল যদি তার দ্বিগুণ খাদ্য

থাকত তাহলেও আমি খেয়ে ফেলতাম। আপনারা চাইলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

289. لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ

২৮৯. তোমাদের কেউ যদি কোনো পাথরের বিষয়েও ভাল ধারণা পোষণ করে তাহলে সে পাথর দ্বারাই আল্লাহ তার কল্যাণ সাধন করবেন।

ইমাম সাখাবী এবং ইবনু হাজার আসকালানী এ হাদীসকে ভিত্তিহীন- অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়া এটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাইয়িম আল-জাউযিয়্যাহ বলেন, মুশরিক ও মুর্তিপুজকরা এ হাদীসটি বানিয়েছে। কবীর, আল-মাসনূ।

290. لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ.

২৯০. তুমি না হলে আমি মহাকাশসমূহ (বিশ্ব) সৃষ্টি করতাম না।

ইমাম সাগানী বলেন, খুলাসা গ্রন্থে এ হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, এ শব্দে এরূপ কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে অর্থের দিক থেকে কথাটি ভাল। দাইলামী ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন:

"أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ". وفي رواية ابن عساكر: "لَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا".

"জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আগমন করে বলেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি না হলে আমি জান্নাত সৃষ্টি করতাম না, তুমি না হলে আমি জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। ইবনু আসাকির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: "তুমি না হলে আমি পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।" কাসতালানী তার 'মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন। আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী, আসার। ফাতাওয়া আযীযিয়্যাহতে রয়েছে, এ হাদীসটি কোনো গ্রন্থে দেখা যায় নি।

291. لَوْ أَنَّ الْغِيَاضَ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْجِنَّ حُسَّابٌ وَالإِنْسَ كُتَّابٌ مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَلِيٍّ

২৯১. যদি গাছে ভরা জঙ্গলগুলি কলম হতো, সমূদ্র কালি হতো, জিনেরা হিসাব করত এবং মানুষের লিখত তাহলেও আলীর মর্যাদাবলি হিসাব করে শেষ করতে পারত না।

এ হাদীসটি মুআফী ইবনু যাকারিয়া নামক রাবী মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাসান ইবনু শাযান নামক রাবী থেকে সনদ-সহ বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি জাল। (إن الله جعل) ৭১ নং হাদীসটি দেখুন। লিসান ৫/৬২।

292. لَهَدْمُ الْكَعْبَةِ حَجَراً حَجَراً أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ

২৯২. একজন মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে একটি একটি করে পাথর খুলে কাবাঘরকে ধ্বংস করা সহজতর।

এ শব্দে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ آذَى مُسْلِماً بِغَيْرِ حَقٍ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ بَيْتَ اللهِ

"যে ব্যক্তি কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমকে কষ্ট দিল সে যেন বাইতুল্লাহ (কাবাগৃহ) ধ্বংস করল।" কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, তাযকিরা তাহির।[১৭১]

293. لَيْسَ السَّارِقُ الَّذِيْ يَسْرِقُ ثِيَابَ النَّاسِ إِنَّمَا السَّارِقُ الّذِيْ يَسْرِقُ الصَّلاَةَ يَلْقَطُهَا كَمَا يَلْقَطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ مِنَ الأَرْضِ

২৯৩. যে ব্যক্তি মানুষের কাপড় চুরি করে সে (প্রকৃত) চোর নয়; প্রকৃত চোর যে ব্যক্তি সালাত চুরি করে; পাখি যেমন মাটি থেকে খাদ্য দানা খুটে এভাবে সে সালাতকে খুটে।

এ শব্দে এ হাদীসটি জাল। যাইল।[১৭২]

294. لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُوْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ

২৯৪. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগে মুমিনের কোনো শান্তি-বিশ্রাম নেই।

কথাটি হাদীস নয়। এটি তাবিয়ী ওয়াহ্‌হাব ইবনু মুনাব্বিহের কথা বলে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবনু নাসর মারওয়াযী তার "কিয়ামুল্লাইল" গ্রন্থে এ কথাটিকে ওয়াহ্‌হাব-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। কবীর।

295. لَيْسَ فِيْ الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ عَلَى كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا مَكْتُوْبٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ عُمَرُ الْفَارُوْقُ عُثْمَانُ ذُوْ النُّوْرَيْنِ

২৯৫. জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের প্রতিটি পাতায় লেখা রয়েছে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আবূ বাকর সিদ্দীক, উমার

ফারুক, উসমান যুন্নূরাইন।

মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (আল্লামা যাহাবী) বলেন, এ হাদীসটি বাতিল। এর সনদে হুসাইন ইবনু আব্দুর রহমান নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। লিসান ২/১৯৫।

২. ৩. ২৪. মীম অক্ষর : حرف الميم

296. مَا خَلاَ جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ

২৯৬. কোনো দেহই হিংসা-শূন্য নয়।

সাখাবী বলেন, এ শব্দে কোনো হাদীস আমি জানতে পারি নি। এ অর্থে একটি হাদীস আবূ মূসা আল-মাদানী তাঁর 'নুযহাতুল হুফ্ফায' নামক গ্রন্থে সনদসহ আনাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এক স্থানে বলা হয়েছে:

كُلُّ بَنِيْ آدَمَ حَسُوْدٌ

"সকল আদম সন্তানই হিংসুক।" এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। কবীর, লুলু।

297. مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُوْلِ مِنْ ذَنْبٍ

২৯৭. হত্যাকারী নিহতের কোনো পাপই অবশিষ্ট রাখে না।

ইবনু কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এ শব্দে হাদীসের কোনো অস্তিত্ব তাঁর জানা নেই। তবে এর অর্থ সঠিক। এ অর্থে ইবনু হিব্বান ইবনু উমার (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের কথা উদ্ধৃত করেছেন:

إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا

"তরবারী পাপরাশীর জন্য মহা-মোচনকারী।" আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

298. مَا عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرِ الْقُلُوْبِ

২৯৮. আল্লাহর কাছে মনোবেদনা দূর করার চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সনদ-সহ এরূপ কোনো কথা বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। লুলু, কবীর।

299. مَا كَثُرَ أَذَانُ بَلْدَةٍ إِلاَّ قَلَّ بَرْدُهَا

২৯৯. কোনো জনপদের আযান বৃদ্ধি পেলে তার শীত কমে যায়।

হাদীসটি দাইলামী সনদবিহীনভাবে আলী (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যে কোনো শহরের আযান বৃদ্ধি পেলে সে শহরের শীত কমে যায়"- হাদীসটি জাল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী উমার ইবনু জামী মহা মিথ্যাবাদী এবং সেই এ হাদীসটি জালিয়াত করেছে বলে অভিযুক্ত। লুলু, কবীর, আল-লাআলী।

300. مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَقُوْلُ: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِلاَّ نَضَّرَ اللهُ قَلْبَهُ وَنَوَّرَهُ.

৩০০. যে কোনো মুমিন যদি বলে সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ'- 'আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রদান করুন'- তবে আল্লাহ তার অন্তরকে উদ্ভাসিত-উজ্জীবিত ও আলোকিত করবেন।

এ হাদীসটি খিযির (আ)-এর নামে বর্ণিত, তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। যাহাবী হাদীসটিকে জাল বলেছেন। ইবনু হাজারও এ বিষয়ে তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। কবীর।

301. مَا صَبَّ اللهُ فِيْ صَدْرِيْ شَيْئاً إِلاَّ صَبَبْتُهُ فِيْ صَدْرِ أَبِيْ بَكْرٍ

৩০১. আল্লাহ আমার অন্তরে যা কিছু নিক্ষেপ করেন তাই আমি আবূ বকরের অন্তরে নিক্ষেপ করি।

এ হাদীসটি জাল। কবীর, ১০৬ পৃ।

302. مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلا أَرْضِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

৩০২. আমার আকাশ ও আমার যমীন আমাকে ধারণ করার প্রশস্ততা পায় নি; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার অন্তর আমাকে ধারণের প্রশস্ততা পেয়েছে (আসমান-যমীন আমাকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু আমাকে ধারণ করেছে আমার মুমিন বান্দার হৃদয়।)

ইরাকী (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের টীকায়) বলেন, আমি এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি কোথাও দেখি নি। ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন: এ কথাটি ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়; রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনোরূপ কোনো সনদ পরিজ্ঞাত নয়। (ইমাম সুয়ূতীর) যাইলুল লাআলী গ্রন্থেও উপরের এ কথাগুলি উল্লেখ করে তা সমর্থন করা হয়েছে। এ কথার অর্থ এরূপ হবে যে, আমার প্রতি ঈমান ও আমার মহব্বতের কারণে মুমিনের হৃদয় প্রশস্ততা লাভ করেছে (আমার মুমিন বান্দার হৃদয় আমার প্রতি ঈমান ও আমার মহব্বত ধারণ করতে পেরেছে)। এরূপ অর্থ না করলে এ কথা কুফরী কথায় পরিণত হবে; কারণ এ থেকে মানুষের মধ্যে আল্লাহর অবতরণ বা অবতারবাদ বুঝা যাবে। যারাকশী বলেন, ধর্মদ্রোহী মুলহিদরা এ কথাটি বানিয়েছে। (ইমাম সুয়ূতীর লেখা) আদ-দুরারুল মুনতাসিরা গ্রন্থে এ হাদীসটিকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনু তাইমিয়্যাহ যে ইসরাঈলী

বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সে বর্ণনার উল্লেখ করে) সুয়ূতী বলেন, ইমাম আহমদ তাঁর 'আয-যুহদ' গ্রন্থে (ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী তাবিয়ী) ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। এ কাহিনীতে ওয়াহাব বলেন: "আল্লাহ হিযকীল ফিরিশতার জন্য আকাশগুলি খুলে দেন, ফলে তিনি আরশ পর্যন্ত দেখতে পান। তখন তিনি (হিযকীল) বলেন, হে প্রভু, পবিত্রতা আপনার! আপনি কত বড়! তখন আল্লাহ বলেন:

إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ضَعُفْنَ عَنْ أَنْ يَسَعْنَنِيْ، ووَسِعَنِيْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ الْوَادِعُ اللَّيِّنُ

আসমান ও যমীন আমাকে ধারণ করতে অক্ষম হয়; এবং আমার মুমিন বান্দার বিনীত বিনম্র হৃদয় আমাকে ধারণে সক্ষম হয়।

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً

"আমি তো আসমান, যমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল, কিন্তু মানষ তা বহন করল; সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।"[১৭৩] আল্লাহর এ কথার মধ্যে উপরের অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কবীর।

303. مُتْ مُسْلِماً وَلاَ تُبَالِ

৩০৩. মুসলিম হিসেবে মৃত্যু বরণ কর, কোনো কিছু পরোয়া করো না।

সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কথা শুদ্ধ নয়। তবে মোল্লা আলী কারীর 'তাযকিরা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর অর্থ সঠিক। তাযকিরা আলী, লুলু।

304. اَلْمَحَبَّةُ مَكَبَّةٌ

৩০৪. মহব্বত পদস্খলনস্থল (মহব্বত মুসিবত)।

কথাটি হাদীস নয়, তবে এ অর্থে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

حُبُّكَ الشَيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

"কোনো কিছুর প্রতি তোমার ভালবাসা অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়।"[১৭৪] লুলু, কবীর।

305. مَحَبَّةُ الآبَاءِ مُتَّصِلَةٌ (صِلَةٌ) فِيْ الأَبْنَاءِ

৩০৫. পিতৃপুরুষদের মহব্বত সন্তানদের মধ্যে সংযুক্ত।

এরূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। আল-মাসনূ, লুলু।

306. مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

৩০৬. জ্ঞানীদের কালি শহীদদের রক্ত থেকে অধিক মর্যাদাময়।

যারাকশী উল্লেখ করেছেন যে, খতীব বাগদাদী এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি হাসান বসরীর কথা। তাযকিরা আলী, লুলু, কবীর।

307. اَلْمَرِيْضُ أَنِيْنُهُ تَسْبِيْحٌ وَصِيَاحُهُ تَكْبِيْرٌ وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَنَقْلُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

৩০৭. অসুস্থ মানুষের আহাজারি তাসবীহ, তার চিৎকার তাকবীর, তার শ্বাসপ্রশ্বাস সাদাকা, তার ঘুম ইবাদত ও তার পার্শ্ব-পরিবর্তন করানো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

আসকালানী বলেন, এ কথা হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। লুলু, কবীর।

308. مَرَضُ يَوْمٍ كَفَّارَةُ ذُنُوْبِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً

৩০৮. একদিনের রোগব্যধি ত্রিশ বৎসরের পাপের মার্জনা।

এ বাতিল হাদীসটি আহমদ ইবনু আব্দুলাহ, আলী ইবনু ইয়াহইয়া আল-বায্যার থেকে তার সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আহমদ ইবনু আব্দুলাহ নামক এ ব্যক্তি মিথ্যা-হাদীস বর্ণনাকারী ছিল। লিসান ৪/২৬৭।

309. اَلْمَصَائِبُ مَفَاتِيْحُ الأَرْزَاقِ

৩০৯. বিপদাপদ রিয্কের চাবি।

ইবনু দাবী বলেন, এ শব্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। সাখাবী 'মাকাসিদ' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ

করেছেন, তবে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। মোল্লা আলী কারী বলেছেন যে, এ কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। অর্থ দুটি তিনি মাউযূআত কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে অর্থ দুটি দেখে নিন। আল-মাসনূ, কবীর।

310. اَلْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ ثَلاثًا فَرِيْضَةٌ لِلْجُنُبِ

৩১০. তিন বার করে কুলি করা ও নাকের মধ্যে পানি দেওয়া নাপাক ব্যক্তির জন্য (ফরয গোসলের ক্ষেত্রে) ফরয।

এ হাদীসের বক্তব্য জাল, তবে এর অর্থ সঠিক। অর্থাৎ অন্তত একবার নাকের মধ্যে পানি দেওয়া ও কুলি করা ফরয গোসলের ক্ষেত্রে ফরয। কুলি ও নাক পরিষ্কার তিন বার করে করা সুন্নাত।

311. اَلْمَعَاصِيْ تُزِيْلُ النِّعَمَ

৩১১. পাপ নিয়ামত অপসারিত করে।

সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীসের কোনো সনদ পাওয়া যায় না। তবে পূর্ববর্তী অনেক বুজুর্গ এরূপ কথা বলতেন। এক কবি বলেন: তুমি যদি কোনো নিয়ামতের মধ্যে থাক তাহলে তার দিকে লক্ষ্য রাখ: কারণ পাপ নিয়ামত অপসারিত করে। ইবনু বাদী বলেন, আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"[১৭৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হল; ফলে তারা যা করত সেজন্য আল্লাহ তাদের স্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।"[১৭৬]

ইবনু বাদী বলেন, এ আয়াতগুলি উপরের অর্থ প্রকাশ করে। কবীর।

312. اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ

৩১২. পাকস্থলী রোগব্যধির আবাসস্থল এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ ঔষুধ।

যারাকশী বলেন, এটি কোনো হাদীস নয়, কোনো চিকিৎসকের কথা। হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা আলী।

313. مَنْ أَذَلَّ عَالِماً بِغَيْرِ حَقٍّ أَذَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ

৩১৩. যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো আলিমকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সম্মুখে লাঞ্ছিত করবেন।

এটি হাদীস নয়। বরং সামআন ইবনু মাহদী নামক এক মহা-জালিয়াতের জাল পুস্তিকার মধ্যে উদ্ধৃত একটি হাদীস।

314. مَنْ أَعَانَ تَارِكَ الصَّلاَةِ بِلُقْمَةٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ

৩১৪. যে ব্যক্তি এক লোকমা খাদ্য দিয়ে কোনো বে-নামাযীকে সাহায্য করল সে যেন সকল নবীকে হত্যা করল।

(ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি জাল। আল-মাসনূ, লুলু, তাযকিরা।

315. مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلاَلاً أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى قَصْراً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيْدٍ

৩১৫. যে ব্যক্তি বৈধ ফরয গোসল করবে আল্লাহ তাকে সাদা মুক্তোর তৈরি একটি প্রাসাদ প্রদান করবেন এবং প্রতি ফোঁটা পানির জন্য তাকে এক হাজার শহীদের সাওয়াব প্রদান করবেন।

হাদীসটি বাতিল। দীনার নামক এক জালিয়াত হাদীসটি বানিয়েছে। আল-লাআলী, আল-মাসনূ, কবীর।

316. مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِنِيَّةٍ وَخَشْيَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَفَعَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَةً فِيْ الْجَنَّةِ مِنَ الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

৩১৬. যে ব্যক্তি নিয়্যাত ও ভয়-সহ জুমআর দিনে গোসল করবে আল্লাহ তার প্রতিটি চুলের জন্য কিয়ামতের দিবসে নূর লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতি ফোঁটা পানির জন্য জান্নাতের মধ্যে মুক্তো, ইয়াকুত ও জাবারজাদ পাথরের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, যার প্রতি দু স্তরের মধ্যে দূরত্ব শত বৎসরের।

এ হাদীসটি বিলকুল জাল। ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযী বলেছেন, এটি উমার ইবনু সুবাইহ নামক মহা-মিথ্যাবাদীর কথা।

317. مَنْ أَفْرَدَ الإِقَامَةَ فَلَيْسَ مِنَّا

৩১৭. যে ব্যক্তি একবার করে ইকামত দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
এ হাদীসটি জাল। অনুরূপভাবে অন্য যে হাদীসে বলা হয়েছে যে,

318. ثَوَابُ الْمُؤَذِّنِ بِطُوْلِهِ

৩১৮. মুআয্যিনের সাওয়াব তার দৈর্ঘে।
এ হাদীসটিও জাল। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-লাআলী।

319. مَنْ أَكْرَمَ غَرِيْباً فِيْ غُرْبَتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

৩১৯. যে ব্যক্তি কোনো পরদেশী-প্রবাসী বা মুসাফিরকে পরদেশে বা প্রবাসের মধ্যে সম্মান করবে তার জন্য জান্নাত পাওনা হবে।
এ হাদীসটি দাইলামী সনদ-বিহীনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যারকানী বলেছেন যে, এটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন। তবে এর অর্থ প্রকাশ করে নিম্নের হাদীস:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" কবীর।

320. مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى فِيْهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَفِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

৩২০. যে ব্যক্তি রজব মাসে একটি দিন সিয়াম পালন করবে এবং সে দিনে চার রাক'আত সালাত আদায় করবে, প্রথম রাক'আতে ১০০ বার আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ১০০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে তার আবাসস্থল না দেখে মরবে না।

এ হাদীসটি ইবনুল জাওযী সনদ-সহ ইবনু আব্বাসের (রা) মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটি জাল। এর সনদের অধিকাংশ রাবী (বর্ণনাকারী) অজ্ঞাত পরিচয়। উপরন্তু (ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী গ্রন্থেও এ হাদীসটিকে জাল বলা হয়েছে।

321. مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوْبَ سِتِّيْنَ سَنَةً وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ بُعِثَ فِيْهَا مُحَمَّدٌ.

৩২১. যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে, সালাত শেষ হলে বসা অবস্থাতে সে ৭ বার সূরা ফাতিহা পড়বে এবং এরপর চার বার বলবে: সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, অতঃপর পরদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার ৬০ বৎসরের পাপ মোচন করবেন; আর এ রাত্রিতেই মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীসটি তাঁর "তাবয়ীনুল আজাব" নামক গ্রন্থে সনদ-সহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে তাঁর বক্তব্য হিসেবে সংকলন করেছেন। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় তিনি এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। আসার।

322. مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمْسِيْنَ مَرَّةً حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ آمِنٌ مِنَ الْعَذَابِ وَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيْراً وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللاَّمِعِ

৩২২. যে ব্যক্তি রবিবার রাতে চার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা ও ৫০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ তার মাংস জাহান্নামের জন্য নিষিদ্ধ করবেন; কিয়ামতের দিন তাকে আযাব থেকে নিরাপদরূপে উত্থিত করবেন, তার সহজ হিসাব নিবেন এবং সে পুল-সিরাতের উপর দিয়ে চমকানো বিদ্যুতের মত পার হয়ে যাবে।

এ হাদীসটি জোযকানী তার সনদে আবূ সাঈদ (রা)-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, এ হাদীসটি জাল। এর সনদে আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমার নামক মহা-মিথ্যাবাদী বিদ্যমান। এছাড়া আরো দুজন অজ্ঞাতপরিচয় বর্ণনাকারী বিদ্যমান। শাওকানী, আসার, আল-লাআলী।

323. مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَخَمْساً وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَفِيْ الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْساً

وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً لاَ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَى يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ الْمَنَامِ وَيَرَى مَكَانَهُ فِيْ الْجَنَّةِ

৩২৩. যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দু রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী একবার ও ২৫ বার সূরা ফালাক পাঠ করবে, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা নাস ২৫ বার পাঠ করবে এবং সালাম ফেরানোর পরে ৫০ বার বলবে: লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, সে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগেই তার প্রতিপালককে স্বপ্নে দেখবে এবং জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থানস্থল দেখবে।

আল-লাআলী আল-মাসনূআহ গ্রন্থে আছে যে, এ হাদীসটি জাল। এ হাদীসটি ইবনুল জাওযী সনদ-সহ উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদে অজ্ঞাতপরিচয় রাবীগণ বিদ্যমান। আল-লাআলী, আসার।

324. مَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْناً وَإِيْمَاناً

৩২৪. যে ব্যক্তি কোনো বিদ্‌আতীকে ধমক দেবে আল্লাহ তার অন্তর নিরাপত্তা ও ঈমান দিয়ে পূর্ণ করবেন।
এ হাদীসটি জাল। আল-মাসনূ, কবীর।

325. مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الْفِقْهِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

৩২৫. যে ব্যক্তি ফিক্‌হের একটি মাসআলা শিক্ষা করবে তার জন্য এত এত পুরস্কার।
এ হাদীসে এভাবে উদ্ভট ও আজগুবি সব পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসটি জাল। লুলু।

326. مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا فِيْ الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

৩২৬. যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলবে আল্লাহ তার ৪০ বৎসরের আমল বিনষ্ট করে দিবেন।
সাগানী বলেন, এ হাদীসটি জাল। অর্থাৎ এর ভাষা ও এর অর্থ উভয়ই বাতিল। কবীর, লুলু।

327. مَنْ جَالَسَ عَالِماً فَكَأَنَّمَا جَالَسَ نَبِيًّا

৩২৭. যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিমের কাছে বসল সে যেন একজন নবীর কাছে বসল।

সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই। তবে মোল্লা আলী কারী বলেছেন, এটি হাদীস না হলেও এ কথাটির অর্থ সঠিক; কারণ আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ বলেছেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।"[১৭৭] এ আয়াতের অর্থ থেকে এ কথা বুঝা যায়। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

328. مَنْ حَفَرَ لأَخِيْهِ بِئْراً وَقَعَ فِيْهَا

৩২৮. যে তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খুড়বে সে সেই গর্তের মধ্যে পতিত হবে।
এ কথাটি হাদীস নয়; তবে এর অর্থ সঠিক। আল্লাহ বলেছেন:

وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ

"কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে।"[১৭৮]
এ আয়াত থেকে উপরের অর্থ বুঝা যায়। লুলু, কবীর।

329. مَنْ زَارَنِيْ وَزَارَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৩২৯. যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইবরাহীমকে একই বছরে যিয়ারত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসটি জাল। নববী শারহুল মুহায্যাব গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়াও এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীসের বিষয়ে যাহাবী বলেন, এগুলির সকল সনদই অতি-দুর্বল এবং এগুলির একটি অন্যটিকে সমর্থন করে। এগুলির মধ্যে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নেই। তাযকিরা আলী, কবীর।

330. مَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ وَمَنْ صَافَحَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِيْ وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৩০. যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে সাক্ষাত করল সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে হাত মেলাল সে যেন আমার সাথেই হাত মেলাল। যে ব্যক্তি আলিমগণের কাছে বসল সে যেন আমার কাছেই বসল। আর যে ব্যক্তি

দুনিয়াতে আমার কাছে বসল সে কিয়ামতের দিনও আমার কাছেই বসবে।

এ হাদীসের সনদে হাফস নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে একজন মহা-মিথ্যাবাদী ছিল। (ইমাম সুয়ূতীর) যাইল গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, কবীর।

331. مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ بِلاَ حِسَابٍ

৩৩১. যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম রাত্রিতে মাগরিবের পরে ২০ রাকআত সালাত আদায় করবে সে বিনা হিসাবে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

এ হাদীসটি জাল। লুলু।

332. مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

৩৩২. যে ব্যক্তি আমার উপর সালাত পড়ল কিন্তু আমার বংশধর-অনুসারীদের উপর সালাত পড়ল না সে আমার সাথে বেয়াদবি করল।

এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

333. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

৩৩৩. যে নিজেকে চিনল সে তার প্রতিপালককে চিনল।

ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, এ হাদীসটি জাল। সামআনী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব জানা যায় না। নববী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি, তবে এ কথার একটি গ্রহণযোগ্য অর্থ হতে পারে। (ইবনু হাজার মাক্কীর লেখা) ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটি অস্তিত্বহীন। এ কথাটি (তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ওয়ায়িয) ইয়াহইয়া ইবনু মুআয আর-রাযী (মৃত্যু ২৫৮ হি/৮৭২ খৃ) থেকে তাঁর নিজের কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সাখাবী একে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ-এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন। তাযকিরা আলী, তাযকিরা তাহির, যাইল, মাকাসিদ।

334. مَنْ عَلَّمَ أَخَاهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ مَلَكَ رِقَبَتَهُ

৩৩৪. যে ব্যক্তি তার ভাইকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত শিক্ষা দিল সে তার মালিক হয়ে গেল।

ইবনু তাইমিয়া এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। (ইমাম সুয়ূতীর) যাইলুল মাউযূআত গ্রন্থেও এটিকে জাল বলা হয়েছে। লুলু, কবীর।

335. مَنْ قَدَّمَ لأَخِيْهِ إِبْرِيْقاً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ جَوَاداً

৩৩৫. যে ব্যক্তি তার ভাইকে ওযূ করতে এক পাত্র পানি এগিয়ে দিল সে যেন তাকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া উপহার দিল।

ইবনু তাইমিয়াহ এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। আল-মাসনূ, লুলু, কবীর।

336. مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ

৩৩৬. যে ব্যক্তি নিজের গোপন বিষয় নিজের মধ্যে লুক্কয়িত রাখল সে নিজের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখল।

এটি হাদীস নয়। সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব জানা যায় না। তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

337. مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً تَبَرُّكاً بِهِ كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهُ فِيْ الْجَنَّةِ

৩৩৭. যার কোনো সন্তান হলো এবং সে নামের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখল সে ব্যক্তি ও তার সন্তান জান্নাতী হবে।

এ হাদীসটি জাল। লুলু।

338. مَنْ تَزَوَّجُ (تَزَوَّجَ) قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ

৩৩৮. যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের পূর্বে বিবাহ করল সে পাপ দিয়ে শুরু করল।

এ হাদীসটি ইবনু আদী আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এর সনদে রয়েছে আহমদ ইবনু জামহূর ও মুহাম্মাদ ইবনু আইউব। প্রথম ব্যক্তি জাল হাদীস বর্ণনা করত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হাদীসের নামে মিথ্যা বলায় অভিযুক্ত ছিল। শাওকানী

339. مَنْ جَدَّ وَجَدَ

৩৩৯. যে চেষ্টা করবে সে লাভ করবে।

মোল্লা আলী কারী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। এটি পূর্ববর্তী কোনো কোনো বুজুর্গের কথা। অনুরূপভাবে অন্য বাক্য:

340. مَنْ لَجَّ وَلَجَ

৩৪০. যে লেগে থাকবে সে প্রবেশ করবে।
এটিও হাদীস নয়, বুজুর্গদের কথা মাত্র। লুলু। তাযকিরা আলী।

341. مَنْ عَلَّقَ فِيْ مَسْجِدٍ قِنْدِيْلاً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْطَفِئَ ذَلِكَ الْقِنْدِيْلُ وَمَنْ بَسَطَ فِيْهِ حَصِيْراً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْحَصِيْرُ

৩৪১. যে ব্যক্তি মসজিদে একটি বাতি ঝুলাবে তার উপর সত্তর হাজার ফিরিশতা সালাত পড়তে থাকবে যতক্ষণ না বাতিটি নির্বাপিত হয়। আর যে ব্যক্তি মসজিদে একটি চাটাই বিছাবে তার উপর সত্তর হাজার ফিরিশতা সালাত পড়তে থাকবে যতক্ষণ না চাটাইটি ছিড়ে যায়।
এ হাদীসের সনদে উমার ইবনু সাবীহ নামক এক মহা-মিথ্যাবাদি জালিয়াত রাবী বিদ্যমান। শাওকানী, লিসান।

342. مَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

৩৪২. যে একটি ফরয ইবাদত আল্লাহর জন্য পালন করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে একটি কবুল দোয়া রয়েছে।
এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।

343. مَنْ سَعَى لأَخِيْهِ فِيْ حَاجَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

৩৪৩. যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করবে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।
(ইমাম সুয়ূতীর) যাইলুল মাউযূআত গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাওকানী।

344. مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ وَزَارَ قَبْرِيْ وَغَزَا غَزْوَةً وَصَلَّى فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لَمْ يَسْأَلْهُ اللهُ عَمَّا افْتَرَضَ عَلَيْهِ

৩৪৪. যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ আদায় করবে, এবং আমার কবর যিয়ারত করবে, এবং একটি যুদ্ধাভিযানে বের হবে এবং বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে তার ফরয দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না।
(ইমাম সয়ূতীর) যাইল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি আবুল ফাতহ (মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন আল-আযদী) তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন। (ইমাম যাহাবীর) মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটি বাতিল। এর সনদে বদর (ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মাসীসী) নামক এক জালিয়াত বিদ্যমান। শাওকানী।

345. مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ سَبْعِيْنَ أَلْفَ دَرَجَةٍ

৩৪৫. যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে হাঁটবে (সাঈ করবে) তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আল্লাহ ৭০ হাজার মর্যাদা লিপিবদ্ধ করবেন।
এ হাদীসটি দাইলামী উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু এর সনদে ইসমাঈল নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত বিদ্যমান। এছাড়া হুসাইন ও ইবরাহীম নামে আরো দুজন সমালোচিত রাবী সনদে বিদ্যমান। যাইল, শাওকানী।

346. مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوْءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوْبَ عَلَى بَلاَئِهِ وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوْءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

৩৪৬. যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তাকে সেই পুরস্কার প্রদান করবেন যা তিনি আইউব (আ)-কে তার মুসিবতের জন্য প্রদান করেছিলেন। আর যে নারী তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তাকে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার অনুরূপ সাওয়াব প্রদান করবেন।
(ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী রচিত) মুখতাসার (মুখতাসারুল মাকাসিদিল হাসানা) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন।

347. مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ اعْتَكَفَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ الأُوْلَى آيَةُ الْكُرْسِيِّ ثَلاَثاً وَالإِخْلاَصُ وَفِيْ الثَّانِيَةِ وَالشَّمْسِ وَفِيْ الثَّالِثَةِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَفِيْ الرَّابِعَةِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالإِخْلاَصُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إلخ

৩৪৭. যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করবে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত ই'তিকাফ করবে, অতঃপর চার রাকআত সালাত আদায় করবে: প্রথম রাকআতে ৩ বার আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইখলাস, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ওয়াশ শামসি, তৃতীয় রাকআতে সূরা তারিক, চতুর্থ রাকআতে আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইখলাস তিন বার .... তাকে এত এত পুরস্কার দেওয়া হবে ... ইত্যাদি
(ইমাম সুয়ূতীর) যাইল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী নূহ ইবনু আবী মরিয়ম সুপ্রসিদ্ধ জালিয়াত।

শাওকানী।[১৭৯]

348. مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالإِخْلاَصِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إلخ

৩৪৮. যে ব্যক্তি মাগরিবের দু রাকআত (সুন্নাত)-এর পরে দু রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস ১৫ বার ... ইত্যাদি।
ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ কথাগুলি জাল।

349. مَنْ لَمْ يُلاَزِمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِيْ

৩৪৯. যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বের চার রাকআত সালাত নিয়মিত আদায় না করবে সে আমার শাফাআত লাভ করতে পারবে না।
নববী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। শাওকানী।

350. مَنْعُ الْخَمِيْرِ يُوْرِثُ الْفَقْرَ وَمَنْعُ الْمِلْحِ يُوْرِثُ الدَّاءَ وَمَنْعُ الْمَاءِ يُوْرِثُ الذِّلَّةَ وَمَنْعُ النَّارِ يُوْرِثُ النِّفَاقَ

৩৫০. (কেউ প্রয়োজনে কর্জ বা সাহায্য চাইলে তাকে) আটার খামির দেওয়া থেকে বিরত থাকা দারিদ্রের জন্ম দেয়, লবন দেওয়া থেকে বিরত থাকা অসুস্থতার জন্ম দেয়, পানি দেওয়া থেকে বিরত থাকা নীচতার জন্ম দেয় এবং আগুন দিতে বিরত থাকা মুনাফিকির জন্ম দেয়।
শাওকানীর মাউযূআত গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাযকিরা তাহির।

351. مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا حَجَّ خَمْسِيْنَ حَجَّةً مَعَ آدَمَ

৩৫১. যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করল সে যেন আদমের (আ) সাথে ৫০ টি হজ্জ আদায় করল।
এ হাদীসটি বাতিল।

352. مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

৩৫২. রাতে যার সালাত বেশি হবে দিনে তার মুখমণ্ডল সুন্দর হবে।
উকাইলী বলেন, হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। এছাড়া (ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে এ হাদীসটি অন্যান্য সনদেও উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু এগুলির সকল সনদেই মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী বিদ্যমান। (ইমাম সাখাবীর) আল-মাকাসিদ আল-হাসানা গ্রন্থে এ হাদীসকে ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু ইমাম সাগানী এ হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

353. مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الضُّحَى كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةً

৩৫৩. যে ব্যক্তি দোহা বা চাশতের দু রাকআত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকি লিপিবদ্ধ করবেন।
(ইমাম সুয়ূতীর) যাইল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের সনদের মধ্যে রয়েছে নূহ ইবনু আবী মরিয়ম নামক মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত।

354. مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَخَمْسِيْنَ مَرَّةً (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) إلخ

৩৫৪. যে ব্যক্তি রবিবার রাত্রিতে চার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা একবার এবং ৫০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে তাকে অমুক তমুক সাওয়াব দেওয়া হবে.... ইত্যাদি।
এ হাদীসটি জাল।

355. مَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا طَوَّلَ اللهُ نَدَامَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى شَارِبِهِ سَبْعِيْنَ شَيْطَاناً فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ وَلاَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ إلخ

৩৫৫. যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে তার গোঁফ লম্বা করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অনুশোচনা দীর্ঘায়িত করবেন, এবং তার গোঁফের প্রতিটি চুলের জন্য তার উপর ৭০ জন শয়তান লাগিয়ে দিবেন। যদি সে এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তার কোনো দুআ কবুল করা হবে না এবং তার উপর রহমত বর্ষিত হবে না..... ইত্যাদি।
এ হাদীসের সনদের মধ্যে জালিয়াত ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে।

356. مَنْ قَذَفَ ذِمِّيّاً حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ

৩৫৬. যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের বেত দ্বারা বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হবে।
এ হাদীসের সনদে হাদীস জালকারী জালিয়াতগণ বিদ্যমান।

357. مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مُتَعَمِّداً لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

৩৫৭. যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গুপ্তাঙ্গের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করবে আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না।

এ হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন, কিন্তু এর সনদের মধ্যে মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত রাবী বিদ্যমান। যাইল, শাওকানী।

358. مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أُمِّهِ كانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ

৩৫৮. যে ব্যক্তি তার মায়ের দু চোখের মাঝে চুম্বন করবে তার চুম্বন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

এ হাদীসটি ইবনু আদী ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এর সনদ ও মতন উভয়ই মুনকার বা আপত্তিকর। মীযানুল ই'তিদাল।

359. مَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ (الم تنزيل الكتاب) و(يس) و(اقتربت الساعة) و(تبارك الذي بيده الملك) كُنَّ لَهُ نُوْراً وَحِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ

৩৫৯. যে ব্যক্তি এক রাত্রিতে সূরা সাজদা, সূরা ইয়াসীন, সূরা কামার ও সূরা মুলক পাঠ করে সূরাগুলি তার জন্য নূর ও শয়তান থেকে প্রতিরক্ষা হবে।

হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে হাকাম (ইবনু আব্দুল্লাহ) নামক এক মহামিথ্যাবাদি জালিয়াত রাবী বিদ্যমান। যাইল, শাওকানী।

360. مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَلَى أَثَرِ وَضُوْئِهِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ أَرْبَعِيْنَ عاماً وَرَفَعَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ دَرَجَةً وَزَوَّجَهُ أَرْبَعِيْنَ حَوْرَاءَ

৩৬০. যে ব্যক্তি ওযূর পরেই আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ৪০ বৎসরের সাওয়াব দান করবেন, তার জন্য ৪০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তাকে ৪০টি হূরের সাথে বিবাহ দিবেন।

এ হাদীসের সনদে মুকাতিল ইবনু সুলাইমান নামে সুপরিচিত মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত বিদ্যমান।

361. مَنْ قَرَأَ "شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ ... إلى: عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمَ" عِنْدَ مَنَامِهِ خَلَقَ اللهُ مِنْهُ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩৬১. যে ব্যক্তি তার ঘুমের সময় সূরা আল-ইমরানের ১৮-১৯ আয়াত (শাহিদাল্লাহু ... ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম....) পাঠ করবে আল্লাহ তা থেকে ৭০ হাজার ফিরিশতা সৃষ্টি করবেন যারা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবে।

এ হাদীসের সনদে জালিয়াতগণ বিদ্যমান। এ শব্দে এ হাদীসটি জাল।

362. من قال كل يوم ثلاث مرات صلاة الله على آدم غفر الله له الذنوب وإن كانت أكثر من زبد البحر وكان في الجنة رفيق آدم

৩৬২. যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিনবার বলবে: 'আল্লাহর সালাত আদমের উপর' আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, যদিও তা সমূদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়, আর সে ব্যক্তি জান্নাতে আদমের (আ) সহচর হবে।

এ হাদীসটি মুনকার বা আপত্তিকর।

363. مَنْ بَشَّرَنِيْ بِخُرُوْجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ

৩৬৩. যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করব।

ইমাম সাগানী ও ইরাকী এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

364. مَنْ شَتَمَ الصِّدِّيْقَ فَإِنَّهُ زِنْدِيْقٌ وَمَنْ شَتَمَ عُمَرَ فَمَأْوَاهُ سَقَرُ وَمَنْ شَتَمَ عُثْمَانَ فخَصْمُهُ الرَّحْمنُ وَمَنْ شَتَمَ عَلِيًّا فَخَصْمُهُ النَّبِيُّ ﷺ.

৩৬৪. যে ব্যক্তি (আবূ বাকর) সিদ্দীককে গালি দেয় সে যিন্দীক, যে উমারকে গালি দেয় তার আশ্রয় জাহান্নাম, যে উসমানকে গালি দেয় সে আল্লাহর দুশমন এবং যে আলীকে গালি দেয় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুশমন।

এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।

365. مَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ

৩৬৫. যার সন্তুষ্টি চাওয়া হলো বা রাগ দূর করার চেষ্টা করা হলো কিন্তু সে সন্তুষ্ট হলো না সে শয়তান।

এ কথাটি হাদীস নয়, বরং ইমাম শাফিয়ী থেকে তাঁর নিজের কথা হিসেবে বর্ণিত। অনুরূপভাবে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে:

مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ

যাকে রাগানো হলো কিন্তু সে রাগলো না সে গর্দভ। কবীর।

366. مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا

৩৬৬. তোমরা মৃত্যু বরণ কর তোমাদের মৃত্যুর আগেই।

ইবনু হাজার আসকালানী ও সাখাবী বলেন, এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে মোল্লা আলী কারী বলেন, এ হলো সূফীদের কথা। এর অর্থ হলো: বাধ্যতামূলক মৃত্যুর আগে ঐচ্ছিক মৃত্যু বরণ কর। ঐচ্ছিক মৃত্যুর অর্থ লোভ-লালসা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, খেল-তামাশা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অমনোযোগিতা ও পদস্খলন পরিত্যাগ করা। লুলু, কবীর।

367. اَلْمُؤْمِنُ حَلَوِيٌّ وَالْكَافِرُ خَمْرِيٌّ

৩৬৭. মুমিন সুমিষ্ট ও কাফির তিক্ত-মাদকীয়।

(ইবনু হাজার) আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। সাগানী তার 'মাউযূআত' গ্রন্থে হাদীসটি জাল হিসেবে সংকলন করেছেন। তবে নিম্নের কথাটি বর্ণিত হয়েছে:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ

মুমিনের অন্তর মিষ্টি ভালবাসে।[১৮০] লুলু, তাযকিরা আলী।

368. اَلْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ

৩৬৮. মুমিন অন্যের ভাল দেখে নিজের জন্য অনুরূপ ভাল কামনা করেন আর মুনাফিক ঈর্ষাকাতর হয় এবং অন্যের ক্ষতি কামনা করে।

এ কথাটি হাদীস নয়; বরং তাবি-তাবিয়ী ফুযাইল ইবনু ইয়ায (১৮৭ হি)-এর নিজের কথা হিসেবে বর্ণিত। তাযকিরা আলী, তাযকিরা তাহির।

369. مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا أَعْطَاهُ اللهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِيْ بَدَنِهِ مَدِيْنَةً فِيْ الْجَنَّةِ

৩৬৯. যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসবে আল্লাহ তাকে তার দেহের প্রতিটি শিরার জন্য জান্নাতে একটি শহর দান করবেন।

এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু হাসান ইবনু শাজান নামক জালিয়াত হাদীস-বর্ণনাকারীর বানানো হাদীস। এ বাতিল হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ জালিয়াত এ অন্ধকার বাতিল সনদে হাদীসটি ইমাম মালিকের নামে নাফি থেকে ইবনু উমার থেকে বানিয়ে বর্ণনা করেছে। (إن الله جعل) (৭১ নং) হাদীসটি আলিফ অক্ষরে দেখুন। লিসান ৫/৬২।

370. مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَدَّهَا هَدَمَتْ لَهُ ذُنُوْبَ أَرْبَعَةِ آلاَفِ كَبِيْرَةٍ

৩৭০. যে ব্যক্তি বলবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং মদ্দ-সহকারে তা বলবে তা তার চার হাজার কবীরা গোনাহ ধ্বংস করে দেবে।

এ হাদীসটিকে নুআইম ইবনু তাম্মাম নামক এক জালিয়াত রাবী বর্ণনা করেছেন। ইবনু নাজ্জার (মুহাম্মাদ ইবনু মাহমূদ ইবনু হিবাতুল্লাহ, মৃত্যু ৬৪৩ হি/১২৪৫ খৃ) নুআইমের বর্ণিত এ হাদীসটি তার যাইলু তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে ইবনু দাব্বা নামে পরিচিত আবুল কাসিম আব্দুলাহ ইবনু উমার আল-কুযানীর জীবনী প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। লিসান ৬/৬৮।

371. مَنْ شَمَّ الْوَرْدَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ جَفَانِيْ

৩৭১. যে ব্যক্তি গোলাপের সুগন্ধ গ্রহণ করল কিন্তু আমার উপর সালাত পড়ল না সে ব্যক্তি আমার সাথে বেআদবি করল।

এ হাদীসটি মা'মার ইবনু বুরাইক নামক এক মহা-জালিয়াত বর্ণনা করেছে। এ ব্যক্তি রতন হিন্দীর মতই এক মহা-মিথ্যুক, যে ৭ম হিজরী শতকে নিজেকে সাহাবী বলে দাবি করে। মিথ্যাবাদীদের আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন। লিসান ৬/৬৮।

372. مَنْ لَمْ يَعُدْنِيْ فِيْ رَمَدِيْ لَمْ أُحِبَّ أَنْ يَعُوْدَنِيْ فِيْ عِلَّتِيْ

৩৭২. যে ব্যক্তি আমার চোখ ওঠার সময় আমাকে দেখতে এল না, আমি পছন্দ করি না যে, আমার (অন্য) অসুস্থতার সময় সে আমাকে দেখতে আসুক।

এ বাতিল হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুলাহ আল-মাতমাতী আল-বায্যার নামক এক ব্যক্তি ইমাম মালিকের নামে রটনা করেছে। লিসান ৫/২২৮।

373. مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللهَ تَعَالَى

৩৭৩. যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে সম্মান করল সে মূলত আল্লাহকেই সম্মান করল।

এ হাদীসটি মিথ্যা। মীযান ৩য় খণ্ড।

374. مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صَوْمَ أَلْفِ سَنَةٍ.

৩৭৪. যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার বৎসরের সিয়াম লিপিবদ্ধ করবেন।

এ হাদীসের সনদে আলী ইবনু ইয়াযিদ আস-সুদাঈ নামক এক জালিয়াত রাবী বিদ্যমান যে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে। মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, এ হাদীসটি এ ব্যক্তির সনদে ইবনু সাম্মাক সংকলন করেছেন। আমি জানি না এ হাদীসটির জালিয়াত কে? আলী ইবনু ইয়যিদ নামক এ ব্যক্তি না সনদের অন্য কেউ। মীযান ২/২৪১।

375. مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الزَّوَالِ بِالْحَمْدِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِيْ الْجَنَّةَ لاَ يَسْكُنُهُ إِلاَّ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ

৩৭৫. যে ব্যক্তি সূর্য মধ্য আকাশ থেকে ঢলে পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী দিয়ে চার রাকআত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন, যেখানে সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া কেউ বসবাস করবে না।

376. مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ... الحديث

৩৭৬. যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ২০ রাকআত সালাত আদায় করবে তার জন্য অমুক তমুক সাওয়াব ... ইত্যাদি।

377. مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ بِثَلاَثِيْنَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) بَنَى اللهُ لَهُ أَلْفَ قَصْرٍ فِيْ الْجَنَّةِ

৩৭৭. যে ব্যক্তি ইশার সালাতের পরে ত্রিশ বার সূরা ইখলাস দিয়ে দু রাকআত সালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে এক হাজার প্রাসাদ তৈরি করবেন।

উপরের তিনটি হাদীসই বাতিল। এ তিন বাতিল হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ উসাইদা আমর ইবনু উবাইদ নামক এক রাবী আমর ইবনু জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এগুলি ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনু জারীর নামক এ ব্যক্তিকে আবূ হাতিম রাযী মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তাকে মাতরূকুল হাদীস বা পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। মীযানুল ই'তিদাল ২/২৮৩।

378. مَنْ مَشَى فِيْ تَزْوِيْجِ بَيْنِ اثْنَيْنِ (حَتَّى يَجْمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا) أَعْطَاهُ اللهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِيْ ذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا وَمَنْ مَشَى فِيْ تَفْرِيْقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ (حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

৩৭৮. যে ব্যক্তি দুজন মানুষের মধ্যে মিল সৃষ্টি করার জন্য পথ চলবে আল্লাহ তাকে প্রতিটি পদক্ষেপ এবং এ বিষয়ে যত কথা বলেছে তার প্রতিটি শব্দের জন্য এক বৎসরের ইবাদত: দিনভর সিয়াম ও রাতভর সালাত আদায়ের সাওয়াব প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি দুজন মানুষের মধ্যে অমিল সৃষ্টি বা সম্পর্ক নষ্ট করতে পথ চলবে তার বিষয়ে আল্লাহর অধিকার এই যে তিনি তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের অগ্নির এক হাজার পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করবেন।

এ হাদীসটি জামি ইবনু সাওয়াদা নামক এক জালিয়াত রাবীর বানানো বাতিল হাদীস। মীযান ১/১৭৯।

379. مَنْ قَبَّلَ غُلاَماً بِشَهْوَةٍ عُذِّبَ فِيْ النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ

৩৭৯. যে ব্যক্তি অশ্লীল বাসনাসহ কোনো কিশোরকে চুম্বন করবে সে জাহান্নামের আগুনে হাজার বছর ধরে শাস্তি লাভ করবে।

এ হাদীসটি দাউদ ইবনু আফ্‌ফান নামক জালিয়াতের বানানো। আলিফ অক্ষরে (الأمناء سبعة) (৪৭ নং) হাদীসটি দেখুন। মীযান ৩২১।

380. مَنْ سَقَى أَخَاهُ فِيْ مَوْضِعٍ يُوْجَدُ فِيْهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَإِنْ سَقَاهُ فِيْ مَوْضِعٍ لاَ يُوْجَدُ فِيْهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَسَمَةً مُؤْمِنَةً

৩৮০. যে স্থানে পানি সহজলভ্য সেখানে যে ব্যক্তি তার ভাইকে পানি পান করায় সে যেন একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে। আর যেখানে পানি দুর্লভ সেখানে যে তার ভাইকে পানি পান করায় সে যেন একটি মুমিন প্রাণ পুনরুজ্জীবিত করে।

এ হাদীসটির সনদের মধ্যে আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান। ইবনু আদী বলেছেন, এ ব্যক্তি জাল হাদীস তৈরি করত। এরপর তিনি এ ব্যক্তির বলা সনদে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, এ হাদীসটি এ ব্যক্তিরই বানানো। মীযান ১/৬৯।

381. مَنْ رَبَّي صَبِيًّا حَتَّى تَشَهَّدَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

৩৮১. যে ব্যক্তি একটি শিশুকে লালন পালন করবে শিশুটির কালেমা শাহাদত পাঠ পর্যন্ত সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

এ বাতিল হাদীসটি ইবরাহীম ইবনুল বারা নামক এক মিথ্যাবাদী রাবী সুলাইমান শাযকূনী নামক আরেক মিথ্যাবাদী রাবী থেকে তার কথিত সনদে বর্ণনা করেছে। লিসান ১/৩৯।

382. مَنْ كَتَبَ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثاً أُعْطِيَ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِعَبَّادَانَ وَعَسْقَلاَنَ.

৩৮২. যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীস লিখবে সে আব্বাদান ও আসকালানে নিহত শহীদদের সাওয়াব লাভ করবে।

বুরী ইবনু ফাযল আল-হুরমুযী নামক এক ব্যক্তি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে। (ইমাম ইবনু হাজার আসকালানীর) লিসানুল মীযান গ্রন্থে এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে: এ ব্যক্তি যে কে ছিল বা কেমন ছিল তা কিছুই জানা যায় না। আর এ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছে মুহাম্মাদ ইবনু নাদর আল-আনমাতী নামক এক মিথ্যাবাদী রাবী। এদের দুজনের একজন এ

হাদীসটি বানিয়েছে। লিসান ২/৬৯।

383. مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِراً

৩৮৩. যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধর-পরিজনের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

এ হাদীসটি রতন হিন্দীর বানানো মিথ্যা হাদীসগুলির একটি। লিসানুল মীযানের গ্রন্থকার (ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী) বলেন, ইমাম যাহাবী রতন হিন্দীর বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যাতে তিনি রতন বর্ণিত জাল হাদীসগুলি সংকলন করেন; যেন মানুষেরা এ মহা-জালিয়াত দাজ্জালের অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায়। এ জাল হাদীসটিও সে পুস্তিকার মধ্যে বিদ্যমান। পরবর্তী হাদীসদুটি দেখুন। লিসান ২/৪৫০।

384. مَنْ رَدَّ جَائِعاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُشْبِعَهُ عَذَّبَهُ اللهُ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلاً

৩৮৪. যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দিল, অথচ তার ক্ষুধা নিবারণের ক্ষমতা তার ছিল, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন, যদিও তিনি প্রেরিত নবী-রাসূল হন।

385. مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْكِيْ يَوْمَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ إِلاَّ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أُوْلِيْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

৩৮৫. যে কোনো ব্যক্তি যদি হুসাইনের হত্যা-দিবসে ক্রন্দন করে তবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মহা-সম্মানিত (উলুল আযম) রাসূলগণের সাথী হবে।

উপরের দুটি হাদীসের সনদে রতন হিন্দী বিদ্যমান। (ইমাম যাহাবীর) মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রতন হিন্দীকে কি পাঠক চেনেন? নিঃসন্দেহে সে ছিল এক মহা-দাজ্জাল শাইখ। হিজরী ষষ্ঠ শতকের পরে তার প্রকাশ। এ সময়ে সে নিজেকে সাহাবী বলে দাবি করে। জেনে রাখুন, সাহাবীরা কখনো মিথ্যা বলতেন না। এ মহাজালিয়াত দাজ্জাল নিজেকে সাহাবী বলে মিথ্যা দাবি করে। মীযানের লেখক (যাহাবী) বলেন, আমি এর বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেছি। কেউ কেউ বলেছেন, এ লোকটি মিথ্যা বলতে বলতেই ৬৩২ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করে। তার প্রকাশের পরে সমকালীন বড় বড় মুহাদ্দিসগণ সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। (ইবনু হাজারে) লিসানুল মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম যাহাবী বলেছেন, আমার হাতে রতন-এর কথিত জাল হাদীসের একটি পুস্তিকা এসেছে, যেটি উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয সামারকান্দী সনদ-সহ বর্ণনা করেছে, উপরের হাদীসগুলি এ জাল পুস্তিকার মধ্যে বিদ্যমান। লিসান ২/৪৫১।

386. مَنْ كَتَبَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ" وَلَمْ يَعُمَّ (يُعَوِّرِ) الْهَاءَ الَّتِيْ فِيْ "الله" كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

৩৮৬. যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখবে এবং আল্লাহ শব্দের 'হা' অক্ষরটিকে বিকৃত করবে না, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকি লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার দশ লক্ষ পাপ মোচন করবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

এ হাদীসটি আব্বাস ইবনু দাহ্হাক আল-বালখী নামক মহা-জালিয়াত মহা-মিথ্যাবাদী রাবী উমার ইবনু দাহ্হাক নামক আরেক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি থেকে, আবূ মুআবিয়া থেকে, আ'মাশ থেকে, আবূ সালিহ থেকে আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে। মোদ্দা কথা হলো, এ জালিয়াত এ সনদটি ও হাদীসটি বানিয়েছে। কবীর, ৯৫ পৃ.।

387. مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الإِيْمَانِ

৩৮৭. যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলে তার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ হাদীসটি জাল। কবীর।

388. مَنْ أَكْرَمَ غَرِيْباً فِيْ غُرْبَتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

৩৮৮. যে ব্যক্তি কোনো পরদেশী-প্রবাসীকে পরদেশে বা প্রবাসের মধ্যে সম্মান করবে তার জন্য জান্নাত পাওনা হবে।

এ হাদীসটি দাইলামী সনদ-বিহীনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যারকানী বলেছেন যে, এটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন। তবে এর অর্থ প্রকাশ করে নিম্নের হাদীস:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" কবীর।[১৮১]

389. مَنْ صَلَّى يَوْمَ الأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ "الْحَمْدَ" مَرَّةً وَ "آمَنَ الرَّسُوْلُ إلى آخرها" كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ وَبِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ أَلْفِ صَلاَةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ أَلْفَ خَنْدَقٍ

৩৮৯. যে ব্যক্তি রবিবার এক সালামে চার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা ও 'আমানার রাসূল...' শেষ পর্যন্ত (সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) পাঠ করবে আল্লাহ তাকে এক হাজার হজ্জ ও এক হাজার উমরার সাওয়াব দিবেন, প্রত্যেক রাকআতের বিনিময়ে দশ লক্ষ সালাতের সাওয়াব দিবেন এবং তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক

হাজার পরিখার দূরত্ব তৈরি করে দিবেন।

এ হাদীসটিও জাল। জালিয়াতকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরুদ্ধে এদের দুঃসাহস কত বেশি! কবীর, পৃ. ৯১।

390. مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَعَمِلَ بِمَا فِيْ الْقُرْآنِ

৩৯০. যে ব্যক্তি রবিবার রাতে চার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা ও ১৫ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন দশবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতের ও কুরআন অনুসারে আমল করার সাওয়াব প্রদান করবেন।

এ হাদীসটিও জাল ও মিথ্যা। কবীর, পৃ. ৯১।

391. مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الاِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً و"قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" مَرَّةً و"قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" مَرَّةً و"قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" مَرَّةً كُفِّرَتْ ذُنُوْبُهُ كُلُّهَا ...إلخ

৩৯১. যে ব্যক্তি সোমবার রাত্রিতে চার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা, একবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ইখলাস, একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস পাঠ করবে, তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে ... ইত্যাদি।

এ হাদীসটি হুসাইন ইবনু ইবরাহীম নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী দাজ্জালের বানানো মিথ্যা হাদীস। সে দাবি করে যে, হাদীসটি সে মুহাম্মাদ ইবনু তাহির থেকে তার সনদে শুনেছে। রবিবার দিনে, রবিবার রাতে .... এরূপ সাপ্তাহের দিনে ও রাতে সালাতের ফযীলতে এরূপ অনেক জাল হাদীস প্রচলিত হয়েছে। কবীর, পৃ. ৯১।

392. مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَلَقَ اللهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِراً لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ لَهُ وَمَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا أُعْطِيَ فِيْ الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَدِيْنَةٍ فِيْ كُلِّ مَدِيْنَةٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ قَصْرٍ فِيْ كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ حَوْرَاءَ

৩৯২. যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আল্লাহ এ বাক্যটি থেকে তার জন্য ৭০ হাজার জিহ্বা সৃষ্টি করবেন, প্রত্যেক জিহ্বার ৭০ হাজার ভাষা, এগুলি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যে ব্যক্তি অমুক-তমুক কর্ম করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ৭০ হাজার শহর প্রদান করবেন, প্রত্যেক শহরে ৭০ হাজার প্রাসাদ, প্রত্যেক প্রাসাদে ৭০ হাজার হূর... ইত্যাদি।

(মোল্লা আলী কারীর) মাউযূআত কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের জালিয়াত বা এরূপ হাদীস যারা বানিয়েছে তারা হয় চূড়ান্ত মূর্খ এবং আহমক, অথবা ইসলাম বিদ্বেষী যিনদীক। এরূপ অসংলগ্ন ফালুত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলে তাঁর মর্যাদা নষ্ট করাই এদের উদ্দেশ্য। কবীর, পৃ. ৯২।

393. مَنْ أَكْرَمَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ... انتهى

৩৯৩. যে ব্যক্তি আলিমগণকে সম্মান প্রদর্শন করল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (ﷺ) সম্মান প্রদর্শন করল ...।

এ হাদীসটি দাহ্হাক ইবনু হামযা নামক জালিয়াতের মুসীবতগুলির একটি। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, এ ব্যক্তি হাদীস বানাতো। ইবনু আদী বলেন, এর কুনিয়াত ছিল আবূ আব্দুল্লাহ মামবিজী, এ ব্যক্তির বর্ণিত সকল হাদীসই সনদ ও মতন উভয় ভাবে মুনকার বা আপত্তিকর। লিসান ৩/২০০।

394. مَنْ مَشَطَ حَاجِبَيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَصَلَّى عَلَيَّ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنَاهُ أَبَداً

৩৯৪. যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তার দুই ভুরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়াবে এবং আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে কখনোই তার চোখ উঠবে না বা চোখের অসুখ হবে না।

এটিও রতন হিন্দীর জাল হাদীসগুলির একটি। এ বিষয়ে ইমাম যাহাবী পুস্তিকা রচনা করেছেন। (من مات) (৩৮৩ নং) হাদীসটি দেখুন। লিসান ২/৪৫০।

395. مَنِ يَشْتَرِي دِيْكاً أَبْيَضَ لَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ وَلاَ سِحْرٌ

৩৯৫. যে ব্যক্তি একটি সাদা মোরগ ক্রয় করবে কোনো শয়তান ও যাদু তার কাছে আসবে না।

এ হাদীসটি জাল। তবে মোল্লা আলী কারী বলেন, বাইহাকী ইবনু উমার থেকে নিম্নের শব্দে উদ্ধৃত করেছেন:

اَلدِّيْكُ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ مَنِ اتَّخَذَ دِيْكاً أَبْيَضَ حُفِظَ مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسَاحِرٍ وَكَاهِنٍ

মোরগ সালাতের আযান দেয়; যে সাদা মোরগ পালন করবে সে তিনটি বিষয় থেকে সংরক্ষিত থাকবে: সকল শয়তানের অকল্যাণ,

যাদুকর ও গণক ।[১৮২]

396. مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا غُفِرَ لَهُ

৩৯৬. যে ব্যক্তি মল বা মুত্রের প্রবাহ থেকে এক লুকমা খাদ্য উঠিয়ে তা ধুয়ে ভক্ষণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে।
এ হাদীসটি জাল। কবীর।

২. ৩. ২৫. নূন অক্ষর : حرف النون

397. اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ أَوْ مَلِكِهِمْ

৩৯৭. মানুষ তাদের শাসকের দীন অনুসরণ করে।
সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ জানা নেই। কবীর, লুলু, মাকাসিদ।

398. اَلنَّاسُ بِالنَّاسِ.

৩৯৮. মানুষ মানুষের দ্বারা।
এ কথাটি হাদীস নয়; তবে সাধারণ কথা হিসেবে এর অর্থ সঠিক। এ কথাটির অর্থ প্রকাশ করে নিম্নের সহীহ্ হাদীসটি:

أُمَّتِيْ (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ) كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"আমার উম্মাত (বুখারী, মুসলিম ও সকল বর্ণনায়: মুমিন মুমিনের জন্য) ইমারতের মত যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি যোগায়।"

399. اَلنِّسْيَانُ طَبْعُ الإِنْسَانِ

৩৯৯. বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া মানব প্রকৃতি।
সাখাবী বলেন, এ শব্দের কোনো হাদীস আমার জানা নেই। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।

400. اَلنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ عِبَادَةٌ

৪০০. সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা ইবাদত।
ইবনুল কাইয়িম বলেন, আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়াকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটি একটি মিথ্যা ও বাতিল কথা। মোল্লা আলী কারী বলেন, এ কথাটি বাতিল ও মিথ্যা হলেও, নিম্নের কয়েকটি কথা বর্ণিত হয়েছে:

اَلنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُوْ الْبَصَرَ وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيْحِ يُوْرِثُ الْقَلَحَ

"সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত দৃষ্টি সতেজ করে এবং কুশ্রী চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত দাঁতের ময়লা বা হলুদত্ব জন্ম দেয়।"[১৮৩] আবূ নুআইম তার হিলইয়্যাহ গ্রন্থে এ বাক্যদুটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, লুলু।

401. نُصْرَةُ اللهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِهِ لِنَفْسِهِ

৪০১. মানুষের নিজের জন্য নিজের সাহায্যের চেয়ে তার জন্য আল্লাহর সাহায্য উত্তম।
এটি হাদীস নয়; বরং উহাইব ইবনুল ওয়ারদ (মৃত্যু ১৫৩ হি.) নামক একজন তাবি-তাবিয়ীর নিজের কথা। লুলু।

402. نِعْمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ

৪০২. কবর খুবই ভাল আত্মীয়।
(আব্দুর রাউফ) মানাবী এ হাদীসকে অস্তিত্বহীন বলেছেন।

403. نُقْطَةٌ مِنْ دَوَاةِ عَالِمٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِرْقِ مِئَةِ شَهِيْدٍ

৪০৩. আলিমের দোয়াতের এক ফোঁটা কালি আল্লাহর নিকট একশত শহীদের ঘামের থেকে বেশি প্রিয়।
(সুয়ূতীর) যাইল গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলা হয়েছে। লুলু, কবীর।

404. نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ

৪০৪. আলিমের নিদ্রা ইবাদত।
এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। তবে নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রোযাদারের নিদ্রা ইবাদত:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ

"সিয়ামরত বা রোযাদার ব্যক্তির নিদ্রা ইবাদত, তার নীরবতা তাসবীহ, তার কর্ম (কর্মের সাওয়াব) বৃদ্ধিকৃত, তার দুআ

কবুলকৃত ও তার পাপ ক্ষমাকৃত। বাইহাকী যয়ীফ সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

এছাড়া আলিমের ঘুম সম্পর্কে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلاَةٍ عَلَى جَهْلٍ

"ইলম-সহ নিদ্রা মূর্খতা-সহ সালাত আদায় থেকে উত্তম।"

আবূ নুআইম তার হিলয়িাহ গ্রন্থে (যয়ীফ সনদে) হাদীসটি সংকলন করেছেন। লুলু, কবীর।

405. نَهَى ﷺ أَنْ نَقُصَّ الرُؤيَا عَلَى النِّساءِ

৪০৫. রাসূলুলাহ ﷺ নিষেধ করেছেন স্ত্রীদের নিকট স্বপ্নের কথা বলতে।

(সুয়ূতীর) লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি জাল। উকাইলী হাদীসটিকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের সনদে আব্দুল মালিক (ইবনু মিহরান) নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান, যে অনেক মুনকার বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছে এবং তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক। শাওকানী, লাআলী।

406. نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ التَّعْلِيْمِ وَالأَذَانِ بِالأُجْرَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

৪০৬. রাসূলুলাহ ﷺ নিষেধ করেছেন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষা দান করতে এবং আযান দিতে। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং সকল মানুষের লানত।

(ইমাম সুয়ূতীর) লাআলী গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলভ হয়েছে। এর সনদে বিদ্যমান সালিহ এবং ফুরাত নামের দু ব্যক্তি মাতরূক বা পরিত্যক্ত।

407. إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِيْ قِرَاءَةَ (يس) كُلَّ لَيْلَةٍ فَمَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَتِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيْداً

৪০৭. আমি আমার উম্মাতের জন্য প্রতি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা ফরয করেছি। যে ব্যক্তি প্রতিরাতে নিয়মিত তা পাঠ করবে এবং মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে।

(সুয়ূতীর) যাইল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী বিদ্যমান। শাওকানী।

408. النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، فَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ نِيَّتَهُ تَحَرَّكَ الْعَرْشِ فَيُغْفَرُ لَهُ

৪০৮. বিশুদ্ধ নিয়্যাত আরশের সাথে ঝুলন্ত। যখন বান্দা তার নিয়্যাত বিশুদ্ধ করে তখন আরশ আন্দোলিত হয় এবং তাকে ক্ষমা করা হয়।

এ বাতিল হাদীসটি কাসিম ইবনু নাসর আস-সামিরী আত-তাব্বাখ বর্ণনা করেছে। মুহাদ্দিসগণ তাকে অজ্ঞাতপরিচয় বলে উল্লেখ করেছেন। লিসান ৪/৪৬৭।

২. ৩. ২৬. ওয়াও অক্ষর : حرف الواو

409. وَصِيِّيْ وَمَوْضِعُ سِرِّيْ وَخَلِيْفَتِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَخَيْرُ مَنْ أَخْلُفُ بَعْدِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ

৪০৯. আমার ওসীয়তপ্রাপ্ত, আমার গোপনীয়তার আধার, আমার পরিবারে আমার খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত এবং আমার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ যাকে আমি রেখে যাচ্ছি সে আলী ইবনু আবী তালিব।

সাগানী আদ-দুরারুল মুলতাকিত গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। আলী কারী বলেন, এটি শীয়াদের বানানো জাল কথাগুলির একটি। লুলু, কবীর।

410. اَلْوَلَدُ سِرٌّ لأَبِيْهِ (سِرُّ أَبِيْهِ)

৪১০. সন্তান তার পিতার রহস্য।

সাখাবী ও যারাকশী এ হাদীসটিকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলেছেন এবং সাগানী এ হাদীসটিকে তার মাউযূআত গ্রন্থে জাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। লুলু, তাযকিরা আলী, কবীর।

411. وَلَدُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

৪১১. জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

মাজদউদ্দীন সিরাজী সিফরুস সাআদাহ গ্রন্থে এ হাদীসকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। আল-মাসনূ, লুলু, কবীর।

412. وُلِدْتُ فِيْ زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ

৪১২. আমি ন্যায়পরায়ণ সম্রাট (অর্থাৎ পারস্যের সম্রাট নওশেরওয়াঁ (Khosrow I/ Chosroes: Khosrow Anūshirvan (Persian: "Khosrow of the Immortal Soul", or Khosrow the Just): শাসনকাল ৫৩১-৫৭৯ খৃস্টাব্দ)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছি।

সাখাবী এ হাদীসকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলেছেন। যারাকশী একে মিথ্যা ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী বলেন, বাইহাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমার উস্তাদ আবূ আব্দুলাহ হাফিয এ হাদীসকে বাতিল বলে বক্তব্য পেশ

করে বলেন, কিছু জাহিল এ কথাটি বর্ণনা করে থাকে। কবীর, আল-মাসনূ, আল-মাকাসিদ।

২. ৩. ২৭. হা অক্ষর : حرف الهاء

413. اَلْهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ

৪১৩. হাদিয়া-উপহার যারা উপস্থিত তাদের জন্য।

414. اَلْهَدَايَا تُشْتَرَكُ

৪১৪. হাদিয়া-উপহারে সকলে শরীক হবে।

উপরে দুটি হাদীসই ভিত্তিহীন অস্তিত্বহীন কথা, হাদীস নয়। তবে নিম্নের কথাটি একটি যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ أُهْدِىَ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ فِيْهَا

যদি কাউকে হাদিয়া-উপহার দেওয়া হয় তবে তার সাথে উপবিষ্ট সকলেই তাতে তার শরীক। কবীর, লুলু।

415. هَلاَكُ أُمَّتِيْ عَالِمٌ فَاجِرٌ وَعَابِدٌ جَاهِلٌ

৪১৫. আমার উম্মাতের ধ্বংস পাপাচারী আলিম ও মূর্খ আবিদ-দরবেশ।

(যারকানীর) মুখতাসার (মুখতাসারুল মাকাসিদ) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীস কোথাও পাওয়া যায় নি। লুলু, তাযকিরা আলী।

২. ৩. ২৮. লাম-আলিফ অক্ষর : حرف اللام والألف

416. لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ

৪১৬. গাধা ও যে সকল পশুর মাংস খাওয়া বৈধ তাদের পেশাবে কোনো অসুবিধা নেই।

লাআলী গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলা হয়েছে। কবীর, লাআলী।

417. لاَ تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ

৪১৭. কোনো নারী ধর্মত্যাগ করলে (মুরতাদ হলে) তার মৃত্যুদণ্ড হবে না।

(ইমাম সুয়ূতীর) লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, দারাকুতনী বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়, এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত রয়েছে। কবীর, লাআলী।

418. لاَ تُعَظِّمُوْنِيْ فِيْ الْمَسْجِدِ

৪১৮. মসজিদের মধ্যে আমাকে সম্মান (তাযীম) করো না।

এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। তাযকিরা আলী, লুলু।

419. لاَ تَلِدُ الْحَيَّةُ إِلاَّ الْحَيَّةَ

৪১৯. সাপ সাপেরই জন্ম দেয়।

এটি হাদীস নয়; বরং আরবীয় প্রবাদ। তাযকিরা আলী, লুলু, মাকাসিদ।

420. لاَ سَلاَمَ عَلَى آكِلٍ

৪২০. আহারকারীর উপরে কোনো সালাম নেই।

এরূপ কোনো কথা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। তবে সাধারণ কথা হিসাবে এর অর্থ সঠিক। (ইবনু হাজার) আসকালানী বলেন, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই এবং সাধারণভাবে এর অর্থও সঠিক নয়।[১৮৪]

421. لاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْغَازِيْ مَا دَامَ حَمَائِلُ سَيْفِهِ فِيْ عُنُقِهِ

৪২১. যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণকারীর উপর ফিরিশতাগণ অবিরত সালাত (দুআ) পাঠ করেন, যতক্ষণ তার তরবারীর ফিতা তার কাঁধে থাকে।

এ হাদীসের সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসা নামক এক রাবী রয়েছে। তার বিষয়ে খতীব বাগদাদী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসা মূলত বসরার মানুষ। সে হামীদ আত-তাবীল, আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। আর তার থেকে ইউসুফ ইবনু মুসলিম, তামতাম ও অন্যান্য ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছে। দারাকুতনী বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসা মহা-মিথ্যাবাদি জালিয়াত। হাকিম (নাইসাপুরী) এবং আবূ নুআইম (ইসপাহানী) বলেন, এ ব্যক্তি মালিক ও দাউদ ইবনু আবী হিনদের নামে অনেক জাল হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছে। লিসান ৬/২৭৩।

422. لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ

৪২২. যার আকল বা বুদ্ধি নেই তার দীন (ধর্ম) নেই ।
ইমাম নাসাঈ বলেন, এ হাদীসটি বাতিল ও মুনকার । লিসান ২/২৮ ।

423. لاَ عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ

৪২৩. যে ব্যক্তি স্বীকার করেছে তার কোনো ওজর অবশিষ্ট নেই ।
ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই । আর এর অর্থও এভাবে সঠিক নয় । লুলু, কবীর, আল-মাসনূ, তাযকিরা আলী, মাকাসিদ ।

424. لاَ تُجَالِسُوا أَبْنَاءَ الأَغْنِيَاءِ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَى

৪২৪. তোমরা ধনীদের পুত্রদের সাথে উঠাবসা করবে না; কারণ তাদের প্রতি অবৈধ আকর্ষণ কুমারীদের প্রতি আকর্ষণের চেয়েও কঠিনতর ।
উমার ইবনু আমার আল-আসকালানী নামক এক জালিয়াত রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে । সে এটিকে সুফিয়ান সাওরী থেকে শুনেছে বলে দাবি করেছে । মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, এ হাদীসটি এ ব্যক্তির মুসীবতগুলির একটি; এ ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরীর নামে জাল হাদীস বানিয়ে বলত । লিসান ৪/৩২০ ।

425. لاَ يَجْتَمِعُ عَلَى مُسْلِمٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ

৪২৫. একজন মুসলিমের উপর খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না ।
এ হাদীসের সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসা আল-কুরাশী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে এ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী । ইবনু হিব্বান বলেন, সে একজন দাজ্জাল ও মহা-জালিয়াত ছিল । ইবনু আদী বলেন, সে মুনাকরুল হাদীস বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী ছিল এবং তার জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশিত ছিল । ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ একজন দাজ্জাল এবং হাদীস জালকারী, এবং এর জালিয়াতির বিষয়টি সর্বজন বিদিত । লিসান ৬/২৭২ ।

426. لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ جَهْلُ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَيَحِلُّ لَهُ جَهْلُ مَا سِوَى ذَلِكَ

৪২৬. একজন মুসলিমের জন্য ফরয ও সুন্নাত বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা বৈধ নয়; এগুলির অতিরিক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈধ ।
এ হাদীসটি জাল । কবীর, শাওকানী, মাকাসিদ ।

427. لاَ يَسْتَحْيِي الشَّيْخُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ كَمَا لاَ يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَأْكُلَ الْخُبْزَ

৪২৭. বৃদ্ধ ব্যক্তি যেমন রুটি খেতে লজ্জা বোধ করেন না, তেমনি জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা গ্রহণেও লজ্জাবোধ করেন না ।
এ হাদীসটি অজ্ঞাত ও অজানা । কবীর, লুলু, যাইল, তাযকিরা আলী ।

428. لاَ يُعَذِّبُ اللهُ بِمَسْأَلَةٍ اخْتُلِفَ فِيْهَا

৪২৮. যে মাসআলায় মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না ।
সাখাবী বলেন, এটি হাদীস নয়, আমার ধারণা এটি পূর্ববর্তী কোনো বুজুর্গের কথা মাত্র । লুলু ।

২. ৩. ২৯. ইয়া অক্ষর : حرف الياء

429. يَا عَلِيُّ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلأَهْلِكَ وَلِشِيْعَتِكَ وَلِمُحِبِّيْ شِيْعَتِكَ

৪২৯. হে আলী, আল্লাহ ক্ষমা করেছেন তোমাকে, তোমার বংশধরকে, তোমার পিতামাতাকে, তোমার স্ত্রী-পরিজনকে, তোমার অনুসারী শিয়াদেরকে এবং যারা তোমার অনুসারী শিয়াদের ভালবাসে তাদেরকে ।
এ হাদীসের সনদে হাদীস জালকারী রাবী বিদ্যমান । শাওকানী ।

430. يَا عَلِيُّ إِذَا تَزَوَّدْتَ فَلاَ تَنْسَ الْبَصَلَ

৪৩০. হে আলী, যখন পাথেয় নিবে তখন পিয়াজের কথা ভুলবে না ।
সাখাবী বলেন, এ হাদীসটি সর্বৈব মিথ্যা । তাযকিরা আলী, লুলু, কবীর, তাযকিরা তাহির ।

431. يَا عَلِيُّ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِأَلْفِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قَضَى اللهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَسَاقَ جُزَافَاتٍ كَثِيْرَةً وَأَعْطَي سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَوْرَاءَ لِكُلِّ حَوْرَاءَ سَبْعُوْنَ أَلْفَ غُلاَمٍ ....

৪৩১. হে আলী, যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে (শবে বরাতে) ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে ১০০০ বার সূরা ইখলাস দিয়ে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন । .... এরপর বহুবিধ আজগুবি ভিত্তিহীন কথা বলে... এমনকি শেষে বলেঃ তাকে সত্তর হাজার হূর দেওয়া হবে, প্রত্যেক হুরের জন্য ৭০ হাজার গোলাম থাকবে... ইত্যাদি ইত্যাদি ।

এ হাদীসটিও জাল। মোল্লা আলী কারী বলেন: বড় অবাক বিষয় হলো, যে ব্যক্তি সুন্নাতের ইলমের সুগন্ধ পেয়েছে সে কিভাবে এ সকল পাগলের প্রলাপ দ্বারা প্রতারিত হয় এবং এ বানোয়াট সালাত আদায় করে। শবে বরাতের এ সালাত মুসলিম সমাজে চতুর্থ হিজরী শতকের পরে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়। প্রথমে বাইতুল মাকদিসে এ সালাত শুরু হয় এবং এ সালাতের উদ্ভাবনের পর জালিয়াতগণ এ সালাতের পক্ষে অনেক হাদীস তৈরি করে। কবীর, পৃ. ১৫১।

432. يَا حُمَيْرَاءُ لاَ تَأْكُلِيْ الطِّيْنَ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ كَذَا

৪৩২. হে হুমাইরা (আয়েশা), তুমি মাটি বা কাদা খাবে না; কারণ এর ফলে অমুক-তমুক রোগব্যাধি জন্ম নেয়।

433. خُذُوْا شَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ

৪৩৩. তোমাদের দীনের অর্ধেক হুমাইরা (আয়েশা) থেকে গ্রহণ করবে।

উপরের দুটি হাদীসই জাল। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী বলেন, আয়েশাকে হুমাইরা বলে আখ্যায়িত করা প্রায় সকল হাদীস জাল হলেও, এ বিষয়ে নিম্নের হাদীসটি সহীহ। হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে তাঁর সনদে উম্মু সালামা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো নবী-পত্নীর বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেন, তখন আয়েশা হেসে উঠেন। তখন তিনি বলেন, হে হুমাইরা, দেখ, তুমিই সে বিদ্রোহী হও কিনা। এরপর তিনি আলীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন, যদি তুমি কখনো তার (আয়েশার) কোনো কর্তৃত্ব লাভ কর তবে তার সাথে বিনম্র ব্যবহার করবে।" হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ। কবীর।

434. يَدُ عَدُوِّكَ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَطْعِهَا قَبِّلْهَا

৪৩৪. তোমার শত্রুর হাত যদি কর্তন করতে না পার তবে তাতে চুম্বন কর।

এটি কোনো হাদীস নয়। আব্বাসী খলীফা মানসূর (রাজত্ব ১৩৬-১৫৮ হি) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলতেন: "তোমার শত্রু যদি তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তুমি সম্ভব হলে তা কেটে ফেল; আর যদি তা কর্তন করতে না পার তাহলে তাতে চুম্বন কর।" কবীর।

435. يَقِيْ الْحَرَّ الَّذِيْ يَقِيْ الْبَرْدَ

৪৩৫. যে তাপ বা গরম ঠেকিয়েছে সেই ঠাণ্ডা ঠেকাবে।

কথাটি হাদীস নয়; তবে এর অর্থ সঠিক; কারণ আল্লাহ বলেছেন:

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে।"[১৮৫]

এ আয়াত থেকে উপরের কথাটির অর্থ বুঝা যায়। কবীর।

436. يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهاً

৪৩৬. সমবেত মানুষদের মধ্যে যার চেহারা সবচেয়ে সুন্দর সে তাদের ইমামতি করবে।

মোল্লা আলী কারী বলেন, এ হাদীসটি জাল।

437. يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ

৪৩৭. তোমাদের সিয়ামের দিন তোমাদের কুরবানীর দিন।

ইমাম আহমদ বলেন, এ হাদীসটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন। আল-মাসনূ, লুলু, কবীর। যারাকশী ও সাখাবী এ হাদীসকে নিম্নরূপে উল্লেখ করেছেন:

438. نَحْرُكُمْ يَوْمَ صَوْمِكُمْ

৪৩৮. তোমাদের কুরবানী তোমাদের সিয়ামের দিন।

এ হাদীসকেও আহমদ ইবনু হাম্বাল ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, এ কথাটি যদি সঠিকও হতো তাহলে এর অর্থ হতো অধিকাংশ সময়, অথবা যে বছর তিনি এ কথা বলেছেন সে বৎসরে, অর্থাৎ বিদায় হজ্জের বৎসরে বা অন্য কোনো বছর।

439. يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يُجَدِّدُ اللهُ سُنَّتِيْ عَلَى يَدِهِ

৪৩৯. আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি আসবে, যাকে আবূ হানীফা বলা হবে, আল্লাহ তার হাতে আমার সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করবেন।

এ হাদীস (মুহাম্মাদ) ইবনু কার্‌রাম-এর জাল খাতার হাদীস। ইবনু আদী বলেন, আহমদ (ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু খালিদ আল-জুআইবারী) যে সকল হাদীস জাল করে বানাত ইবনু কার্‌রাম তা তার নিজের খাতায় লিখে নিত। আহমদ (জুআইবারী) নামক এ ব্যক্তির বিষয়ে ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি দাজ্জালগণের মধ্যে বড় এক দাজ্জাল ছিল। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন, এ ব্যক্তি মহা-মিথ্যাবাদী।

মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, আহমদ জুআইবারীর মিথ্যাচার ছিল প্রবাদ তুল্য। লিসান ১/১৯৩।

440. يَجِيْءُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ يُحْيِيْ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ هِجْرَتُهُ مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَهِجْرَتِيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

৪৪০. শেষ যুগে একজন মানুষ আবির্ভূত হবে, যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু কার্রাম, সে সুন্নাত ও জামাআতকে পুনর্জীবিত করবে। খুরাসান থেকে বাইতুল মাকদিসে তার হিজরত মক্কা থেকে মদীনায় আমার হিজরতেরই মত।

এ হাদীসটি জাল। এর সনদের রাবীগণ অধিকাংশই অজ্ঞাত-পরিচয়। আর এ হাদীসটির জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত হলো সনদের ইসহাক (ইবনু মুহামশাহ) নামক রাবী। এ ব্যক্তি একজন মহা-মিথ্যাবাদী ছিল। সে কার্রামীয়া মতবাদ অনুসারে জাল হাদীস তৈরি করত। লাআলী।

441. يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ .....

৪৪১. আমার উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস .... ইত্যাদি।

এ হাদীসটি মামুন ইবনু আহমদ আস-সুলামী আল-হারাবী নামক সুপ্রসিদ্ধ জালিয়াত তার উস্তাদ আহমদ ইবনু আব্দুলাহ আল-জুআইবারী থেকে সনদ-সহ বর্ণনা করে। ইবনু হিব্বান বলেন মামুন নামক এ ব্যক্তি একজন দাজ্জাল। (ইবনু হাজার আসকালানীর) লিসানুল মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ নুআইন ইসপাহানী তার 'আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মামুন আস-সুলামী হারাতের মানুষ ছিল। সে অত্যন্ত ঘৃণ্য পর্যায়ের জালিয়াত ছিল। হিশাম ইবনু আম্মার, দুহাইম ও তাঁদের মত প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসদের নামে- তাঁদের থেকে শুনেছে দাবি করে- সে জাল হাদীস প্রচার করত। সে তার উস্তাদ আরেক মহা জালিয়াত মহা-মিথ্যাবাদী আহমদ আল-জুআইবারী থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু মা'দান আল-আযদী থেকে আনাস (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উপরের হাদীসটি বর্ণনা করে। আবূ নুআইম বলেন, এর মত ব্যক্তির প্রাপ্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে লানত-অভিশাপ। হাকিম নিসাপূরী তার 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে বলেন, মামুন ইবনু আহমদ আল-হারাবীকে বলা হলো, শাফিয়ীর বিষয়টি কি দেখেছ, কিভাবে খুরাসানে তার মত প্রসার লাভ করছে? তখন সে বলে, আমাকে আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মা'দান বলেন... এভাবে একটি জাল সনদ তৈরি করে সে উপরের জাল হাদীসটি বলে। এরপর হাকিম বলেন, যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনিও সাক্ষ্য দিবেন যে, এ সকল হাদীস রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে বানানো জাল হাদীস। লিসান ৫/৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ
যে সকল বর্ণনা ও কাহিনী জাল বলেছেন

আমরা দেখলাম যে, জাল হাদীসের আরবী বাক্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরের ভিত্তিতে অভিধান পদ্ধতিতে আল্লামা আবু জাফর পূর্বের জাল হাদীসগুলি সংকলন করেছেন। এরপর তিনি **"কিছু বিক্ষিপ্ত জাল হাদীস ও কাহিনী"** নামে পৃথক পরিচ্ছেদে সমাজে প্রচলিত অনেক ঘটনা, কাহিনী, কথা বা মতকে জাল ও ভিত্তিহীন বলে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন:

(১) হাদীসঃ- হযরত জাবির (রা)-এর দাওয়াতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু পুত্রকে জীবিত করেন- যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ কাহিনী লিখেছেন, কিন্তু (শাইখ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিস দেহলবী (১০৫২হি/১৬৪২খৃ) রচিত) "মাদারিজুল নবুওয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীস বিলকুল অসত্য বা ভিত্তিহীন। লেখক।

(২) হাদীসঃ- এক ইহুদীর "বিসমিল্লাহ" শুনে মুসলমান হয়ে যাওয়া, মাছের পেট থেকে আঙটি বের হওয়া, এর ফলে উক্ত ইহূদীর পুরো গোত্রের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করা- এ কাহিনী অসত্য।

(৩) হাদীসঃ- এক ইহুদীর নিজের চোখ সাতবার বের করে এবং সাতবারই ভাল হয়ে যায়, এরপর সে তার মেয়ে এবং গোত্রের লোকজন-সহ মুসলমান হয়ে যায়...। এটিও মিথ্যা। লেখক।

(৪) হাদীসঃ- রাসূলুলাহ ﷺ পাদুকা খুলে আরশে যাওয়া, আরশে পবিত্র কদম রাখা, আরশে দাঁড়ানো বা বসা.....। এ সকল কথা কোন সনদ-যুক্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত বা প্রমাণিত হয় নি।

(৫) হাদীসঃ- কবর থেকে নয় বৎসরের মুর্দাকে জীবিত করে কালিমা পড়ানো.....। এটিও মিথ্যা কথা।

(৬) হাদীসঃ- মে'রাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পিতামাতাকে আযাবের মধ্যে দেখতে পান। আল্লাহ বলেন, নিজের পিতামাতার মুক্তি চান নাকি নিজের উম্মাতের মুক্তি চান। তখন তিনি নিজের উম্মাতের মুক্তি প্রার্থনা করেন....। এটিও মিথ্যা কথা।

(৭) হাদীসঃ- মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জুতা পরিহিত অবস্থায় আরশে পৌঁছালেন, তখন আরশ শান্ত হয়, এর আগে আরশ অস্থির ছিল .....। এটিও বানোয়াট কথা। লেখকের গবেষণা।

(৮) হাদীসঃ- কিয়ামতের দিন হযরত ফাতিমা (রা) খালি মাথায় ও খালিপায়ে এক হাতে সাইয়েদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইনের রক্ত ও অন্য হাতে হাসানের বিষ মিশ্রিত কাপড় নিয়ে আরশের খুঁটি ধরে ফরিয়াদ করবেন ..... ইত্যাদি। এগুলি সব মিথ্যা। নাউযু বিলাহ।

(৯) হাদীসঃ- মি'রাজে যখন সব পর্দা অতিক্রম করা হলো, কেবল একটি পর্দা বাকি থাকল, তখন তার ভিতর থেকে আল্লাহ বের হয়ে আসলেন এবং নবী (ﷺ)-কে কোলের মধ্যে বসালেন। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

(১০) হাদীসঃ- হযরত আলী ও বিবি ফাতিমা (ﷺ) হাসান-হুসাইনকে এক ফকীরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এটিও জাল কথা। এটি কোন শি'য়ার মনগড়া বানানো কথা।

(১১) হাদীসঃ- একদিন ইমাম হুসাইন কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ জিব্রাইলকে (আ) প্রেরণ করলেন। জিবরাঈলের বুঝানোর পরেও তিনি শান্ত হলেন না, তাই তিনি তাকে জান্নাত ভ্রমনে নিয়ে যান। বিলকুল মিথ্যা কথা।

(১২) হাদীসঃ- রাসূলুলাহ ﷺ-এর মসজিদে গমন, ও উকাশার প্রতিশোধ গ্রহণ...। এগুলি বিলকুল মিথ্যা কথা। দেখুনঃ আল-লাআলী।

(১৩) হাদীসঃ- যারীব ইবনু বারসামালী নামক ব্যক্তির নামে প্রচলিত কাহিনী। ইবনুল জাওযী বলেন, যারীবের হাদীস বাতিল। কবীর, পৃ. ৯৮।

(১৪) হাদীসঃ- হাবশী ও কালোদের নিন্দায় বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা। কবীর, পৃ. ১০২।

(১৫) হাদীসঃ- সন্তান-সন্ততির নিন্দায় বা সন্তান গ্রহণের নিন্দায় বর্ণিত সকল হাদীস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা। কবীর, পৃ. ১০৪।

(১৬) কতগুলি ফার্সী শব্দের বিষয়ে বলা হয় যে, এ শব্দগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চারণ করেছেন বা ব্যবহার করেছেন। এগুলি জাল কথা।

(১৭) "আশাজ্জ" নামক (সাহাবী বলে দাবীদার) এক ব্যক্তির সকল হাদীস জাল। খিরাশ নামক একব্যক্তি যে আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে তার সকল হাদীস জাল, নাসতূর রূমী নামক এক জালিয়াত যে নিজেকে সাহাবী বলে দাবী করে তার নামে বর্ণিত সকল হাদীস জাল। বিশর এবং নুআইমের সকল হাদীস জাল। ইয়াখশূ নামক এক ব্যক্তি- যে নিজেকে আনাস (র)-এর ছাত্র বলে দাবী করে- তার বর্ণিত হাদীসগুলি জাল। ইবরাহীম ইবনু হাদিয়্যা কাইসীর প্রচারিত পুস্তিকার সকল হাদীস জাল। রতন হিন্দীর সকল হাদীস জাল। লুলু।

(১৮) প্রত্যেক মাসে চন্দ্র গ্রহণের ফলাফল বিষয়ক, অর্থাৎ মুহাররম মাসে চন্দ্র গ্রহণ হলে অমুক-তমুক বালা-মুসিবত হবে,

সফর মাসে চন্দ্রগ্রহণ হলে.. । এভাবে প্রত্যেক মাসে চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ক দীর্ঘ হাদীস জাল । সাগানী ।

(১৯) (ইমাম সুয়ূতীর) আল-লাআলী গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ খুতবা বা বক্তৃতা নামে আবূ হুরাইরা (রা) ও আব্বাস (রা)-এর সূত্রে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা জাল । লূলূ

(২০) হযরত বিলালের (রা) একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ । এ কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি মদীনা থেকে চলে যান । পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখে মদীনায় আগমন করেন । মদীনায় এসে তিনি আযান দেন...ইত্যাদি । অধিকাংশ মিলাদের কিতাবে এ কাহিনী পাওয়া যায় । (ইমাম সুয়ূতীর) "যাইলুল মাউযূআত" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কাহিনীর সব কিছু জাল । কবীর ।

(২১) মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সালাতুর রাগাইব বিষয়ক সকল হাদীস জাল । অনুরূপভাবে রজব মাসের বিভিন্ন রাতের সালাতগুলি সব জাল । ২৭ শে রজব রাত্রির সালাত জাল, মধ্য শাবানের রাত বা শবে বরাতের রাতে ১০০ রাক'আত সালাত, প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ- এগুলি সবই জাল । (শাইখ আবূ তালিব মক্কীর) কূতুল কুলুব গ্রন্থ ও (শাইখ আবূ হামিদ গাযালীর) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে এগুলির উল্লেখ দেখে ধোঁকা খাবেন না । অনুরূপভাবে (আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম) সা'লাবী (৪২৭ হি) তাঁর "তাফসীর" গ্রন্থে এগুলি উদ্ধৃত করেছেন দেখে, এবং (আলী ইবনু আহমদ আল-ঘোরী) লিখিত (সোহরাওয়ারদিয়া তরীকার আমল-ওযীফার বই) শারহুল আওরাদ গ্রন্থে এগুলির উদ্ধৃতি দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না ।" কবীর ।

(২২) কুরআনের সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত হাদীস এবং যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে তার জন্য অমুক-তমুক সাওয়াব রয়েছে... এভাবে কুরআনের প্রথম সূরা থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত হাদীস জাল । এ জাল হাদীস সা'লাবী ও ওয়াহিদী প্রত্যেক সূরার শুরুতে উল্লেখ করেছেন । আর যামাখশারী প্রত্যেক সূরার শেষে উল্লেখ করেছেন । বাইযাবী এবং আবুস সাঊদ মুফতী এভাবেই যামাখশারীর অনুসরণ করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেছেন: আমার ধারণা যিন্দীকগণ এ হাদীসগুলিকে জাল করেছে । এ হাদীসের জালিয়াত নিজেই তার জালিয়াতির কথা স্বীকার করেছে এবং বলেছে: আমি মানুষদেরকে অন্য বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে কুরআনের মধ্যে ব্যস্ত রাখার জন্য এগুলি জাল করেছি ।

(২৩) হাওয়া ও আদম (আ) শয়তানকে খেয়ে ফেলেন । এ জাতীয় গল্প-কাহিনী জাল । কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই ।

(২৪) ঊজ ইবনু উনুক বা ঊজ পালোয়ানের প্রসিদ্ধ গল্প জাল । যে গল্পের মধ্যে রয়েছে যে, নুহ (আ)-এর তুফানের পানি তার পায়ের গিরা পর্যন্ত উঠে, আর সে সমূদ্রের মাছ ধরে সূর্যের তাপে রান্না করতো... ইত্যাদি জাল । কবীর, তাযকিরা আলী, লুলু ।

(২৫) (আলী ইবনু আহমদ আল-ঘোরী লিখিত তরিকতের আমল-ওযীফার বই) শারহুল আওরাদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে ফাতেমা, যে মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারী সালাতুল বিত্‌র-এর পরে সাজদায় মাথা রেখে (سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح) ৫ বার বলবে, এরপর মাথা তুলে একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, এরপর দ্বিতীয় সাজদার মধ্যে অনুরূপ করবে ..... এভাবে এ আমলের বিষয়ে লম্বা চওড়া হাদীস লেখা হয়েছে । এ সব সনদবিহীন কথা । মিফতাহুল জান্নাত ।

(২৬) "নুমান বিন সাবিত আল কুফী মুরজিয়া ফিরকার অনুসারী ছিলেন, মুসলিমরা তাঁর মতবাদ ও তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন"[১৮৬]- এ কথাটি সম্ভবত কোনো গাইর মুকাল্লিদ ব্যক্তির বানানো কথা । গাইর মুকাল্লিদ বা মাযহাব-বিরোধীদের গ্রন্থ "সিয়ানাতুল মুমিনীন"-এ এ কথাটি বলা হয়েছে । কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ।

(২৭) অনুরূপভাবে কোনো কোনো গাইর মুকাল্লিদ কর্তৃক ১৩২৭ হিজরীতে মুদ্রিত "গুনিয়াতুত তালিবীন" গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্টায় ((بعض أصحاب أبي حنيفة كان مرجئاً)): "আবূ হানীফার কতিপয় অনুসারী মুরজিয়া ছিল" কথাটির বদলে (أصحاب أبي حنيفة كان مرجئا): "আবূ হানীফার অনুসারীরা মুরজিয়া ছিল" লেখা হয়েছে । এটি মৌলভী মুহিউদ্দিন এবং তার পুত্র আব্দুল হাই গাইরি মুকালিদ-এর বানানো জাল কথা ।

(২৮) "দুররে মুহাম্মাদী" নামক গ্রন্থটি মৌলভী এলাহি বখশ নামক একজন গাইর মুকাল্লিদ-এর লেখা । এ গ্রন্থের মধ্যে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে । নুআইম ইবনু হাম্মাদ-এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে তিনটি দল হবে । সব চেয়ে খারাপ দল যারা তাদের অভিমত দ্বারা দ্বীনি বিষয়ে কিয়াস করবে এবং হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করবে । (আল্লামা যাহাবীর) মিযানুল ই'তিদাল, ৩য় খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায় এ হাদীসকে ভিত্তিহীন লেখা হয়েছে । নুআইম নামক এ রাবী হাদীস জাল করতেন । তিনি ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা হাদীস রচনা করেন ।

(২৯) মুজিযায়ে কদম শরীফ- অর্থাৎ পাথর মোম হয়ে পায়ের চিহ্ন ধারণ করা... । হাদীসের গ্রন্থে এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । তবে "কাসিদায়ে হামযিয়াহ" পাঠ করলে মনে হয় যে, মুজিযায়ে নক্‌শা কদম শরীফ প্রকাশ হয়েছে ।[১৮৭] কিন্তু আজকাল যা নিয়ে বেড়ানো হয় তার কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই । ফাতাওয়া রাশিদিয়্যাহ ।

(৩০) রাসূলুলাহ ﷺ যখন মি'রাজ শরীফে তাশরীফ আনেন, তখন বড় পীর সাহেব কাঁধ বাড়িয়ে দেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মুহিউদ্দিন, যাও, তোমার পা সকল ওলীদের কাঁধের উপর । এটি সম্পূর্ণ অসত্য । যে এ গল্প বানিয়েছে সে মালঊন-অভিশপ্ত । কিন্তু বড় পীর সাহেব একবার এক মাজলিসে বলেন, আমার পা সকল ওলীদের ঘাড়ের উপরে । এটি গ্রহণযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান

আছে। ফতওয়া হাদীসিয়্যা ও রশিদিয়্যাহ।

(৩২) পান খাওয়ার ব্যাপারে কোনো হাদীস কোনো গ্রন্থে নেই। পান খাওয়া মুবাহ বা বৈধ। ফাতওয়ায়ে রশিদিয়্যাহ।

(৩৩) যিবুন্নিসা সর্ম্পকিত অনেক মিথ্যা কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[১৮৮] যাতে ইউরোপীয় লেখকগণ এবং আজকাল হিন্দু লেখকগণ অনেক রং লাগিয়েছেন। এ সকল গল্পের একটি হলো, যিবুন্নিসা এবং আকিল খাঁর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। যিবুন্নিসা তাকে গোপনে অন্দর মহলে ডাকতেন। একদিন (যিবুন্নিসার পিতা) সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর মহলে উপস্থিত ছিলেন। আলমগীর জানতে পারেন যে, আকিল মহলে আছে এবং তাকে (আকিলকে) হাম্মামখানা (গোসলখানার) ডেগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আলমগীর না-জানার ভান করে ঐ ডেগের মধ্যে পানি গরম করতে আদেশ দিলেন। আকিল গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কোনোরূপ সাড়া দিলেন না এবং আগুনে পুড়ে মারা যান। মরার সময় এ কবিতা বলেন: "আমার গোপন মৃত্যুর পর তুমি যদি আমাকে স্মরণ কর: কাফনের হাত থেকে ও শান্তির ফরিয়াদ করি।"

আকিল খাঁর বিস্তারিত ঘটনা "মাআছিরুল উমারা" গ্রন্থে বিদ্যমান। যেহেতু তিনি কবি ছিলেন তাই তাঁর জীবনের বিস্তারিত ঘটনা ও অবস্থা তাতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু উপরের এ কাহিনীর নাম-নিশানা কোথাও নেই। যে সকল গ্রন্থে আকিল খানের বিষয় জানা যায় এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় সেগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল এবং এ সকল গ্রন্থ আমাদের অধ্যয়নের অন্ত র্ভুক্ত। সেগুলি: আলমগীরনামাহ, মাআসিরুল উমারা, তাযাকিরায়ে খোশ খাযানাহ, আমিরাহ সারোআযাদ, ইয়াদ বাইযা..। এ সকল গ্রন্থে এ ঘটনা সম্পর্কিত একটি অক্ষরও নেই। লক্ষণীয় যে, তার মৃত্যুর বিষয়ে সবাই লিখেছেন যে, ১১৭০ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়।[১৮৯]

দ্বিতীয় একটি ঘটনা যেবুন্নিসার নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, তিনি একদিন ফার্সী কবিতার একটি লাইন রচনা করেন। তিনি লাইনটির জোড়া তৈরি করে কবিতাটি পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মানানসই মিল তৈরি করতে পারছিলেন না। তখন তিনি লাইনটি কবি নাসির আলীর নিকট পাঠিয়ে দেন। নাসির আলী যেবুন্নিসার প্রেম নিবেদন দিয়ে কবিতার চরণটি মিলিয়ে দেন।

যে ব্যক্তি তৈমুর-বংশীয়দের মর্যাদা, রুচি, চালচলন, রীতিনীতির সাথে পরিচিত তিনি বুঝতে পারবেন যে, বেচারা নাসির আলী স্বপ্নেও কখনো যেবুন নিসার সাথে এরূপ বেআদবী করার কথা চিন্তা করেন নি। (তৈমুর খান্দানের মহিলাদের জীবনী দেখুন)।[১৯০]

(৩৩) মুহাম্মদ বিন সালেহ থেকে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। যেটি সনদ-সহ বিলকুল জাল। এ কাহিনীটি ইবনু নাজ্জারের ইতিহাস গ্রন্থে সংকলিত। লিসান ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩৭পৃষ্ঠা।

(৩৪) আবরাহার হাতী-বাহিনী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে দলে দলে মারা যায়। সূরা ফীল-এর ব্যাখ্যায় এরূপ কথা আজকাল কোনো কোনো বাংলা ও ইংরেজী তাফসীরকারক উল্লেখ করছেন। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৩৫) "আবূ দুজানার তদবীর" নামে একটি জাল হাদীস রয়েছে (যাতে বলা হয়েছে যে, সাহাবী আবূ দুজানা আনসারী রাসূলুলাহ ﷺ-এর নিকট জিন-শয়তানদের উৎপাতের অভিযোগ করেন, তখন তিনি তাঁকে একটি দুআ লিখে দেন, যা ঘরে রাখলে জিন-শয়তান শাস্তি পাবে এবং পালিয়ে যাবে... ইত্যাদি)। ইমাম সুয়ূতীর আল-লাআলী গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আবূ দুজানার তদবীর" বিষয়ক হাদীসটি জাল। তবে এ বিষয়ে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে।

(৩৬) একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, হাসান বসরী একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানির পাত্র থেকে পানি পান করেন। রাসূলুলাহ ﷺ উম্মু সালামার (রা) ঘরে এসে বলেন, পানি কে পান করল? তিনি বলেন, হাসান বসরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাসান যতটুতু পানি পান করেছে ততটুকু ইল্‌ম তার মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। এ বর্ণনাটি জাল। কেননা হাসান বসরী ২১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দশ বৎসর আগেই ১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(৩৭) বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে সাধারণ লোক বলে, দ্বিতীয় বিবাহ করলে সে আখিরাতে লাইলি মজনুর বিবাহ দেখতে পারবে না। এগুলি সবই বাতিল কথা। আখিরাতে লাইলি-মজনুর বিবাহ হবে সে কথাও বাতিল।

(৩৮) আর্জুমান্দ বানু বেগম সর্ম্পকে অনেক জাল ও মিথ্যা কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়েছে, ইউরোপীয় লেখকগণ অনেক রঙ চড়িয়ে এগুলি লিখেন। খুব সাবধানতার সাথে এ সকল কাহিনী বিবেচনা করতে হবে।

(৩৯) বীরবল ও মোল্লা দোপেয়াজি সর্ম্পকে অনেক অসংলগ্ন ও আপত্তিকর কথাবার্তা সমাজে প্রচলন লাভ করেছে, যা মানুষ আগ্রহ ভরে শুনে থাকে। এ সকল কথাবার্তা কোনো প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাসের পুস্তকে পাওয়া যায় না। (তৈমুর খান্দানের নারীদের জীবনকাহিনী দ্রষ্টব্য)

(৪০) বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিষয়ে এ বদনামি প্রচার করা হয় যে, তিনি জাহানারাকে হত্যা করার জন্য দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন। এও একেবারে ভিত্তিহীন, বেহুদা ও বাজে কথা। কিছু ইসলাম-বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকগণ মোগল রাজা-বাদশাহদের বিষয়ে কুৎসা রটনার জন্য চোখে পট্টি বেঁধে অন্ধ সেজে এ সকল কথা লিখেন। ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে এ সকল কথার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। বস্তুত আওরঙ্গজেব জাহানারার সাথে কোনো প্রকার খারাপ ব্যবহার করেন নি বা খারাপ ব্যবহারের কোনো ইচ্ছাও করেন নি।

(৪১) মূর্খরা বলে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দাঁত উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়, তখন তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন। এজন্য 'শবে বরাতে' হালুয়া পাকানো উচিত। এ সব ভুল ও অসত্য কথা। আর উহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে হয়েছিল।

(৪২) রাসূলুল্লাহ ﷺ "গযল" বা সামা-সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং এ সময়ে "হাল" বা "ইশকের উন্মত্ততা"-র অবস্থায় তিনি তাঁর পবিত্র চাদর ছিড়ে বণ্টন করে দেন.... ইত্যাদি কাহিনী সবই জাল ও বানোয়াট। "আওয়ারিফুল মাআরিফ" গ্রন্থের লেখক সোহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা আবূ হাফস উমার ইবনু মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (৫৩৯-৬৩২ হি/ ১১৪৫-১২৩৪খৃ) সুস্পষ্টভাবেই এ কাহিনীকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে হাদীস নামে যা কিছু বলা হয় সবই জাল। (হাক্কুস সামা)

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ
যে সকল বই পড়তে নিষেধ করেছেন

জাল হাদীসের অভিশাপ থেকে উম্মাতকে রক্ষার করার জন্য আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার একটি দিক যে, তিনি শুধু জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কাহিনীগুলি চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হন নি; উপরন্তু যে সকল গ্রন্থে জাল হাদীস বিদ্যমান বা যে সকল গ্রন্থ পাঠ করলে জাল হাদীস বা ইসলাম বিরোধী চিন্তা-বিশ্বাসের ক্ষপ্পরে পড়ার আশংকা সে সকল গ্রন্থের একটি তালিকা তিনি পৃথক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করে এ সকল পুস্তক না পড়তে বা সতর্কতার সাথে পড়তে পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে আমরা আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ পরিচ্ছেদের বক্তব্যের বাংলা হুবহু উদ্ধৃত করছি। উপস্থাপকের কোনো বক্তব্য বা সংযোজনী থাকলে তা বন্ধনীর মধ্যে বা পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেনঃ

যে সকল গ্রন্থ পাঠ করলে ক্ষতি হতে পারে এবং যে সকল পুস্তক পাঠ করা আদৌ বৈধ নয় সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। তবে প্রতিবাদ করার জন্য পড়া যেতে পারে।

(১) তাফরীজুল খাতির ফী মানাকিবিশ শাইখ আব্দুল কাদির

(আব্দুল কাদির ইবনু মুহিউদ্দীন (১৩১৫ হি) লিখিত শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর জীবনী) এ গ্রন্থের মধ্যে মিথ্যা কাহিনীসমূহ বিদ্যমান।

(২) খাযীনাতুল আসরার (গুপ্তভেদের ভাণ্ডার)

(মুহাম্মাদ হাক্কী ইবনু আলী (১৩০১হি/ ১৮৮৪খৃ) লিখিত তাসাউফ-তরীকার বিষয়ক) এ গ্রন্থটির মধ্যে কিছু কিছু ভিজে-শুকনো বা জাল ও বাতিল হাদীস বিদ্যমান। এ গ্রন্থ পাঠে সতর্ক হতে হবে।

(৩) দীওয়ান ইমরুউল কাইস (ইমরুউল কাইসের কাব্য সংকলন)

এ গ্রন্থটি পড়া বৈধ নয়। এতে বিভ্রান্তিকর-পাপাচারের কথা রয়েছে। কোনো কোনো মাদ্রাসায় সাহিত্য হিসেবে পড়ানো হয়।

(৪) মুশতামিলুল আহকাম

লেখক (অটোমান সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ সূফী ও হানাফী ফকীহ ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ) ফাখরুদ্দীন রূমী (৮৬৪ হি/১৪৬০ খৃ)। তিনি (প্রসিদ্ধ অটোমান সম্রাট কন্সটিনেন্টিপোল বিজয়ী) সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ-এর জন্য (হানাফী মাযহাবের ফাতওয়াগ্রন্থ হিসেবে) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। কাশফুয যুনূন গ্রন্থের লেখক বলেন, মৌলবী বারকালী (৯৮১ হি)[১৯১] এ গ্রন্থটিকে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ দুর্বল ও ভিত্তিহীন গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কাশফুয যুনূনের কথা এখানেই শেষ। বস্তুত এ গ্রন্থটি ভিত্তিহীন-ভুল মাসাআলা এবং জাল হাদীসে ভরা। ফকীহগণ এবং মুহাদ্দিসগণ কারো কাছেই এ গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নেই।

(৫)[১৯২] মুফীদুল মুসতাফীদ

(৬) কানযুল ইবাদ ফী শারহিল আউরাদ

উভয় গ্রন্থের লেখক আলী ইবনু আহমদ ঘোরী। মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) "তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ" (হানাফী আলিমগণের জীবনী) গ্রন্থে বলেনঃ আলী ইবনু আহমদ আল-ঘোরী। তিনি (ফিকহী মাসইল বিষয়ে) "মুফীদুল মুসতাফীদ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যে গ্রন্থটিতে নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় মতামত ও মাসাইল সংকলন করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ (যিকর-ওযীফা ও তরীকতের আমল সম্পর্কে রচিত) "কানযুল ইবাদ ফী শারহিল আউরাদ" গ্রন্থটির বিষয়ে আল্লামা জামালুদ্দীন মুরশিদী বলেনঃ এ গ্রন্থে অনেক বাজে ও জাল হাদীস বিদ্যমান যেগুলি শ্রবণ করাও জায়েয নয়।

(৭) মাতালিবুল মুমিনীন

আল্লামা ইবনু আবিদীন শামী (১২৫২হি) "তানকীহুল ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ গ্রন্থটির লেখক "শাইখ বদরুদ্দীন ইবনু তাজুদ্দীন ইবনু আব্দুর রাহীম লাহোরী" নামক একজন আলিম।

(৮) খাযানাতুর রিওয়ায়াত

কাশফুয্ যুনূনের লেখক (হাজী খলীফা, মৃত্যু ১০৬৭ হি) উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থটির লেখক গুজরাটের কাযী জগন।

(৯) শিরআতুল ইসলাম

এ গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর আল-জূগী (৫৭৩ হি)।

উপরের গ্রন্থগুলি সবই ভিজে-শুকনো, জাল-বাতিল বা ভালো-মন্দ সব রকম বিষয়ে ভরপুর। উপরন্তু এতে অগণিত জাল হাদীস, বানোয়াট কাহিনী ও ঘটনা বিদ্যমান।

(১০) ফাতাওয়া সূফীয়্যাহ

লেখক ফাদলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আইউব (৬৬৬ হি), মাগোর অধিবাসী ছিলেন। মৌলবী বারকালী (৯৮১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, (তাসাউফ বিষয়ে রচিত) ফাতাওয়া সূফিয়্যাহ গ্রন্থটি কোনো গ্রহণযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়। কাজেই এ গ্রন্থে যে

সকল মতামত বা আমল রয়েছে তা পালন বা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে যদি তা দীনের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে জতবে ভিন্ন কথা।

(১১) ফাতাওয়া আত-তূরী

(১২) ফাতাওয়া ইবনু নুজাইম

রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থের লেখক (আল্লামা ইবনু আবিদীন: ১২৫২ হি) ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থগুলি নির্ভরযোগ্য নয়।

উপর্যুক্ত অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলির বিষয়ে মূলনীতি নিম্নরূপ: এগুলির মধ্যে যে সকল মত এর চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থগুলির বিপরীত সেগুলি গ্রহণ করা যাবে না। আর যে সকল মত বা মাসআলা অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না সেগুলির বিষয়ে গবেষণা করতে হবে, যদি শরীয়তের মূলনীতি ও দলীলের আওতায় পড়ে তবে গ্রহণ করা যাবে, নইলে নয়।

উপরের সিদ্ধান্ত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর "আন-নাফি আল-কাবীর" গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ফিকহের অনেক গ্রন্থ রয়েছে যেগুলির উপর প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠতম ফকীহগণ নির্ভর করেছেন, অথচ সেগুলির মধ্যে অনেক জাল হাদীস বিদ্যমান। বিশেষত ফাতওয়ার গ্রন্থগুলি। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ যদিও কামিল বা পূর্ণতাসম্পন্ন আলিম ছিলেন, তবুও তারা হাদীস উদ্ধৃতি করার ক্ষেত্রে অসাবধান ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:

كم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوء من الأحاديث الموضوعة ولا سيما الفتاوى فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابهم وإن كانوا من الكاملين لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين وهذا هو الذي فتح فم الطاعنين فزعموا أن مسائل الحنفية مستندة إلى الأحاديث الواهية والموضوعة وأن أكثرها مخالفة للأخبار المثبتة في كتب أئمة الدين وهذا ظن فاسد ووهم كاسد

"অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলির উপর শ্রেষ্ঠতম ফকীহগণ নির্ভর করেছেন, সে গ্রন্থগুলি জাল হাদীসে ভরপুর। বিশেষ করে ফাতওয়ার গ্রন্থগুলি। গভীর ও বিস্তারিত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ যদিও কামিল বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ছিলেন তবে তারা হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অসাবধান ছিলেন। আর এ বিষয়টিই বিরোধী অভিযোগকারীদের মুখ খুলে দিয়েছে, ফলে তারা ধারণা করেছেন যে, হানাফী মাযহাবের মাসলা-মাসাইল বা ফিকহী মতামত জাল হাদীস বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরশীল এবং হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মাসাইল দীনের ইমামগণের গ্রন্থগুলিকে প্রমাণিত হাদীসগুলির বিরোধী। এটি একটি বাতিল ধারণা ও অচল কল্পনা।"

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী তাঁর উমদাতুর রিয়ায়াহ গ্রন্থে বলেন:

نعم، إن كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدثين أمكن أن يؤخذ به إذا كان ثقة في نقله. والسر فيه أن الله جعل لكل مقام مقالا ولكل فن رجالاً، وخص كل طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها. فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه والوصول إلى سرها. ومن الفقهاء من ليس له حظ إلا ضبط المسائل الفقهية دون المهارة في رواية الحديث. فالواجب أن ننزل كلامهم في منازلهم ونقف عند مراتبهم

"হ্যাঁ, যদি সে গ্রন্থের লেখক মুহাদ্দিস হন তাহলে তা গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে, যদি তিনি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হন। এর রহস্য হলো, আল্লাহ প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক কথা এবং প্রত্যেক শাস্ত্র বা বিষয়ের জন্য বিশেষ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেক শ্রেণীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন যা অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন যাদের একমাত্র কাজ হাদীসগুলিকে বিশুদ্ধভাবে মুখস্ত ও বর্ণনা করা, হাদীসগুলির ফিকহী দিক নিয়ে গবেষণার গভীরে তারা যান না। আবার ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন যাদের একমাত্র কাজ ফিকহী মাসলা-মাসাইল ও মতামতগুলি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ। হাদীস বর্ণনার যোগ্যতা ও পারদর্শিতা তাদের নেই। কাজেই তাদের বক্তব্যকে তাদের অবস্থার আলোকে বিচার ও গ্রহণ করা এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের নির্ধারিত মর্যাদায় স্থান দেওয়া ওয়াজিব।

(১৩) শারহুল কানয (কানযুদ্দাকাইক গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (আরবী)

লেখক মোল্লা মিসকীন (৮১১ হি)[১৯৩]।

(১৪) শারহুন নিকায়া (আন-নিকায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যা) (আরবী)

লেখক কোহস্তানী (৯৬২ হি)[১৯৪]।

এ গ্রন্থদুটির লেখকদ্বয়ের প্রকৃত অবস্থা অপরিজ্ঞাত। এ গ্রন্থদুটি ভিজে-শুকনো বা সঠিক-বেঠিক ও জাল-বাতিল কথায় ভরপুর। এজন্য এ গ্রন্থদ্বয়ের উপর নির্ভর করে ফতোয়া দেওয়া জায়েয নয়, যতক্ষণ না তাদের তথ্যসূত্র ও উৎস জানা যাবে। (আন-নাফি আল-কাবীর)

(১৫) আল-কুনইয়া[১৯৫] (আরবী)

লেখক যাহিদী, তিনি মু'তাযিলী আকীদার অনুসারী ছিলেন।[১৯৬] এ গ্রন্থে দুর্বল মত ও অপ্রচলিত মাসাইল বিদ্যমান। ফিকহের এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করে কোনো ফতোয়া দেওয়া জায়িয নয়। তবে যদি কোনো মত বা মাস্‌আলার মূল উৎস ও সূত্র জানা যায় তবে ভিন্ন কথা। (নাফি কাবীর)

(১৬) আল-মুহীত আল-বুরহানী: ফিকহ[১৯৭]

এ গ্রন্থের লেখক (বুরহান উদ্দীন মাহমূদ) যদিও মাযহাবের মাসআলায় মুজতাহিদের পর্যায়ের (মাযহাবের মধ্যে ফিকহী মাসআলায় ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন) ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি "রাতের অন্ধকারে কাঠ কুড়ানোর" মত নির্বিচার ও অসাবধান সংকলক ছিলেন। ভিজে ও শুকনো- সঠিক ও বেঠিক- সকল প্রকারের মতামত ও মাসআলা এতে বিদ্যমান। এজন্য এ গ্রন্থ পাঠে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (নাফি)

(১৭) তাফসীর আল-কাশ্‌শাফ (আরবী)

লেখক যামাখশারী (৫৩৮ হি), তিনি হানাফী মু'তাযিলী ছিলেন।[১৯৮]

(ইমাম যাহাবীর) মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে রয়েছে: মাহমূদ ইবনু উমার যামাখশারী মুফাস্‌সির ও ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি মু'তাযিলী আকীদার অনুসারী ছিলেন। তার লেখা "তাফসীর কাশ্‌শাফ" গ্রন্থটি থেকে আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়া "নিসাবুল ইহতিসাব" গ্রন্থের লেখকও (মিসরের একসময়ের প্রধান বিচারপতি উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইওয়াদ হানাফী, মৃত্যু ৬৯৬ হি) এ গ্রন্থ পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

(১৮) আল-ফিরদাউস (আরবী)

লেখক (শীরওয়াইহি ইবনু শাহরাদার) দাইলামী (৫০৯হি)[১৯৯]। এ গ্রন্থে সংকলক সহীহ এবং বাতিল হাদীসের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা বাচবিচার করেন নি এবং এর মধ্যে বিপুল পরিমাণে জাল হাদীস বিদ্যমান। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন)

(১৯) আল-মুসতাদরাক (আরবী)

লেখক (আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ) হাকিম নিসাপূরী (৪০৫ হি)। ইমাম যাহাবী বলেন, হাকিম কোনো হাদীসকে "সহীহ" বললে সে হাদীসকে "সহীহ" মনে করে ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না। ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে হাদীসটির সহীহ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হাকিমের মতানুসারে কোনো হাদীসকে সহীহ বলে গণ্য করা যাবে না। কারণ ইমাম হাকিম তাঁর এ গ্রন্থে অনেক হাদীসকে সহীহ বলেছেন, অথচ সেগুলি সহীহ নয়, বরং তিনি যে সকল হাদীসকে সহীহ বলেছেন সেগুলির মধ্যে অনেক জাল হাদীসও রয়েছে। যে কারণে মুসতাদরাক গ্রন্থটি পুরোটায় ত্রুটিযুক্ত হয়ে গিয়েছে। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন)

(২০) আল-কিতাব (আরবী)

এ গ্রন্থের বিশেষ নাম অপরিজ্ঞাত। এ গ্রন্থের লেখক মুযাফ্‌ফর ইবনু আরদশীর (৫৪৭ হি) অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়িয ছিলেন। কিন্তু তিনি সালাত আদায়ে অবহেলা করতেন। আর মদ ও মাদকদ্রব্যের বৈধতার বিষয়ে তিনি এ পুস্তিকা রচনা করেন। (লিসানুল মীযান ৬ খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

(২১) কিতাবুল জালীস ওয়াল আনীস (আরবী)

নাশিব (ইবনু হিলাল) হাররানী (৫৯১হি) এ গ্রন্থটি ইবনু কাউস থেকে শুনেছেন বলে দাবি করেন। বাহ্যত এর সবই বিলকুল মিথ্যা ও জাল হাদীসে ভরপুর। (লিসান ৬/১৪৪)

(২২) কিতাবুন ফীর রিদ্দাহ (আখবারুর রিদ্দাহ) (আরবী)

এ গ্রন্থের লেখক ওয়াসীমাহ ইবনু মূসা (২৩৭ হি)। তিনি মাসলামা ইবনুল কাসিম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসগুলির অধিকাংশই তার নিজের বানানো জাল হাদীস। তার এ গ্রন্থের মধ্যে অনেক মুনকার-আপত্তিকর হাদীস বিদ্যমান। (লিসান ৬/২১৭)

(২৩) আল-মুবতাদা ওয়া কাসাসুল আম্বিয়া (আরবী)

এ গ্রন্থ ও উপরের গ্রন্থটি উভয়ের লেখক ওয়াসীমাহ ইবনু মূসা। এ গ্রন্থেও জাল হাদীসসমূহ বিদ্যমান। (লিসান ৬/২১৭)।[২০০]

(২৪) যাহরুর রিয়াদ (আরবী)

মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনুল ফাদ্‌ল যারানহারী (৫ম হিজরী শতকের বুখারা অঞ্চলের একজন আলিম) ইবনুস সাইয়াদের বিষয়ে অনেক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার এসকল জাল বর্ণনার ভিত্তিতে ইবনু সাইয়াদের কাহিনী নিয়ে "যাহরুর রিয়াদ" নামক গ্রন্থটি রচিত। এ গ্রন্থটি জাল হাদীসে ভরপুর। (লিসানুল মীযান ৫ খণ্ড ২৫৮ পৃষ্ঠা)

(২৫) যাহরাতুর রিয়াদ (আরবী)

লেখক তাজুল ইসলাম সুলাইমান ইবনু দাউদ। (ওয়াযের গ্রন্থ হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ) এ পুস্তকটি নির্ভরযোগ্য নয়। (কাশফুয

যুনূন)

(২৬) যাতুদ দাওয়াইর (আরবী)

এ গ্রন্থটি জিন আহ্বান করা, জিনদের বশিভূত করা, জিন ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে রচিত একটি ছবিসম্বলিত গ্রন্থ। গ্রন্থকার দাবি করেছেন যে, এ সকল বিষয় সুলাইমান (আ)-এর মন্ত্রী আসিফ ইবনু বারখিয়া ইবনু ইসমাঈল থেকে বর্ণিত। নিঃসন্দেহে এগুলি সবই মিথ্যা ও জাল।

(২৭) দালাইলুল আহকাম (আরবী)

ফিকহী মাসাইলের দলীল হিসেবে প্রদত্ত হাদীসগুলি এ বইয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইউসূফ ইবনু রাফি ইবনু শাদ্দাদ হালাবী শাফিয়ী (৬৩২হি) এ গ্রন্থটির লেখক।

(২৮) খুতবাতুল বিদা (আরবী)

রাসূলুলাহ ﷺ বিদায় হজ্জে যে খুতবা প্রদান করেন সে বিষয়ক। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে আরাফা ও মিনায় বিভিন্নস্থানে খুতবা বা ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এর সহীহ বিবরণ রয়েছে। পাশাপাশি "বিদায় হজ্জের খুতবা" নামে লম্বা-চওড়া জাল হাদীসও প্রচলিত।) সাগানী বলেন: জাল হাদীস ভিত্তিক গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে "খুতবাতুল বিদা" বা "বিদায় হজ্জের খুতবা" নামক এ গ্রন্থটি। (কাশফুয যুনূন)

(২৯) সালাতুর রাগাইব

(রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাত্রিতে মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ সূরা দিয়ে দু রাকআত করে **১২** রাকআত সালাত "সালাতুর রাগাইব" বা "আগ্রহের সালাত" নামে প্রসিদ্ধ।) কতিপয় মহা-মিথ্যাবাদী চতুর্থ হিজরী শতকে সালাতুর রাগাইবের ফযীলতে জাল হাদীস রটনা করে। ফলে কোনো কোনো বুজুর্গ ও আলিম এর ফযীলতের কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ তালিব মক্কী। আর গাযালী তাঁর অনুসরণ করেছেন। তাঁরা এ জাল হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। এ সালাতের বিরুদ্ধে লিখিত একটি গ্রন্থ **"তুহফাতুল জানাইব (হাবাইব) বিন-নাহই আন সালাতির রাগাইব"- সালাতুর রাগাইব থেকে নিষেধ জানিয়ে সম্মানিত প্রিয়জনদের উপহার** (প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস, সিরিয়ার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাইদারী, মৃ. ৮৯৪হি রচিত)। সালাতুর রাগাইব বিষয়ক জাল হাদীসের স্বরূপ উন্মোচনে একই গ্রন্থকারের লিখিত অন্য গ্রন্থ: আল-বারকুল লামূ' লি কাশফিল হাদীসিল মাউদূ (জাল হাদীসের উন্মোচনে প্রজ্জ্বলিত বিদ্যুতাভা)। যে সকল আলিম সালাতুর রাগাইবের বিষয়ে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম নববী। শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান ইবনু ইসমাঈল মাকদিসী আবূ শামা (৬৬৫ হি) এ সালাত বাতিল প্রমাণ করে একটি বই লিখেন। বইটি লিখে তিনি ভাল করেছেন। তিনি এ বইটির নামকরণ করেন: "আল-লুমা"। এ সালাতের প্রতিবাদ ও আপত্তিকারীদের মধ্যে রয়েছেন আবূ বাকর তুরতূসী, ইবনু দেহিয়া, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুস সালাম। ইবনু আব্দুস সালাম দামিশকের জামি উমাবী বা বড় মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি ৬৩৭ হিজরীর রজব মাসের প্রথম জুমুআর খুতবায় এ সালাত সম্পর্কে বলেন: জেনে রাখুন, এটি একটি আপত্তিকর বিদআত। তিনি এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন, যার নাম রাখেন: "আত-তারগীব আন সালাতির রাগাইব"- সালাতুর রাগাইব থেকে নিরুৎসাহ প্রদান"। এ পুস্তকে তিনি বিদআত পালন থেকে মানুষদেরকে সাবধান করেন।

(৩০) কিতাব ফী ফাদাইলিত তুজ্জার (আরবী)

লেখক আহমদ ইবনু সাঈদ ইবনু ফারশাখ। এ গ্রন্থের মধ্যে জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা বিদ্যমান। (মীযান)

(৩১) কিতাবুল আউলিয়া (আরবী)

আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ নামক এক লেখকের লেখা। এ গ্রন্থের মধ্যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বর্ণনাবলি সন্নিবেশিত। (লিসান ২/৩১৬)

(৩২) তাফসীর গ্রন্থ (আরবী)

লেখক আলী ইবনু ইবরাহীম আবুল হাসান মুহাম্মাদী রাফিযী। এ গ্রন্থ বালা-মুসিবত, জাল-জালিয়াতি ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। (লিসান ৪/৫১)

(৩৩) নাহজুল বালাগা (আরবী)

(আলী (রা)-এর বক্তব্য বলে কথিত) এ গ্রন্থটির লেখক আলী ইবনুল হাসান ইবনু মূসা আলহুসাইনী শরীফ মুরতাযা (৪৩৬ হি)। এ গ্রন্থটি পাঠ করলে যে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও নিশ্চিত হবেন যে, গ্রন্থটি আমীরুল মুমিনীন আলী (রা)-এর নামে জাল করে রচনা করা। এ গ্রন্থের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর বিষয়ে ব্যাপকভাবে গালাগালি, নিন্দা ও অবমাননাকর কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক বক্তব্য ও নিম্নমানের কুরুচিসম্পন্ন ভাষা ও বাক্যও ব্যাপক। যে ব্যক্তি কুরাইশ বংশের সাহাবীগণের রুচি, আদব ও মানসিকতা ও পরবর্তী যুগের মানুষদের রুচি ও মানসিকতার সাথে পরিচিত তিনি নিশ্চিত হবেন যে, এ গ্রন্থটি বাতিল ও জাল। (লিসান ৪/২৩৩)

(৩৪) বাহজাতুল আসরার (আরবী)

লেখক আলী ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাহযাম যাহিদ (৪১৪ হি)। এ গ্রন্থের লেখককে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং এ গ্রন্থে জাল হাদীস বিদ্যমান। (লিসান ৪/২৩৮)

(৩৫) কিতাব আস-সির্‌র আল-মাকতূম ফী মুখাতাবাতিন নুজূম (আরবী)

বলা হয় যে, এ গ্রন্থের লেখক ফাখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি)। এ গ্রন্থে অনেক বিষয় রয়েছে যা সুস্পষ্ট যাদু। আল-ফাওয়াইদ আল-বাহিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ গ্রন্থটি ফখরুদ্দীন রাযীর লেখা নয়। বরং কোনো ধর্মদ্রোহী মুলহিদ এ গ্রন্থ রচনা করে ফখরুদ্দীন রাযীর নামে প্রচার করেছে, যেন তা মানুষের মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করে। রাযী নিজেই এ গ্রন্থ তাঁর নয় বলে তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই এ গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচারিত হয়েছিল।

(৩৬) মাউদূআত আল-কুদায়ী

(মিশতাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলামা শারাফুদ্দীন হাসান ইবনু মুহাম্মাদ তীবী (৭৪৩ হি)-এর লেখা) আল-খুলাসা (ফী উসূলিল হাদীস) গ্রন্থে গ্রন্থকার শাইখ তীবী বলেন: হাদীসের বিষয়ে এমন কিছু গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে যেগুলির সকল হাদীসই জাল। যেমন "মাউযূআত আল-কুদায়ী" (মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ আল-কুদায়ী (৪৫৪ হি) রচিত আশ-শিহাব গ্রন্থ)। অনুরূপ জাল-হাদীস নির্ভর আরেকটি গ্রন্থ:

(৩৭) আল-আরবাউন আল-ওয়াদআনিয়্যাহ (ইবনু ওয়াদ'আনের 'চল্লিশ হাদীস)

ইমাম সুয়ূতী বলেন, (ইরাকের মাওসিলের কাযি আবূ নাস্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী) ইবনু ওয়াদ'আন (৪৯৪ হি) রচিত "আল-আরবাউন" বা 'চলিশ হাদীস' নামক গ্রন্থের কোনো হাদীসই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তার উল্লেখিত সনদে সহীহ নয়, যদিও ছোট ছোট কয়েকটি সহীহ বাক্য এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর নসীহত হিসেবে অনেক সুন্দর কথা রয়েছে। কিন্তু কথা হক্ক বা সত্য হলেই তো তা হাদীস হয় না। বরং তার উল্টাটিই সত্য। (অর্থাৎ যা কিছু হাদীস তা সবই সত্য ও সুন্দর, কিন্তু যা কিছু সত্য ও সুন্দর তা সব হাদীস নয়।) এ গ্রন্থের সকল হাদীসই জাল ও চুরি করা। ইবনু ওদআন এ হাদীসগুলি মূল জালিয়াত (পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও হাদীস বর্ণনাকারী) যাইদ ইবনু রিফাআ থেকে চুরি করেছেন। যাইদ নিজেই এগুলি বানিয়েছিলেন। "রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা" (ইখওয়ানুস সাফার পত্রাবলি) নামক গ্রন্থটিও যাইদ নামক এ ব্যক্তির জালিয়াতি বলে বলা হয়। (আল্লামা মিয্যী ইবনু ওয়াদআনের চল্লিশ হাদীসের বিষয়ে বলেন, এ ব্যক্তি ছিল) আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে হাদীসের বিষয়ে সবচেয়ে অজ্ঞ, সবচেয়ে নির্লজ্জ, ও মিথ্যায় সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষদের মধ্যে একজন।

(৩৮) ফাযলুল উলামা

লেখক শারাফুদ্দীন বালখী। এ গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি ফিকহের একটি মাসআলা শিক্ষা করবে তার জন্য রয়েছে অমুক-তমুক...।

(৩৯) মুসনাদ আনাস আল-বাসরী

(সামআন ইবনু মাহদী নামে দ্বিতীয় হিজরী শতকের এক জালিয়াত প্রায় তিনশত হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি প্রচার করে দাবি করে যে, সে এগুলি আনাস ইবনু মালিক (রা)–থেকে শুনেছে) আনাস বসরীর মুসনাদ নামে প্রচারিত এ পুস্তিকার সকল হাদীসই জাল। (কবীর)

(৪০) মাগাযী, মালাহিম ও তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থাদি

(৪১) কালবীর তাফসীর

বর্ণনাকারী বা সংকলক মুহাম্মাদ ইবনু সাইব কালবী (১৪৬ হি)।

(৪২) মুকাতিল ইবনু সুলাইমানের তাফসীর

বর্ণনাকারী বা সংকলক মুকাতিল ইবনু সুলাইমান (১৫০ হি)

(৪৩) ইবনু ইসহাকের মাগাযী গ্রন্থ

সংকলক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাদানী (১৫১ হি)

(৪৪) ওয়াকিদীর মাগাযী গ্রন্থ

সংকলক মুহাম্মাদ ইবনু উমার ওয়াকিদী (২০৭ হি)

আব্দুল মালিক মাইমূনী বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বালকে (২৪১ হি) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "তিন প্রকারের পুস্তকাদি বিদ্যমান যেগুলির কোনো ভিত্তি নেই। সেগুলি হলো মাগাযী (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ক ইতিহাস ও ঘটনাবলি), মালাহিম (ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহ ও ঘটনাপ্রবাহ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ) ও তাফসীর।

খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) তাঁর "আল-জামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি" নামক গ্রন্থে ইমাম আহমদের এ বক্তব্যটি সনদ-সহ উদ্ধৃত করে এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন: এ কথার উদ্দেশ্য এ তিন বিষয়ের নির্ধারিত কিছু গ্রন্থ, যেগুলির সংকলকের অনির্ভরযোগ্যতার কারণে, সেগুলিতে সংকলিত হাদীস ও সংবাদগুলির বর্ণনাকারীদের অনির্ভরযোগ্যতার কারণে এবং এগুলির মধ্যে কাহিনীকার ও গল্পকারদের সংযোজনের কারণে এ গ্রন্থগুলি অগ্রহণযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য ও মূল্যহীন বলে গণ্য হয়েছে।

মালাহিম বা ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহ ও ঘটনাবলির ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক সকল গ্রন্থের অবস্থাই এরূপ। ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহ, ফিতনা-সংঘাত, বিপদাপদ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামান্য কয়েকটি হাদীস ছাড়া কিছুই সহীহ নয়।

তাফসীর বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুহাম্মাদ ইবনু সাইব কালবী (১৪৬ হি) এবং মুকাতিল ইবনু সুলাইমান (১৫০ হি)-এর তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা ও সংকলন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন যে, কালবীর তাফসীরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই

মিথ্যা ।[২০১]

মাগাযী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের মাগাযী গ্রন্থ এবং ওয়াকিদীর মাগাযী গ্রন্থ। ইবনু ইসহাক ইহূদী ও খৃস্টানদের থেকে যুদ্ধবিগ্রহ ও ঘটনাবলি বিষয়ক বর্ণনা গ্রহণ করতেন। আর ইমাম শাফিয়ী বলেছেন যে, ওয়াকিদীর গ্রন্থগুলিতে মিথ্যা বিদ্যমান। মাগাযীর বিষয়ে মূসা ইবনু উকবা (১৪১ হি) বর্ণিত ও সংকলিত মাগাযী গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই পুরোপুরি সহীহ নয়। কবীর। তবে মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে মাগাযী ও সীরাত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

(৪৫) রাউযাতুশ শুহাদা (ফার্সী)

লেখক হুসাইন কাশেফী। এ গ্রন্থে জাল হাদীসসমূহ বিদ্যমান। সতর্কতার সাথে এ গ্রন্থ পড়তে হবে।

(৪৬) বাহজাতুল আনওয়ার (ফার্সী)

(৪৭) নুযহাতুল কুলূব (ফার্সী)

এ গ্রন্থদুটি উপরে উল্লেখিত (২৫ নং গ্রন্থ) তাজুল ইসলাম সুলাইমান ইবনু দাউদ লিখিত **"যাহরাতুর রিয়াদ"** নামক গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ। এ গ্রন্থগুলি সবই অনির্ভরযোগ্য। (কাশফুয যুনূন)

আরো কিছু গ্রন্থের নাম, যেগুলি পাঠ করলে ক্ষতি হবে। যেমন:

(৪৮) কাব্য সংকলন দীওয়ান এবং গযলের গ্রন্থসমূহ

এগুলিতে অনেক কুসংস্কার, ভিত্তিহীন গালগল্প ও বর্ণনা সন্নিবেশিত।

(৪৯) বদরে মুনিরের কাহিনী

(৫০) আন্দরসভা

(৫১) শাহ ইয়ামানের গল্প

(৫২) দাস্তানে আমীর-ওমরা

(৫৩) গুলে বকাওলী

(৫৪) আলিফ লাইলা

(৫৫) নকশে সুলাইমানী

(৫৬) ফালনামা

(৫৭) কেস্সয়ে মাহে রামযান

(৫৮) মুজিযায়ে আলে নবী

(৫৯) চেহেল রেসালা

এর মধ্যে কিছু পুস্তিকা একেবারেই মিথ্যা।

(৬০) ওফাত নামা

এর মধ্যে কিছু বর্ণনা বিলকুল ভিত্তিহীন।

(৬১) আরায়েশে মাহফিল

(৬২) জঙ্গনামা হযরত আলী

(৬৩) জঙ্গনামা মুহাম্মাদ হানুফা

(৬৪) তাফসীরে সূরা ইউসুফ

প্রথমত: এর মধ্যে কিছু মিথ্যা বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয়ত: এর মধ্যে অনেক আশেকানা বা প্রেমমূলক কথা বার্তা রয়েছে যা স্ত্রী-সন্তান বা নারীদেরকে শোনানো বা পড়ানো খুবই ক্ষতিকর।

(৬৫) হাজার মাসআলা

(৬৬) হাইরাতুল ফিকহ

(৬৭) গুলদশতায়ে মেরাজ

(৬৮) নাত হি নাত

(৬৯) দিওয়ানে লুতফ

উপরের তিনটি গ্রন্থ এবং এ জাতীয় আরো অনেক গ্রন্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নাত-তারীফ বা প্রশংসার নামে লিখিত হলেও বাস্তবে এর মধ্যে অনেক শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্তু বিদ্যমান।

(৭০) দুআ গঞ্জুল আরশ

(৭১) আহাদ নামা

এ দুটি গ্রন্থ এবং এরূপ অনেক অনেক গ্রন্থ রয়েছে যাতে উল্লেখিত অনেক দুআর কথা ভাল, তবে এগুলির যে সনদ লেখা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বড় বড় লম্বা চাওড়া যে সকল সাওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই বিলকুল মিথ্যা ও

বানোয়াট কথা।

(৭২) মিরআতুল আরূস

(৭৩) বানাতুন না'শ

(৭৪) মুহসানাত

(৭৫) আয়ামী

উপরের চারটি গ্রন্থের অবস্থা এই যে, এর মধ্যে কোথাও কোথাও বিবেকজাত ও প্রকৃতিসম্মত কথা রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এমন সব কথা রয়েছে যাতে দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৭৮) নভেল-উপন্যাস জাতীয় গ্রন্থাদি

এ সকল গ্রন্থের এমন কঠিন প্রভাব হয়ে থাকে যে তা বিষের চেয়েও ক্ষতিকর হয়। (বেহেশতি যেওর)

(৭৯) তাহযীবুল আখলাক, লেখক স্যার সাইয়েদ আহমদ

(৭৯) নূরুল আফাক, লেখক স্যার সাইয়েদ আহমদ

(৭৯) আকমালুল আখইয়ার, লেখক স্যার সাইয়েদ আহমদ

(৭৯) ইমদাদুল আফাক, লেখক স্যার সাইয়েদ আহমদ

স্যার সাইয়েদ আহমদের লেখা গ্রন্থাদি পাঠ করা জায়েয নয়। এগুলির মধ্যে আকীদা বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রকৃতিবাদী নেচারিযম মতবাদও এগুলিতে সুস্পষ্ট। (লেখকের গবেষণা)

(৮০) নুরুল আফাক

লেখক মেহেদী আলী। এ গ্রন্থে আকীদা বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রকৃতিবাদী নেচারিযম মতবাদও বিদ্যমান। এটি পাঠ করা জায়েয নয়। (লেখকের গবেষণা)

(৮১) নুরুল আফাক

লেখক চেরাগ আলী। এ গ্রন্থটি পাঠ করাও জায়েয নয়।

(৮২) আনওয়ারুন নুজূম

বাংলা যাদুটোনার বই।

(৮৩) খাবনামা সিদ্দিকী

(৮৪) গুলে সানাওবর

(৮৫) তোতা মিয়া

(৮৬) তোতা কাহিনী

এগুলি সবই বাতিল, কুসংস্কার ও মিথ্যা কাহিনীতে ভরপূর।

(৮৭) নাফেউল খালাইক

তাবিজ-কবজের বই। এর মধ্যে কিছু যাদুও রয়েছে। এছাড়া এমন অনেক তাবিজ বিদ্যমান যেগুলির অর্থ বুঝা যায় না। এগুলি লেখা বা কাউকে দেওয়া জায়েয নয়। সাধারণ মানুষেরা এ গ্রন্থ পাঠ করবে না।

(৮৮) মৌলুদে দেলপযীর

(৮৯) মৌলূদে দেলপসন্দ

(৯০) মৌলুদে সাদী

(৯১) মৌলুদে শহীদী

এ সকল গ্রন্থে এবং মীলাদ বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে জাল হাদীস ও মিথ্যা কাহিনী বিদ্যমান। সাধারণ মানুষেরা এ সকল গ্রন্থ পাঠ করা বর্জন করবে।

(৯২) মুহার্‌রামের তাজিয়া বিষয়ক গ্রন্থাদি

মুহার্‌রামের তাযিয়া-শোকমাতম বৈধতা দাবি করে যে সকল পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে সেগুলি পড়া জায়েয নয়।

(৯৩) বেশরা বেদআতী ফকীরদের বানানো পুস্তিকাদি

শরীয়ত বিরোধী ও বিদআতী ফকীরদের লেখা পুস্তকাদি পাঠ করা জায়েয নয়।

(৯৪) যাদুটোনা, শুভ-অশুভ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাদি

যাদু, টোনা ও এজাতীয় আমল সম্পর্কিত যত গ্রন্থ বিদ্যমান সবগুলিই বাতিল। এগুলি পাঠ করা জায়েয নয়।

(৯৫) আর্য সমাজ ও পাদরিদের লেখা পুস্তকাদি

ইসলামের বিরুদ্ধে আর্যসমাজ ও পাদরিদের লেখা সকল প্রকারের বইপুস্তক পাঠ করা মুসলিম নরনারীদের জন্য নিষিদ্ধ ও না-জায়েয।

(৯৬) সাজদা তাহিয়্যা বা সালাম-জ্ঞাপক সাজদার বৈধতা বিষয়ক গ্রন্থাদি

(৯৭) আহলুস সুন্নাতের বিরুদ্ধে শীয়া সম্প্রদায়ের লিখিত গ্রন্থাদি

(৯৮) প্রাণীর ছবি অঙ্কনের বৈধতা বিষয়ক গ্রন্থাদি

(৯৯) গান-বাজনার বৈধতা বিষয়ক গ্রন্থাদি

(১০০) শূকরের বৈধতা বিষয়ক গ্রন্থাদি

এ সকল গ্রন্থ পাঠ করা জায়েয নয়।

(১০১) ইসলাম-বিরোধী পত্র পত্রিকা

যে সকল পত্র-পত্রিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে ও চার মাযহাবের বিরুদ্ধে কথাবার্তা প্রচার করা হয়, ছবি ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকে সেগুলি পাঠ করা বৈধ নয়।

(১০২) শাইখ আহমদের স্বপ্ন বিষয়ক ওসীয়তনামা

অনেকেরই জানা যে, মাঝে মাঝে উর্দু ও বাংলা ভাষায় একটি প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়, যাতে লেখা হয় যে, শাইখ আহমদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে স্বপ্নে দেখে, এবং তাতে কিয়ামতের আলামত ও এ বিষয়ক কিছু ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। বাংলা ও ভারতে সকল শীর্ষস্থানীয় আলিম-উলামা একমত যে, এ ওসীয়তনামা বিলকুল মিথ্যা ও বাতিল। কোনো মুসলিম যেন এগুলি সত্যি মনে না করে সে বিষয়ে সাবধান করতে হবে।

(১০৩) আকীদা বিরোধী মনগড়া কথাসম্বলিত তাফসীরগ্রন্থ

যে সকল তাফসীরগ্রন্থে তাফসীরকারক নিজের পক্ষ থেকে আহলূস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিরোধী কথাবার্তা লিখে রেখেছেন সেগুলি পাঠ করা জায়েয নয়।

(১০৪) স্যার সাইয়েদ আহমদের তাফসীর

(১০৫) গিরীশ চন্দ্র সেনের বঙ্গানুবাদ কুরআন

(১০৬) মুহাম্মাদ আলী কাদিয়ানির লেখা কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ

এ সকল তাফসীর বা অনুবাদ গ্রন্থে আকীদা বিরোধী কথাবার্তা রয়েছে। এছাড়া গিরীশ চন্দ্রের বঙ্গানুবাদে বুদ্ধ ধর্মের কথাবার্তা লেখা হয়েছে। সাধারণ মুসলিমদের জন্য এ গ্রন্থগুলি পাঠ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

(১০৭) মৌলবী আকরাম খান প্রণীত আমপারার তাফসীর (বাংলা)

এ গ্রন্থে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধী কথাবার্তা বিদ্যমান। এ ছাড়া সকল প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরদের মতের বিপরীতে নিজের মনগড়া মতামত তিনি লিখেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করা জায়েয নয়।

(১০৮) গোল্ডেক সাহেব ও সেল সাহেবের ইংরেজি অনুবাদ কুরআন

এর মধ্যেও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিরোধী কথাবার্তা লিখিত রয়েছে। এগুলি পাঠ করা জায়েয নয়।

(১০৯) বিষাধসিন্ধু (বাংলা)

মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত। তিনি বাংলা ভাষায় বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন। তার ভাষার সাহিত্যিক মান খুবই ভাল। তবে জাল ঘটনা ও কাহিনী এতে সন্নিবেশিত। বর্জন করা জরুরী।

(১১০) সকল পুঁথি-সাহিত্য

যেমন, আমীর হামযা, জীগোন, সোনাভান, সমর্থভান, জঙ্গনামা, মালিকা আকার, কালুগাযী, আব্দুল আলী, লাইলী-মজনু ইত্যাদি বাংলা ভাষায় লিখিত পুথি। এগুলি সবই মিথ্যা কাহিনীতে ভরা। এগুলি পাঠ করা জায়েয নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ
যে সকল কথাকে ভিত্তিহীন বলেছেন

বাংলার মুসলিম সমাজে অনেক মাসলা-মাসাইল, ধারণা ও মতামত বিদ্যমান যার কোনো ভিত্তি কুরআন, হাদীস বা ইসলামী ফিকহে পাওয়া যায় না। সেগুলি সরাসরি হাদীস নামে প্রচলিত না হলেও, ইসলামের নামে কোনো কিছু বলার অর্থ মূলত আল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কথাটি চালানো। এজন্য আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থের শেষে **"কিছু ভিত্তিহীন কথা"** শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ জাতীয় অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ পেশ করা হলো:

(১) এ কথা প্রসিদ্ধ যে, পাখা টানতে টানতে যদি শরীরে লাগে তবে সে জমীনে টোকা দেবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা।

(২) এটিও প্রসিদ্ধ যে, হাসিঠাট্টা বা মশকরাচ্ছলে যদি কেউ ছুরি বা কাটারি দিয়ে কাউকে খোঁচা দেয় তাহলে সেটিকে মাটিতে ঠেকানো বা ঠোকা জরুরী। এটিও ভিত্তিহীন কথা। এরূপ করা না-জায়েয।

(৩) যদি কোন লোক কাজে আসার সময় হাঁচি দেয় তাহলে সাধারণ মানুষ একে অযাত্রা বা অশুভ বলে ধারণা করে। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা।

(৪) যদি কারো কথা বলার সময়, অথবা কোনো কাজ করার সময় টিকটিকি শব্দ করে তাহলে সাধারণ মানুষেরা বলে, টিকটিকি এ কাজ বা কথাটি ঠিক বলে জানাচ্ছে। তারা বুঝাতে চান যে, এ কাজটি বা কথাটি সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক, তাই টিকটিকি এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ বিশ্বাস পোষণকারী কঠিন গোনাহগার হবেন।

(৫) মহিলারা ধারণা করে যে, সৃষ্টিগতভাবে জোড়া ফল ভক্ষণ করলে জোড়া বা যমজ সন্তান হয়। এটা বিলকুল ভ্রান্ত কথা।

(৬) খাদ্য গ্রহণের সময়ে খাদ্য বা পানীয় শ্বাসনালীতে, তালুতে বা নাকের মধ্যে চলে গেলে সাধারণ মানুষেরা বলে যে, কেউ তাকে স্মরণ করছে। এটা একেবারে ভুল কথা।

(৭) এ কথাও প্রসিদ্ধ যে, কারো নাম নেওয়ার সময় সে যদি উপস্থিত হয়ে যায় তবে সাধারণ লোক বলে তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। এটা বিলকুল মিথ্যা ও বাতিল কথা।

(৮) অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বলে যে, রবিবার বাঁশ কাটা যাবে না। এদিন বাঁশ কাটলে ঠাকুরের অভিশাপ বা বদ-দোয়ায় আক্রান্ত হতে হবে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এরূপ কথায় বা বিশ্বাসে ঈমান চলে যাওয়ার ভয় আছে।

(৯) সাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তবে চল্লিশ দিন পর কোন আলেম ডেকে তার রুহ বাহির করতে হয়, অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এটা সম্পূর্ণ না-জায়েয ও বিদআত কথা।

(১০) ক্ষেতক্ষামার ও ফসলের হেফাযতের জন্য সাধারণ লোক ক্ষেতের মাঝখানে হাড়িতে চুন ইত্যাদি দিয়ে মানুষের আকৃতি তৈরী করে। এটি ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা। এতে ছবি বানানোর জন্য গুনাহগার হবে।

(১১) যদি কোন ব্যক্তি রাস্তায় চলার সময় খালি কলস দেখে অথবা সাপ বা শৃগাল ডান দিক থেকে বাম দিকে যাওয়া দেখে তবে সে তা অযাত্রা বা অশুভ বলে মনে করে। এটা ভিত্তিহীন কথা। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী গুনাহগার হবে।

(১২) প্রসিদ্ধ আছে যে, সালাতের জন্য আযান মসজিদের বাম দিকে এবং ইকামত ডান দিকে দেওয়া উচিত। এটা ভিত্তিহীন কথা।

(১৩) প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, যদি মুক্তাদী পাগড়ি মাথায় সালাত আদায় করে এবং ইমাম শুধু টুপি পরিধান করে সালাত আদায় করে তবে মুক্তাদীর সালাত মাকরুহ হয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। যদি কেউ সর্বদা পাগড়ি পরিধানে অভ্যস্ত হয় এবং বন্ধুদের মজলিসে পাগড়ি ছাড়া যেতে লজ্জা বোধ করে তবে তার জন্য পাগড়ি ছাড়া সালাত আদায় করা মাকরুহ, চাই সে ইমাম হোক অথবা মুক্তাদী হোক।

(১৪) সাধারণের মাঝে প্রচলিত আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর জানাযার খাঁটিয়া ধরতে পারবেনা। এটি একেবারে ভিত্তিহীন কথা। খাটিয়া ধরার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে স্বামীর দায়িত্ব ও অধিকার সবচেয়ে বেশি।

(১৫) সাধারণের মাঝে প্রচলিত আছে যে, সতর খোলা অবস্থায় দেখলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। এটিও ভুল কথা।

(১৬) একথাও প্রসিদ্ধ যে, চৌকির উপর সালাত আদায় করলে মানুষ বাঁদর হয়ে যায়। এটিও ভিত্তিহীন কথা।

(১৭) প্রচলিত আছে যে, মৃতদেহ যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ আত্মীয়-স্বজন বা অন্যদের জন্য খানাপিনা নিষিদ্ধ। এটি ভিত্তিহীন কথা।

(১৮) প্রচলিত আছে যে, মা'জুর ব্যক্তি সালাতের কাতারের বাম দিকে দাঁড়াবে। শরীয়তে এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।

(১৯) মহিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, সালাত আদায়ের পর জায়নামাযের প্রান্ত অবশ্যই উল্টিয়ে দিতে হবে। অন্যথ্যায় শয়তান সেখানে সালাত আদায় করবে (!) শরীয়তে এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।

(২০) প্রচলিত আছে যে, ইয়াযিদের হাতে বেদ ছিল, এজন্য এর ব্যবহার জায়েয নয়। এটা ভিত্তিহীন ভুল কথা।

(২১) প্রচলিত আছে যে, ঝাউ গাছের কাঠ ব্যবহার করা বৈধ নয়। এটিও ভিত্তিহীন কথা।

(২২) প্রচলিত আছে যে, স্বামী-স্ত্রী এক পীরের মুরীদ হওয়া জায়েয নয়। কারণ এতে তারা পরস্পর ভাই-বোন হয়ে যায়। এটি ভ্রান্ত কথা।

(২৩) প্রচলিত আছে, স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে দুধ পান করা নিষিদ্ধ; এতে তারা পরস্পরে দুধভাই-বোন হয়ে যায়। এটি ভিত্তিহীন ভ্রান্ত কথা।

(২৪) প্রচলিত আছে, ওযু করে শুকর দেখলে ওযু ভেঙ্গে যায়। এটি ভুল কথা।

(২৫) প্রচলিত আছে যে, অন্ধকারে সালাত আদায় জায়েয নয়। এটা ভুল। তবে এতটুকু খেয়াল করা আবশ্যক যে, কিবলাহ থেকে অন্য দিকে মুখ না হয়ে যায়।

(২৬) প্রচলিত আছে যে, পেঁচা বা অন্য অমুক প্রাণী ডাক দিলে বালা-মুসিবত নাযিল হয়। এটিও ভ্রান্ত কথা ।

(২৭) প্রসিদ্ধ আছে যে, মহিলাদের জন্য নিজের পীর থেকে পর্দা করা জরুরী নয়। এটিও ভ্রান্ত কথা।

(২৮) দেখা যায় যে, অনেক মানুষ সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে এসে প্রথমে বসে পড়ে, এরপর সালাত আদায় শুরু করে। এমনকি নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে আসলেও বা ক্লান্ত না হলেও এভাবে মসজিদে ঢুকে প্রথমে বসে পড়ে এরপর সালাতে দাঁড়ায়। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। (মসজিদে প্রবেশ করে কিছু সালাত আদায় না করে বসে পড়া সুন্নাতের খেলাফ। হাদীস শরীফে মসজিদে ঢুকে কোনো সালাত আদায় না করে বসে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।)

(২৯) প্রসিদ্ধ আছে যে, যদি গোস্তের সাথে হাড় না থাকে তাহলে তা খাওয়া জায়েয নয়। এটা ভুল কথা।

(৩০) প্রসিদ্ধ আছে যে, নুন পড়ে গেল পাঁপড়ি দিয়ে উঠাতে হয়। এটিও ভুল কথা।

(৩১) অধিকাংশ মানুষের ধারণা যে, কুকুর কাঁদলে বালা-মুসিবত ছড়ায়। এটা ভুল কথা।

(৩২) যদি বাড়িতে কাক ডাকে তবে মহিলারা বলে যে, অচিরেই মেহমান আসবে। এটি ভুল কথা।

(৩৩) নির্দিষ্ট কোনো কোনো দিন বা তারিখে সফর করাকে সাধারণ মানুষ ভাল বা মন্দ বলে ধারণা করে। এটিও বাতিল ধারণা।

(৩৪) সাধারণের মাঝে রেওয়ায আছে জুম'আর খুৎবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম শুনলে জোরে জোরে দরুদ পাঠ করা। এভাবে জোরে দরুদ পাঠ না-জায়েয। মনে মনে দরুদ পাঠ করবে, মৃদু শব্দেও পড়বে না।

(৩৫) নতুন মুসলমানকে জোলাপ দিতে হবে, নতুবা সে পবিত্র হবেনা। এটি ভুল কথা।

(৩৬) প্রচলিত আছে, যে ব্যক্তি জবাই করে তার গোনাহ ক্ষমা হয় না। এটিও ভিত্তিহীন ভ্রান্ত কথা।

(৩৭) কিছু মানুষ সালাম দেওয়ার সময় কপালে হাত রাখে অথবা সামান্য ঝুকে যায় এবং মুসাফাহা করার সময় বুকে হাত রাখে (মুসাফাহা করার পরে হাতটি বুকে রাখে)। এগুলি সব শরীয়ত বিরোধী কাজ।

(৩৮) প্রচলিত আছে যে, রাতে ঝাড়ু দেওয়া, ফুঁক না দিয়ে বাতি নিভানো এবং চুল আঁচড়ানো নিষিদ্ধ। এ সব ভ্রান্ত কথা।

(৩৯) প্রসিদ্ধ আছে যে, পীর তার মুরীদ ও মুরীদার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেনা । এটা ভুল।

(৪১) বলা হয় যে, কুরআন শরীফ কিছু কিছু স্থান (মাঝে না থেমে) মিলিয়ে পড়লে কাফির হয়ে যায় এবং সুরা ফাতিহার কিছু অক্ষর (আগের শব্দে সাথে) মিলালে শয়তানের নাম হয়ে যায়। এও ভিত্তিহীন কথা। অবশ্য তাজবীদের খেলাফ হলে গুনাহগার হবে, কিন্তু কাফির হয়ে যাওয়া এবং শয়তানের নাম বানানো বাড়াবাড়ি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: জনাব মৌলভী এনায়েতুল্লাহ সাহেবের লেখা বই 'গলত মাসায়েল' (বাংলা)। এর মধ্যে অনেক ভিত্তিহীন মাসায়েল সংকলন করা হয়েছে । পাঠকগণ অবশ্য অবশ্যই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন।

উপসংহার:

জাল হাদীস বিষয়ক কতিপয় জ্ঞাতব্য

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী গ্রন্থের শেষে ইলম হাদীস ও জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূল্যবান তথ্য অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

২. ৭. ১. জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রকারভেদ

যে সকল রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনার মধ্যে জাল, মিথ্যা ও উল্টাপাল্টা হাদীস পাওয়া যায় তাদের বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) এক শ্রেণীর রাবী বেশি করে যুহদ বা দরবেশির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ফলে নিয়মিত হাদীস মুখস্থ রাখা ও চর্চা করা থেকে বেখেয়াল হয়ে যান। আবার কেউ কেউ নিজের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেন। ফলে হাদীস বর্ণনার সময় নিজের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে মুখস্থ হাদীস বলতে হয়েছে। এতে তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক হয়েছে।

(২) আরেক শ্রেণীর রাবী মূলত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও নিভূল বর্ণনার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে বার্ধক্যজনিত স্মৃতিহ্রাসে আক্রান্ত হন। যে কারণে শেষ জীবনে উল্টাপাল্টা যা-তা বর্ণনা করেছেন।

(৩) আরেক শ্রেণীর রাবী ভুলবশত এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা প্রকৃত পক্ষে ঠিক নয়। এরপর যখন তাকে সঠিক বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং নিজের ভুল বুঝতেও পেরেছেন তখন লজ্জা বা আত্মসম্মান বশত নিজের ভুল স্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছেন, ফলে মিথ্যা বা ভুল হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত রয়ে গিয়েছেন।

(৪) আরেক শ্রেণীর রাবী মূলত যিন্দীক বা বর্ণচোরা ধর্মবিদ্বেষী ছিল। তারা পবিত্র শরীয়তকে কলঙ্কিত করার মানসে, ধর্ম নিয়ে উপহাস করার জন্য এবং ধর্মবিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি কররার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে জাল হাদীস তৈরি করেছে। এদের মধ্যে অনেক যিন্দীক এমনও ছিল যে, তার নিজের উস্তাদ বা আত্মীয় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের পাণ্ডুলিপির মধ্যে গোপনে কিছু জাল হাদীস লিখে রাখত, যেগুলি মূলত উক্ত উস্তাদের বর্ণিত হাদীস নয়।

(৫) আরেক শ্রেণীর মানুষ নিজের মাযহাব বা মতামতের সমর্থনে জাল হাদীস তৈরি করত।

(৬) আরেক শ্রেণীর রাবী জান্নাতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক করতে- ধর্মপালনে উৎসাহ দিয়ে-

অনেক জাল হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছে।

(৭) আরেক শ্রেণীর মানুষ প্রচলিত কোনো সুন্দর বা আকর্ষণীয় কথার জন্য একটি জাল সনদ তৈরি করে কথাটিকে হাদীস বানিয়ে দিয়েছে।

(৮) আরেক শ্রেণীর মানুষ রাজা-বাদশা বা শাসক-প্রশাসকদের নৈকট্য লাভ বা সুবিধা লাভের জন্য মিথ্যা হাদীস জাল করেছে।

(৯) গল্পকার ওয়ায়িয শ্রেণী। এরা শ্রোতাদেরকে বিস্মিত করতে এবং শ্রোতাদের হৃদয় মাতিয়ে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার মানসে হৃদয়-কাড়া মনোমুগ্ধকর কথাবার্তা হাদীসের নামে বানিয়ে বলত এবং এরূপ জালিয়াতি জায়েয বা বৈধ মনে করত।

২. ৭. ২. হাদীস বা মাসআলা উদ্ধৃতির মূলনীতি

মোল্লা আলী কারী বলেন, একটি মূলনীতি হলো, সুপ্রসিদ্ধ, সুপ্রচলিত ও সর্বজন বিদিত গ্রন্থাদি ছাড়া কোনো গ্রন্থ থেকে হাদীস, আয়াতে কুরআনীর তাফসীর বা ফিকহী মাসআলা অনুলিপি করা বা উদ্ধৃত করা জায়েয নয়। এরূপ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বাইরে অপ্রচলিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করা যায় না। এর কারণ হলো, অপ্রচলিত গ্রন্থাদির লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যিন্দীক বা বর্ণচোরা ধর্মবিদ্বেষীদের হাতসাফাইয়ের বা সংযোজন বিয়োজনের ভয় থাকে। পক্ষান্তরে সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির অনেক পাণ্ডুলিপি ও অনুলিপি থাকার কারণে এগুলির মধ্যে তারা সংযোজন-বিয়োজন বা বিকৃতি করতে পারে না। (কবীর)

২. ৭. ৩. ইবনুল জাওযীর গ্রন্থের অবস্থা

ইবনুল জাওযী তার "আল-মাউযূআত" গ্রন্থের মধ্যে অনেক সহীহ, হাসান বা যয়ীফ হাদীসকেও জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য এ গ্রন্থের মতামত সাবধানতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। (লাআলী)

২. ৭. ৪. গ্রন্থকারের হিজায সফর

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর পিতা শাইখুল ইসলাম আমীরুশ শারীয়াহ আল্লামা আবূ বাকর সিদ্দিকীর জীবদ্দশায় ১৩৫১ হিজরী মুতাবেক ১৯৩২ খৃস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য হিজায সফরে গমন করেন। তাঁর হিজায সফরের আকর্ষণীয় বর্ণনা তিনি এ গ্রন্থের শেষে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থকারের জীবনী প্রসঙ্গে আমরা এ সফরের কিছু বিষয় উল্লেখ করেছি।

২. ৭. ৫. গ্রন্থকারের অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

এরপর গ্রন্থকার তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে ছয়টি গ্রন্থের নাম, বিবরণ ও মূল্য উল্লেখ করে একটি তালিকা পেশ করেছেন। এ তালিকাটি আমরা প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকারের জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

২. ৭. ৬. শেষ নিবেদন

গ্রন্থের একেবারে শেষে গ্রন্থকার আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী "নিবেদন" নামে নিম্নের নিবেদনটি লিখেছেন:

"পাঠকদের সমীপে এ গোনাহগারের নিবেদন এই যে, ভাল দুআর সাথে স্মরণ করবেন, যেন আল্লাহ এ ব্যক্তির গোনাহগুলি ক্ষমা করে দেন। আর মানবীয় দুর্বলতার কারণে যদি কোনো ভুল পাওয়া যায়, অথবা কোনো হাদীস মাউযূ (জাল) নয় বলে সন্দেহ হয়, তবে সনদ-সহ হাদীসটি অনুলিপি করে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন; যেন রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থাদির আলোকে সে বিষয়ে তাহকীক বা গবেষণা করা যায়। যদি প্রকৃতই সে হাদীসটি কোনো প্রকারের হাদীস বলে প্রমাণিত হয় তবে দ্বিতীয় মুদ্রণে সে হাদীসটি বাদ দেওয়া হবে। শুধু কিতাবের বরাত দেওয়া যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, অমুক গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যদি কোনো গ্রন্থ ইলম হাদীসের ভাল গ্রন্থ হয়, সে গ্রন্থে জাল হাদীসের আধিক্য না থাকে এবং সে গ্রন্থের লেখকও ভাল হন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

শেষ। ফুরফুরা শরীফ রবীউস সানী মাস, ১৩৪৮ হি (সেপ্টেম্বর ১৯২৯খৃ)

তৃতীয় অধ্যায়

আবু জাফর সিদ্দিকীর আল-মাউযূআত: পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ: মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা উপস্থাপন

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা শেষ করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা এ গ্রন্থটির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে চাই। চারটি পরিচ্ছেদে এ মূল্যবান গ্রন্থটির পর্যালোচনা করব। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা আল্লামা আবু জাফর কর্তৃক জাল হাদীস বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা উপস্থাপনের বিষয়টি আলোচনা করব।

জাল হাদীস চিহ্নিত করতে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন বাক্য, শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এগুলির সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে অনেকেই মুহাদ্দিসদের অভিমত ভুল বুঝেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী সর্বপ্রথম বঙ্গদেশীয় আলিম ও তালিব ইলমদেরকে এ সকল পরিভাষার সাথে সরাসরি পরিচিত করেন। এ সকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে:

৩. ১. ১. জাল (موضوع), মিথ্যা (كذب)

কোনো হাদীসকে মিথ্যা, জাল বা বানোয়াট বলে চিহ্নিত করতে মুহাদ্দিসগণের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও পরিচিত পরিভাষা হাদীসটিকে "জাল" বলে উল্লেখ করা। "জাল" কথাটিকে আমরা আরবী "মাউযূ" বা "মাউদূ" (موضوع) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গণ্য করছি। মাউযূ বা "জাল" শব্দের অর্থ আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, মাউযূ বা জাল শব্দের আরেকটি প্রতিশব্দ "মিথ্যা"(كذب) । কোনো হাদীসকে "মাউযূ", "জাল" বা "মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করার অর্থ হলো সে হাদীসটিকে বানোয়াট, মিথ্যা বা ভিত্তিহীন বলে নিশ্চিত করা।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করে প্রতিটি হাদীসের বিষয়ে সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। (موضوع) বা জাল শব্দটিই তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন। যেমন বলেছেন: (حديث مذكوره موضوع هي) উল্লেখিত হাদীসটি জাল, (موضوع باتفاق العلماء), আলিমদের ঐকমত্যে হাদীসটি জাল, (يه حديث موضوع هي): এ হাদীসটি জাল.... ইত্যাদি।

কখনো কখনো তিনি বলেছেন জাল বুঝাতে "মিথ্যা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন বলেছেন: (يه حديث سراسر كذب هي) এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা, (يه حديث سراسر كذب أور لغو هي) এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা ও ফালতু কথা, (يه به ظاهر جهوت هي): "এ সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা, (يه حديث سراسر جهوت وكذب هي): এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা ও অসত্য, (ديهكو كيسي جهوت حديث هي): দেখুন কেমন মিথ্যা হাদীস!, (يه حديث سراسر كذب أور موضوع هي) এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা ও জাল। ... ইত্যাদি।

অনেক সাধারণ মুসলিম মনে করেন, হাদীস অর্থ রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা, আর তাঁর কথাকে মিথ্যা বলা কিভাবে জায়েয হয়! এ ধারণা অজ্ঞতার ফল। ইসলামী পরিভাষায় "হাদীস" অর্থ "রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে কথিত কথা, কাজ, কর্ম বা অনুমোদন"। তাঁর নামে কথিত কথাটি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হলে তা "সহীহ হাদীস", মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে "হাসান" হাদীস, তাঁর কথা বলে প্রমাণিত নয়, বরং তাঁর কথা না বলে বাহ্যত মনে হয় এরূপ হাদীস "যয়ীফ হাদীস" এবং তাঁর নামে কথিত কিন্তু তাঁর কথা নয় বলে প্রমাণিত কথা "মিথ্যা হাদীস" বা "জাল হাদীস"।

৩. ১. ২. বাতিল (باطل)

কোনো হাদীসকে জাল বা মিথ্যা বুঝাতে উপরের শব্দদ্বয় (জাল, মিথ্যা) ছাড়াও মুহাদ্দিসগণের আরো অনেক পরিভাষা রয়েছে। এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমি পাঠককে **"হাদীসের নামে জালিয়াতি"** গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। এ সকল পরিভাষার অন্যতম হলো "বাতিল"। অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা হাদীসকে 'মাউযূ' বা জাল না বলে 'বাতিল' বলেন। বিশেষত, অনেক মুহাদ্দিস রাবীর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার বিষয়ে নিশ্চিত না হলে হাদীসকে 'মাউযূ' বলতে চান না। এ ক্ষেত্রে তারা 'বাতিল' শব্দ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল, তবে রাবী ইচ্ছা করে তা জাল করেছে, না অনিচ্ছাকৃত অসত্য বলেছে তা নিশ্চিত নয়।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী (রাহ) অনেক সময় এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। যেমন (يه بالكل باطل هي): এ বিলকুল বাতিল কথা, (يه حدث باطل أور لغو هي) এ হাদীসটি বাতিল ও ফালতু কথা, (يه حديث باطل هي) এ হাদীসটি বাতিল.... ইত্যাদি।

৩. ১. ৩. মুনকার (منكر)

(منكر) 'মুনকার' অর্থ 'অস্বীকারকৃত', 'আপত্তিকৃত' বা 'গর্হিত'। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অর্থে রাবী এবং হাদীসকে 'মুনকার' বলেছেন। সাধারণত 'অত্যন্ত দুর্বল' অর্থে মুনকার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কেউ কেউ জাল ও বাতিল অর্থে মুনাকর শব্দটি ব্যবহার করেন। যেমন (حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ ، كَحُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ) "একজনের বিষয়ে আমার বিধান সকলের উপরে আমার বিধানের মতই"-এ কথাটি একটি সনদবিহীন জাল হাদীস। এ সম্পর্কে বিভিন্ন আলিমের অভিমত উদ্ধৃত করে আল্লামা আবু জাফর বলেছেন: "ইরাকী বলেন, এ হাদীসের কোনো সূত্র বা ভিত্তি নেই। মুযনী এবং যাহাবী হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। যারকাশী বলেছেন, এ হাদীস অপরিজ্ঞাত।..."

এখানে আমরা দেখছি যে, হাদীসটিকে জাল বুঝাতে ইরাকী একে "অস্তিত্বহীন" বা "ভিত্তিহীন" বলেছেন এবং যাহাবী "মুনকার" বলেছেন।

আল্লামা আবু জাফর হাদীসকে জাল বুঝাতে কখনো কখনো "মুনকার" শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: (يه حديث منكر وباطل هي): "এ হাদীস মুনকার ও বাতিল", (يه حديث منكر هي): "এ হাদীসটি মুনকার", (يه حديث باطل ومنكر هي) "এ হাদীসটি বাতিল ও মুনকার".... ইত্যাদি।

৩. ১. ৪. ভিত্তিহীন (لا أصل له), হাদীস নয় (ليس بحديث)

মুহাদ্দিসগণ জাল ও মিথ্যা হাদীস বুঝাতে অনেক সময় বলেন (لا أصل له), (ليس له أصل) অর্থাৎ এর কোনো অস্তিত্ব, সূত্র বা ভিত্তি নেই। কখনো বা তারা বলেন: (ليس بحديث) অর্থাৎ এটি হাদীস নয়।

"অস্তিত্বহীন" বা "ভিত্তিহীন" বলতে তাঁরা সাধারণভাবে বুঝান যে, এ হাদীসটি জনমুখে প্রচলিত একটি সনদ বিহীন বাক্য মাত্র, এর সহীহ, যয়ীফ বা মাউদূ কোনো প্রকারের কোনো সনদ বা সূত্র নেই এবং কোনো গ্রন্থে তা সনদ-সহ পাওয়া যায় না। এ অর্থেই তারা বলেন, "এটি হাদীস নয়।" আবার কখনো কখনো জাল বা বাতিল সনদের হাদীসকেও তাঁরা এভাবে 'এর কোনো ভিত্তি নেই', 'ভিত্তিহীন বা 'অস্তিত্বহীন' বলে আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা আবু জাফর এ পরিভাষাগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি সাধারণত প্রথম অর্থে তা ব্যবহার করেছেন। যেমন এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উদ্ধৃত "সমূদ্রের মধ্যে পৃথিবী হলো ভূপৃষ্ঠের মধ্যে একটি আস্তাবলের মত"-হাদীসটির বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি বলেন: (يه حديث سراسر بي أصل هي): "এ হাদীসটি একেবারে ভিত্তিহীন...।" অর্থাৎ এ কথাটি কোনো সনদে কোথাও বর্ণিত হয় নি বা কোনো গ্রন্থে সনদ-সহ সংকলিত হয় নি।

অনুরূপভাবে তাফতাযানীর শারহুল আকায়িদ গ্রন্থে উদ্ধৃত (আলিম বা তালিবে ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহ সে গ্রাম বা মহল্লার গোরস্থানের আযাব ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন)-হাদীসটির বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি বলেন: (... حديث مذكوره بي أصل هي): "উল্লেখিত হাদীসটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন..." অর্থাৎ কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ কথাটি হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি বা কোথাও সংকলিত হয় নি। হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্বই নেই।

এ অর্থে তিনি অনেক সময় "হাদীস নয়" পরিভাষাটিও ব্যবহার করেছেন। যেমন (ক্রেতাকে সাহায্য কর) কথাটি সম্পর্কে মন্তব্যে তিনি বলেন: (اس لفظ كا حديث وارد نهي، يه بي أصل هي): " এরূপ কোনো কথা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। এ টি ভিত্তিহীন কথা"। (মানুষের মধ্যে যার আকল বা বুদ্ধি বেশী সেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ) কথাটির বিষয়ে বলেন: (يه حديث نهي، موضوع هي): " এটি হাদীস নয়, জাল কথা"। (দুই দুর্বল এক শক্তিশালীর উপর জয়লাভ করে) হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: (يه حديث نهي هين): "এটি হাদীস নয়"।

কখনো কখনো "অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন" বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে, কোনো নির্ভর করার মত সহীহ বা যয়ীফ সনদ নেই। হাদীসটি যদিও সনদ-সহ বর্ণিত হয়েছে, তবে সনদটি সুস্পষ্ট জাল ও বানোয়াট হওয়ার কারণে তাকে "ভিত্তি" বা "অস্তিত্ব" হিসেবে গণ্য করা যায় না। যেমন (মেহমানদারি করা তাবুবাসী বেদুঈনদের উপর দায়িত্ব; গ্রাম-শহরবাসীদের জন্য দায়িত্ব নয়)- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: (يه حديث بي أصل هي): "এ হাদীসটি অস্তিত্বহীন ভিত্তিহীন"। লক্ষণীয় যে, এ হাদীসটি জাল হলেও সনদ-বিহীন নয়। ইবনু আদী আল-কামিল গ্রন্থে এবং কুদায়ী তার মুসনাদুশ শিহাব গ্রন্থে ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ নামক একজন জালিয়াত রাবীর সূত্রে সংকলন করেছেন। সুয়ূতী তাঁর জামি সগীর গ্রন্থে ও মুত্তাকী হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল গ্রন্থে কুদায়ীর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। দারাকতুনী, ইবনু আদী, যাহাবী, ইবনু হাজার, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ নামক এ ব্যক্তিকে মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। এজন্য হাদীসটির সনদ থাকলেও সুস্পষ্ট জাল হওয়ার কারণে না থাকারই সমান। এ অর্থে আল্লামা আবু জাফর একে "অস্তিত্বহীন বা ভিত্তিহীন" বলে উল্লেখ করেছেন।[২০২]

মুহাদ্দিসদের অনুরূপ মন্তব্য আমরা দেখতে পাই ইবনু মাজাহ সংকলিত (রাতে যার সালাত বেশি হবে দিনে তার মুখমণ্ডল সুন্দর হবে)- হাদীসটি প্রসঙ্গে। এ হাদীস প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন:

عقيلي كهتي هين يه حديث باطل هي، اس كا كوئي أصل نهي .... أور مقاصد مين اس حديث كو بي أصل كركي ذكر كئي هين...

“উকাইলী বলেন, হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। .... এছাড়া আল-মাকাসিদ আল-হাসানা গ্রন্থে এ হাদীসকে ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ....”।

এ হাদীসটি ইবনু মাজাহ সনদ-সহ সংকলন করেছেন। কিন্তু সনদটির জাল হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের কারণে এ সকল মুহাদ্দিস একে ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ হাদীসটির বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখব, ইনশা আল্লাহ।

১. ৩. ৫. কোথাও পাইনি, অপরিচিত (لم أجد، لا يعرف، غريب)

ভিত্তিহীন বা অস্তিত্বহীন কথার আরেকটি প্রতিশব্দ “অজানা” বা অপরিচিত। যে সকল মুহাদ্দিস তাঁদের জীবন হাদীস সংগ্রহ, অনুসন্ধান, যাচাই ও নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কেউ যদি বলেন, এই হাদীসটি আমি চিনি না, জানি না, কোথাও দেখি নি, কোথাও পাই নি, পরিচিত নয়..., তবে তাঁর কথাটি প্রমাণ করবে যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীস সংকলিত হয়ে যাওয়ার পরে, কোনো প্রচলিত বাক্য যদি সকল প্রকারের অনুসন্ধানের পরেও কোনো গ্রন্থে সনদ-সহ না পাওয়া যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে, কথাটি জাল, বাতিল ও ভিত্তিহীন। কুরআন ও হাদীসের সংরক্ষণে আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী এবং হাদীস শিক্ষা, সংকলন, সংরক্ষণ ও প্রচারে মুসলিম উম্মাহর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা আছে তিনি এ বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

এজন্য জাল হাদীস বুঝাতে অতি-পরিচিত পরিভাষাগুলির অন্যতম: এ হাদীস আমি জানি না, আমার জানা নেই, কোথাও পাওয়া যায় না, আমি কোথাও পাই নি, এরূপ কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি, এর সনদ আমার জানা নেই, কোনো হাদীসের গ্রন্থে তা সংকলিত হয় নি, হাদীসটি অজ্ঞাত (لم أجده، لم أعرفه، لا يوجد، لا يعرف، لم يرد، لا أعرف له إسنادا...) ... ইত্যাদি।

যে সকল কথা “হাদীস” নামে সনদ ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা লোকমুখে প্রচলিত হয়েছে সেগুলির বিষয়ে তাঁরা এ সকল পরিভাষা ব্যবহার করেন। অর্থৎ এ কথাটি “হাদীস” হিসেবে অমুক বা তমুক গ্রন্থে উল্লেখ করা হলেও বা লোক মুখে প্রচলিত হলেও কোনো গ্রন্থে তা সনদ-সহ হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত বা সংকলন করা হয় নি।

এ অর্থে কেউ কেউ গরীব (غريب) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গরীব অর্থ (strange/alien): অপরিচিত, অশ্রুতপূর্ব, বিস্ময়কর, পরদেশী... ইত্যাদি। সাধারণত একক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস বুঝাতে “গরীব” পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। এ পরিভাষা অনুসারে গরীব হাদীস সহীহ হতে পারে, যয়ীফও হতে পারে। তবে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীস বলে কথিত সনদবিহীন কথাকে “গরীব” (غريب) বা গরীব জিদ্দান (غريب جدا) অর্থাৎ “অপরিচিত” বা “খুবই অপরিচিত” বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস যে হাদীসের বিষয়ে বলেছেন ‘জানি না, ভিত্তিহীন...’, সেগুলির বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, ‘গরীব’ বা ‘গরীবুন জিদ্দান’ অর্থাৎ অপরিচিত বা অত্যন্ত অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস এভাবে এ পরিভাষাটি কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটি বেশি ব্যবহার করেছেন ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফাকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুলাহ ইবনু ইউসূফ যাইলায়ী (৭৬২হি)।[২০৩]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল হাদীস বিষয়ক এ সকল পরিভাষার সাথে আমাদেরকে পরিচিত করেছেন এবং আমাদের অজ্ঞতা দূর করেছেন। তিনি জাল হাদীস চিহ্নিত করতে ‘জানি না, জানা নেই, কোথাও পাওয়া যায় না, কোথাও পাই নি, এর সনদ আমার জানা নেই, অজ্ঞাত’ ইত্যাদি পরিভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন: (عسقلاني فرماتي هين يه حديث كركي مجهي معلوم نهي...): “আসকালানী বলেছেন, এ কথাটি হাদীস বলে আমার জানা নেই”, (زركشي كهتي هين اس حديث كي سند مجهي معلوم نهي): “যারাকশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই”, (ابن دبيع ني كها اس طرح كا لفظ كهين وارد نهي هي): “ইবনু দাবী বলেছেন, এ কথা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি”, (ابن همام كهتي هين اس حديث كا أصل معلوم نهي), “ইবনুল হুমাম বলেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি জানা যায় না”, (إمام سخاوي فرماتي هين مجهي اس حديث كي سند معلوم نهي): “ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ আমার জানা নেই”, (سخاوي فرماتي هين اس طرح كا حديث مجهي معلوم نهي): “সাখাবী বলেন, এরূপ কোনো হাদীস আমার জানা নেই”, (إمام نووي تهذيب مين فرماتي هين كه اس طرح كي كوئي حديث نبي ﷺ سي ثابت نهي هي...): “ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে বলেন, এরূপ কোনো হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি”, (ابن حجر عسقلاني لم أقف عليه كهتي هين): “ইবনুহাজার আসকালানী বলেন, আমি এ হাদীস কোথাও দেখি নি”..... (مختصر مين هين كه يه حديث كهين نهي بايا كيا): “মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীস কোথাও পাওয়া যায় নি”..... ইত্যাদি।

৩. ১. ৬ সনদের মধ্যে জালিয়াত বিদ্যমান

আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীসের সবচেয়ে সহজ পরিচিতি: “যে হাদীসের সনদে জালিয়াত বিদ্যমান” তাই জাল হাদীস। অর্থাৎ যে হাদীস শুধু একজন জালিয়াত বর্ণনা করেছে, অন্য কোনো সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত হয় নি সে হাদীসটি জাল বলে চিহ্নিত। আর এজন্য অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ কোনো হাদীসকে জাল বুঝাতে সে হাদীসের সনদে বিদ্যমান জালিয়াত রাবীর কথা উল্লেখ করেন। আলামা আবু জাফর অনেক সময় হাদীসকে জাল বুঝাতে সনদের রাবীর জালিয়াতির কথা উল্লেখ করেছেন। এজন্য তিনি মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

৩. ১. ৬. ১. মিথ্যাবাদী, জালিয়াত, অভিযুক্ত

কোনো রাবীকে জালিয়াত বলে চিহ্নিত করতে সাধারণত মুহাদ্দিসগণ তাকে (واضع/يضع) "জালিয়াত/জাল করে", (وضاع) মহাজালিয়াত, (كذاب) মহামিথ্যাবাদী, (دجال) দাজ্জাল/ মহাপ্রতারক (متهم) অভিযুক্ত বা জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেন। এগুলি সরাসরি মিথ্যাবাদিতা বা জালিয়াতি বুঝায়। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী অধিকাংশ সময় এ জাতীয় পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন (اس حديث كي سندون مين فضل بن عيسى كذاب هي): "এ হাদীসের সনদগুলির মধ্যে ফদল ইবনু ঈসা নামক মিথ্যাবাদী বিদ্যমান...", (إس حديث كي سندون مين عمر بن صبيح واضعين حديث مين سي هي) "এ হাদীসের সনদের মধ্যে উমার ইবনু সুবহ নামক একজন জালিয়াত বর্ণনাকারী রয়েছে...", (إس حديث كي سندون مين كذاب هي): "এ হাদীসের সনদগুলির মধ্যে মহা-মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে.." .... ইত্যাদি।

৩. ১. ৬. ২. আপদ, মুসীবত (آفة/مصيبة)

জালিয়াতি বুঝাতে মহাদ্দিসগণের একটি সুপরিচিত পরিভাষা (آفة/مصيبة) অথাৎ আপদ, বিপদ, মুসীবত। তাঁরা অনেক সময় কোনো হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করতে যেয়ে বলেন: "এ হাদীসের আপদ বা বিপদ অমুক, এ হাদীসটি অমুকের মুসীবতগুলির একটি....।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ পুস্তকে মাঝে মাঝে এ পরিভাষাগুলি ব্যবহার করে এদেশের আলিম, তালিব ইলম ও পাঠকদেরকে এ পরিভাষার সাথে পরিচিত করেছেন। যেমন (اس حديث كي آفت ظليم هي، يا رقي هي جو اس حديث كي سند مين هي) "এ হাদীসের বিপদ এর সনদে বিদ্যমান যালীম অথবা আর-রুক্কী", (اس كي آفة مطر هي): "এ হাদীসের বিপদ মাতার...", (يه حديث ضحاك بن حمزه كي مصائب سي هي): "এ হাদীসটি দাহ্‌হাক ইবনু হামযার মুসীবতগুলির একটি...."।

৩. ১. ৬. ৩. মুনকার (منكر), মাতরূক (متروك)

উপরের পরিভাষাগুলির পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণ রাবীর জালিয়াতি বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে (منكر) মুনকার বা আপত্তিকর/ আপত্তিকৃত ও (متروك) পরিত্যক্ত।

আমরা দেখেছি যে, 'অত্যন্ত দুর্বল' অর্থে এবং কখনো কখনো "জাল" অর্থে হাদীসকে মুনকার বলা হয়। হাদীসের পাশাপাশি রাবীকেও মুহাদ্দিসগণ 'মুনকার' বা 'মুনকারুল হাদীস' বলে আখ্যায়িত করেন। অনেকে অত্যন্ত দুর্বল রাবীকে 'মুনকার' বলেছেন। কেউ কেউ মিথ্যাবাদী রাবীকে 'মুনকার' বলেছেন। বিশেষত, ইমাম বুখারী রাবীগণের ত্রুটি উল্লেখের বিষয়ে অত্যন্ত 'নরম' শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি সরাসরি কাউকে 'মিথ্যাবাদী' বলে উল্লেখ করেন নি। বরং অন্য মুহাদ্দিসগণ যাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, তিনি তার ক্ষেত্রে 'মুনকার' বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রচলিত আরেকটি পরিভাষা: "মাতরূক", অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত' বা 'পরিত্যাজ্য'। সাধারণত মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল রাবীকে 'পরিত্যক্ত' বলেন। তবে ইমাম বুখারী, নাসাঈ, দারাকুতনী ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী রাবীকে 'মাতরূক' বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষত ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ কাউকে 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত বলার অর্থই হলো যে, তাঁরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করছেন। অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসগণ যদি বলেন যে 'অমুকের হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়' তাহলেও তার মিথ্যাচারিতা বুঝা যায়। এতেও বুঝা যায় যে সে পরিত্যক্ত।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর বক্তব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে এ সকল পরিভাষা পাওয়া যায়। যেমন: (اللآلي مين إس حديث كو موضوع كها كيا هي أور صالح أور فرات أس كي سند مين متروك هين) " লাআলী গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান সালিহ এবং ফুরাত নামের দু ব্যক্তি মাতরূক বা পরিত্যক্ত.." (إس حديث كي سند مين مسعده بن صدقة هي، دارقطني أس كو متروك كهتي هي...) " এ হাদীসের সনদে মাসআদা ইবনু সাদাকাহ নামক ব্যক্তি রয়েছে। দারাকুতনী এ ব্যক্তিকে 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত বলেছেন....", (إس حديث كو عمر بن يحيى شعبه سي روايت كيا، أبو نعيم ني كها كه وه متروك هي....) : "এ হাদীসটি উমার ইবনু ইয়াহইয়া নামক এর রাবী শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেন। আবূ নুআইম বলেন, উমার নামক এ ব্যক্তি মাতরূকুল হাদীস বা তার হাদীস পরিত্যক্ত ...", (إس حديث كي سند مين أبو إسحاق شيخ حجازي هي، يه موسى بن أبي عائشة سي مناكير روايت كيا....): "এ হাদীসের সনদে আবূ ইসহাক নামক এক হেজাযী শাইখ রয়েছেন, যিনি মূসা ইবনু আবী আয়েশা নামক মুহাদ্দিসের নামে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন ...", (اللآلي مين هي كه يه حديث موضوع هي، أور عقيلي بي أصل كهتي، أور إس كي سند مين عبد الملك هي، يه صاحب المناكير هي...): "লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি জাল। উকাইলী হাদীসটিকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের সনদে আব্দুল মালিক নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান, যে অনেক মুনকার বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছে..." ইত্যাদি।

৩. ১. ৬. ৪. অজ্ঞাতপরিচয় (مجهول)

যদি কোনো রাবীর নাম একটি সনদে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় কোনো সূত্র থেকে তার নাম, অস্তিত্ব বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে মুহাদ্দিসগণ মাজহূল (مجهول) অর্থাৎ অজ্ঞাত পরিচয় বা অপরিচিত বলে আখ্যায়িত করেন। সাধারণভাবে সনদের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী থাকলে সে হাদীসকে সরাসরি "জাল" বলা হয় না; বরং দুর্বল বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে অর্থ, বর্ণনাভঙ্গি বা আনুষঙ্গিক প্রমাণের ভিত্তিতে অনেক সময় বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকেও জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর আলোচনায় আমরা এর নমুনা দেখতে পাই। যেমন ৭৩ নং জাল হাদীসটির বিষয়ে তিনি

বলেন:

إس باطل حديث كو أبو ذكوان ني حارث سي بسنده روايت كيا، أبو ذكوان كي متعلق محدثين نكره لا يعرف كهتي هين

"এ বাতিল হাদীসটি আবু যাকওয়ান নামক একব্যক্তি হারিস থেকে তার সনদে বর্ণনা করেন। আবু যাকওয়ান নামক এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, সে অচেনা ও অজ্ঞাতপরিচয় বর্ণনাকারী।"

৩২০ নং জাল হাদীসের বিষয়ে মন্তব্যে তিনি বলেন:

ابن جوزي ني إس كو بسنده ابن عباس سي مرفوعاً إخراج كيا أور موضوع كها، إس كا أكثر روايت كرنيوالا مجاهيل هي. نيز اللآلي مين بهي إس كو موضوع لكها هي

"এ হাদীসটি ইবনুল জাওযী সনদ-সহ ইবনু আব্বাসের (রা) মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটি জাল। এর সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাত পরিচয়। উপরন্তু আল-লাআলী গ্রন্থেও এ হাদীসটিকে জাল বলা হয়েছে।"

৩২৩ নং জাল হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন:

اللآلي المصنوعه مين هي كه يه حديث موضوع هي أور إس حديث كو ابن جوزي ني إخراج كيا ونيز فرمايا كه إسكي سند مين مجاهيل هي

"আল-লাআলী আল-মাসনূআহ গ্রন্থে আছে যে, এ হাদীসটি জাল। এ হাদীসটি ইবনুল জাওযী সনদ-সহ উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদে অজ্ঞাতপরিচয় রাবীগণ বিদ্যমান।"

৪০৮ নং জাল হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

إس باطل حديث كو قاسم بن نصر السامري الطباخ ني روايت كي، محدثين اس كي متعلق لا يعرف كهتي هي.

"এ বাতিল হাদীসটি কাসিম ইবনু নাসর আস-সামিরী আত-তাব্বাখ বর্ণনা করেছে। মুহাদ্দিসগণ তাকে অজ্ঞাতপরিচয় বলে উল্লেখ করেছেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ
নির্বাচিত ব্যক্তি ও গ্রন্থাবলি

এ গ্রন্থের পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর ব্যাপক অধ্যয়নের ফসল এ গ্রন্থটি। হাদীস, উলূমুল হাদীস, ইলমুর রিজাল, জারহ ওয়া তা'দীল, মাউযূআত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার ভিত্তিতেই এ গ্রন্থটি রচনা করেন তিনি। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, তাঁর সময়কার ভারতীয় বা বঙ্গীয় দীনী লেখকদের মধ্যে তথ্যসূত্র প্রদানের তেমন কোনো রীতি ছিল না। কিন্তু তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রাচীন মুহাদ্দিসগণের রীতিতে তথ্যসূত্র প্রদানের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি গ্রন্থের শুরুতে একবার তাঁর নির্বাচিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি তার লেখনির মধ্যে সর্বদা তথ্যের উৎস ও সূত্র উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ও বিশেষত বঙ্গীয় ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার ইতিহাসে এ একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

স্বভাবতই একজন গবেষক অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়নের পরেই এরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। তবে সাধারণত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যক্তি বা গ্রন্থের নাম কেউ লিখেন না। যে সকল গ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয় বা বেশি নির্ভর করা হয় তাদের নাম উল্লেখ করাই সাধারণ রীতি।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থ পাঠ করলেও একই চিত্র দেখা যায়। পাঠক বুঝতে পারেন যে, প্রাসঙ্গিক অসংখ্য গ্রন্থ তিনি পাঠ করলেও কেবলমাত্র যে সকল ব্যক্তি ও গ্রন্থের উপর বেশি নির্ভর করেছেন এবং সরাসরি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন সেগুলিরই তিনি নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন বলে নিজে উল্লেখ করেছেন এবং যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন সে সকল ব্যক্তি ও গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। উল্লেখিত আলিমগণের মৃত্যু সনের ক্রম অনুসারে আমরা তাঁদের উল্লেখ করব, যেন পাঠক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণকে চিনতে পারেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থের সংক্ষেপ পরিসরেও তাঁর উল্লেখিত জাল হাদীসগুলি সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর সুপ্রসিদ্ধ আলিমগণের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। সনদের বর্ণনাকারী (রাবী)-গণের জারহ-তা'দীল বা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা, হাদীসের অর্থ বর্ণনা, হাদীসকে জাল ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি উম্মাহর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ ও আলিমগণের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে যে সকল আলিমের বক্তব্য বারংবার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর উল্লেখিত জাল হাদীসগুলিকে জাল বলে চিহ্নিত করতে যাদের অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩. ২. ১. ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হি/৮৩০-৯১৫খৃ)

ইমাম আবূ আব্দুর রাহমান আহমদ ইবনু শুআইব আন-নাসাঈ তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইলমুল জারহ ওয়াত তাদীলের ইমাম। তাঁর সংকলিত "আস-সুনানুল সুগরা" বা "আল-মুজতাবা" সুনান নাসাঈ নামে প্রসিদ্ধ ও "সিহাহ সিত্তা" নামে খ্যাত ছয়টি গ্রন্থের অন্যতম। দুর্বল ও জালিয়াত রাবীদের বিষয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

আল্লামা আবু জাফর কয়েক স্থানে তাঁর মত উদ্ধৃত করেছেন। যেমন (لا دين لمن لا عقل له): " যার আকল বা বুদ্ধি নেই তার দীন (ধর্ম) নেই" হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য কালে তিনি বলেন: "ইমাম নাসাঈ বলেন, এ হাদীসটি বাতিল ও মুনকার বা আপত্তিকর।" তিনি ইমাম নাসাঈর এ বক্তব্যের তথ্যসূত্র হিসেবে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানীর "লিসানুল মীযান" গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম নাসাঈর ছাত্র চতুর্থ হিজরীর সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আদ-দূলাবী (৩১০ হি) তাঁর "আল-কুনা ওয়াল আসমা" গ্রন্থে ইমাম নাসাঈর সরাসরি সূত্রে এ হাদীসটি সংকলন করে সেখানে ইমাম নাসাঈর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[২০৪]

৩. ২. ২. ইমাম উকাইলী (... - ৩২২ হি/৯৩৪খৃ)

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-উকাইলী আল-মাক্কী চতুর্থ হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীলের ইমাম। দুর্বল, মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত রাবীদের বিষয়ে তাঁর লেখা "আদ-দুআফা" নামক গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি দুর্বল ও জালিয়াত রাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস তাদের দুর্বলতা বা জালিয়াতির নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এজন্য জাল হাদীস বিষয়ে তাঁর মত বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়।

আল্লামা আবু জাফর কয়েক স্থানে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, (مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ...): "রাতে যার সালাত বেশি হবে দিনে তার মুখমণ্ডল সুন্দর হবে"- এ হাদীসটিকে জাল বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখের ভিত্তি হিসাবে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "উকাইলী বলেন, হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই"। আল্লামা আবু জাফর এ হাদীস প্রসঙ্গে অন্যান্য বক্তব্যের তথ্যসূত্র উল্লেখ করলেও উকাইলীর বক্তব্যের তথ্যসূত্র নির্দেশ করেন নি। এ বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই উকাইলীর অভিমতটি উল্লেখ করা হয়েছে। উকাইলী তাঁর "আদ-দুআফা" গ্রন্থে এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাবিত-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এ মতটি ব্যক্ত করেছেন।[২০৫]

(نَهَى ﷺ أَنْ نَقُصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ): "রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন স্ত্রীদের নিকট স্বপ্নের কথা বলতে"-এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার ভিত্তি হিসেবে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি জাল। উকাইলী

হাদীসটিকে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন.. ।”[২০৬]

এভাবে কয়েক স্থানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম আবু জাফর উকাইলীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. ২. ৩. ইমাম ইবনু হিব্বান (... - ৩৫৪হি/৯৬৫খৃ)

ইমাম আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী চতুর্থ হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সহীহ হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা “সহীহ ইবন হিব্বান” নামে সুপরিচিত। হাদীস সংকলন ছাড়াও নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বা রাবীদের বিষয়ে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেন। দুর্বল ও জালিয়াত রাবীদের বিষয়ে তাঁর লেখা “আল-মাজরূহীন” নামক গ্রন্থটি জাল হাদীস চিহ্নিতকরণের জন্য অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী অনেক স্থানেই হাদীসকে জাল গণ্য করার ক্ষেত্রে ইবনু হিব্বানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন (أَكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ): “সবচেয়ে সম্মানিত মাজলিস-বৈঠক যাতে কিবলামুখি হয়ে বসা হয়”- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: “ইবনু হিব্বান বলেছেন, হাদীসটি জাল... ।”

অন্যত্র আশূরার দিবসে আরশ, কুরসী, কলম, জান্নাত, আদম, ... ইত্যাদি সৃষ্টি ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার হাদীসটির (৮১ নং জাল হাদীস) জালিয়াতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন: “এ হাদীসের সনদে হাবীব ইবনু আবী হাবীব আল-খারতাতী আল-মারওয়াযী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে ... হাবীব নামক এ ব্যক্তি একজন জালিয়াত ছিল যে জাল হাদীস রচনা করত। ... ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি এভাবে জাল হাদীস তৈরি করত।” তথ্যসূত্র হিসেবে তিনি ইবনু হাজার আসকালানীর লিসানুল মীযান গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান তাঁর আল-মাজরূহীন গ্রন্থে হাবীব নামক এ ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে এ মত ব্যক্ত করেছেন।[২০৭]

এভাবে অনেক স্থানে আল্লামা আবু জাফর ইবনু হিব্বানের মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ৪. ইমাম ইবনু আদী (২৭৭-৩৬৫হি/ ৮৯০-৯৭৬খৃ)

ইমাম আবূ আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী আল-জুরজানী ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। দুর্বল ও জালিয়াত রাবীদের বিষয়ে তাঁর লিখিত “আল-কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল” গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ। দুর্বল রাবীগণের বিষয়ে ও জাল হাদীসের বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রায়শ উদ্ধৃত করা হয়। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী অনেক স্থানে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। যেমন (الأمناء ثلاثة جبريل وأنا ومعاوية): “আল-আমীন বা আমানতদার বিশ্বস্ত তিন জন: জিবরাঈল, আমি এবং মুআবিয়া”- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: “এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা। হাসান ইবনু উসমান নামে এক ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করেছে, যাকে ইবনু আদী মহা-মিথ্যাবাদী বলেছেন।” ইবনু আদী তাঁর কামিল গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২০৮]

অন্যত্র (مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ...): “যে ব্যক্তি তার মায়ের দু চোখের মাঝে চুম্বন করবে তার চুম্বন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে”- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: “এ হাদীসটি ইবনু আদী ইবনু আব্বাসের (আ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এর সনদ ও মতন উভয়ই মুনকার।” ইবনু আদী তাঁর আল-কামিল গ্রন্থে এ মতটি উল্লেখ করেছেন।[২০৯]

(كان نقش خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله): “সুলাইমান (আ)–এর আংটির নক্‌শা বা খোদিত কথা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”- হাদীসটি বিষয়ে তিনি বলেন: “ইবনু আদী এ হাদীসটি জাবির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এর সনদে শাইখ ইবনু আবী খালিদ নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান, যে ব্যক্তি জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এ হাদীসটিও তার তৈরি বাতিল হাদীসগুলির একটি।” ইবনু আদী কামিল গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২১০]

এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম ইবনু আদীর উপর তাঁর নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. ২. ৫. ইমাম দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫হি/ ৯১৮-৯৯৫খৃ)

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনু উমার দারাকুতনী ৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৮০টিরও অধিক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের সনদ বিচার, বর্ণনাকারী বা রাবীগণের সমালোচনা ও জাল হাদীস বিষয়ে তাঁর অভিমতের উপর নির্ভর করা হয়। আল্লামা আবু জাফর অনেক স্থানে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন।

যেমন (أن النبي كان ينقل ...): “রাসূলুল্লাহ ﷺ উলঙ্গ অবস্থায় কাবা ঘরের পাথর বহন করছিলেন...” হাদীসটির সনদ উল্লেখ করে তিনি বলেন: “ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সনদ এবং মতন উভয়ই বাতিল...” দারাকুতনীর এ মতটি ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর লিসানুল মীযান গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা আবু জাফর লিসান থেকে তা উদ্ধৃত করেছেন।[২১১]

অন্যত্র (لا يجْتَمع عَلَى مُسْلِمٍ خراج وَعشر): “একজন মুসলিমের উপর খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না”- হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার ভিত্তি বর্ণনা করে তিনি বলেন: “এ হাদীসের সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসা আল-কুরাশী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, ... ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি একজন দাজ্জাল ও মহা-জালিয়াত ছিল। ইবনু আদী বলেন, এ মুনাকরুল হাদীস বা আপত্তিকর হাদীস

বর্ণনাকারী ছিল এবং তার জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশিত ছিল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ একজন দাজ্জাল এবং হাদীস জালকারী, এবং এর জালিয়াতির বিষয়টি সর্বজন বিদিত। ..."

উল্লেখ্য যে, ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী ও দারাকুতনী সকলেই শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, এ হাদীসটি হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকহের গ্রন্থে হাদীস হিসেবে সংকলিত। হানাফী মাযহাবের অনুসারী যে কোনো অর্ধশিক্ষিত বা সাধারণ আলিম, তালিব-ইলম বা সাধারণ মুসলিম বলে ফেলতে পারেন যে, এটি হানাফী মাযহাব অনুসারে সহীহ, অথবা হানাফী ফকীহগণ একে সহীহ বলেছেন, কাজেই এর বিপরীতে শাফিয়ী মাযহাবের মুহাদ্দিসদের বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না, অথবা শাফিয়ী মাযহাবের মুহাদ্দিসগণ ঈর্ষাবশত এ হাদীসকে জাল বলেছেন.... ইত্যাদি।

আল্লামা আবু জাফর এরূপ অর্বাচীনের মত কথা বলেন নি। কারণ তিনি ও সকল মাযহাবের সকল প্রাজ্ঞ ফকীহ ও মুহাদ্দিস জানেন যে, হাদীস বিচারে কোনো মাযহাবী পার্থক্য নেই। হাদীস বিচারের জন্য মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট, সুবিদিত ও বৈজ্ঞানিক নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে মতভেদের সুযোগ আছে, কিন্তু নীতিমালার বাইরে মাযহাবের দোয়াই দিয়ে জাল হাদীসকে রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা বলে চালানোর চেষ্টা করা সকল মাযহাবের সকল ফকীহ ও আলিমের দৃষ্টিতেই কঠিনতম পাপ ও শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্ম। একমাত্র মূর্খ, অজ্ঞ বা জ্ঞানপাপী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এরূপ অযুহাত দিয়ে অজ্ঞ মানুষদের বিভ্রান্ত করতে পারেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী রাসূলুলাহ ﷺ-এর পবিত্র আঙ্গিনাকে জালিয়াতির অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখার আমানত আদায়ের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। আরো অনেক স্থানে তিনি ইমাম দারাকুতনীর পর্যালোচনা ও অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ৬. ইমাম ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি/ ১১১৬-১২০১খৃ)

ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী ইবনুল জাওযী ষষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ঐতিহাসিক, ওয়ায়িয ও হাম্বালী ফকীহ ছিলেন। আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীস বিষয়ে তাঁর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থটি এ বিষয়ে অন্যতম বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তি পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ চিহ্নিত করেছেন, পাশাপাশি যে সকল হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর ভুল ধরা পড়ে নি সে সকল হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করতে তাঁরা তাঁর মত উদ্ধৃত করেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বিভিন্ন স্থানে ইবনুল জাওযীর মত উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, (أجيبوا صاحب الوليمة فإنه ملحون) "তোমরা ওলীমা-কারীর দাওয়াত কবুল করবে... "- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইবনুল জাওযী তার "মাউযূআত" গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি হাসান ইবনু আল্লান আল-খাররাত নামক জালিয়াত জাল করেছে।"[২১২]

অন্যত্র (ذَهابُ البَصَر مَغفِرَةٌ للذنوب) "দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া পাপের ক্ষমা..." হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: " ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে মাউযূ বলে চিহ্নিত করেছেন। সুয়ূতী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন... ।"[২১৩]

অন্যত্র (إن في أمتي رجلا اسمه النعمان وكنيته...) "আমার উম্মতের মধ্যে একব্যক্তি, যার নাম নু'মান এবং তার কুনিয়াত বা উপনাম আবূ হানীফা, সে আমার উম্মাতের প্রদীপ"- হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন: "ইবনুল জাওযী এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। এছাড়া খতীব বাগদাদীও এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।"

এখানেও আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী আমাদেরকে জাল হাদীস বর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। ইবনুল জাওযী হাম্বালী এবং খতীব বাগদাদী শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আল্লামা আবু জাফর হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে তাঁর ইমামের প্রশংসায় বর্ণিত এ হাদীসটিকে সহীহ বলে দাবী করার কোনো চেষ্টা করেন নি। এক্ষেত্রে কোনোরূপ ঘোরপ্যাঁচেরও আশ্রয় নেন নি। এটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্তত "যয়ীফ" বলে দাবি করার চেষ্টা করেন নি। এমনকি এ হাদীসটিকে জাল বলে সংকলন করা থেকেও বিরত থাকেন নি। কারণ ইমামের প্রতি ভক্তি-ভালবসা এবং রাসূলুলাহ ﷺ-এর প্রতি ভালবাসা, ভক্তি ও তাঁর পবিত্র আঙ্গিনাকে জালিয়াতি থেকে মুক্ত রাখার আমানত- সবকিছুর দাবি এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা; যেন কোনো সাধারণ আলিম, তালিব-ইলম বা সাধারণ মানুষ ইমাম আবূ হানীফার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা বশত অসতর্কভাবে এ কথাটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে প্রচার করে গোনাহগার না হন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর মর্যাদা সুবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাল হাদীসের কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. ২. ৭. ইমাম সাগানী (৫৭৭-৬৫০হি/ ১১৮১-১২৫২খৃ)

ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী আস-সাগানী ৭ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ, মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ ছিলেন। তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতে ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাস করেন। ভাষা, অভিধান, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। জাল হাদীসের বিষয়ে "আল-মাউযূআত" নামে একটি পুস্তিকা তিনি রচনা করেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থের ভূমিকায় সাগানীর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থকে তাঁর এ গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্রগুলির মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং অনেক স্থানে ইমাম সাগানীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন। যেমন (حب الوطن من الإيمان): "দেশপ্রেম ঈমানের অংশ"- হাদীসটির বিষয়ে মন্তব্যের মধ্যে তিনি বলেন: "... উপরন্তু ইমাম সাগানী এ হাদীসটিকে

জালহাদীসসমূহের মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন... ।"[২১৪]

অন্যত্র (لو لاك لما خلقت الأفلاك): "তুমি না হলে আমি মহাকাশসমূহ (বিশ্ব) সৃষ্টি করতাম না"- হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার ভিত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "ইমাম সাগানী বলেন, খুলাসা গ্রন্থে এ হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে .... ।"[২১৫]

(من تكلم بكلام الدنيا في المسجد...) "যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলবে আল্লাহ তার ৪০ বৎসরের আমল বিনষ্ট করে দিবেন"- হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন: "সাগানী বলেন, এ হাদীসটি জাল। অর্থাৎ এর ভাষা ও এর অর্থ উভয়ই বাতিল.." ।[২১৬]

এভাবে বিভিন্ন স্থানে তিনি সাগানীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ৮. ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬হি/ ১২৩৪-১২৭৮খৃ)

ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নববী ছিলেন ৭ম হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ। তাঁর তাকওয়া, দুনিয়া-বিমুখতা ও ইবাদতবন্দেগী সে সময়েই প্রবাদের মত ছিল। মাত্র ৪৫ বৎসরের জীবনকালে তিনি হাদীস, ফিকহ, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে যতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন সবগুলিই পরবর্তী যুগগুলিতে অভাবনীয় গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। হাদীস, ফিকহ, ওয়ায, আখলাক, তাসাউফ সকল বিষয়ে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। ৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ইবরাহীম ইবনু ইউসুফ শীরাযী (৪৭৬ হি)-র লেখা "আল-মুহায্যাব" গ্রন্থটি শাফিয়ী ফিকহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইমাম নববী এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যায় "আল-মাজমূ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন স্থানে ইমাম শীরাযীর উল্লেখ করা বা অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থে উল্লেখ করা অনেক হাদীসের সনদ পর্যালোচনা করেছেন এবং কিছু হাদীস জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি বিভিন্ন হাদীসের সনদ পর্যালোচনা করেছেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বিভিন্ন স্থানে ইমাম নববীর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। যেমন (إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَه عَلَى قَلَتٍ) "মুসাফির ও তার সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে বলেন, এরূপ কোনো হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। এ কথাটি পূর্ববর্তী কোনো এক বুজুর্গের উক্তি .... ।"

উল্লেখ্য যে, এ বাক্যটি শীরাযী তার "মুহায্যাব" গ্রন্থে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী তা উল্লেখ করে উপরের মন্তব্য করেছেন।[২১৭]

অন্যত্র (صلاة النهار عجماء) "দিবসের সালাত বোবা" হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "নববী শারহুল মুহায্যাবে বলেছেন যে, এ হাদীস বাতিল; এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।"

একথাটিও শীরাযী হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম নববী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ মন্তব্য করেছেন। কারণ হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং আল্লাহর ওহীকে মানবীয় সংযোজন থেকে পবিত্র রাখার আমানত আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের প্রতি ভালবাসা কোনো বাধা হতে পারে না। বরং ইমামের প্রতি ভালবাসার দাবী যে, তাঁর ভুলটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরা, যেন তিনি এর দায় থেকে মুক্ত হয়ে যান। ইমাম শীরাযীর ইজতিহাদী ভুলের জন্য তাঁর অপরাধ না হলেও পরবর্তী পাঠকদেরকে এ ভুল থেকে বিমুক্ত করার দায়িত্ব পরবর্তী আলিমদের। ইমাম নববী এ দায়িত্ব পালন করেছেন।[২১৮]

অন্যত্র (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة) "যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইবরাহীমকে একই বছরে যিয়ারত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"- হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি জাল। নববী শারহুল মুহায্যাব গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়াও এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।..."[২১৯]

এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর ইমাম নববীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ৯. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮হি/ ১২৬৩-১৩২৮খৃ)

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম ইবনু তাইমিয়্যাহ ৮ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফকীহ ছিলেন। বাগদাদের পতনের পরে তাতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকগণ ও জনগণকে জিহাদের প্রেরণা দান, রাষ্ট্র সংস্কার, সমাজ সংস্কার, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার, শিরক, কুফর, বিদআত ইত্যাদির বিরুদ্ধে সক্রিয় অগ্রণী ভূমিকার পাশাপাশি তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনশতেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কিছু কিছু অভিমতের বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেক আলিম আপত্তি ও প্রতিবাদ করলেও তাঁর গ্রন্থাদি পাঠকারী সকল আলিম একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। হাদীসের বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা বুঝাতে তাঁর ছাত্র আল্লামা যাহাবী বলেন: (كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث) "যে হাদীস ইবনু তাইমিয়া জানেন

না সেটি কোনো হাদীসই নয়।”

পরবর্তী যুগের অনেক আলিম ও সূফীয়ায়ে কিরামের মধ্যে ইবনু তাইমিয়ার প্রতি বিরূপ ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে। বিশেষত যারা তাঁর লেখা গ্রন্থাদি না পড়ে শুধু তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত কথাগুলি একতরফা শুনেছেন তাঁরা তাঁকে বিশুদ্ধ ইসলামী বিশ্বাসের বিরোধী বলে মনে করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী একজন সূফী আলিম হিসেবে এ সকল অভিমতের সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এ কারণে হাদীসের বিষয়ে তাঁর অভিমত গ্রহণে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ইবনু তাইমিয়ার অভিমতের উপর তাঁর নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত আল্লামা আবু জাফর মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ আলিম ও বুজুর্গদের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। আকীদা, ফিকহ বা অন্য কোনো বিষয়ে মতভেদের কারণে তাঁরা কোনো আলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, তাঁর বিরুদ্ধে ঢালাও মতপ্রকাশ বা তাঁর সকল মত বর্জন করার মত মূর্খতা প্রদর্শন করেন নি। কোনো আলিমকে মর্যাদা দেওয়া বা তাঁর মতের উপর নির্ভর করার অর্থ তাঁর সকল মত গ্রহণ করা বা তাঁকে নির্ভুল বলে গণ্য করা নয়। অনুরূপভাবে কোনো বিষয়ে কারো মতের দুর্বলতা বা বিভ্রান্তি প্রকাশ করার অর্থ তাঁর সকল মতের অগ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করা নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর কোনো প্রাজ্ঞ আলিম ও বুজুর্গ এরূপ অনৈসলামিক ও অযৌক্তিক ও অ-জ্ঞানবৃত্তিক মত প্রশ্রয় দেন নি। তাঁরা নিজের প্রাণপ্রিয় ইমাম, পীর বা বুজুর্গের মতেরও ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা অসঙ্কোচে তুলে ধরেছেন, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা-সহ। আবার মতভেদীয় বিষয়ে অন্য মত, আকীদা বা মাযহাবের আলিমগণের ভুলত্রুটি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখের পাশাপাশি তাদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অব্যাহত রেখেছেন এবং যে সকল বিষয়ে তাঁদের অভিমত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে সে সকল বিষয়ে তাঁদের মত গ্রহণ করেছেন।

এর অনেক নমুনা আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। উকাইলী, ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী, দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, ইবনুল জাওযী, নববী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আকীদা ও ফিকহের অনেক বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেছেন এবং হানাফী আলিমগণ তাঁদের বিভিন্ন মতের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেছেন। এ বিরোধিতা ও সমালোচনা “ইলমী” বা জ্ঞানবৃত্তিক। এজন্য তাঁরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট করেন নি এবং অন্যান্য বিষয়ে একে অপরের মত গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। আল্লামা আবূ জাফরের কর্মে আমরা তা দেখেছি। একইভাবে তিনি এ গ্রন্থের অনেক স্থানে ইবনু তাইমিয়ার মতের উপর নির্ভর করেছেন; কারণ এ সকল বিষয়ে তিনি “বিশেষজ্ঞ” ছিলেন এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁর মতের নির্ভুলতা নিশ্চিত করেছেন।

(من قدم لأخيه إبريقا يتوضأ به فكأنما قدم جوادا): “যে ব্যক্তি তার ভাইকে ওযূ করতে এক পাত্র পানি এগিয়ে দিল সে যেন তাকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া উপহার দিল”- হাদীসটির বিষয়ে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: “ইবনু তাইমিয়াহ এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।”

তথ্যসূত্র হিসেবে তিনি আলী কারীর আল-মাসনূ ও মাউযূআত কবীর ও কাওকাজীর আল-লুলু আল-মারসূ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়াহ তাঁর মাজমুউল ফাতাওয়া গ্রন্থে এ হাদীসের বিষয়ে এ মন্তব্য করেছেন।[২২০]

অন্যত্র (من علم أخاه آية): “যে ব্যক্তি তার ভাইকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত শিক্ষা দিল সে তার ঘাড়ের মালিক হয়ে গেল”- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: “ইবনু তাইমিয়া এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। যাইলুল মাউযূআত গ্রন্থেও এটিকে জাল বলা হয়েছে। লুলূ, কবীর।” ইবনু তাইমিয়াহ তাঁর “আহাদীসুল কুস্সাস” গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[২২১]

অন্যত্র (كنت كنزا مخفيا): “আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম...”- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: “ইবনু তাইমিয়া বলেন, এটি রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা নয়। এ কথার সহীহ বা যয়ীফ কোনোরূপ কোনো সনদ পাওয়া যায় না। যারাকশী ও ইবনু হাজারও ইবনু তাইমিয়ার অনুসরণ করেছেন। তবে একথার অর্থ সঠিক এবং প্রকাশ্য এবং তা সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত।”

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, এ বাক্যটিকে অনেক সূফী বুজুর্গ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এ কথাটিকে কাশফের মাধ্যমে সহীহ বলে দাবি করেছেন। কেউ কেউ ইবনু তাইমিয়াকে সূফী বিরোধী বলে দাবি করে এ হাদীসের বিষয়ে তাঁর অভিমত উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এমনকি এ হাদীসের বিষয়ে ইবনু তাইমিয়ার মতকে কেউ কেউ তাঁর তাসাউফ বিরোধিতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। এসবই প্রগাঢ় মূর্খতার প্রকাশ। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এরূপ কোনো মতকে প্রশ্রয় দেন নি। এমনকি সূফীগণের মধ্যে প্রচলিত হওয়ার কারণে বা কেউ কেউ কাশফের মাধ্যমে সহীহ বলে দাবি করার কারণে এ কথাটিকে “জাল হাদীস” হিসেবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করা থেকেও তিনি বিরত থাকেন নি। তিনি সুফিয়ায়ে কিরামের ওযর পেশ করেছেন এ বলে যে, এ কথাটির অর্থ ইসলাম বিরোধী নয়; কাজেই সাধারণ কথা হিসেবে এটি বলা নিষিদ্ধ নয়। কোনো কোনো সূফী এটির অর্থের দিকে তাকিয়ে সনদ পর্যালোচনা না করে সরলমনে এটিকে হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আঙ্গিনাকে জালিয়াতি থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং আল্লাহর ওহীকে মানবীয় কথা থেকে পবিত্র রাখার জন্য একে জাল বলে চিহ্নিত করে গ্রন্থায়ন করা জরুরী, যেন অন্যান্য আলিম, তালিব ইলম ও সুফী-বুজুর্গ এ বিষয়ে সতর্ক হন। আর এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়ার উপর তিনি নির্ভর করেছেন। কারণ ইবনু তাইমিয়া এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, কোনো প্রকার সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ কথাটি বর্ণিত হয় নি। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। আর পরবর্তীকালে কেউ তাঁর এ কথার ভুল প্রমাণ করতে পারেন নি; বরং ইবনু হাজার, যারাকশী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর বক্তব্যের নির্ভুলতা

নিশ্চিত করেছেন।

অন্যত্র (من عرف نفسه فقد عرف ربه): "যে নিজেকে চিনল সে তার প্রতিপালককে চিনল"- কথাটিকে জাল বলে গণ্য করার ভিত্তি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন: "ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, এ হাদীসটি জাল। সামআনী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব জানা যায় না। নববী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি। তবে এ কথার একটি গ্রহণযোগ্য অর্থ হতে পারে। ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন। এ কথাটি ইয়াহইয়া ইবনু মুআয আর-রাযী (মৃত্যু ২৫৮ হি/৮৭২ খৃ) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সাখাবী একে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ-এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন। তাযকিরা আলী, তাযকিরা তাহির, যাইল, মাকাসিদ।"

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, এ কথাটিও অনেক সূফী বুজুর্গ ও আলিম "হাদীস" বা রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ বা "কাশফ"-এর মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতা অবগত হওয়ার দাবি করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ ধরণের অজ্ঞতাজাত আবেগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। এমনকি এ সকল কথায় প্রভাবিত হয়ে এ হাদীসকে এ গ্রন্থে উল্লেখ থেকে বিরতও থাকেন নি।

একজন সাধারণ আলিম হয়ত ভাবতে পারতেন, যেহেতু এ সকল বুজুর্গ এ কথাটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন, হয়তবা এর কোনো ভিত্তি থাকতে পারে, কাজেই এ হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করার দরকার নেই, বরং এ বিষয়ে নীরব থাকাই ভাল। আল্লামা আবু জাফর তা করেন নি। কারণ তিনি জানতেন, যে হাদীসের কোনো সনদই নেই বা কোনো হাদীসগ্রন্থেই তা সংকলিত হয় নি, তাকে কোনো ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে উল্লেখ করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতির পথ উন্মুক্ত করা এবং হাদীস নামে যা বলা হয় তা যাচাই করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মধারা লঙ্ঘন করা।

সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইমাম, সূফী বুজুর্গ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, "কাশফ", "ইলহাম", "ইলকা" ইত্যাদির কোনো হাদীস, আকীদা, ফিকহী মাসআলা বা অভিমতের বিশুদ্ধতা জানার পথ নয়। কাশফ, ইলহাম ইত্যাদি ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আলাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা বা কারামত মাত্র, দীনের কোনো মানদণ্ড নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী সকল ইমাম ও বুজুর্গ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে সাক্ষী দাবি করতেন, শপথ করাতেন বা হাদীস গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন, কিন্তু কখনোই কাশফ-ইলহামের উপর নির্ভর করেন নি। এজন্য প্রকৃত সূফীগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, সহীহ সুন্নাতই কাশফের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড, কাশফ কখনোই সুন্নাতের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি নয়।[২২২]

আর এ মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর মত একজন সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও পীর সূফিয়ায়ে কিরামের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-সহ তাঁদের অনেকের নিকট হাদীস হিসেবে পরিচিত এ বাক্যকে "জাল হাদীস" হিসেবে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। উপরন্তু ইবনু তাইমিয়া ও পরবর্তী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের অভিমত উল্লেখ করে বিষয়টি আরো নিশ্চিত করেছেন।

অন্যত্র (قلب المؤمن بيت الرب): "মুমিনের অন্তর আল্লাহর গৃহ"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "রাসূলুলাহ ﷺ-এর বাণী হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। যারাকশী একে অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন বলেছেন। ইবনু তাইমিয়া একে জাল বলেছেন। যাইল গ্রন্থেও এরূপই বলা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী বলেন, সাধারণ কথা হিসেবে এর অর্থ সঠিক।"

এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি) পথিকৃৎ ছিলেন। যারাকশী (৭৯৪ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) প্রমুখ আলিম এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়ার অনুসরণ করেছেন। আল্লামা আবু জাফর তাঁদের মতের উপর নির্ভর করেছেন।

(ما وسعني سمائي ولا أرضى ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن): "আমার আকাশ ও আমার যমীন আমাকে ধারণ করার মত প্রশস্ততা পায় নি; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার অন্তর আমাকে ধারণের প্রশস্ততা পেয়েছে..."-হাদীসটির বিষয়ে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "ইরাকী বলেন, আমি এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি কোথাও দেখি নি। ইবনু তাইমিয়া বলেন: এ কথাটি ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়; রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনোরূপ কোনো সনদ পরিজ্ঞাত নয়। (ইমাম সুয়ূতীর) যাইলুল লাআলী গ্রন্থেও উপরের এ কথাগুলি উল্লেখ করে তা সমর্থন করা হয়েছে। এ কথার অর্থ এরূপ হবে যে, আমার প্রতি ঈমান ও আমার মহব্বতের কারণে মুমিনের হৃদয় প্রশস্ততা লাভ করেছে (আমার মুমিন বান্দার হৃদয় আমার প্রতি ঈমান ও আমার মহব্বত ধারণ করতে পেরেছে)। এরূপ অর্থ না করলে এ কথা কুফরী কথায় পরিণত হবে; কারণ এ থেকে মানুষের মধ্যে আল্লাহর অবতরণ বা অবতারবাদ বুঝা যাবে। যারাকশী বলে, ধর্মদ্রোহী মুলহিদরা এ কথাটি বানিয়েছে...।"

এ হাদীসের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত করার ক্ষেত্রেও ইবনু তাইমিয়াই পথিকৃৎ। যারাকশী, ইরাকী, সুয়ূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর অভিমতের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বস্তুত কথাটি একটি ইহূদী বর্ণনা হিসেবে তৃতীয়-চতুর্থ শতকেই সংকলিত হয়েছে। তবে পরবর্তী কালে কেউ কেউ এটিকে "হাদীস" হিসেবে উল্লেখ করেন। ৭ম-৮ম হিজরী শতকে এ কথাটি "হাদীস" হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ইবনু তাইমিয়াকে এ হাদীসটির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

هذا مذكور في الإسرائيليات، وليس له إسناد معروف عن النبي ﷺ ومعناه وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي وإلا فمن قال إن ذات الله تحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده

"এ কথাটি ইস্রায়েলীয় বর্ণনা বা ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত কথায় পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনো সনদ জানা যায় না। এর অর্থ আমার বান্দার অন্তর আমার প্রতি ঈমান, আমার মহব্বত ও আমার মা'রিফাতের জন্য প্রশস্ত হয়েছে (আমার ঈমান, মহব্বত ও মা'রিফাত ধারণ করেছে); এছাড়া যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বা মানুষদের অন্তরে অবতরণ করেন তাহলে সে ব্যক্তি খৃস্টানদের চেয়েও বড় কাফির হবে; কারণ খৃস্টানরা একমাত্র ঈসা মাসীহের ক্ষেত্রে এরূপ দাবী করে থাকে।"[২২৩]

আমরা দেখছি যে, আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটির ভিত্তিহীনতা বর্ণনা ও এর অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত ইবনু তাইমিয়ার মতের উপর নির্ভর করেছেন। এভাবে এ গ্রন্থের অনেক স্থানে তিনি জাল হাদীস চিহ্নিত করতে ইবনু তাইমিয়ার অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ১০. ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হি/ ১২৭৫-১৩৪৭খৃ)

ইবনু তাইমিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আয-যাহাবী হিজরী ৮ম শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ঐতিহাসিক ও হাম্বালী ফকীহ ছিলেন। বিশেষত হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী, পরিচয় ও গ্রহণযোগ্যতার মান নির্ণয় বিষয়ক রিজাল ও জারহ-তা'দীল বিষয়ে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এ সকল বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি পরবর্তী আলিমদের জন্য অন্যতম তথ্যগ্রন্থে পরিণত হয়। এ বিষয়ে ইমাম সাখাবী (৯০২ হি) বলেন: "পরবর্তী যুগগুলির মুহাদ্দিসগণ মূলত ৪ ব্যক্তির গ্রন্থাবলির উপর নির্ভরশীল: মিয্যী (৭৪২ হি), যাহাবী (৭৪৮ হি), ইরাকী (৮০৬) ও ইবনু হাজার (৮৫২ হি)।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম যাহাবীর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন। উপরন্তু ইমাম যাহাবীর "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থকে তিনি তাঁর গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্রগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।

(من صام يوما من رجب كتب الله له صوم ألف سنة): "যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার বৎসরের সিয়াম লিপিবদ্ধ করবেন"- হাদীসটির বিষয়ে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "এ হাদীসের সনদে আলী ইবনু ইয়াযিদ আস-সুদাঈ নামক এক জালিয়াত রাবী বিদ্যমান যে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে। মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক (ইমাম যাহাবী) বলেন, এ হাদীসটি এ ব্যক্তির সনদে ইবনু সাম্মাক সংকলন করেছেন। আমি জানি না এ হাদীসটির জালিয়াত কে? আলী ইবনু ইয়যিদ নামক এ ব্যক্তি না সনদের অন্য কেউ। মীযান... ।"

(إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَحْتَاجُونَ إِلى العُلَماءِ في الجَنَّةِ): "জান্নাতবাসীগণ জান্নাতেও আলিমগণের মুখাপেক্ষী হবেন"- হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার ভিত্তি হিসেবে তিনি বলেন: "মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (ইমাম যাহাবী প্রণীত) এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে... ।"

এভাবে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ গ্রন্থের সর্বত্রই বিভিন্নভাবে ইমাম যাহাবীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন। কখনো তাঁর "মীযানুল ইতিদাল" থেকে, কখনো ইবনু হাজারের "লিসানুল মীযান" গ্রন্থ থেকে এবং কখনো অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ইমাম যাহাবীর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। অনেক সময় মতভেদের ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবীর মতকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।

৩. ২ ১১. ইমাম ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১হি/ ১২৯২-১৩৫০খৃ)

ইবনু তাইমিয়ার ঘনিষ্ঠতম ছাত্র ও সহচর আলামা মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ ৮ম হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাম্বালী ফকীহ ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ইতিহাস, সীরাত, তাসাউফ, আকীদা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জাল হাদীস বিষয়ে "আল-মানার আল-মুনীফ" নামক তাঁর গ্রন্থটি পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের অন্যতম তথ্যসূত্রে পরিণত হয়।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থে অনেক স্থানে ইবনুল কাইয়িমের অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন। যেমন, (حضر رسول الله سماعاً ورقص حتى شق قميصه): "রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সঙ্গীতের মাজলিসে উপস্থিত হন এবং সঙ্গীতের তালে নর্তন করেন, এমনকি ভাবাবেগে নিজের জামা ছিড়ে ফেলেন..."- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি বিলকুল মিথ্যা, যা ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে তাকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন... ।"[২২৪]

অন্যত্র (ست خصال تورث النسيان): "ছয়টি কর্ম বিস্মৃতি জন্ম দেয়.." -হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এটি হাদীস নয়। ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, এ হাদীসটি বাতিল ।..."[২২৫]

ইবনুল কাইয়িমের জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ "আল-মানার আল-মুনীফ" ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী। এগুলির মধ্যে রয়েছে তাসাউফ ও সুলূক বিষয়ক গ্রন্থ "মাদারিজুস সালিকীন"। ৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও সূফী আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-হারাবী (৪৮১হি) লিখিত "মানাযিলুস সায়িরীন" নামক তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেন ইবনুল কাইয়িম "মাদারিজুস সালিকীন" নামে। আল্লামা আবু জাফর এ গ্রন্থ থেকে ইবনুল কাইয়িমের মত

উদ্ধৃত করেছেন। (أفضل العبادات أحمزها): "শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাই যাতে কষ্ট সবচেয়ে বেশি..." হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "যারাকশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই। সুয়ূতী এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইবনুল কাইয়িম শারহু মানাযিলিস সায়িরীন[২২৬] গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, কথাটি হাদীস না হলেও, এর অর্থ হাদীস সম্মত ...।"

এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল হাদীস চিহ্নিত করতে ইমাম ইবনুল কাইয়িমের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ১২. ইমাম যারাকশী (৭৪৫-৭৯৪ হি/ ১৩৪৪-১৩৯২খৃ)

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ বদর উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু বাহাদুর যারাকশী ৮ম শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ছিলেন। হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষত সমাজে প্রচলিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে কোন্‌টি সহীহ, কোন্‌টি যয়ীফ এবং কোন্‌টি জাল সে বিষয়ে তিনি "আত-তাযকিরা ফিল আহাদীস আল-মুশতাহিরা" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পরবর্তী কালে জাল হাদীস বিষয়ক গবেষণার একটি মৌলিক তথ্যসূত্রে পরিণত হয়। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীও ইমাম যারাকশীর অন্যান্য গ্রন্থ এবং বিশেষত এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছেন। যেমন (مداد العلماء أفضل...): "জ্ঞানীদের কালি শহীদদের রক্ত থেকে অধিক মর্যাদাময়..." কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "যারাকশী উল্লেখ করেছেন যে, খতীব বাগদাদী এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি হাসান বসরীর কথা।..."

অন্যত্র (المعدة بيت الداء...): "পাকস্থলী রোগব্যধির আবাসস্থল এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ ঔষুধ"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: যারাকশী বলেন, এটি কোনো হাদীস নয়, কোনো কোনো চিকিৎসকের কথা। হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই ....।" এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর ইমাম যারাকশীর উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ১৩. ইমাম ইরাকী (৭২৫-৮০৬ হি/ ১৩২৫-১৪০৪ খৃ)

ইমাম আবুল ফাদল যাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী ৮ম-৯ম হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ছিলেন। ফিকহ ও হাদীস বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উলুমুল হাদীস বিষয়ে তাঁর "আলফিয়াহ" বা হাজার পংক্তির ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ এবং "ফাতহুল মুগীস" নামে এটির একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ পরবর্তী সকল যুগের তালিব ইলম ও মুহাদ্দিসগণের অবশ্যপাঠ্যে পরিণত হয়। এছাড়া তিনি প্রসিদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থের হাদীসগুলির তাখরীজ বা তথ্যসূত্র নির্দেশনায় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ মুফাস্সির আল্লামা কাযী বাইযাবীর "আল-মিনহাজ আল-ওয়াজীয" নামক উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসগুলির সূত্র নির্দেশনায় তিনি "তাখরীজ আহাদীসিল মিনহাজ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম গাযালীর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসগুলির "তাখরীজ" বা সূত্র বর্ণনার জন্য তিনি তিনটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থ পরবর্তী যুগে প্রচলিত হাদীস ও জাল হাদীস বিষয়ে মৌলিক তথ্যগ্রন্থে পরিণত হয়।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন। ইতোপূর্বে অন্যান্য মুহাদ্দিসের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর উল্লেখ দেখেছি। অন্যত্র (اللهم أصلح الراعي والرعية): "হে আল্লাহ, আপনি শাসক ও শাসিতকে সংশোধিত করুন..." হাদীসটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "ইরাকী বলেছেন যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন...।"

মূলত ইমাম গাযালী হাদীসটি তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

ورد في الدعاء اللهم أصلح الراعي والرعية، وأراد بالراعي القلب

"দুআর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে "হে আল্লাহ, আপনি শাসক ও শাসিত-দেরকে সংশোধন করুন", শাসক বলতে তিনি কালবকে বুঝিয়েছেন।"

ইমাম ইরাকী এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন: (لم أقف له على أصل): "এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি আমি পাই নি।"[২২৭] আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এখানে এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে হাফিয ইরাকীর এ বক্তব্যকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লামা তাহির ফাতানী, মোল্লা আলী কারী ও পরবর্তী অন্যান্য মুহাদ্দিসও একই কথা বলেছেন।

অন্যত্র (حُكمِي عَلَى الوَاحِدِ...): "একজনের বিষয়ে আমার বিধান সকলের উপরে আমার বিধানের মতই"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইরাকী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। মুযনী এবং যাহাবী হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। যারকাশী বলেছেন, এ হাদীস অপরিজ্ঞাত।"

এ হাদীসটি তাফসীর বাইযাবীর লেখক আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বাইযাবী (৬৯১ হি) "আল-মিনহাজ" নামক উসূলুল ফিকহের গ্রন্থে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। বাইযাবীর পূর্বে ইবনু হায্ম যাহিরী (৪৫৬ হি) 'আল-ইহকাম' গ্রন্থে, গাযালী (৫০৫ হি) 'আল-মুসতাসফা' গ্রন্থে আমিদী (৬৩১ হি) 'ইহকাম' গ্রন্থে এবং আরো অনেক ফকীহ ও উসূলবিদ ইমাম বাইযাবীর পূর্বে ও পরে এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে যে সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাদীসটি সনদ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁরা একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন কথা যার কোনোরূপ কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদও কোথাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইরাকী

এ সকল গবেষক মুহাদ্দিস ও ফকীহের পুরোধা ছিলেন। তিনি "তাখরীজ আহাদীসিল মিনহাজ" বা "মিনহাজ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসগুলির সূত্র বর্ণনা" গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন ও অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করেছেন। আলাম্মা আবু জাফর এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে ইরাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের বক্তব্যকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর ইমাম ইরাকীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. ২. ১৪. ইমাম আসকালানী (৭৭৩-৮৫২হি/ ১৩৭২-১৪৪৮খৃ)

আলাম্মা ইরাকীর বিশিষ্ট ছাত্র নবম হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ শিহাবুদ্দীন আবুল ফাদল আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আসকালানী। তিনি একদিকে শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, উলুমুল হাদীস ও রিজাল বিশেষজ্ঞ। হাদীসের মতন সংকলন, হাদীসের ব্যাখ্যা, রাবীগণের জীবনী ও মান বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি বিগত প্রায় ছয় শত বৎসর যাবত বিশ্বের সকল দেশের সকল মুহাদ্দিস ও হাদীস শিক্ষার্থীর মৌলিক পাঠ্য ও তথ্যগ্রন্থ।

ইমাম গাযালীর (৫০৫হি)-র লেখা "আল-ওয়াজীয" গ্রন্থটি শাফিয়ী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত ফিকহী গ্রন্থগুলির অন্যতম। এর ব্যাখ্যা লিখেন আল্লামা আব্দুল কারীম ইবনু মুহাম্মাদ আর-রাফিয়ী (৬২৩ হি)। তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থটি "আশ-শারহুল কাবীর" নামে প্রসিদ্ধ ও শাফিয়ী মাহাবের প্রসিদ্ধতম ফিকহী গ্রন্থগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত। এ গ্রন্থের মধ্যে আল্লামা রাফিয়ী অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলির সনদ বা অবস্থা তিনি বলেন নি। ইবনু হাজার আসকালানী এ গ্রন্থের হাদীসগুলির তাখরীজ বা তথ্য নির্দেশনায় "তালখীসুল হাবীর" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনুরূপভাবে তিনি প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আলাম্মা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫৯৩ হি)-র লেখা "হেদায়া" গ্রন্থের হাদীসগুলির তাখরীজে "আদ-দিরায়া" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। রাজাব মাসের ফযীলতে বর্ণিত হাদীসগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি "তাবয়ীনুল আজাব ফীমা ওয়ারাদা ফী ফাদলি রাজাব" বা (রাজাবের ফযীলতে বর্ণিত হাদীসগুলির বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্বল ও জালিয়াত রাবিদের বিষয়ে ইমায যাহাবীর "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থের ভিত্তিতে তিনি "লিসানুল মীযান" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

এ সকল গ্রন্থে এবং তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থে তিনি প্রচলিত অনেক জাল হাদীস চিহ্নিত করেছেন। আল্লামা আবু জাফর ইমাম আসকালানীর এ বিষয়ক অভিমতের উপর এ গ্রন্থে ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন। বিশেষত তাঁর "লিসানুল মীযান" গ্রন্থকে তিনি তাঁর মূল তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জীর অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে সামান্য দু-একটি নমুনা পেশ করছি।

(لا سلام على آكل): "আহারকারীর উপরে কোনো সালাম নেই"-হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এরূপ কোনো কথা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। তবে সাধারণ কথা হিসাবে এর অর্থ সঠিক। আসকালানী বলেন, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই এবং সাধারণভাবে এর অর্থও সঠিক নয়।"

অন্যত্র (فضل شهر رجب على الشهور ...): "সকল মাসের মধ্যে রজব মাসের মর্যদা সকল কথার উপরে কুরআনের মর্যাদার মত..."-হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইবনু হাজার এ হাদীস জাল বলেছেন...।"

(من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ...): "যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে...."- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীসটি তাঁর "তাবয়ীনুল আজাব" নামক গ্রন্থে সনদ-সহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে তাঁর বক্তব্য হিসেবে সংকলন করেছেন। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় তিনি এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।"

উপরের দুটি হাদীসের বিষয়েই ইমাম ইবনু হাজার মন্তব্য করেছেন তাঁর "তাবয়ীনুল আজাব" গ্রন্থে।[২২৮] এ গ্রন্থে তিনি বলেন:

لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". فكيف بمن عمل به. ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع.

"রজব মাসের ফযীলতে, এমাসে বা এমাসের কোনো নির্ধারিত দিনে সিয়ামের ফযীলতে বা এ মাসের কোনো রাতে সালাত আদায়ের ফযীলতে নির্ভরযোগ্য বা প্রামাণ্য একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। আমার পূর্বেও (প্রসিদ্ধ ফকীহ ও সূফী) ইমাম আবূ ইসমাঈল (আব্দুলাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনসারী) আল-হারাবী (৪৮১ হি) বিষয়টি এভাবে নিশ্চয়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। আমরা সহীহ সনদে তাঁর এ বিষয়ক মত বর্ণনা করেছি। এছাড়া অন্যান্য আলিমের অনুরূপ অভিমতও আমরা সহীহ সনদে উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু আলিমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, তাঁরা ফযীলত বিষয়ক হাদীসে দুর্বলতা থাকলেও তা বর্ণনা করেন, শর্ত

হলো যে তা জাল হবে না। এখানে আরো শর্ত করা আবশ্যক যে, এরূপ যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আমলকারী সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবেন যে, এটি দুর্বল হাদীস। উপরন্তু তিনি এরূপ দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার বিষয়টি কাউকে জানাবেন না বা প্রচার করবেন না। যেন মানুষ যয়ীফ হাদীসের উপর আমল না করে এবং যা শরীয়ত নয় তাকে যেন শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত না করে। অথবা অজ্ঞ মানুষেরা তাকে আমল করতে দেখলে এরূপ আমলকে সহীহ সুন্নাত বলে ধারণা করবে। যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপের আবশ্যকতা সম্পর্কে উস্তাদ আবূ মুহাম্মাদ ইযযুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালাম (৬৬০ হি) এবং অন্যান্য আলিম সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ আমার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করে যে হাদীসের বিষয়ে তার মনে হবে যে, হাদীসটি হয়ত মিথ্যা হতে পারে, তবে সেও একজন মিথ্যাবাদী।" এ হাদীসের আওতায় যেন না পড়ে যায় সেজন্য সাবধান ও সতর্ক হওয়া মুমিনের আবশ্যক। যদি এরূপ হাদীস বর্ণনা করার অপরাধ এত কঠিন হয় তাহলে এরূপ হাদীসের উপর আমল করার অপরাধ কত বড় হতে পারে? হালাল-হারাম ইত্যাদি আহকামের ক্ষেত্রে আমল করা আর ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করার মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই, কারণ সবই শরীয়ত।"[২২৯]

৩. ২. ১৫. ইমাম সাখাবী (৮৩১-৯০২হি/ ১৪২৭-১৪৯৭খৃ)

ইবনু হাজারের প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী ৯ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও শাফিয়ী ফকীহ। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি প্রায় ২০০ গ্রন্থ রচনা করেন। সমাজে প্রচলিত হাদীসগুলির সূত্র ও সনদ পর্যালোচনায় তিনি 'আল-মাকাসিদ আল-হাসানা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি অত্যন্ত গবেষণামূলক ও পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস প্রচলিত জাল হাদীস বিষয়ে এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম সাখাবীর মাকাসিদ গ্রন্থটিকে মূল তথ্যসূত্রের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে সাখাবীর অভিমতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।

যেমন (الناس على دين ملوكهم أو مليكهم): " মানুষ তাদের শাসকের দীন অনুসরণ করে..."- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "সাখাবী বলেন, এ হাদীসের কোনো সনদ জানা নেই... ।"

অন্যত্র (من جالس عالما فكأنما جالس نبيا): "যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিমের কাছে বসল সে যেন একজন নবীর কাছে বসল"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই.. ।"

এভাবে আল-মাকাসিদ আল-হাসানা গ্রন্থ এবং ইমাম সাখাবীর সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী।

৩. ২. ১৬. ইমাম সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি/ ১৪৪৫-১৫০৫ খৃ)

ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাকর আস-সুয়ূতী ৯ম-১০ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম আলিম। ইসলামী জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় তিনি প্রায় ৬০০ গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থের হাদীসগুলির "তাখরীজ" বা সূত্র বর্ণনা করে তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলিতে তিনি অনেক জাল হাদীস চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া জাল হাদীস বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। "আল-লাআলী আল-মাসনূআ", "আন-নুকাতুল বাদীআত" ও "তাআক্কুবাত" তিনটি গ্রন্থে তিনি ইবনুল জাওযীর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থের জাল হাদীসগুলির পর্যালোচনা করেছেন। এছাড়া "আদ-দুরারুল মুনতাসিরা" ও "যাইলুল মাউযূআত" নামক অন্য গ্রন্থে তিনি সমাজে প্রচলিত আরো অনেক জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী সুয়ূতীর "আল-লাআলী", "আদ-দুরার" ও "যাইল" গ্রন্থগুলিকে তাঁর গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর অভিমতের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভর করেছেন। এখানে দু-একটি নমুনা উল্লেখ করছি।

(إن العالم والمتعلم إذا مرا بقرية...): "আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহ তথাকার গোরস্থানের আযাব ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন।"

(من زار العلماء فكأنما زارني ...): "যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে সাক্ষাত করল সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাত করল.."- হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এ হাদীসের সনদে হাফস নামক এর ব্যক্তি রয়েছে, যে একজন মহা-মিথ্যবাদী ছিল। যাইলুল লাআলী গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে... ।"

এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম সুয়ূতীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি ইমাম সুয়ূতীর সমালোচনাও করেছেন যে, তিনি নিজেই এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন আবার তিনিই হাদীসটিকে তাঁর অমুক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

৩. ২. ১৭. ইমাম ইবনু দাবী (...- ৯৪৪ হি/১৫৩৮খৃ)

ইমাম সাখাবীর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও সহচর আলামা ওয়াজীহুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আলী আয-যাবীদী ইবনুদ দাবী ১০ম হিজরী

শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ। হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম তাঁর উস্তাদ সাখাবীর "আল-মাকাসিদ আল-হাসানা" গ্রন্থের "মুখতাসার" বা সংক্ষেপ। তিনি এ গ্রন্থে সাখাবীর বিস্তারিত আলোচনার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ "মুখতাসার" গ্রন্থটির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন। আল্লামা আবু জাফরও এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ইবনু দাবী-র মতকে তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন (إذا صدقت المحبة سقطت شروط الأدب): "যখন ভালবাসা-মহব্বত সত্য হয় তখন আদবের শর্তগুলি বিলুপ্ত-অপসারিত হয়ে যায়"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইবনু দাবী বলেন, এ কথাটি হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী বলেন, এ কথাটি জুনাইদের কথা... ।"

অন্যত্র (اصف النية وعش في البرية): "নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ কর এবং বিজন প্রান্তরে বাস কর"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইবনু দাবী বলেছেন যে, এটি কোনো হাদীস নয়... ।"

এভাবে বিভিন্ন স্থানে তিনি ইবনু দাবীর অভিমতকে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।

৩. ২. ১৮. ইমাম তাহির ফাতানী (৯১০-৯৮৬হি/১৫০৪-১৫৭৮খৃ)

ইমাম জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ তাহির সিদ্দিকী হিন্দী ফাতানীর জন্ম ও মৃত্যু ভারতের গুজরাটে। তিনি ১০ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিসগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে জাল হাদীস বিষয়ে "তাযকিরাতুল মাউযূআত" নামক গ্রন্থ। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ গ্রন্থটিকে তাঁর মৌলিক তথ্যপঞ্জীর অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন এবং জাল হাদীস চিহ্নিত করতে তাহির ফাতানীর অভিমতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন। তবে সাধারণত তিনি তাহির ফাতানীর নাম উল্লেখ না করে তাঁর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যেমন (القمر في العقرب): "চাঁদ যখন বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে..." কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "মাজমাউল বিহার (মাজমাউ বিহারির আনওয়ার ফী গারাইবিত তানযীল ওয়া লাতাইফিল আখবার) গ্রন্থের লেখক (মুহাম্মাদ তাহির ফাতানী) তাঁর 'তাযকিরাতুল মাউযূআত' গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন... ।"

অন্যত্র (اتقوا مواضع التهم): "অপবাদের স্থানগুলি থেকে আত্মরক্ষা কর"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: এ হাদীসটি জাল। দেখুন: তাযকিরা তাহির, তাযকিরা আলী, কবীর।"

এভাবে আল্লামা তাহির ফাতানীর গ্রন্থকে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর একটি মৌলিক তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৩. ২. ১৯. ইমাম আলী কারী (...- ১০১৪ হি/ ...- ১৬০৬ খৃ)

আল্লামা আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন আল-মুলা আল-হারবী আল-কারী একাদশ হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ। তৎকালীন ইলমী জগতের অন্যতম পূরোধা ছিলেন তিনি। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকীদা, তাসাউফ, অভিধান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। জাল হাদীস বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তিনটি গ্রন্থ আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন: (১) তাযকিরাতুল মাউযূআত, (২) মাউযূআত কবীর এবং (৩) আল-মাসনূ। গবেষকগণ তাঁর লেখা এ বিষয়ক আরো একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যার নাম "আল-হিবাত আস-সানিয়্যাত ফী তাবয়ীনিল আহাদীসিল মাউযূআত (الهبات السنيات في تبيين الأحاديث الموضوعات)।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা দেখি যে, মোল্লা আলী কারীর গ্রন্থগুলির উপর তিনি ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন। তথ্যসূত্র হিসেবে তিনি "তাযকিরা আলী", কবীর ও "আল-মাসনূ" এ তিনগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। মোলা আলী কারীর অভিমতও তিনি বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া জাল হাদীসের অর্থ আলোচনা ক্ষেত্রে তিনি মোল্লা আলী কারীর উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন।

(يؤم القوم أحسنهم وجها): "সমবেত মানুষদের মধ্যে যার চেহারা সবচেয়ে সুন্দর সে তাদের ইমামতি করবে"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "মোল্লা আলী কারী বলেন, এ হাদীসটি জাল।"

(المصائب مفاتيح الأرزاق): "বিপদাপদ রিয্কের চাবি"- বাক্যটির বিষয়ে তিনি বলেন: "ইবনু দাবী বলেন, এ শব্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। সাখাবী 'মাকাসিদ' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তবে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। মোল্লা আলী কারী বলেছেন যে, এ কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। অর্থ দুটি তিনি মাউযূআত কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে অর্থ দুটি দেখে নিন... ।"

(أفضل العبادات أحمزها أي أتعبها وأصعبها): "শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাই যাতে কষ্ট সবচেয়ে বেশি"- বাক্যটির বিষয়ে তিনি বলেন: "যারাকশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই। সুয়ূতী এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইবনুল কাইয়িম শারহু মানাযিলিস সায়িরীন গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, কথাটি হাদীস না হলেও, এর অর্থ হাদীস সম্মত। এ অর্থে বুখারী ও মুসলিম সংকলিত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমার কষ্ট অথবা ব্যয় অনুসারে তুমি সাওয়াব বা পুরস্কার লাভ করবে।"

অন্যত্র (يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة): "হে আলী, যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে (শবে বরাতে) ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে...." হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: এ হাদীসটিও জাল। মোল্লা আলী কারী বলেন: বড় অবাক

বিষয় হলো, যে ব্যক্তি সুন্নাতের ইলমের সুগন্ধ পেয়েছে সে কিভাবে এ সকল পাগলের প্রলাপ দ্বারা প্রতারিত হয় এবং এ বানোয়াট সালাত আদায় করে। শবে বরাতের এ সালাত মুসলিম সমাজে চতুর্থ হিজরী শতকের পরে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়। প্রথমে বাইতুল মাকদিসে এ সালাত শুরু হয় এবং এ সালাতের উদ্ভাবনের পর জালিয়াতগণ এ সালাতের পক্ষে অনেক হাদীস তৈরি করে।"

৩. ২. ২০. ইমাম যারকানী (১০৫৫-১১২২হি/১৬৪৫-১৭১০খৃ)

দ্বাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মালিকী ফকীহ আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী আয-যারকানী। ফিকহ, হাদীস, সীরাহ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ইমাম সাখাবীর "আল-মাকাসিদ আল-হাসানা" গ্রন্থটির দুটি সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করেন: একটি বড় ও একটি ছোট। এ গ্রন্থদ্বয়ে তিনি মাকাসিদ গ্রন্থের হাদীসগুলি উল্লেখ করে সাখাবীর বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু সংক্ষেপে হাদীসের অবস্থা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি অতিরিক্ত আরো অনেক প্রচলিত হাদীস এ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করে সেগুলির অবস্থা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল হাদীস চিহ্নিত করতে ইমাম যারকানীর অভিমতের উপর বিভিন্ন স্থানে নির্ভর করেছেন।

যেমন (العز مقسوم وطالب العز مغموم): "সম্মান বণ্টিত এবং সম্মান সন্ধানী চিন্তিত" কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "হাদীসটি আনাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস হিসেবে এটি অশুদ্ধ। তবে এর অর্থ সঠিক। যারকানী বলেন, এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই..।"

অন্যত্র (من أكرم غريبا...): "যে ব্যক্তি কোনো পরদেশী-প্রবাসীকে... পরদেশে বা প্রবাসের মধ্যে সম্মান করবে ..."- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি দাইলামী সনদ-বিহীনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যারকানী বলেছেন যে, এটি অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন...।"

এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল হাদীস চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যারকানীর মতকে ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩. ২. ২১. ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০হি/১৭৫৯-১৮৩৪ খৃ)

ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুজতাহিদ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী ইয়ামানী। তিনি মূলত যাইদী শীয়া মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তবে পরবর্তীতে মাযহাবের তাকলীদ বর্জন করেন এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাব-সহ বিভিন্ন ইমামের অভিমতের আলোকে স্বাধীন ফাতওয়া ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন এবং সংস্কার ও ইজতিহাদের প্রচার করতেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, আকাইদ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জাল হাদীস বিষয়ে তিনি "আল-ফাওয়াইদ আল-মাজমূআ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন যা "মাউযূআতে শাওকানী" নামেও পরিচিত। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল হাদীস বিষয়ে শাওকানীর অভিমতের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। তিনি ভূমিকায় শাওকানীর এ গ্রন্থটিকে তাঁর মূল তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জীর অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন, সংক্ষেপে শাওকানীর জীবনীতে তাকে ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নাইলুল আওতার ও অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আবু জাফর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাওকানীর গ্রন্থের তথ্যসূত্র প্রদান করে সংক্ষেপে বলেছেন "শাও" অর্থাৎ শাওকানী। কখনো কখনো বিস্তারিতভাবে তাঁর অভিমত উল্লেখ করেছেন। দু-একটি নমুনা দেখুন।

(أَبْغَضُ العِبادِ إلى الله مَنْ كانَ ثَوْباهُ خَيْراً مِنْ عَمَلِهِ): "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বান্দা সে ব্যক্তি যার পরিধেয় বস্ত্রদ্বয় তার কর্মের চেয়ে উত্তম..." হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।"

(اقرأوا يس فإن فيها عشر بركات): "সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, কারণ তাতে দশটি বরকত রয়েছে..."- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসের সনদগুলির মধ্যে মহা-মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। শাওকানী।"

অন্যত্র (منع الخمير يورث الفقر): "আটার খামির দেওয়া থেকে বিরত থাকা দারিদ্রের জন্ম দেয়..."- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: শাওকানীর মাউযূআত গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে...।"

৩. ২. ২২. ইমাম লাখনবী (১২৬৪-১৩০৪হি/১৮৪৮-১৮৮৭ খৃ)

আল্লামা আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই ইবনু মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম লাখনবী চতুর্দশ হিজরী শতকের (খৃস্টীয় উনবিংশ শতকের) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আলিম ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাত্র চল্লিশ বৎসরের জীবনে তিনি হাদীস, ফিকহ, জীবনী, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। ফিকহ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি হাদীস তাত্ত্বিক অনেক আলোচনা করেছেন এবং প্রচলিত অনেক জাল হাদীস চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া জাল হাদীস বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলির মধ্যে "আল-আসার আল-মারফূআ ফিল আখবার আল-মাউযূআ" গ্রন্থটি অন্যতম।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে লাখনবীর অভিমতের উপর নির্ভর করেছেন এবং তাঁর "আল-আসার" গ্রন্থটিকে এ গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তিনি লাখনবীর বিভিন্ন গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

কখনো কখনো তিনি আল্লামা লাখনবীর "আল-আসার" গ্রন্থকে তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, (إشربوا على

(الطعام تشبعوا): "খাদ্যের উপর পানীয় পান করবে তাহলে পরিতৃপ্তি লাভ করবে"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি বাতিল। লুলু, তাযকিরা আলী, আসার।"

দু-এক স্থানে তিনি লাখনবীর অন্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। যেমন: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل): "আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "তিরমিযী, দিমইয়ারী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন যে, এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। সুয়ূতী নীরব থেকেছেন। উপরন্তু যারকাশী মুখতাসারুল মাকাসিদ গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী উমদাতুর রিয়াইয়াহ গ্রন্থে এ হাদীসটি জাল বলে স্বীকার করেছেন.... ।"

এভাবে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম লাখনবীর অভিমতের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

৩. ২. ২৩. ইমাম কাওকাজী (১২২৩-১৩০৫হি/১৮০৯-১৮৮৮খৃ)

আল্লামা শাইখ আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ ইবনু খালীল ইবনু ইবরাহীম আল-মাশীশী আল-কাওকাজী ত্রয়োদশ-চতুর্দশ হিজরী শতকের (খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতকের) অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হানাফী ফকীহ ও প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করে প্রায় ৮১ বৎসর বয়সে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, তাসাউফ, আকীদা, ইতিহাস, ভ্রমন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রায় ১০০টি পুস্তক রচনা করেন। জাল হাদীস বিষয়ে তিনি "আল-লুলু আল-মারসূ ফীমা লাইসা লাহু আসলুন আও বি আসলিহী মাউযূ" (যার কোনো ভিত্তি নেই বা যা ভিত্তিসহই জাল সে বিষয়ে গ্রথিত মুক্তোমালা) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি তাঁর সমাজে প্রচলিত অনেক জাল হাদীস উল্লেখ করেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী শাইখ কাওকাজীর এ গ্রন্থটিকে তাঁর গ্রন্থের মূল তথ্যসূত্রের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাপকভাবে এ গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অনেক সময় অন্যান্য গ্রন্থের সাথে এ গ্রন্থকে তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, (أبو حنيفة سراج أمتي): "আবূ হানীফা আমার উম্মাতের প্রদীপ"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "মুহাদ্দিসগণ একমত যে কথাটি জাল। কবীর, লুলু।"

অন্যত্র (البخيل عدو الله ولو كان زاهداً): "কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু যদিও সে দরবেশ হয়"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি ভিত্তিহীন বানোয়াট। অনুরূপভাবে এ অর্থের অন্য হাদীসও জাল, যে হাদীসে বলা হয়েছে: কৃপণ ব্যক্তি যদি আবেদ-দরবেশও হয় তবুও জান্নাতে প্রবেশ করবে না; আর দানশীল ব্যক্তি যদি ফাসিক-পাপীও হয় তবুও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"- উভয় হাদীসই জাল ও ভিত্তিহীন। লুলু, মাসনূ, কবীর।"

অনেক স্থানে তিনি এককভাবে এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। যেমন (آليت على نفسي أن لا أدخل ...): "আমি আমার নিজের উপর শপথ করেছি যে, আহমদ ও মুহাম্মাদ নামের কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো না"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটিও ভিত্তিহীন। লুলু।"

অন্যত্র (إن الله خلق السموات والأرض يوم عاشوراء): "আল্লাহ আশূরার দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন"- কথাটির বিষয়ে তিনি বলেন: "এ হাদীসটি জাল। লুলু।"

এভাবে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ইমাম কাওকাজীর এ গ্রন্থটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

৩. ২. ২৪. অন্যান্য ইমাম ও মুহাদ্দিস

উপরে আলোচিত মুহাদ্দিসগণের উদ্ধৃতি আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে বারংবার প্রদান করেছেন। এছাড়াও হাদীসের সনদ, বর্ণনাকারীদের অবস্থা, হাদীসের অর্থ, এ বিষয়ক অন্য হাদীস, প্রাসঙ্গিক অভিমত ইত্যাদি বিষয়ে আরো অনেক মুহাদ্দিস, ফকীহ, বুজুর্গ ও প্রসিদ্ধ সংস্কারকদের উদ্ধৃতি তিনি দু-একবার প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে হাদীস ও ফিকহের নিম্নবর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও আলিমগণ রয়েছেন: ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন (২৩৩ হি), আবূ ঈসা তিরমিযী মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৫ হি), আবূ হাতিম রাযী মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২৭৭ হি), আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান ইবনু আবী হাতিম রাযী (৩২৭ হি), হাকিম নাইসাপূরী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি), আবূ নুআইন ইসপাহানী আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি), আবূ বাকর আহমদ ইবনু হুসাইন বাইহাকী (৪৫৮ হি), আবূ বাক্র আহমদ ইবনু আলী খাতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি), আবূল মুযাফ্‌ফার ইবনুস সামআনী মানসূর ইবনু মুহাম্মাদ (৪৮৯ হি), ফাখরুদ্দীন রাযী মুহাম্মাদ ইবনু উমার (৬০৬ হি), আবুল হাজ্জাজ মিয্‌যী ইউসুফ ইবনু আব্দুর রাহমান আয-যাকী (৭৪২ হি), বুরহান সাফাকিসী ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (৭৪২ হি), দিমইয়ারী মুহাম্মাদ ইবনু মূসা (৮০৮ হি), মাজদউদ্দীন ফিরোয আবাদী মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব (৮১৭ হি), ইবনুল হুমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৮৬১ হি), সাইয়েদ মুয়ীনুদ্দীন সাফাবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান (৯০৬ হি), কাসতালানী আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯২৩ হি), আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-মানূফী (৯৩৯ হি), ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৭৪ হি), আব্দুর রাউফ মানাবী (১০৩১ হি), আশরাফ আলী থানবী (১৩৬২ হি)।

মহান আল্লাহ এ সকল আলিম ও উম্মাতের সকল আলিমকে রহমত, মাগফিরাত ও সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ
হাদীস বনাম হাদীসের অর্থ

আমরা দেখেছি যে, হাদীস বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কথিত বা বর্ণিত "কথা"ই বুঝানো হয়। শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমন্বিত রূপের নামই কথা। এজন্য ইসলামের প্রথম যুগগুলির মুহাদ্দিসগণ অর্থকে শব্দ থেকে পৃথকভাবে বিচার করেন নি। যে "কথা" রাসূলুলাহ ﷺ- থেকে কোনো সনদে বর্ণিত হয় নি, অথবা সনদ-সহ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার সনদে মিথ্যাবাদী বিদ্যমান সে কথাকে তাঁরা জাল বলেছেন, তার অর্থ ভাল না মন্দ তা তাঁরা পৃথকভাবে বিচার করেন নি। কারণ তখন কমবেশি সকলেই হাদীস বিষয়ক পরিভাষার সাথে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ কোনো জাল হাদীস চিহ্নিত করলে সে অর্থে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করতেন।

৩. ৩. ১. জাল হাদীস সংকলনে অর্থালোচনার গুরুত্ব

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সামগ্রিকভাবে দীনী ইলম ও বিশেষভাবে ইলম হাদীস বিষয়ে অজ্ঞতা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। এ কারণে জাল হাদীস ও তার অর্থ নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। কোনো হাদীসকে জাল বলে জানতে পারলেঃ

(১) অনেকে মনে করেন, এ কথাটি যেহেতু জাল সেহেতু এর অর্থও বাতিল। এ অর্থে কোনো কথা কেউ বললে তিনি তার সমালোচনা করেন।

(২) অনেকে শব্দ ও বাক্যের বিষয়টি চিন্তা না করে অর্থের উপর নির্ভর করে মনে করেন, এ হাদীসটি জাল হওয়ার অর্থ, এ অর্থটিই জাল। ফলে জাল হাদীসটির কাছাকাছি অর্থ প্রকাশক কোনো সহীহ হাদীস দেখলে তাকেও তিনি জাল বলে মনে করেন বা দাবি করেন।

(৩) কেউ শুধু অর্থ দেখে হাদীস বিচার করে বলেছেন, এ অর্থে তো অমুক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাহলে এটি জাল হবে কেন?

(৪) অনেকে অর্থ বিচার করে জাল হাদীস প্রচারের চেষ্টা করেছেন। তারা ধারণা করেছেন যে, কথাটির অর্থ যেহেতু ভাল ও ইসলাম সম্মত, কাজেই একে হাদীস বলতে বাধা কী? এতে ইসলামের ক্ষতিই বা কী? এরা নিজেরা জালিয়াত না হলেও, এরূপ বিভ্রান্তির কারণে জাল হাদীস প্রচারে সহযোগিতা করেছেন এবং জালিয়াতদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এ জন্য বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল হাদীস আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থ আলোচনা করেছেন।

৩. ৩. ২. অর্থ সঠিক হওয়ার অর্থ

সাধারণত জালিয়াতগণ সর্বদা "ভাল" অর্থেই জাল হাদীস তৈরি করেছেন ও করছেন। অধিকাংশ জালিয়াত সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সাহায্যার্থে (!!) এমন কথা বানিয়ে বলতে, যে কথা বললে দীনের উপকার (!!) হবে, মানুষ আলাহ-মুখি হবে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রতি ঈমান, ভক্তি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, মানুষ পাপ বর্জন করবে, বেশি করে নেক আমল করবে, সুন্নাতের অনুসরণে অনুপ্রাণিত হবে, দুনিয়া বর্জন ও আখিরাত অর্জনে ব্যস্ত হবে....।

সকল জালিয়াতই চেষ্টা করেছেন তার জাল কথাটি যেন তার জ্ঞানের পরিধি অনুসারে তার সময়ে প্রচলিত ফিকহ, তাসাউফ, আকীদা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদির আলোকে "ভাল", "সুন্দর", আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য "হাদীস" হিসেবে শ্রোতা ও পাঠকদের চমৎকৃত করতে পারে। স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াতের কল্পিত "ভাল" অর্থের "আকর্ষণীয়" ও "বিজ্ঞান-সম্মত" কথাগুলি ভাল বলে প্রমাণিত হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কল্পিত "ভাল" কথাটির অর্থ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। অধিকাংশ জাল হাদীসই এ পর্যায়ের। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর গ্রন্থের জাল হাদীসগুলি পর্যালোচনা করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। কখনো কখনো এরূপ জাল কথার অর্থ "ভাল" বা "সঠিক" বলে দেখা যায়।

কোনো জাল কথার অর্থ "সঠিক" বা "ভাল" হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কথাটিকে হাদীস বলে গণ্য করা যাবে। কোনো কথার অর্থ যত সত্য বা মহাসত্যই হোক না কেন, সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত না হলে তাকে কোনো অবস্থাতেই "হাদীস" বলে উল্লেখ করা বৈধ নয়। এরূপ কোনো কথা "হাদীস" বলে উল্লেখ করার অর্থই "রাসূলুলাহ ﷺ যা বলেন নি তা তার নামে বলা।" আর এ পাপের অবধারিত শাস্তি জাহান্নামের আবাসস্থল।

জাল হাদীসের অর্থ সঠিক হওয়ার অর্থ কথাটি হাদীস না হলেও সাধারণ কথা বা বক্তব্য হিসেবে ইসলাম বিরোধী নয়। কেউ যদি "হাদীস" না বলে নিজের কথা, অন্য কারো কথা বা সাধারণ নীতি হিসেবে তা বলে তাহলে তা অপরাধ বা পাপ নয়।

৩. ৩. ৩. জাল হাদীসের সমার্থক সহীহ হাদীস

জাল হাদীসের অর্থের সঠিকত্ব দুভাবে প্রমাণিত হয়: প্রথমত, এ অর্থে অন্য কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, কুরআন-সুন্নাহর সামগ্রিক নির্দেশনার আলোকে কথাটির অর্থ সঠিক প্রমাণিত হওয়া।

১০ নং জাল হাদীস (اختنوا أولادكم): তোমাদের সন্তানদেরকে সপ্তম দিবসে খাতনা করবে; কারণ তা অধিক পবিত্রতা রক্ষা করে এবং অধিক দ্রুত ক্ষত পূরণ করে"- প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "দাউদ ইবনু সুলাইমান নামক একজন জালিয়াত বর্ণনাকারীর পুস্তিকাতে এ হাদীসটি বর্ণিত। সে ইমাম আলী ইবনু মুসা রেযা ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করত। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন, এ

লোকটি মিথ্যাবাদী। আর আবূ হাতিম বলেন, একে আমি চিনি না। সর্বাবস্থায় এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদি জালিয়াত বর্ণনাকারী ছিলেন... ।"

তাহলে এ শব্দে ও সনদে হাদীসটি জাল। তবে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনকে জন্মের সপ্তম দিনে খাতনা করান। ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত (سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُخْتَنُ) "শিশুর জন্মের ৭ম দিনে ৭টি বিষয় সুন্নাত, তার অন্যতম হলো তার নাম রাখা ও খাতনা করানো।" এ হাদীস দুটিরই সনদে দুর্বলতা আছে, তবে উভয়ের সমন্বয়ে ৭ম দিনে খাতনার বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।[২৩০]

কিন্তু লক্ষণীয় যে, জাল কথার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই এবং জাল হাদীস এবং কাছাকাছি অর্থের সহীহ হাদীসের অর্থের মধ্যে কম-বেশি কিছু পার্থক্য থাকবেই। জন্মের সপ্তম দিনে খাতনা করা সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি উপর্যুক্ত হাদীসদুটি থেকে জানা যায়। কিন্তু জাল হাদীসটিতে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, এরূপ করা অধিকত পবিত্রতা রক্ষা করে এবং অধিক দ্রুত ক্ষত শুকাতে সহায়ক। এ অর্থটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিকিৎসাবিদ্যা বা অন্য কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে এ অতিরিক্ত কথাকে হাদীস বলে দাবি করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

৩৪৭ নং জাল হাদীস (من صلى الفجر في جماعة ثم اعتكف...): "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করবে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত ই'তিকাফ করবে, অতঃপর চার রাকআত সালাত আদায় করবে: প্রথম রাকআতে ৩ বার আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইখলাস, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ওয়াশ শামসি, তৃতীয় রাকআতে সূরা তারিক, চতুর্থ রাকআতে .....) প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: "যাইল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী নূহ ইবনু আবী মরিয়ম সুপ্রসিদ্ধ জালিয়াত... ।"

এ হাদীসটি জাল। তবে কাছাকাছি অর্থে দু-একটি সহীহ ও হাসান হাদীস রয়েছে। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (تُمَكِّنُهُ الصَّلاَةَ) ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (سُبْحَةَ الضُّحَى) انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, অতঃপর বসে আল্লাহর যিকর করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত (সালাত আদায়ের সময় হওয়া পর্যন্ত), অতঃপর দাঁড়িয়ে দু রাকআত সালাত (সালাতুদ্দোহা বা চাশতের সালাত) আদায় করবে, সে একটি হজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব অর্জন করবে।"[২৩১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ফজরের পর মসজিদে বসে যিকরে রত থেকে সূর্যোদয়ের পর দু রাকআত চাশত বা সালাতুদ্দোহা আদায় করার বিশেষ সাওয়াবের বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে এখানেও লক্ষণীয় যে, সহীহ হাদীস ও জাল হাদীসের মধ্যে অর্থগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। কাজেই এ জাল হাদীসটিকে "হাদীসটি জাল, কিন্তু এ অর্থ সঠিক" বলার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ জাল হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত অনেক কথা রয়েছে যা ভিত্তিহীন, আজগুবি এবং বাতিল কথা।

১৮৫ নং জাল হাদীস (الشكر في الوجه مذمة): " মুখের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিন্দা করা হয়"- প্রসঙ্গে আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: "এ কথা হাদীস নয়। তবে অর্থের দিক থেকে অন্য একটি হাদীসের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে হাদীসে কারো মুখের উপর বা কারো উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করতে আপত্তি করে বলা হয়েছে:

قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيْكَ (صَاحِبِكَ)

"তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেললে!" ..... ।"

এখানে আমরা দেখছি যে, এটি ভিত্তিহীন জাল কথা হলেও, অন্য একটি সহীহ হাদীসের অর্থের সাথে এ জাল কথাটির অর্থের কিছু মিল রয়েছে। কৃতজ্ঞতার নামে যদি সামনের উপর প্রশংসা করা হয় তাহলে তা এ হাদীসের আলোকে নিন্দনীয় হতে পারে।

তবে লক্ষণীয় যে, অর্থের কিছু মিল থাকলেও সহীহ হাদীসের সাথে এ কথাটির অর্থের অমিলও অনেক। কৃতজ্ঞতা (الشكر) ও প্রশংসা (المدح) এক বিষয় নয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই সামনে প্রশংসা করার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সামনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং সামনে ও পিছনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও দুআ করার আদেশ রয়েছে।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা আলাহর ওহী, আর জাল হাদীস মানুষের বুদ্ধিজাত কথা। কাজেই কোনো জাল হাদীসের অর্থই পুরোপুরি সঠিক হতে পারে না।

১৬৫ নং জাল হাদীস (ريق المؤمن شفاء): "মুমিনের লালা সুস্থতা বা রোগমুক্তি" প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "এটি কোনো হাদীস নয়। তবে এর অর্থ সঠিক। যেমন একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুঁক দিতে বলতেন:

بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا

আল্লাহর নামে, আমাদের যমিনের মাটি, আমাদের কারো লালার সাথে, আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে, আমাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে ।"

এখানেও আমরা দেখছি যে, সহীহ হাদীসটির অর্থের সাথে জাল কথাটির অর্থের কিছু মিল থাকলেও অমিল অনেক । জাল হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, মুমিনের লালা সর্বাবস্থায় রোগমুক্তি, এর সাথে দুআ থাক বা না থাক । আর সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দুআ রোগমুক্তির মাধ্যম, এর সাথে ফুঁক বা লালা ব্যবহারও সুন্নাত সম্মত ।

২৯৭ নং জাল হাদীস (ما ترك القاتل...): "হত্যাকারী নিহতের কোনো পাপ অবশিষ্ট রাখে না" প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "ইবনু কাসীর তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ শব্দে হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি তার জানা নেই । তবে এর অর্থ সঠিক । এ অর্থে ইবনু হিব্বান ইবনু উমার (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন:

إن السيف محاء للخطايا

"তরবারী পাপরাশীর জন্য মহা-মোচনকারী ।"

এভাবে ইবনু হিব্বানের হাদীসটির আলোকে উপর্যুক্ত জাল কথাটির অর্থ সঠিক বলে গণ্য করেছেন কোনো কোনো মুহাদ্দিস । তবে দুটি হাদীসের অর্থের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল অনেক বেশি । উপরের জাল হাদীস থেকে জানা যায় যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সকল পাপ বহন করে । এতে বুঝা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই নিহত ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়ে যায় এবং হত্যাকারী তার সকল পাপ বহন করে । পক্ষান্তরে ইবনু হিব্বানের হাদীসে শহীদ মুজাহিদের কথা বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ । তিনি বলেন

وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوْبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا،

"আর নিজের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে । যখন শত্রুর মুকাবিলা করে তখন যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয় । এরূপ শাহাদত মোচনকারী, তা তার পাপ ও অন্যায়গুলি মুছে দেয় । তরবারী পাপরাশীর জন্য মহা-মোচনকারী ।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, কোনো কোনো জাল হাদীসের অর্থে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ অর্থের সহীহ হাদীসের কারণে হাদীসটির অর্থ সহীহ বলে গণ্য করা হয় । তবে কোনো জাল হাদীসের অর্থই সহীহ হাদীসের হুবহু অনুরূপ হয় না এবং কোনো জাল হাদীসের অর্থই পুরোপুরি সঠিক হয় না । জাল হাদীসের মধ্যে যতটুকু জালিয়াতি বা সহীহ হাদীসের ব্যতিক্রম রয়েছে ততটুকুই অশুদ্ধ অর্থ প্রদান করে ।

৩. ৩. ৪. কুরআন-সুন্নাহর সাধারণ নির্দেশনার সমার্থক

জাল হাদীসের সহীহ অর্থ হওয়ার দ্বিতীয় দিক হাদীসটির অর্থ কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক অর্থের আলোকে ইসলাম-সম্মত হওয়া । অর্থাৎ জাল হাদীসটির অর্থে একক কোনো সহীহ হাদীস না থাকলেও সামগ্রিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ-এর নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর আলোচনায় এর অনেক নমুনা রয়েছে । ১১৯ নং জাল হাদীস (الجزاء من جنس العمل): "কর্ম যে প্রকারের প্রতিফলও সে প্রকারের"- হাদীসটির বিষয়ে তিনি বলেন: "সাখাবী বলেন, এ হাদীস আমার জানা নেই । তবে এর অর্থ সঠিক । যেমন আল্লাহ বলেন: "তোমরা যদি শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে" অন্য আয়াতে বলেন: "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ ।" এ সকল আয়াতের মর্মার্থ হলো যে প্রতিফল কর্ম অনুসারেই হয়... ।"

উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতিতে জাল হাদীসের অর্থের সঠিকত্ব নির্ণয়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক ও বিতর্কিত হয়ে যায় । একদিক থেকে বিচারে অর্থ ইসলাম-সম্মত হলেও অন্য দিক থেকে তা ইসলাম বিরোধী হয় । যেমন ২৫৯ ও ৩০২ নং জাল হাদীস (قلب المؤمن بيت الرب): " মুমিনের অন্তর আল্লাহর গৃহ" এবং (ما وسعني سمائي ولا...): "আসমান-যমীন আমাকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু আমাকে ধারণ করেছে আমার মুমিন বান্দার হৃদয়"- এ জাল হাদীসদ্বয়ের অর্থ পর্যালোচনায় আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই । ... মোল্লা আলী কারী বলেন, সাধারণ কথা হিসেবে এর অর্থ সঠিক ... এ কথার অর্থ এরূপ হবে যে, আমার প্রতি ঈমান ও আমার মহব্বতের কারণে মুমিনের হৃদয় প্রশস্ত তা লাভ করেছে (আমার মুমিন বান্দার হৃদয় আমার প্রতি ঈমান ও আমার মহব্বত ধারণ করতে পেরেছে) । এরূপ অর্থ না করলে এ কথা কুফরী কথায় পরিণত হবে; কারণ এ থেকে মানুষের মধ্যে আল্লাহর অবতরণ বা অবতারবাদ বুঝা যাবে । যারাকশী বলেন, ধর্মদ্রোহী মুলহিদরা এ কথাটি বানিয়েছে.... ।"

এখানে আল্লামা আবু জাফর এ জাল হাদীসটির অর্থ সঠিক বলার পরে সঠিক ও বেঠিক অর্থের পর্যালোচনা করেছেন । যে সকল জাল হাদীসের অর্থ এভাবে সঠিক বলা হয় সেগুলির অবস্থা এরূপই ।

একটি উদাহরণ দেখুন । ১২৭ নং জাল হাদীস (حب الوطن من الإيمان): "দেশপ্রেম ঈমানের অংশ"- প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেছেন: "ইমাম সাখাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে আমার জানা নেই । তবে এর অর্থ সঠিক । এ বিষয়ে বিস্তারিত

জানতে কবীর দেখুন... ।"

মোল্লা আলী কারীর মাউযূআত কাবীর বা আল-আসরারুল মারফূআহ গ্রন্থ দেখলে পাঠক জানবেন যে, সাখাবী এ জাল কথাটির অর্থ সহীহ বললেও মানূফী (৯৩৯ হি) তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের আয়াত প্রমাণ করে যে, মুনাফিকদেরও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু তাদের ঈমান ছিল না। কাজেই দেশপ্রেম ঈমানের অংশ হতে পারে না। এ বিষয়ে আরো অনেক মত ও বিতর্ক মোল্লা আলী কারী উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত কোনো জাল কথাই ওহীর মত ভাল অর্থ দিতে পারে না। এখানে লক্ষণীয় যে, ঈমান ও ইসলাম ঐ সব কর্মের সমষ্টি যা মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় করতে পারে বা অর্জন করতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে বা জন্মগতভাবে সে সকল বিষয় অর্জিত হয় তাকে ঈমানের বা ইসলামের অংশ বলা হয় না। কারণ এগুলি ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাধীন কর্ম নয়। জন্মস্থান, আবাসস্থল, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, সন্তান, পরিজন ও পিতামাতার প্রতি ভালবাসা একটি প্রকৃতিগত বিষয়। মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে এদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করে। এগুলি কোনটিই ঈমানের অংশ নয়। এজন্য পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়েছে, পিতামাতার ভালবাসাকে নয়। অনুরূপভাবে দেশের প্রতি, আবাসস্থলের প্রতি, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি মুসলিমের অনেক দায়িত্ব রয়েছে, যা তিনি ইচ্ছাধীন কর্মের মাধ্যমে পালন করবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক ভালবাসাকে ঈমানের অংশ বলা ইসলামী ধারণার সাথে পুরোপুরি মেলে না। কেউ যদি প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করে, নিজ সন্তান, স্ত্রী, পিতামাতা, আবাসস্থল বা দেশকে ভাল না বাসে তাহলে আমরা তাকে অপ্রকৃতিস্থ, পাগল বা উন্মাদ ইত্যাদি বলব। আর যদি এ অবস্থা তাকে তার উপর্যুক্ত দায়িত্বাদি পালন থেকে বিরত রাখে তাহলে আমরা তাকে পাপী ও আল্লাহর অবাধ্য বলব। কাজেই দেশপ্রেম ঈমানের অংশ কথাটির অর্থ সঠিক বলা কষ্টকর। বরং দেশ-সেবা ইসলামের নির্দেশ বলা যেতে পারে।[২৩২]

২০১ নং জাল হাদীস (ضاع العلم في/ بين أفخاذ النساء): "স্ত্রীদের উরুর মধ্যে ইলম হারিয়ে গেল" প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এটি কোনো হাদীস নয়; তবে এর অর্থ সঠিক। এ অর্থে বিশর আল-হাফী বলেছেন: "যে ব্যক্তির স্ত্রী-সঙ্গ অতি প্রিয় সে সফল হয় না।" বিশরের এ কথা থেকে উপরের কথাটির অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীস হিসেবে কথাটি জাল হলেও বিশর হাফীর বক্তব্যের আলোকে এর অর্থ সঠিক। পাশাপাশি নিম্নের সহীহ হাদীসটি লক্ষ্য করুন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ

"তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে কেবলমাত্র স্ত্রীগণ এবং সুগন্ধিকে আমার প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর আমার চক্ষুর প্রশান্তি রেখে দেওয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে।"[২৩৩]

এ সহীহ হাদীসের আলোকে কি বলা সম্ভব যে, স্ত্রীসঙ্গ প্রিয় হওয়া ইসলামে নিন্দনীয় বা এতে ইলম নষ্ট হয় বা এতে সফলতা বিঘ্ন হয়? ইবাদত বা সালাতের একনিষ্ঠতা এবং স্ত্রী-সঙ্গ প্রিয়তার মধ্যে সংঘর্ষ বা বৈপরীত্য কল্পনা করা কি সঠিক? খুলাফায়ে রাশেদীন ও প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের জীবন পর্যালোচনা করলে সুন্নাতে নববীরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তাঁরা স্ত্রী-সঙ্গ প্রিয়তা, ইবাদত ও ইলমের মধ্যে সর্বোত্তম সমন্বয় করেছেন।

৩২৭ নং জাল হাদীস (من جالس عالما فكأنما جالس نبيا): "যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিমের কাছে বসল সে যেন একজন নবীর কাছে বসল"- প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "সাখাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই। তবে মোল্লা আলী কারী বলেছেন, এটি হাদীস না হলেও এ কথাটির অর্থ সঠিক; কারণ আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ বলেছেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।"[২৩৪] .....

মোল্লা আলী কারীর বক্তব্যের যৌক্তিকতা থাকলেও আমরা জাল হাদীসের অর্থের সাথে সহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের অর্থের ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাই। কুরআনে আলিমগণকে প্রশ্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সহীহ হাদীসে আলিমগণকে নবীগণের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। এ দুটি নির্দেশনা থেকে কোনোভাবেই বুঝা যায় না যে, আলিমের কাছে বসা নবীর কাছে বসার মতই মর্যাদাময় বা গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো জাল হাদীসের অর্থই পুরোপুরি সঠিক হতে পারে না। যত জাল হাদীসের অর্থ সঠিক বা সহীহ বলা হয়েছে সবগুলিরই এ অবস্থা। অর্থটি একেবারে ইসলাম বিরোধী নয় এতটুকু বুঝানোর জন্যই মূলত মুহাদ্দিসগণ মাঝে মাঝে এরূপ বলেছেন।

৩২৬ নং জাল হাদীস (من تكلم بكلام الدنيا في المسجد...): "যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলবে আল্লাহ তার ৪০ বৎসরের আমল বিনষ্ট করে দিবেন"- প্রসঙ্গে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "সাগানী বলেন, এ হাদীসটি জাল। অর্থাৎ এর ভাষা ও

এর অর্থ উভয়ই বাতিল.. ।”

এখানে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসের কথা ও অর্থ দুটিই বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি বানিয়েছে সে অবশ্যই ধারণা করেছে যে, এটি খুবই ভাল অর্থ প্রকাশক এবং এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) পক্ষে (!) ও তাঁর দীনের কল্যাণে (!) জালিয়াতি। এতে মানুষের মধ্যে দীন পালন, সুন্নাত পালন ও মসজিদের মধ্যে বেশি বেশি নেক আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই অনেক সরলপ্রাণ দীনদার মানুষ এ কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু জালিয়াতের ইলম তো আর নুবুওয়াতের ইলম ও আল্লাহর ওহীর সম্পূরক হতে পারে না। জালিয়াতের দৃষ্টিতে যা ভাল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের সামগ্রিক চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সাহাবীগণ মসজিদে স্বাভাবিক কথাবার্তা-গল্পগুজব করেছেন, জাহিলী যুগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, কবিতা পাঠ ও শ্রবণ করেছেন। এগুলি কিছুই অবৈধ নয়। আর যদি কেউ অবৈধ কথা বলেন তাহলে তা পাপ হলেও সেজন্য অন্য আমল নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সাধারণভাবে কোনো কবীরা গোনাহের জন্যও চল্লিশ বৎসরের কর্ম বিনষ্ট হওয়ার কথা ইসলামে বলা হয় নি, সেখানে মসজিদে জাগতিক কথা বললে ৪০ বৎসরের আমল নষ্ট হবে বলে মনে করা ইসলামী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। যে সকল হাদীসের অর্থ সঠিক বলা হয়েছে, সেগুলির অর্থ এরূপ সাংঘর্ষিক নয় বলা চলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ যে সকল গ্রন্থের হাদীস জাল বলেছেন

৩. ৪. ১. হাদীস সংকলন বিষয়ক বিভ্রান্তি

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অনেক গ্রন্থের হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে মুহাদ্দিসগণের হাদীস-সংকলন নীতিমালা জানতে হবে। ইলম হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকে ধারণা করেন যে, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ, আখলাক ইত্যাদি গ্রন্থে যে সকল হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলি সবই নির্ভরযোগ্য হাদীস। তারা ধারণা করেন যে, এগুলি যদি সহীহ না হতো তাহলে তো এ সকল প্রাজ্ঞ আলিম তাদের গ্রন্থে এ সকল হাদীস উদ্ধৃত করতেন না। এরূপ ধারণা প্রকট মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। প্রাচীন যুগেও অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে এরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। ইমাম মুসলিম (২৬২ হি) তাঁর "তাময়ীয" গ্রন্থে এবং ইমাম হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি) তাঁর "মাদখাল" গ্রন্থে এরূপ কুসংস্কার ও উদ্ভট ধারণার কথা উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেছেন।

তবে দুঃখজনক হলো, বর্তমান যুগে অনেক আলিম বা তালিব ইলমের মধ্যে এরূপ অজ্ঞতা প্রকটরূপে দেখা যায়। বিভিন্ন জাল হাদীস প্রচার করার ক্ষেত্রে তাঁদের একমাত্র "দলীল" (!) হলো, অমুক আলিম বা বুজুর্গ হাদীসটিকে তার অমুক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীসটি সহীহ না হলে তো আর তিনি উল্লেখ করতেন না! এত বড় বড় আলিম কিছু বুঝলেন না, তুমি কি বেশি বুঝ! এত বড় কাশফওয়ালা ওলী তিনি বুঝলেন না, তোমরা বেশি বুঝলে? ইত্যাদি কথাই তাদের একমাত্র পুঁজি।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ সকল বিভ্রান্তি অপসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ, সূফী ও বুজুর্গগণের মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি ভারতীয় এবং বিশেষত বাংলার আলিম, তালিব ইলম ও সাধারণ শিক্ষিত পাঠক, যাদের জ্ঞানার্জনের ভাষা ছিল মূলত উর্দু, তাদেরকে হাদীস যাচাইয়ে আপোসহীনতা, সর্বক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুসরণের আবশ্যকতা ও কোনো অজুহাতে জাল হাদীস গ্রহণ না করে আপোসহীনভাবে জাল হাদীস বর্জনের শিক্ষা দান করেছেন। উপরন্তু এ বিষয়ক সচেতনতার জন্য তিনি তাঁর এ বইয়ের শেষে "অমুক গ্রন্থে হাদীসটি রয়েছে" এরূপ কথা না বলে "হাদীসটি সনদ-সহ কোন্ গ্রন্থে সংকলিত" তা জেনে সনদ বিচারের উৎসাহ দিয়েছেন। এ গ্রন্থের শেষে তিনি বলেছেন:

"... আর মানবীয় দুর্বলতার কারণে যদি কোনো ভুল পাওয়া যায়, অথবা কোনো হাদীস মাউযূ (জাল) নয় বলে সন্দেহ হয়, তবে সনদ-সহ হাদীসটি অনুলিপি করে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন; যেন রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থাদির আলোকে সে বিষয়ে তাহকীক বা গবেষণা যায়। যদি প্রকৃতই সে হাদীসটি কোনো প্রকারের হাদীস বলে প্রমাণিত হয় তবে দ্বিতীয় মুদ্রণে সে হাদীসটি বাদ দেওয়া হবে। শুধু কিতাবের বরাত দেওয়া যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, অমুক গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যদি কোনো গ্রন্থ ইলম হাদীসের ভাল গ্রন্থ হয়, সে গ্রন্থে জাল হাদীসের আধিক্য না থাকে এবং সে গ্রন্থের লেখকও ভাল হন তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের যাচাই-বাছাই সম্পর্কে অনেকেই অবগত হলেও এর ক্ষেত্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নন। তারা ধারণা করেন যে, মুহাদ্দিসগণ যাচাই-বাছাইয়ের পরে যে হাদীসগুলি সহীহ বলে গণ্য করেছেন সেগুলিই শুধু হাদীসের গ্রন্থগুলিতে সংকলন করেছেন। আর যেগুলি জাল বা অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন সেগুলি তারা বাদ দিয়েছেন। এজন্য তারা মনে করেন, কোনো গ্রন্থের হাদীসকে জাল বা যয়ীফ বলার অর্থ সে গ্রন্থের লেখকের সমালোচনা করা, তাকে অবজ্ঞা করা বা তার যাচাই-বাছাইকে অবহেলা করা। এ ধারণাটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

কোনো ব্যক্তির প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধার কারণে কোনো হাদীসকে সনদছাড়া গ্রহণ করা বা জাল বলে গণ্য কোনো হাদীসকে এরূপ কোনো গ্রন্থ বা ব্যক্তির উদ্ধৃতির অজুহাতে গ্রহণ বা প্রচার করার অর্থ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণে আল্লাহ ও তঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ অমান্য করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আঙ্গিনাকে জাল কথা দিয়ে অপবিত্র করতে সাহায্য করা এবং আল্লাহর ওহীর মধ্যে মানবীয় কথা সংযোজন করে ওহীর পবিত্রতা বিনষ্ট করতে সহায়তা করা।

না জানার কারণে কোনো অনির্ভরযোগ্য বা জাল হাদীস উল্লেখ করা অসম্ভব নয়। একজন বড় আলিম ও বুজুর্গ তার অগণিত নেক কর্মের মধ্যে এরূপ ভুল করতেই পারে। সাধারণত এগুলি ইজতিহাদী ভুল। একজন আলিম সাধ্যমত চেষ্টা করেন হাদীসগুলির অবস্থা জানতে। যেগুলির অবস্থা জানতে পারেন না সেগুলি নিজস্ব ইজতিহাদ ও ধারণার উপরে উদ্ধৃত করেন। আর ইজতিহাদী ভুলের জন্য মুজতাহিদ বা বড় আলিম একটি সাওয়াব পান। তবে ভুল জানার পরে তা কোনো অজুহাতে গ্রহণ করা বা কোনো হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ জাল বলে গণ্য করেছেন জানার পরেও সনদদ্বারা প্রমাণ করা ছাড়া কোনো ব্যক্তির অজুহাতে তা গ্রহণ করা, প্রচার করা বা তার পক্ষে বলার অর্থ জাল হাদীসের প্রচারে: জালিয়াত বা প্রচারক দুজনের একজন হওয়া। অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে এ প্রবণতা থাকলেও মুসলিম উম্মাহর কোনো প্রাজ্ঞ আলিম, সূফী, বুজুর্গ, পীর কেউই এরূপ প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেন নি।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফতী, সূফী ও শাইখ তরীকত বা পীর। কিন্তু তিনি হাদীস, ফিকহ, তাসাউফ বা অন্য কোনো বিষয়ের গ্রন্থের কোনো জাল হাদীস সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা তা বিস্তারিত পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৩. ৪. ২. হাদীসগ্রন্থসমূহের জাল হাদীস

আল্লামা আবু জাফর দু প্রকারের হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন (১) একেবারে সনদবিহীন জাল কথা ও (২) সনদসহ হাদীস যেগুলি জালিয়াতগণ সনদ-সহ বানিয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের জাল হাদীসই বেশি, কারণ ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলিতে সনদবিহীন কোনো হাদীস কেউই গ্রহণ করতেন না। এজন্য জালিয়াতগণ তাদের জাল হাদীসগুলির জন্য জাল সনদ তৈরি করত।[২৩৫] এ সকল সনদসহ জাল হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। এগুলির সমালোচনা বা এগুলিকে জাল বলে চিহ্নিত করাকে অনেক পাঠক অজ্ঞতা বশত আপত্তিকর বলে গণ্য করতে পারেন। এজন্য হাদীসগ্রন্থগুলি সংকলনে মুহাদ্দিসগণের কর্মরীতি ও এগুলির মধ্যে বিদ্যমান জাল হাদীস বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

বস্তুত দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণের হাদীস সংকলন ও হাদীস যাচাই-বাছাই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় সম্পন্ন হয়েছে। যারা হাদীস সংকলন করেছেন তাঁদের অধিকাংশই মূলত সনদ-সহ যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সবই নির্বিচারে সংকলন করেছেন। পাশাপাশি রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় ও হাদীসের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ পৃথক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সংকলন ও যাচাই একত্রে করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ৪ শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংকলনের যে ধারা চালু থাকে এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে কথিত ও প্রচারিত সকল হাদীস সংকলন করা। যাতে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষাভিত্তিক বিধানের আলোকে এগুলির মধ্য থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হাদীস বেছে নিতে পারেন।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ সকল প্রকারের হাদীস সংকলিত হয়েছে। ৯ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তাবারানীর (৩৬০ হি) গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যমান অনেক জাল ও বাতিল হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

وهذا أمر لا يختص به الطبراني فلا معنى لإفراده باللوم، بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوأنهم برؤا من عهدته

"এটি তাবারানীর একক বিষয় নয় এবং এ বিষয়ে তাকে পৃথকভাবে দোষ দেওয়ার কিছু নেই; দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে পরবর্তী যুগগুলির অধিকাংশ মুহাদ্দিস মনে করতেন যে, সনদ-সহ হাদীস উল্লেখ করলেই দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল এবং তাঁরা যিম্মাদারি থেকে মুক্ত হলেন।"[২৩৬]

বস্তুত কয়েকজন সংকলক বাদে কোনো সংকলকই শুধু বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেন নি। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আলিম ও ইমাম হাদীস সংকলন করেছেন সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সনদসহ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে; যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত বা প্রচারিত সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। তাঁরা কোনো হাদীসই রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর কথা বা কাজ হিসাবে সরাসরি বর্ণনা করেননি। বরং সনদসহ, কে তাদেরকে হাদীসটি কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মূলত বলেছেন: "অমুক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'এ কথাটি হাদীস', আমি তা সনদসহ সংকলিত করলাম"। হাদীস প্রেমিক পাঠকগণ এবার সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট বেছে নিন। এ সকল সংকলকের কেউ কেউ আবার হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তার সনদের আলোচনা করেছেন এবং দুর্বলতা বা সবলতা বর্ণনা করেছেন।[২৩৭]

অল্প কয়েকজন শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২৬১ হি) অন্যতম। তাঁদের পরে আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনুল জারূদ (৩০৭ হি), মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি), আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ, ইবনুশ শারকী (৩২৫ হি), কাসিম ইবনু ইউসূফ আল-বাইয়ানী (৩৪০ হি), সাঈদ ইবনু উসমান, ইবনুস সাকান (৩৫৩ হি), আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতি (৩৫৪ হি), আবু আব্দুলাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুলাহ হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি), যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (৬৪৩ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করে 'সহীহ' গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২৩৮]

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের চুলচেরা নিরীক্ষার মাধ্যমে শুধু বুখারী ও মুসলিমের সহীহ-গ্রন্থদ্বয়ের হাদীসগুলি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের দু-একজন রাবীর বিষয়ে, দু-একটি সনদ-বিহীন তা'লীক ও তাবিয়ীগণের বক্তব্য বা 'আসার" বিষয়ে কিছু আপত্তি কোনো কোনো মুহাদ্দিস করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে আল্লামা রুহুল আমিনের বক্তব্যে এরূপ দু-একটি নমুনা দেখেছি। তবে উম্মাতের মুহাদ্দিসগণ সামাগ্রিক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন যে, এ গ্রন্থদ্বয়ের সকল হাদীসে নববীই সহীহ বলে প্রমাণিত। বাকী কোনো গ্রন্থেরই সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় নি। বরং কোনো কোনো গ্রন্থে যয়ীফ, বাতিল ও মিথ্যা হাদীস সংকলিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।[২৩৯]

দ্বাদশ হিজরী শতকের অন্যতম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি/ ১৭৬২খৃ) হাদীসের গ্রন্থগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এই তিনখানা

গ্রন্থের সকল সনদসহ বর্ণিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থগুলির হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনান আবী দাউদ, সুনান নাসাঈ ও সুনান তিরমিযী। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এই পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সব ধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এ পর্যায়ে রয়েছে: মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদ আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদ তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনান কুবরা, দালাইলুন নুবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান...), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শারহ মায়ানীল আসার, শারহ মুশকিলিল আসার ...), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর...)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের দিকে মন দেননি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি ঐ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন: (১) যে সকল 'হাদীস' পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২) যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩) লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়িযদের ওয়াযে প্রচারিত বিভিন্ন কথা, যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায়নি, (৪) বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা, (৫) যে সকল 'হাদীস' মূলত সাহাবী বা তাবিয়ীদের কথা, ইহুদিদের গল্প বা পূর্ববর্তী যামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা, যেগুলিকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬) কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭) হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূবক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন অথবা (৮) বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হিব্বানের আদ-দুয়াফা, ইবনে আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম ইসপাহানী, ইবনু আসাকির, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। খাওয়ারিজমী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদ ইমাম আবু হানীফাও প্রায় এ পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা বানোয়াট।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐসকল হাদীস রয়েছে যা ফকীহগণ, সূফীগণ বা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাঁদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যে সকল হাদীসের কোনো অস্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা কোনো ধর্মচ্যুত ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ তৈরি করেছেন যার ত্রুটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সনদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ত্রুটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরেই শুধু মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইলমুর রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেযী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলিল দেওয়া আলেমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য।[২৪০]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় এবং সহীহ হাদীসকে দুর্বল ও মাউযূ হাদীস থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের দৃঢ়তা ছিল আপোষহীন ও অনমনীয়। কোনো যুগে কোনো ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা আলিম বলেননি যে, কোনো হাদীসের গ্রন্থে কোনো হাদীস বর্ণিত বা উদ্ধৃত থাকলেই তাকে সহীহ বলা যাবে, অথবা অমুক আলিম যেহেতু হাদীসটি সংকলন করেছেন, কাজেই হাদীসটি হয়ত সহীহ হবে। তেমনিভাবে সংকলক যত মর্যাদাসম্পন্নই হোন, তাঁর সংকলিত কোনো হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা বা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার সম্ভাবনা থাকলে তা স্পষ্টরূপে বলতে কোনো দ্বিধা তাঁরা কখনোই করেন নি। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষাকে তাঁরা সকল ব্যক্তিগত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার উপরে স্থান দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হাদীসের নামে প্রচারিত মিথ্যা ও ভুল চিহ্নিত করে বিশুদ্ধ হাদীসকে ভুল ও মিথ্যা 'হাদীস' থেকে পৃথক রাখার এ প্রবল দৃঢ়তার কারণেই মুহাদ্দিসগণ কখনোই কারো দাবী বিনা যাচাইয়ে মেনে নেন নি। তাঁরা কখনোই মনে করেন নি যে, অমুক

মহান ব্যক্তিত্ব যেহেতু হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু তাঁর মতামত বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া উচিত। আমরা আগেই বলেছি, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত সকল হাদীস 'সহীহ' বলে মেনে নেওয়ার কারণ এ নয় যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসগুলিকে সহীহ বলেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এখানে মূল্যহীন, বরং তাঁদের নিরীক্ষাই মূল বিষয়। তাঁরা নিরীক্ষার মাধ্যমে হাদীসগুলিকে সহীহ বলেছেন এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসগুলির সনদ যাচাই করেছেন এবং তাঁদের নিরীক্ষার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন। কারো নিরীক্ষায় ভুল ধরা পড়লে তা মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবীকে প্রশ্ন করা হয়:

هل كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الأربعة وتصانيف البيهقي وتصانيف الدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وغيرها من الكتب المشتهرة من الأحاديث المجموعة صحيح لذاته؟ أو لغيره؟ أو حسن لذاته؟ أو لغيره؟ أم لا؟

"সুনান চতুষ্ঠয়: নাসাঈ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, বাইহাকীর লিখিত গ্রন্থসমূহ, দারাকুতনীর লিখিত গ্রন্থসমূহ, হাকিম, ইবনু আবী শাইবা, ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ও বিশাল বিশাল হাদীসের গ্রন্থসমূহের হাদীসগুলি কি সহীহ? ... না কি হাসান ...? নাকি অন্য কিছু?"

উত্তরে তিনি বলেন:

ليس كل ما في هذه الكتب وأمثالها صحيحاً أو حسناً، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة.

এ সকল গ্রন্থে এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ বা হাসান নয়; বরং এ সকল গ্রন্থের মধ্যে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও জাল সকল প্রকারের হাদীস বিদ্যমান।[২৪১]

এরপর তিনি সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গগণের অনেক উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ ও জাল হাদীস বিদ্যমান। কাজেই সনদ বিচারে জাল প্রমাণিত হলে তাকে গ্রন্থকারের মর্যাদার অযুহাতে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ বা অনুমতি কোনো মুহাদ্দিস, ফকীহ বা বজুর্গ দেন নি।[২৪২]

মাশাইখ ফুরফুরা এ মূলনীতির উপরে অটল থেকেছেন। ইতোপূর্বে শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দিকী ও আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের বক্তব্যে আমরা তার নমুনা দেখেছি। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী উম্মাতের বুজুর্গগণের এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন

৩. ৪. ৩. তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি গ্রন্থের জাল হাদীস

হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থগুলিতেও অনেক হাদীস সংকলন করা হয়েছে। তাফসীর, ইতিহাস, ফিকহ, উসূল, তাসাউফ ইত্যাদি সকল বিষয়ের গ্রন্থেই অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম তিন/চার শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল বিষয়ের গ্রন্থগুলিতেও সনদসহ হাদীস উল্লেখ করা হতো। পরবর্তীকালে এ সকল বিষয়ের গ্রন্থগুলিতে সনদবিহীনভাবে হাদীস উল্লেখ করা হয়। ফলে এ সকল হাদীসের যাচাই ও সনদবিচার আরো অনেক কঠিন হয়ে যায়। এ সকল গ্রন্থের ক্ষেত্রে আরো ত্রিবিধ সমস্যা দেখা দেয়:

প্রথমত, এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ নিজ বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বভাবতই এক বিষয়ের পণ্ডিত অন্য বিষয়ের গভীরে তত যেতে পারেন না। এ কারণে তাঁরা হাদীস বিষয়ে হাতের কাছে পাওয়া গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাচাই বাছাই করেন নি। ফলে অনেক দুর্বল ও জাল হাদীস তাদের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এমনকি সমাজে প্রচলিত অনেক কথা সেগুলির কোনোরূপ কোনো সনদ নেই এবং কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয় নি এরূপ একেবারে সনদবিহীন ভিত্তিহীন কথাও হাদীস নামে তাদের গ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতক ও পরবর্তী যুগগুলিতে, বিশেষত, ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতার আক্রমনে ছিন্নভিন্ন মুসলিম বিশ্বের সকল দেশে জ্ঞান চর্চায় স্থবিরতা দেখা দেয়। সাধারণ মুসলিম তো বটেই, এমনকি এ সকল যুগের আলিম ও তালিব ইলমগণও গবেষণাবিমুখ হয়ে পড়েন। তাদের গবেষণা ও জীবনোপকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার প্রবণতা কমে যায়। সকলেই সহজপ্রাপ্য ও সহজলভ্য গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করতে থাকেন। হাদীসের বৃহৎ গ্রন্থে হাদীস সন্ধানের চেয়ে তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ, সহজলভ্য ও প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যমান হাদীসগুলির উপরেই সকলে নির্ভর করতে থাকেন। তাঁরা এগুলিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাদের লিখনিতেও এগুলির উদ্ধৃতি দিতে থাকেন। ফলে এ সকল গ্রন্থের হাদীসগুলিই সমাজের সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে।

তৃতীয়ত, জ্ঞান-গবেষণার স্থবিরতার পাশাপাশি এ সকল লেখকের মর্যাদার কারণে অনেকেই নির্বিচারে এগুলির উপর নির্ভর করতে থাকেন। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সুফী, বুজুর্গ ও আলিমগণের গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কোনো হাদীসকে যয়ীফ বা জাল বলা সাধারণ

মানুষ ছাড়াও অনেক আলিম ও তালিব ইলম বে-আদবী বলে গণ্য করতে থাকেন। অনেকে মুর্খতার কারণে বলতে থাকেন, এত বড় আলিম ও বুজুর্গ যখন লিখেছেন, তখন নিশ্চয় যাচাই করেই লিখেছেন, অথবা কাশফের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে লিখেছেন। কাজেই এগুলির সনদ সন্ধানের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ করাই আমাদের দায়িত্ব।

বিগত কয়েক শত বৎসর যাবৎ এরূপ ধারণা বিভিন্ন স্তরের মুসলিমদের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে। পাশাপাশি উম্মাতের মুহাক্কিক আলিমগণ সকল কুসংস্কার ও প্রতিকূলতার মধ্যে সুন্নাতে নববীর সংরক্ষণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাঙ্গনকে জালিয়াতি থেকে রক্ষার মহান আমানত ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ও সোচ্চার থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও তাঁর দরবারের পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে অন্য সকল ভক্তি, ভালবাসা ও মতকে তাঁরা তুচ্ছ করে দেখেছেন।

আলাম্মা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আস সা'লাবী নিশাপূরী (৪২৭ হি) রচিত "তাফসীর সা'লাবী", আলাম্মা আলী ইবনে আহমাদ আল-ওয়াহিদী নিশাপূরী (৪৬৮ হি) রচিত "বাসীত", "ওয়াসিত", "ওয়াজীয" ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ, আল্লামা আবুল কাসেম মাহমূদ ইবনে উমর আয-যামাখশারী (৫৩৮ হি) রচিত "কাশ্‌শাফ" গ্রন্থ, আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বাইযাবী (৬৮৫ হি) রচিত "আনওয়ারুত তানযীল" বা "তাফসীরে বাইযাবী" গ্রন্থ ও অনুরূপ গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলত বিষয়ক জাল হাদীসগুলির বিষয়ে সতর্ক করেছেন আল্লামা নাবাবী তাঁর "তাকরীব" গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতী তাঁর "তাদরীবুর রাবী" গ্রন্থে। সুয়ূতী বলেনঃ "ইরাকী (৮০৬ হি) বলেছেন যে, প্রথম দুজন – সা'লাবী ও ওয়াহিদী সনদ উল্লেখপূর্বক এসকল জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁদের ওজর কিছুটা গ্রহণ করা যায়, কারণ তাঁরা সনদ বলে দিয়ে পাঠককে সনদ বিচারের দিকে ধাবিত করেছেন, যদিও জাল হাদীস সনদসহ উল্লেখ করলেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'মাওযূ' না বলে চুপ করে যাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু পরবর্তী দু জন – যামাখশারী ও বাইযাবী-এর ভুল খুবই মারাত্মক। কারণ, তাঁরা সনদ উল্লেখ করেননি, বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে এ সকল বানোয়াট কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪৩]

মুসলিম উম্মাহর তাসাউফ, নেক-আমল ও ফাযায়েল বিষয়ক অন্যতম গ্রন্থ কুতুল কুলূব ও এহইয়াউ উলূমিদ্দীন। ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও বুজুর্গ শাইখ আবূ তালিব মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আতিয়্যাহ আল-আজমী আল-মাক্কী (মৃত্যু ৩৬৮ হি)। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কূতুল কুলূব ফী মুআমালিতল মাহবূব ওয়া ওয়াসফি তারীকিল মুরীদি ইলা মাকামিত তাওহীদ" (প্রিয়তমের সাথে কারবারে এবং একত্ববাদের স্থানে গমনেচ্ছুক মুরীদের পথবর্ণনায় হৃদয়ের খোরাক)। আত্মশুদ্ধি ও দৈনন্দিন আমল তথা তরীকা-তাসাউফের বিষয়ে এক অনন্য গ্রন্থ। পরবর্তী যুগগুলিতে গ্রন্থটি ব্যাপক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ লাভ করে এবং সর্বস্তরের সূফী, ধার্মিক ও আখিরাতমুখি মানুষ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করতে থাকেন।

৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সংস্কারক ও মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-গাযালী (৫০৫ হি)-এর নাম ও মর্যাদা কারোই অজানা নয়। তাঁর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (দীনের ইলমগুলির পুনরুজ্জীবন)। এ গ্রন্থটি ফিকহ, হাদীস ও তাসাউফের একটি বিশ্বকোষ হিসেবে গণ্য। পরবর্তী যুগগুলিতে সর্বস্তরের আলিম, তালিব ইলম, ফকীহ, সূফী ও সাধারণ পাঠক এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন।

এ দুটি গ্রন্থের গুরুত্ব ও লেখকদ্বয়ের মর্যাদার কারণে সকলেই নির্বিচারে এগুলিতে উল্লেখিত হাদীসগুলির উপর নির্ভর করতে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ যাচাই-বাছাই করে দেখেন যে, অনেক জাল হাদীস এগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। স্বভাবতই এজন্য মুহাদ্দিসগণ লেখকদ্বয়কে দায়ী করেন নি বা তাদের মর্যাদার হানিকর কিছু বলেন নি। পাশাপাশি তাঁরা পাঠকদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ও শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা তাজ উদ্দীন আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু আলী আস-সুবকী (৭৭১ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের কয়েক শত হাদীস পৃথকভাবে সংকলন করেছেন, যেগুলির কোনো সনদই পাওয়া যায় না বা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই সেগুলি সংকলিত হয়নি। আরো অনেকেই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। দশম-একাদশ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) কোনো কোনো বানোয়াট হাদীস উল্লেখ পূর্বক লিখেছেনঃ "কুতুল কুলুব", "এহ্‌ইয়াউ উলূমুদ্দীন", "তাফসীরে সা'লাবী" ইত্যাদি গ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ আছে দেখে ধোঁকা খাবেন না।[২৪৪]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী ফিক্‌হের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম ও পর্যায় বিন্যাস উল্লেখ করে বলেনঃ "আমরা ফিকহী গ্রন্থাবলির নির্ভরযোগ্যতার যে পর্যায় উল্লেখ করলাম তা সবই ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে। এ সকল পুস্তকের মধ্যে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির বিশুদ্ধতা বা নির্ভরযোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস মোটেও প্রযোজ্য নয়। এরূপ অনেক নির্ভরযোগ্য ফিকহী গ্রন্থ রয়েছে যেগুলির উপর মহান ফকীহগণ নির্ভর করেছেন, কিন্তু সেগুলি জাল ও মিথ্যা হাদীসে ভরপুর। বিশেষত 'ফাতওয়া' বিষয়ক পুস্তকাদি। বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পুস্তকের লেখকগণ যদিও 'কামিল' ছিলেন, তবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তারা অসতর্ক ছিলেন।"[২৪৫]

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী আল্লামা লাখনবীর এ বিষয়ক মতামত বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

সর্বাবস্থায় উম্মাতের আলিম, পীর-মাশাইখ ও সূফীয়ায়ে কেরামের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও প্রচারের পাশাপাশি হাদীসের

সনদ বিচার এবং জাল হাদীস চিহ্নিত ও বর্জন করার জন্য উম্মাতকে আহ্বান জানানো অব্যাহত রেখেছেন উম্মাতের প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ, সূফী ও আলিমগণ। আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী (রাহ) এ ধারার অন্যতম নক্ষত্র। আমরা দেখব যে, তিনি একদিকে যেমন সুনান ইবন মাজাহসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, গুনিয়াতুত তালিবীন, কূতুল কুলূব, তাফসীর কাশ্‌শাফ, হেদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এদ্বারা তিনি কখনোই এসকল গ্রন্থের লেখকদের মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাঙ্গনকে পবিত্র রাখতে এবং আল্লাহর ওহীকে মানবীয় সংযোজন থেকে মুক্ত রাখতে মুহাদ্দিসগণের আপোসহীন প্রচেষ্টাকে এদেশের মুসলিমদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী (রাহ)-এর এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি যে, তিনি জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে আপসহীন থেকেছেন। উম্মাতের প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ, সূফী ও বুজুর্গগণ সকলে এরূপই ছিলেন। সনদ পর্যালোচনায় হাদীস জাল বলে প্রমাণিত হওয়ার পর আর কোনো বিবেচনা থাকে না। অমুক বুজুর্গ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, অমুক গ্রন্থে হাদীসটি রয়েছে, হয়তবা হাদীসটির কোনো ভিত্তি তিনি জানতেন, কাশফের মাধ্যমে হয়ত তিনি এর সত্যতা জেনেছেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট জাল হলেও বুজুর্গদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে ইত্যাদি ধারণা বা কথা যুগে যুগে জালিয়াত ও জাল-হাদীস প্রচারকদের মূল হাতিয়ার, যেগুলি দিয়ে তারা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলিমদের ঘায়েল করেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুফতী, সূফী ও পীর ছিলেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে কোনো অজুহাতে মুহাদ্দিসগণের চিহ্নিত জাল হাদীসকে গ্রহণ করা সুফী ও বুজুর্গগণের তরীকা বা পথ নয়।

কুরআনের বিষয়ে বলা যায় না যে, হাফিযগণ না জানলেও, এ আয়াতটি হয়ত কাশফের মাধ্যমে অমুক বুজুর্গ জেনেছেন, অথবা কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে হয়ত তা ছিল। ফিকহের বিষয়ে বলা যায় না যে, ফিকহের গ্রন্থে না থাকলেও, এ বিষয়ের বৈধতা হয়ত অমুক বুজুর্গ কাশফের মাধ্যমে জেনেছেন, অথবা হয়ত প্রাচীন কোনো গ্রন্থে ছিল। তেমনি হাদীসের ক্ষেত্রে বলা যায় না যে, কোনো হাদীসের গ্রন্থে না থাকলেও হয়ত অমুক বুজুর্গ কাশফের মাধ্যমে তা জেনেছেন, অথবা হয়ত কোনো প্রাচীন গ্রন্থে ছিল তা হারিয়ে গিয়েছে। কোনো প্রাজ্ঞ মুহাক্কিক সূফী, আলিম, বুজুর্গ বা ফকীহ কেউ কখনো এরূপ কথা বলেন নি বা কাউকে এরূপ বলার সুযোগ দেন নি। তবে অনেক জালিয়াত বা জাল-হাদীসের প্রচারক অনেক সময় উম্মাতের সূফী, বুজুর্গ, ফকীহ ও আলিমগণের নামে এরূপ কথা প্রচার করেন। আল্লামা আবু জাফর এ গ্রন্থ রচনা করে এরূপ বিভ্রান্তির পথ রোধ করেছেন।

৩. ৪. ৪. আলামা আবু জাফর ও হাদীস গ্রন্থসমূহের জাল হাদীস

আল্লামা আবু জাফর যে সকল হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলির অনেক হাদীসই তাবারানী, বাইহাকী, দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, ইবনু আসাকির, ইবনু আদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের সংকলিত গ্রন্থসমূহে সনদসহ সংকলিত। এ সকল গ্রন্থের উপর বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করবে। এজন্য আমরা এখানে পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির হাদীস সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। কারণ বর্তমান যুগের আলিম ও তালিব ইলমগণ মূলত এ সকল গ্রন্থের উপর বেশি নির্ভর করেন।

৩. ৪. ৪. ১. সুনান ইবন মাজাহ (৩৭৫ হি)

সুনান ইবন মাজাহ প্রসিদ্ধ ৬টি গ্রন্থের একটি। এ ছয়টি গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান নাসাঈ, সুনান তিরমিযী, সুনান আবী দাউদ ও সুনান ইবন মাজাহ। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ গ্রন্থগুলি স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত। এগুলির বৈশিষ্ট্য হলো: (১) এগুলি মুবারক প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত ও প্রচলিত, (২) ইসলামের প্রয়োজনী সকল বিষয়ের প্রায় সকল হাদীস এ গ্রন্থগুলিতে সংকলিত, (৩) এ গ্রন্থগুলির বিন্যাস সুন্দর হওয়ার কারণে সহজেই কাঙ্খিত হাদীস খুঁজে বের করা যায় এবং (৪) এ গ্রন্থগুলির হাদীসগুলি মূলত সহীহ বা হাসান পর্যায়ের, যেগুলির উপর নির্ভর করা যায়। সহীহদ্বয়ের হাদীসগুলি সহীহ হিসেবে প্রমাণিত। সুনান গ্রন্থগুলিতে কিছু দুর্বল হাদীস থাকলেও প্রথম তিন সুনানের সংকলকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করেছেন। ফলে হাদীসের অবস্থা সহজেই জানা যায়। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুহাদ্দিসগণের নিকট এ গ্রন্থগুলি "আল-কুতুবুস সিত্তাহ" অর্থাৎ "গ্রন্থ ছয়টি" বা "গ্রন্থ ষষ্ঠক"। ভারতীয় উপমহাদেশে এগুলি "সিহাহ সিত্তা" অর্থাৎ "সহীহ গ্রন্থ ছয়টি" নামে পরিচিত।

'সিহাহ সিত্তা' বলা হলেও প্রকৃত অর্থে এগুলির মধ্যে ২টি গ্রন্থ সহীহ ও বাকিগুলি সুনান। দুটি সহীহ গ্রন্থ: "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিম" ছাড়া বাকি ৪টির সংকলকও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করবেন বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল হাদীসও সংকলন করেছেন। তবে তাঁদের গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হাদীস নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেছেন, সাথে সাথে তাঁরা এসকল গ্রন্থে সংকলিত দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান প্রদান করেছেন। আলামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন : "এই চার গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ নয়। বরং এসকল গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল প্রকারের হাদীস রয়েছে।"[২৪৬]

ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিবরণ দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, তিনি সুনান আবী দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান তিরমিযী: এ তিনটি গ্রন্থকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছেন, যে সকল গ্রন্থের হাদীসসমূহ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। কিন্তু তিনি 'সুনানু ইবনি মাজাহ'-কে এ পর্যায়ে উল্লেখ করেন নি। এর কারণ,

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (২৭৫ হি) সংকলিত 'সুনান' গ্রন্থটিকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। হিজরী ৭ম শতক পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অতিরিক্ত এ তিনটি সুনানকেই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং হাদীস শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন।

৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু তাহির মাকদিসী, আবুল ফাদল ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭ হি) এগুলির সাথে সুনান ইবন মাজাহ যোগ করেন। তাঁর এ মত পরবর্তী ২ শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেন নি। ৭ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি), আলামা ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ নাবাবী (৬৭৬ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের মূল উৎস হিসাবে উপরের ৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সুনান ইবন মাজাহ-কে তাঁরা এগুলির মধ্যে গণ্য করেন নি। পরবর্তী যুগের অনেক মুহাক্কিক আলিম এদের অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে ইমাম মালিকের মুআত্তাকে গণ্য করেছেন।

সুনান ইবন মাজাহকে উপরের ৩টি সুনানের পর্যায়ভুক্ত করতে আপত্তির কারণ ইমাম ইবনু মাজাহর সংকলন পদ্ধতি এ তিন গ্রন্থের মত নয়। উপরে তিন গ্রন্থের সংকলক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কিছু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনু মাজাহ তৎকালীন সাধারণ সংকলন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, এসকল যুগের অধিকাংশ সংকলক সনদসহ প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করতেন। এতে সহীহ, যয়ীফ, মাউদূ সব প্রকারের হাদীসই তাঁদের গ্রন্থে স্থান পেত। সনদ বিচার ছাড়া হাদীসের নির্ভরতা যাচাই করা সম্ভব হতো না। ইমাম ইবনু মাজাহও এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সহীহ বা হাসান হাদীস সংকলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তিনি অনেক যয়ীফ ও কিছু মাউযূ বা বানোয়াট হাদীসও সংকলন করেছেন। প্রথম ৫ গ্রন্থের সংকলকগণ অতি দুর্বলতা, জালিয়াতি বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যে সকল রাবীর হাদীস বর্জন করেছেন, ইবনু মাজাহ সে সকল রাবীর বর্ণিত হাদীসও গ্রহণ করেছেন।

একটি নমুনা দেখুন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থের ২৩৯ নং হাদীসের (আমি ও এ ব্যক্তি (আলী) কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের উপর প্রমাণ) বিষয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। আমরা দেখব যে, এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী মাতার ইবনু মাইমূন একজন অনির্ভরযোগ্য ও মিথ্যাবাদী রাবী ছিলেন। যে কারণে প্রথম ৫টি গ্রন্থের (সহীহ-দ্বয় ও সুনানত্রয়) সংকলকগণ এর কোনো হাদীস গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ইবনু মাজাহ এ ব্যক্তি বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। উপরন্তু তিনি এসকল যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য করেন নি।

৮ম হিজরী শতক থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সুনানে ইবন মাজাহকে ৪র্থ সুনানগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করতে থাকেন। মুআত্তা ও সুনান ইবনি মাজাহর মধ্যে পার্থক্য, মুআত্তা গ্রন্থের হাদীস সংখ্য কম এবং এ গ্রন্থের সকল সহীহ হাদীস উপরের ৫টি গ্রন্থে সংকলিত। ফলে এ গ্রন্থটি পৃথকভাবে অধ্যয়ন করলে অতিরিক্ত হাদীস জানা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে সুনান ইবন মাজাহর মধ্যে উপরের ৫ টি গ্রন্থের অতিরিক্ত সহস্রাধিক হাদীস রয়েছে। এজন্যই পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থটিকে ৪র্থ সুনান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

সুনান ইবন মাজাহ-এ মোট ৪৩৪১ টি হাদীস সংকলিত। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজার হাদীস উপরের পাঁচটি গ্রন্থে সংকলিত। বাকী প্রায় দেড় হাজার হাদীস অতিরিক্ত। ৯ম হিজরী শতকের মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ ইবনু আবী বাকর আল-বূসীরী (৮৪০ হি) ইবনু মাজাহর এসকল অতিরিক্ত হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন। আল্লামা বূসীরী ১৪৭৬টি হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন, যেগুলি উপরের ৫টি গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, শুধু ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সহীহ বা হাসান হাদীস এবং প্রায় একতৃতীয়াংশ হাদীস যয়ীফ। এগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধশত হাদীস মাউযূ বলে উল্লেখ করেছেন মুহাদ্দিসগণ।[২৪৭]

সুনান ইবন মাজাহ-এর মধ্যে বিদ্যমান জাল বলে গণ্য হাদীসগুলির মধ্যে একটি হাদীস আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর এ গ্রন্থে জাল হিসেবে সংকলন করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

351– مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

৩৫১[২৪৮]- রাতে যার সালাত বেশি হবে দিনে তার মুখমণ্ডল সুন্দর হবে।

হাদীসটির সনদ বর্ণনা করে ইমাম ইবনু মাজাহ্ বলেন: আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ বলেছেন, আমাদেরকে সাবিত ইবনু মূসা বলেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন: ... "যার রাতের সালাত অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।"[২৪৯]

মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছেন যে, এ কথা রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট কথা। তবে তা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন।

ইবনু মাজাহর উস্তাদ ইসমাঈল ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটি সাবিত ইবনু মূসা ইবনু আব্দুর রাহমান (২২৯ হি) থেকে শুনেছেন ও লিখেছেন। একমাত্র তিনিই হাদীসটির বর্ণনাকারী। তিনি দাবী করেন যে, শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ (১৭৮ হি) তাকে

এ হাদীসটি বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণ শারীকের সকল ছাত্রের হাদীস, শারীকের উস্তাদ সুলাইমান ইবনু মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৭ হি)-এর সকল ছাত্রের হাদীস, আ'মাশের উস্তাদ আবু সুফিয়ান তালহা ইবনু নফি'-এর সকল ছাত্রের হাদীস এবং জাবির (রা)-এর অন্যান্য ছাত্রের হাদীস সংগ্রহ করে তুলনা করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে এই হাদীসটি একমাত্র সাবিত ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি। তাঁরা দেখেছেন যে, 'সাবিত' 'শারীক'-এর এমন কোনো ঘনিষ্ট ছাত্র বা দীর্ঘকালীন সহচর ছিলেন না যে, শারীক অন্য কোনো ছাত্রকে না বলে শুধুমাত্র তাঁকেই এ হাদীসটি বলবেন। এছাড়া সাবিত বর্ণিত অন্যান্য হাদীস নিরীক্ষা করে তাঁরা সেগুলির কিছু কিছু হাদীসে মারাত্মক ভুল দেখতে পেয়েছেন। এভাবে সামগ্রিক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সাবিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেছেন।

সাবিত ইবনু মূসা একজন নেককার আবিদ ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতার কারণে সাধারণভাবে অনেক মুহাদ্দিস তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। তবে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশ কিছু হাদীস ভুল বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত। তিনি যে সকল উস্তাদের সূত্রে হাদীসগুলি বলছেন, সে সকল উস্তাদের দীর্ঘদিনের বিশেষ ছাত্র বা অন্য কোনো ছাত্র সে হাদীস বলছেন না। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) সাবিত সম্পর্কে বলেন: 'তিনি মিথ্যাবাদী'।[২৫০]

পক্ষান্তরে আবু হাতিম রাযী (২৭৭ হি), ইবনু আদী (৩৬৫ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস সাবিতের এই মিথ্যাকে 'অনিচ্ছাকৃত' মিথ্যা বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সাবিত মূলত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন না। সাধারণ আবিদ ছিলেন। মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ঠিক বলেছেন এবং কয়েকটিতে ভুল করেছেন। তাঁর ভুল অনিচ্ছাকৃত বলে মনে হয়। এজন্য তাঁরা তাকে 'মিথ্যাবাদী' না বলে 'দুর্বল' বলেছেন।[২৫১] ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি), নববী (৬৭৬ হি), ইরাকী (৮০৬) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা'-র উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন।[২৫২]

সর্বাবস্থায় "সিহাহ সিত্তার" অন্য ৫ ইমাম সাবিত নামক এ রাবীর কোনো হাদীস গ্রহণ করেন নি। একমাত্র ইবনু মাজাহ-ই তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, ইমাম ইবনু মাজাহ এভাবে অনেক দুর্বল, পরিত্যক্ত ও অভিযুক্ত রাবীর হাদীস গ্রহণ করেছেন; কারণ তিনি মূলত সুনানত্রয়ের সংকলকদের মূলনীতি অনুসরণ করেন নি; বরং তৎকালীন সাধারণ মুহাদ্দিসদের ঢালাও সংকলন নীতি অনুসরণ করেছেন।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী মুহাদ্দিসগণের পর্যালোচনার ভিত্তিতে হাদীসটি জাল বলে গণ্য করে তাঁর এ পুস্তকে সংকলন করেছেন। উপরন্তু তিনি সনদের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বলেন: "উকাইলী বলেন, হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। এছাড়া আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে এ হাদীসটি অন্যান্য সনদেও উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু এগুলির সকল সনদেই মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী বিদ্যমান। আল-মাকাসিদ আল-হাসানা গ্রন্থে এ হাদীসকে ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ইমাম সাগানী এ হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন।"

৩. ৪. ৪. ২. দাইলামীর (৫০৯ হি) ফিরদাউস ও মুসনাদুল ফিরদাউস

হিজরী পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আবূ শুজা শীরওয়াইহি ইবনু শাহরাদার আদ-দাইলামী (৪৪৫-৫০৯হি/১০৫৩-১১১৫খৃ)। জ্ঞানচর্চার স্থবিরতার যুগে তিনি হাদীস শিক্ষাকে সহজ করার জন্য সনদ বাদ দিয়ে সংক্ষেপ বাক্যের দশ হাজার হাদীস সংকলন করে "আল-ফিরদাউস" বা "ফিরদাউসুল আখবার বি মাসূরিল খিতাব" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

গল্পকাহিনী ও জাল হাদীস চর্চা থেকে মুসলিমদেরকে হাদীস চর্চার দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন বলে ভূমিকায় উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি এ গ্রন্থে অগণিত দুর্বল, বাতিল ও জাল হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি কোনো হাদীসেরই সনদ উল্লেখ করেন নি এবং সনদের অবস্থাও বলেন নি। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, যে হাদীস অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র "ফিরদাউস" গ্রন্থে পাওয়া যায় সে হাদীসটি হয় দুর্বল অথবা জাল। সুয়ূতী তার "আল-জামিউল কাবীর" বা "জামউল জাওয়ামি" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, কোনো হাদীসের বিষয়ে "ফিরদাউস" গ্রন্থের বরাত দেওয়ার অর্থই হাদীসটি যয়ীফ বা দুর্বল।[২৫৩]

প্রচলিত কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না এরূপ অনেক হাদীস এ গ্রন্থে তিনি সংকলন করেন। সহজেই এ গ্রন্থ থেকে অনেক হাদীস জানা সম্ভব হয়ে যায়। এজন্য গ্রন্থটি দ্রুত প্রসার ও প্রচার লাভ করে। এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীসগুলির সনদ জানার বিষয়ে অনেকে আগ্রহ করেন। তখন গ্রন্থকারের পুত্র আবূ মানসূর শাহরদাদ ইবনু শীরওয়াইহি আদ-দাইলামী (৪৮৩-৫৫৮ হি) "মুসনাদুল ফিরদাউস" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তাঁর পিতার গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীসের সনদ তাঁর পিতার সূত্রে বা অন্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিছু হাদীসের সনদ তিনি উল্লেখ করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ "ফিরদাউস" গ্রন্থের হাদীসগুলির সনদ বিচারের ক্ষেত্রে মূলত "মুসনাদুল ফিরদাউসের" উপরেই নির্ভর করেছেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা তার নমুনা দেখতে পাব,

ইনশা আল্লাহ।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী দাইলামীর গ্রন্থের অনেক হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর গ্রন্থের শেষে জাল হাদীস নির্ভর গ্রন্থাদির তালিকায় ফিরদাউস গ্রন্থের উল্লেখ করে লিখেছেন: "এ গ্রন্থের সংকলক সহীহ এবং বাতিল হাদীসের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা বাচবিচার করেন নি এবং এর মধ্যে অনেক অনেক জাল হাদীস বিদ্যমান।"

আল্লামা আবু জাফর সাধারণত এ বইয়ের সংক্ষেপন নীতি অনুসারে জাল হাদীসটি কোন্ গ্রন্থে সংকলিত তা উল্লেখ করেন নি, শুধু হাদীসটির জালিয়াতি ব্যাখ্যা করেছেন। দাইলামীর ক্ষেত্রে সাধারণত এ নীতি অনুসরণ করলেও কখনো কখনো তিনি বলেছেন, হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন এবং হাদীসটি জাল। দাইলামীর গ্রন্থের জাল হাদীসের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

268– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ إِلاَّ بِدْعَةٌ فِيْ عِبَادَةٍ

২৬৮- সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা, শুধু ইবাদতের মধ্যে বিদআত ছাড়া।

এ হাদীসটি দাইলামী তার ফিরদাউস গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং তার পুত্র এর সনদও উল্লেখ করেছেন। এ সনদের মধ্যে একাধিক মিথ্যাবাদী জালিয়াত বিদ্যমান। এখানে লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবারই বলেছেন যে, দীনের মধ্যে বা ইবাদত হিসেবে উদ্ভাবনই বিদআত এবং সুন্নাতের ব্যতিক্রম ইবাদতই বিদআত। আর এ সকল জালিয়াত সকল হাদীসের নির্দেশনার বিপরীতে বিদআতকে বৈধ করার জন্য এরূপ জাল হাদীস তৈরি করেছে।[২৫৪]

পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি জাল। সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, মোল্লা আলী কারী, তাহির ফাতানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।[২৫৫] আল্লামা আবু জাফর এ হাদীসটির বিষয়ে বলেন: "এ হাদীসটি দায়লামী বর্ণনা করেছেন, এর সনদে হাইসাম (ইবনু আদী) নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী জালিয়াত রাবী বিদ্যমান। এ ছাড়া অন্য রাবী (আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান) আন-নাক্কাশ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। কবীর, আল-মাসনূ, লুলু, যাইল, তাযকিরা আলী।"

200– صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَصَوْمِ سِتِّيْنَ سَنَةً

২০০- আরাফার দিনের সিয়াম ষাট বছরের সিয়ামের মত।

এ হাদীসটিও দাইলামী তার ফিরদাউস গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং তাঁর পুত্র মুসনাদুল ফিরদাউসে এর সনদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি জাল। এ বিষয়ে আল্লামা আবু জাফর বলেন: "হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু তামীম নামক একজন জালিয়াত রাবী রয়েছে; যে কারণে হাদীসটিকে মীযানে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী ছিল। যাইল।"

25– إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاقْتُلُوْهُ

২৫- যখন মুআবিয়াকে মিম্বারের উপরে দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে।

এ হাদীসটিও দাইলামী সংকলন করেছেন।[২৫৬] আল্লামা আবু জাফর বলেন: "হাদীসটি দায়লামী ফিরদাউস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, তবে তা জাল।"

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লামা আবু জাফর এ হাদীসটি জালিয়াতির জন্য দায়ী কে তা বিস্তারিত আলোচনা করলেন না। এর একটি কারণ হলো এ জাল হাদীসটি অনেকগুলি সনদে বর্ণিত। আবূ সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, সাহল ইবনু হানীফ (ﷺ) ও অন্যান্য সাহাবীর নামে অনেক সনদে হাদীসটি বর্ণিত। এত সনদে বর্ণিত হলেও তা জাল; কারণ প্রত্যেক সনদের মধ্যে জালিয়াত বিদ্যমান।[২৫৭] কোনো একজন জালিয়াতের বানানো জাল হাদীস যদি আলোড়ন সৃষ্টি করত, তখন অন্যান্য জালিয়াত নিজের মনমত সনদ বানিয়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করত। এজন্য অনেক জাল হাদীসেরই এরূপ অনেক সনদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় একে "হাদীস চুরি" বা "সনদ চুরি" বলা হয়।[২৫৮]

415– لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ

৪১৫- গাধা ও যে সকল পশুর মাংস খাওয়া বৈধ তাদের পেশাবে কোনো অসুবিধা নেই।

হাদীসটি দাইলামী ফিরদাউস গ্রন্থে এবং খতীব বাগদাদী তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। সুয়ূতী জামউল জাওয়ামি বা জামি কাবীরে এবং মুত্তাকী তাঁর কানযুল উম্মালে দাইলামী ও খাতীবের সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। তার অভিমতের ভিত্তিতেই আল্লামা আবু জাফর হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। তবে তিনি দাইলামীর কথা উল্লেখ না করে শুধু বলেছেন: "লাআলী গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।..." উল্লেখ্য যে, ইবনু আর্‌রাক, শাওকানী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ

করেছেন।[২৫৯]

227-يَا جِبْرِيْلُ، هُوَ سِرٌّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَحِبَّائِيْ وَأَوْلِيَائِيْ وَأَصْفِيَائِيْ أُوْدِعُهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

২২৭- হে জিবরীল, তা হলো, আমার ও আমার প্রিয়পাত্র ও অলীগণের মধ্যকার গোপন বিষয়। আমি তা তাদের অন্তরের মধ্যে প্রদান করি। কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও তা জানতে পারেন না।"

হাদীসটিও দাইলামী তার ফিরদাউস গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং তাঁর পুত্র তার সনদ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির পূর্বকথা নিম্নরূপঃ "হাসান বসরী (২২-১০৯হি) বলেছেন, আমি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (৩৬ হি) জিজ্ঞাসা করলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? আল্লাহ বলেন, হে জিবরীল ...."

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী দাইলামীর গ্রন্থের সনদ বিচার প্রসঙ্গে এ হাদীসের জালিয়াতি উদ্ঘাটন করেছেন। এছাড়া ইমাম সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও এ হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালিয়াতি করতেন বলে প্রমাণিত। শুধু তাই নয়। জালিয়াতগণের কাজে কিছু ভুল থেকে যায়। এখানে তারা বলেছে, হাসান বসরী হুযাইফাকে (রা) প্রশ্ন করেছিলেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে হাসান বসরী জীবনে হুযাইফাকে দেখেনও নি, তার নিকট থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা। হুযাইফা মাদাইনে আর হাসান বসরী মদীনায় থাকতেন, আর হাসানের যখন মাত্র ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়স তখন হুযাইফা ইন্তেকাল করেন।[২৬০]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইবনু হাজার, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ইলমকে যাহিরী ও বাতিনী দুভাগে ভাগ করে বা বাতিনী ইলমকে যাহিরী ইলম থেকে পৃথক করে যে সকল হাদীস প্রচলিত সেগুলি সবই জাল। এগুলি শিয়াদের বানানো। হাদীস শরীফে "যবানের ইলম ও কলবের ইলম" বলে ইলমের দুটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর ইলম বা শরীয়তের ইলম যখন মানুষের হৃদয়ের গভীরে বা অবচেতন মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে তখন তা হৃদয়ের ইলমে পরিণত হয়। এছাড়া বাতিনী ইলমকে যাহিরী ইলম থেকে পৃথক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে বর্ণিত সকল হাদীসই জাল বলে এ সকল মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।[২৬১]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি দাইলামীর কথা উল্লেখ না করেই বলেন: "এ হাদীসটি নিশ্চিতভাবেই জাল। তবে কলবের পরিচ্ছন্নতা ও তাসাওউফের বিষয় কুরআন ও অন্যান্য হাদীসের নির্দেশনা থেকে জানা যায়। এ বিষয়টি আলিমগণের অজানা নয়।"

অর্থাৎ তাসাউফের বিষয়গুলি প্রমাণের জন্য আমাদের জাল হাদীসের উপর নির্ভর করার কোনো প্রয়োজন নেই। যারা হাদীসটি তাসাউফের পক্ষে বলে সনদ বিচার না করে গ্রহণ করেন বা এর পক্ষে কথা বলেন এবং যারা হাদীসটি জাল বলে তাসাউফের সকল বিষয়কে জাল বলে উপেক্ষা করতে চান তারা সকলেই ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করেন।

দাইলামী সংকলিত আরো অনেক হাদীসই আল্লামা আবু জাফর এভাবে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩. ৪. ৪. ৩. সুয়ূতীর 'জামি কাবীর' ও মুত্তাকীর 'কানযুল উম্মাল'

(ক) সুয়ূতীর (৯১১হি) "জামি কবীর" বা "জামউল জাওয়ামি"

নবম-দশম হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হি)। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা। হাদীস বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম "জামউল জাওয়ামে" অর্থাৎ "সকল সংকলনের সংকলন"। গ্রন্থটি "আল-জামি আল-কাবীর" বা "বৃহৎ সংকলন" নামেও পরিচিত। এ গ্রন্থটিতে সুয়ূতী দুনিয়ার তাবৎ হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেন। হাদীসের প্রায় ৮০টি মৌলিক গ্রন্থ ও আরো শতাধিক গ্রন্থের হাদীস তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ রূপ চূড়ান্ত করার আগেই ইমাম সুয়ূতী ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তাঁর এ গ্রন্থটিও আনুসঙ্গিক কয়েকটি গ্রন্থ একত্রে "জামিউল আহাদীস" বা "হাদীসসমূহের সংকলন" নামে সংকলিত হয়। অধুনা মুদ্রিত "জামিউল আহাদীস" গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা ৪৫,৭৫৭।

(গ) মুত্তাকীর (৯৭৫ হি) কানযুল উম্মাল

দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনু হুসামুদ্দীন মুত্তাকী বুরহানপুরী (৯৭৫ হি) তিনি ইমাম সুয়ূতীর "আল-জামি আল-কাবীর, আল-জামি আস-সাগীর ও "যাওয়াইদুল জামি" গ্রন্থে সকল হাদীস বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে "কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল" নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক মুদ্রণের গণনা অনুযায়ী এ গ্রন্থে ৪৬,৬২৪টি হাদীস রয়েছে।

ফিরদাউসের পাশাপাশি উপরের গ্রন্থদ্বয়, বিশেষত "কানযুল উম্মাল" গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অন্য কোনো গ্রন্থে যে হাদীস পাওয়া যায় না সেগুলি এ সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। এছাড়া গ্রন্থের বিন্যাস সহজ হওয়াতে হাদীসের

প্রথম শব্দের ভিত্তিতে বা বিষয়ের ভিত্তিতে হাদীস খুঁজে পাওয়া সহজ। এজন্য এ গ্রন্থগুলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু এগুলিতে সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি অসংখ্য যয়ীফ ও অনেক জাল হাদীস বিদ্যমান। ইমাম সুয়ূতী ও আল্লামা মুত্তাকী ভূমিকায় কিছু মূলনীতি উল্লেখ করলেও সেগুলি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। সেগুলির ভিত্তিতে সংকলিত হাদীসগুলির মধ্য থেকে সহীহ ও যয়ীফ বাছাই অসম্ভব। আর জাল হাদীস চিহ্নিত করা তো একেবারেই অসম্ভব। সাধারণ আলিম, তালিব ইলম ও পাঠক অনেকেই মনে করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সকল হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

আমরা বলেছি যে, দাইলামীর সংকলিত অনেক হাদীসই ইমাম সুয়ূতী তাঁর "জামি কবীর" গ্রন্থে এবং মুত্তাকী হিনদী তাঁর "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এগুলির মধ্যে অনেক জাল হাদীস রয়েছে। দাইলামী ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের সূত্রেও তাঁরা অনেক জাল হাদীস তাঁদের এ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলন করেছেন। আল্লামা আবু জাফর এ দু গ্রন্থের কিছু হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি:

239– عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى عَلِيًّا مُقْبِلاً فَقَالَ: أَنَا وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৩৯- আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আলীকে আগমন করতে দেখেন। তখন তিনি বলেন, আমি এবং এ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের উপর প্রমাণ।

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু আদী জুরজানী (৩৬৫ হি) তাঁর দুর্বল ও জালিয়াত রাবীগণ বিষয়ক গ্রন্থ "আল-কামিল"-এ মাতার ইবনু আবী মাতার মাইমূন আল-মুহারিবী আল-ইসকাফ নামক দ্বিতীয় শতাব্দীর এক জালিয়াত রাবীর বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এ হাদীসটিকে মাতার নামক এ ব্যক্তি বর্ণিত অনির্ভরযোগ্য হাদীসের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী শতাব্দীতে খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) তাঁর "তারীখ বাগদাদ" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আশআস নামক এক ব্যক্তির জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেন। ইবনু আশআসও হাদীসটি মাতার ইবনু আবী মাতারের সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। খতীব বাগদাদীর সূত্রে সুয়ূতী এ হাদীসটি তাঁর জামি কবীর বা জামউল জাওয়ামি গ্রন্থে এবং সুয়ূতীর অনুসরণে মুত্তাকী তাঁর "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৬২]

ইমাম সুয়ূতী নিজে তাঁর আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে, এবং তাঁর পূর্বে ইমাম ইবনু হিব্বান, ইবনুল জাওযী, যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী ও অন্যান্য ইমাম হাদীসটিকে বাতিল ও জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা মাতার নামক এ ব্যক্তির আরো অনেক জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।[২৬৩]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: "এ হাদীসটি জাল। এ হাদীসের বিপদ (জালিয়াত) মাতার (ইবনু আবী মাতার) নামক রাবী। সুয়ূতী বলেন, মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি বাতিল; এ হাদীসের জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত হলো মাতার, যে একজন মহা-মিথ্যাবাদী হিসেবে সুপরিচিত। হাদীসের পরবর্তী রাবী উবাইদুল্লাহ একজন শিয়া রাবী ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাবী ছিলেন। কিন্তু মাতারের মত একজন সুপরিচিত মিথ্যাবাদীর এ মিথ্যা বর্ণনার পাপে তিনি পাপী। লিসান।"

এখানে লক্ষণীয় যে, যেহেতু সুয়ূতী, মুত্তাকী ও অনুরূপ কোনো কোনো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থে কোনোরূপ সমালোচনা ছাড়া উল্লেখ করেছেন, সেহেতু সুযোগসন্ধানী শীয়া প্রচারকগণ এরূপ হাদীসকে পুঁজি করে তাদের মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। হাদীসটির জালিয়াতির বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের অভিমত তারা চেপে যান। এরূপ প্রচেষ্টার একটি নমুনা দেখুন। সাইয়েদ আব্দুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল-মুসাভী বিগত শতকের একজন শিয়া আলিম। তিনি "আল-মুরাজাআত" (পত্রালাপ) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থটি শিয়াগণের প্রচারমূলক বইগুলির অন্যতম। এ বইটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ে তিনি কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণ ও অন্যান্য বিষয়ে শিয়াগণের মূল আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস গোপন করে[২৬৪] "শিয়া-সুন্নী" মিলন-এর নামে সরল ও অনভিজ্ঞ সুন্নী মুসলিমদের শিয়া মতে দিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, সুন্নীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হাদীস দিয়েই তিনি শিয়া মতবাদ প্রমাণ করছেন। তবে তিনি এক্ষেত্রে অনেক প্রতারণা ও অসচ্ছতার আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক সহীহ হাদীসকে তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেক জাল হাদীসও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। তিনি এটি উল্লেখ করে বলেন: "খতীব বাগদাদী হযরত আনাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (কানযুল উম্মাল ৬খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, ২৬৩২ নং হাদীস)। কিরূপে সম্ভব যে, আবুল হাসান আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলের মত উম্মতের জন্য দলিল হবেন অথচ তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও অভিভাবক হিসেবে উম্মতের পরিচালক ও নির্দেশক হবেন না?"[২৬৫]

সম্মানিত পাঠক, এখানে শিয়া প্রচারকদের প্রতারণা অনুভব করতে পারছেন। এ জাল হাদীসে বলা হয় নি যে, আলী উম্মাতের অভিভাবক, আলীর এ অভিভাবকত্ব বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ এবং আলীর এ অভিভাবকত্ব না মানার কারণে আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) সহ প্রায় সকল সাহাবী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযু বিল্লাহ!) এ জাল হাদীসে এ সকল কিছুই বলা হয় নি। কিন্তু তার পরেও তারা এরূপ একটি জাল হাদীস দিয়ে এ সকল কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। আর জাল হাদীস বিষয়ে আলিমগণের অসতর্কতা ও অবহেলা এ প্রতারণার পথ তৈরি করেছে।

264- كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ ﷺ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

২৬৪- সুলাইমান (আ)-এর আংটির নক্সা বা খোদিত কথা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এ হাদীসটি চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনু আদী জুরজানী (৩৬৫ হি) তাঁর দুর্বল ও জালিয়াত রাবীগণ বিষয়ক গ্রন্থ "আল-কামিল"-এ শাইখ ইবনু আবী খালিদ সূফী নামক এক রাবীর আলোচনাকালে তার সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন এবং হাদীসটিকে বাতিল বলে অভিহিত করেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আলী ইবনু হাসান ইবনু আসাকির দিমাশকী (৫৭১ হি) তার প্রসিদ্ধ "তারীখ দিমাশক" গ্রন্থে এ হাদীসটি উক্ত "শাইখ ইবনু আবী খালিদ" নামক ব্যক্তির সূত্রেই উদ্ধৃত করেছেন।"[২৬৬]

ইবনু আদী ও ইবনু আসাকিরের সূত্রে ইমাম সুয়ূতী হাদীসটি তাঁর "জামউল জাওয়ামি" বা জামি কবীর-এ এবং মুত্তাকী হিন্দী তাঁর "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। সুয়ূতীর পূর্বে ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী নিজেও আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে হাদীসটি জাল এবং শাইখ ইবনু আবী খালিদ জালিয়াত বলে প্রত্যয়ন করেছেন। সুয়ূতীর পরে ইবনু আর্‌রাক, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬৭]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: "ইবনু আদী এ হাদীসটি জাবির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এর সনদে শাইখ ইবনু আবী খালিদ নামক এক ব্যক্তি বিদ্যমান, যে ব্যক্তি জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এ হাদীসটিও তার তৈরি বাতিল হাদীসগুলির একটি। শাওকানী, মীযান।"

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থে জাল বলে চিহ্নিত হাদীসগুলির মধ্যে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলি ইমাম সুয়ূতীর "জামউল জাওয়ামি" বা "আল-জামি আল-কাবীর" এবং আল্লামা মুত্তাকী হিন্দীর "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে।

৩. ৪. ৪. ৪. সুয়ূতীর (৯১১ হি) জামি সাগীর

উপরের তিনটি গ্রন্থ- দাইলামীর ফিরদাউস, সুয়ূতীর "জামি কাবীর" ও মুত্তাকীর "কানযুল উম্মাল"-এর মধ্যে জাল, বাতিল ও অতি-দুর্বল হাদীস বিদ্যমান থাকার বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলিমগণ সচেতন। সাধারণ পাঠক ও অনভিজ্ঞ আলিমগণ এ সকল গ্রন্থের হাদীসগুলি বাছবিচারে অক্ষম হওয়ার কারণে প্রতারিত হলেও এগুলি দ্বারা অভিজ্ঞ আলিমগণ প্রতারিত হন না। কোনো ভাল ও অভিজ্ঞ আলিম যদি এ সকল গ্রন্থের কোনো হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন বা সহীহ বলে ধারণা করেন, এরপর তাকে হাদীসটি জাল হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত জানানো হয় তাহলে তিনি তা গ্রহণ করে নেন। কারণ ইলমুল হাদীস ও মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, উপরের গ্রন্থগুলিতে সহীহ, যয়ীফ, জাল, বাতিল সকল প্রকারের হাদীসই সংকলন করা হয়েছে।

সমস্যা আরো জটিল হয় ইমাম সুয়ূতীর "জামি সগীর" গ্রন্থের ক্ষেত্রে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ গ্রন্থে জাল হাদীস সংকলন করবেন না। তিনি বলেন: (صنته عما تفرد به وضاع أو كذاب) "যে হাদীসটি শুধু কোনো মিথ্যাবাদী বা জালিয়াত রাবী বর্ণনা করেছে সে হাদীস থেকে আমি এ গ্রন্থটিকে মুক্ত রেখেছি। তাঁর এ মূলনীতির কারণে অনেক প্রাজ্ঞ আলিমও এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। অনেকেই মনে করেছেন ও দাবি করেছেন যে, সুয়ূতী যেহেতু হাদীসটি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন সেহেতু হাদীসটি জাল নয়। এছাড়া তিনি এ গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে তা সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ কোন পর্যায়ের তা উল্লেখ করেছেন। তার এ সকল মন্তব্যের উপরেও পরবর্তী আলিমগণ নির্ভর করেছেন।

পরবর্তী যুগের প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, সুয়ূতী তাঁর এ মূলনীতি সর্বদা রক্ষা করতে পারেন নি। অনেক জাল হাদীস তিনি তাঁর এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এমনকি তিনি নিজে যে সকল হাদীস জাল বলে অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সে সকল হাদীসকে আবার তিনি জামি সগীরে সংকলন করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গিনাকে মানবীয় সংযোজন ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র রাখার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মার প্রাজ্ঞ আলিমগণ কখনোই কোনো ব্যক্তির মত বা মর্যাদাকে বড় করে দেখেন নি। তাঁরা যাচাই বাছাই সর্বদা অব্যাহত রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থ তার একটি বড় প্রমাণ। তিনি এ গ্রন্থে জামি সাগীরের অনেক হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং মাঝে মাঝে ইমাম সুয়ূতীর স্ববিরোধিতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

153- ذَهابُ البَصَرِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنوبِ، وَذَهابُ السَّمْعِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنوبِ، وما نَقَصَ مِنَ الجَسَدِ فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ

১৫৩- দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া পাপের ক্ষমা; শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়া পাপের ক্ষমা এবং দেহের যা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিমাণে পাপের ক্ষমা হয়।

ইবনু আদী তার "দুআফা' বা দুর্বল ও জালিয়াত রাবীদের বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে হাদীসটিকে অত্যন্ত আপত্তিকর ও বাতিল পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। খতীব বাগদাদীও তার "তারীখ বাগদাদ" গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। খতীব ও ইবনু আদীর সূত্রে হাদীসটি দাইলামী ফিরদাউস গ্রন্থে, সুয়ূতী জামি কাবীর গ্রন্থে ও মুত্তাকী হিন্দী "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে

সংকলন করেছেন, তবে হাদীসটির সনদের অবস্থা সম্পর্কে এ সকল গ্রন্থে আলোচনা করা হয় নি। এতে এ সকল গ্রন্থের পাঠক স্বভাবতই হাদীসটিকে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করবেন।

ইবনু আদী ও খতীব বাগদাদীর সূত্রে ইমাম ইবনু জাওযী হাদীসটিকে তার আল-মাউযূআত গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং সনদ পর্যালোচনা করে একে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী তার "আল-লাআলী আল-মাসনূআ" গ্রন্থে হাদীসটি জাল হওয়ার বিষয়ে ইবনুল জাওযীর সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই হাদীসটি তাঁর "জামি সাগীর" (আল-জামি আস-সাগীর) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তিনি হাদীসটিকে এ গ্রন্থে "হাসান" বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬৮]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম ইবনুল জাওযীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেই ক্ষান্ত হন নি; উপরন্তু তিনি এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতীর স্ববিরোধিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: "ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে মাউযূ বলে চিহ্নিত করেছেন। সুয়ূতী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন; অথচ তিনি হাদীসটি জামি সগীরে উদ্ধৃত করেছেন।"

183–شُرْبُ اللَّبَنِ مَحْضُ الإِيمَانِ مَنْ شَرِبَهُ فِي مَنَامِهِ فَهُوَ عَلَى الإِسْلاَمُ

১৮৩- দুগ্ধ পান বিশুদ্ধ ঈমান। যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নে) দুধ পান করবে সে ইসলামের উপর রয়েছে।

হাদীসটি দাইলামী উদ্ধৃত করেছেন। দাইলামীর সূত্রেই সুয়ূতী তার জামি সগীরে ও মুত্তাকী তার "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। দাইলামী ও মুত্তাকী হাদীসের সনদের বিষয়ে কিছুই বলেন নি; বরং তাদের উদ্ধৃতি থেকে পাঠক স্বভাবতই হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করবেন। তবে ইমাম সুয়ূতী নিজেই তাঁর "যাইল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসের রাবীগণ কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় এবং কয়েকজন সুপরিচিত জালিয়াত। তাঁর এ বক্তব্যের ভিত্তিতে আল্লামা ইবনু আর্রাক তানযীহুশ শারীয়াহ গ্রন্থে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সুয়ূতী জামি সগীর-এ বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাঁর নিজের পর্যালোচনা অনুসারে এ হাদীসটির একমাত্র সনদে একাধিক মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত রাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৬৯]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করার পাশাপাশি এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতীর স্ববিরোধিতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন: "এ হাদীসটি সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু এর সনদে ইসমাঈল (ইবনু আবী যিয়াদ) নামক এক মহা-মিথ্যাবাদী রয়েছে এবং হুসাইন (ইবনু কাসিম) ও (ইবরাহীম) আল-তাইয়ান নামক দুজন অভিযুক্ত রাবী রয়েছে। যাইল।

3– أَبْغَضُ العِبَادِ إِلَى اللهِ مَنْ كَانَ ثَوْبَاهُ خَيْراً مِنْ عَمَلِهِ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ ثِيَابَ الأَنْبِيَاءِ وعَمَلُهُ عَمَلَ الجَبَّارِينَ

৩- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বান্দা সে ব্যক্তি যার পরিধেয় বস্ত্রদ্বয় তার কর্মের চেয়ে উত্তম। তার পোশাক নবীগণের পোশাক অথচ তার কর্ম প্রতাপশালী অত্যাচারীদের কর্ম।

এ হাদীসটি মূলত উকাইলী তাঁর "দুআফা" বা দুর্বল ও জালিয়াত রাবীগণ সংক্রান্ত গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং হাদীসটিকে বাতিল ও মুনকার বলেছেন। এছাড়া ইবনুল জাওযী ও ইমাম যাহাবীও হাদীসটিকে বাতিল ও জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। ইমাম শাওকানী ও পরবর্তী অন্যান্য মুহাদ্দিসও হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।

দাইলামী হাদীস হিসেবে এটি সংকলন করেছেন। একইভাবে সুয়ূতী তার জামউল জাওয়ামি বা জামি কাবীর গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবার তিনি তার "আল-লাআলী আল-মাসনূআ" গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটিকে তার "আল-জামি আস-সাগীর" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৭০] আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম সুয়ূতীর 'জামি সাগীরে' হাদীসটির উল্লেখে কারণে প্রভাবিত না হয়ে শাওকানী ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণে সিদ্ধান্তের আলোকে হাদীসটি জাল হিসেবে নিশ্চিত করে বলেন: "এ হাদীসটি জাল। শাওকানী।"

7– اتَّبِعُوا العُلَماءَ فإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيا ومَصابِيحُ الآخِرَةِ

৭- তোমরা আলিমদের অনুসরণ করবে; কারণ তারা দুনিয়ার প্রদীপ ও আখিরাতের বাতি।

এ হাদীসটিও দাইলামী সংকলন করেছেন। দাইলামীর সূত্রেই ইমাম সুয়ূতী জামি কাবীর গ্রন্থে এবং তার অনুসরণে মুত্তাকী হিন্দী 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। ইমাম সুয়ূতী নিজে এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন তার "যাইলুল আহাদীস আল-মাউযূআহ" বা যাইলুল মাউযূআত নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন, এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী, যার সূত্রে হাদীসটি দাইলামী উদ্ধৃত করেছেন তার নাম কাসিম ইবনু ইবরাহীম আল-মালতী, যার বিষয়ে ইমাম দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস নিশ্চিত করেছেন যে, লোকটি একজন মহা-মিথ্যাবাদী ছিল। কিন্তু তিনি 'আল-জামি আস-সাগীর' গ্রন্থে হাদীস সংকলনের সময় বিষয়টি লক্ষ্য করেন নি। তিনি হাদীসটি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন, যদিও তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ মিথ্যাবাদী বা মিথ্যায় অভিযুক্তদের বর্ণিত হাদীস তিনি সংকলন করবেন না।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম সুয়ূতীর জামি সাগীরের উল্লেখের উপর নির্ভর না করে তাঁর যাইল গ্রন্থের সুব্যাখ্যাত

মতের উপর নির্ভর করে হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। টীকায় তিনি বলেন: "হাদীসটি দাইলামী সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে কাসিম ইবনু ইবরাহীম মালতী রয়েছেন। দারাকুতনী বলেছেন যে, কাসিম ইবনু ইরাহীম নামক এ ব্যক্তি কায্যাব বা ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী জালিয়াত ছিলেন। আর খতীব বাগদাদী বলেছেন, এ ব্যক্তি লুআইন থেকে ইমাম মালিকের সূত্রে উদ্ভট উদ্ভট বাতিল-জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাইল।"

এখানে উল্লেখ্য যে, কাশফুল খাফা গ্রন্থের লেখক আল্লামা ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আজালূনী (১১৬২ হি) হাদীসটিকে যয়ীফ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, সরাসরি মাউযূ বা জাল বলেন নি। পক্ষান্তরে আল্লামা আবু জাফর হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানীও আল্লামা আবূ জাফরের ন্যায় হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[২৭১]

188– شَهَادَةُ المُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حُسَّدٌ

১৮৮- এক মুসলিমের বিরুদ্ধে আরেক মুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে; তবে এক আলিমের বিরুদ্ধে আরেক আলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তারা হিংসুক।

হাদীসটি মূলত হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি) তাঁর "তারীখ নাইসাপূর" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদীসটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন: "এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়; এর সনদ বিভিন্ন দিক থেকে বাতিল...।" পরবর্তীকালে দাইলামী একই সনদে হাদীসটি তাঁর "ফিরদাউস" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

অপরদিকে ইমাম সুয়ূতী তাঁর আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে এ হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে ইমাম হাকিমের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং আরো অনেক তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীসটি জাল। কিন্তু এ বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে তিনি হাদীসটি হাকিমের সূত্রে জামি সাগীরে সংকলন করেছেন; কিন্তু হাদীসটি বাতিল হওয়ার বিষয়ে হাকিমের মতামত তিনি উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু তিনি হাদীসটিকে "হাসান" বলে উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই সুয়ূতীর উপর নির্ভর করে মুত্তাকী হিন্দী হাদীসটিকে হাকিমের সূত্রে কানযুল উম্মাল গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৭২]

আলাম্মা আবু জাফর সিদ্দিকী হাদীসটিকে জাল হিসেবে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় হাকিম ও সুয়ূতীর অভিমত উল্লেখ করে বলেছেন: "আল-লাআলী আল-মাসনূআ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কথা হাদীস নয়। সকল দিক থেকে এর সনদ বাতিল। উপরন্তু হাকিম বলেছেন যে, এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে এর কোনো অস্তিত্ব আছে তাহলে এর অর্থ হবে আখিরাতের পথ পরিত্যাগকারী দুনিয়াদার আলিমগণ। ...."

210– طَلَبُ العِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنَ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَطَلَبُ الْعِلْمِ يَوْماً خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ

২১০- এক মুহূর্ত ইলম সন্ধান সারারাত সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং একদিন ইলম সন্ধান তিন মাস সিয়াম পালন থেকে উত্তম।

এ হাদীসটিও দাইলামী সংকলন করেছেন। দাইলামীর সূত্রে সুয়ূতী তাঁর "জামি কাবীর" ও মুত্তাকী তাঁর "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। সুয়ূতী তাঁর যাইল গ্রন্থে এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে বলেন, এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী নাহশাল ইবনু সাঈদ আত-তিরমিযী একজন মহা-মিথ্যাবাদী। ইবনু আর্‌রাক, তাহির ফাতানী, শাওকানী ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য মুহাদ্দিস মূলত তাঁর এ পর্যালোচনার ভিত্তিতেই হাদীসটি জাল বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু সুয়ূতী নিজে তা বিস্মৃত হয়ে হাদীসটি "জামি সগীর" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৭৩]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী সুয়ূতীর পর্যালোচনা ভিত্তিতেই এ হাদীসটিকে জাল হিসেবে তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং বলেছেন: "এ হাদীসটি আবুশ শাইখ সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে রয়েছে নাহশাল (ইবনু সাঈদ) নামক একজন মহা-মিথ্যাবাদী রাবী। যাইল।"

212– طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ الصَّلاَةِ والصِّيَامِ وَالحَجِّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

২১২- ইলম সন্ধান করা আলাহর নিকট সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও আলাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে উত্তম।

এ হাদীসটি দাইলামী এবং তাঁর সূত্রে সুয়ূতী 'জামি কবীর' ও মুত্তাকী 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অপরদিকে সুয়ূতী তাঁর "যাইল" গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আস-সা'দী মহা-জালিয়াত। এ ব্যক্তির মিথ্যাচার ও জালিয়াতির বিষয় ইমাম হাকিম, যাহাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের সনদে আরো একাধিক মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী বিদ্যমান। কিন্তু ইমাম সুয়ূতী এ বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে এ হাদীসটি তাঁর "জামি সাগীর"-এ সংকলন করেছেন।[২৭৪]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। উপরন্তু তিনি এর অবস্থা

ব্যাখ্যা করে বলেন: "দায়লামী এ হাদীসটি সংকলন করেছেন; কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু তামীম নামক এক মহা জালিয়াত রাবী রয়েছেন। যাইল।"

ইমাম সুয়ূতীর জামি সাগীর গ্রন্থে সংকলিত আরো অনেক হাদীস আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩. ৪. ৫. আল্লামা আবু জাফর ও অন্যান্য দীনী গ্রন্থের জাল হাদীস

ফিকহ, উসূল, তাফসীর, ইতিহাস, ওয়াজ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থে বিদ্যমান অনেক হাদীস আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। একজন বড় আলিম বা বুজুর্গের লেখনিতে- ইজতিহাদী ভুল বা অসতর্কতার কারণে- দু চারটি জাল হাদীস থাকা অসম্ভব নয়। বস্তুত সকল যুগের সকল দেশের সকল বিষয়ের প্রায় সকল আলিম ও বুজুর্গের লেখার মধ্যে এরূপ পাওয়া যায়। যদি কেউ অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং তাঁর গ্রন্থকে সতর্কতার সাথে জাল এবং যয়ীফ হাদীস থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন, তাহলে বিষয়টি তার জন্য অতিরিক্ত মর্যাদা ও অতিরিক্ত সফলতা বলে গণ্য হয়। কিন্তু যাদের লিখনির মধ্যে অগণিত সহীহ হাদীসের পাশাপাশি তাঁদের অজ্ঞাতসারে দু-চারটি জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস রয়ে যায় তাদের এরূপ ত্রুটির জন্য কোনো প্রাজ্ঞ আলিমই তাদের ব্যক্তিগত সমালোচনা করেন না। পাশাপাশি তাঁদের গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীসগুলিকে জাল বলে চিহ্নিত করাকে তাঁদের অবমর্যাদা বলে কখনোই মনে করেন না। অনুরূপভাবে তাঁদের মর্যাদার অজুহাতে তাঁদের গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান জাল হাদীসকে সহীহ বলে গ্রহণ করার প্রবণতাও তাঁরা প্রতিরোধ করেছেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী যে সকল হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি অনেক গ্রন্থের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে যে গ্রন্থগুলি আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমদের পরিচিত, পাঠ্য ও নির্ভরযোগ্য এবং যেগুলি আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর পরিচিতি, পাঠ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত ছিল, সেরূপ কিছু গ্রন্থের নমুনা আমরা এখানে পর্যালোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ৪. ৫. ১. ইমাম গাযালীর (৫০৫হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, আলিম, সাধক ও সংস্কারক হুজ্জাতুল ইসলাম আলামা আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-গাযালী (৫০৫ হি)-এর লেখা "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের একটি "বিশ্বকোষ" বলে বিবেচিত। ঈমান, আকীদা, ফিকহ, তাসাউফ, আখলাক, মুআমালাত ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি এ গ্রন্থে। আলোচনার মধ্যে তিনি অগণিত হাদীস উল্লেখ করে নিজের আলোচ্য সিদ্ধান্ত ও অভিমত প্রমাণ করেছেন।

তিনি দার্শনিক ও ফকীহ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য হাদীসের সনদের বাছবিচার না করেই যা শুনেছেন বা পড়েছেন সবই উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর হাদীসগুলির তথ্যসূত্র প্রদান করেন নি। কোন্ গ্রন্থ থেকে তিনি হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন তাও তিনি লিখেন নি। এতে পাঠকদের মনে এ সকল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ সকল হাদীসের উৎস সন্ধানে ব্যাপক পরিশ্রম করেন। তাঁরা এ গ্রন্থে অগণিত সহীহ, হাসান ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি কিছু জাল হাদীসও দেখতে পান। এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতী সুনান আবী দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মিরকাতুস সুউদ" গ্রন্থে বলেন: যদি আপনি বলেন যে, "হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন দু'বার তাঁর দাড়ি আঁচড়াতেন' তাহলে আমি বলব যে, এ হাদীসটির কোনোরূপ কোনো সনদ আমি খুঁজে পাই নি। এ হাদীসটি একমাত্র গাযালী তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর কেউ এ হাদীসটি উল্লেখ করেন নি। আর এ কথা তো কারো অজানা নয় যে, এ গ্রন্থের মধ্যে অনেক এমন হাদীস রয়েছে যার কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।"[২৭৫]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালীর অবমূল্যায়ন বা তাঁর প্রতি কটাক্ষ এ সকল মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য রাসূলুলাহ ﷺ-এর আঙ্গিনাকে জাল হাদীসের জঞ্জালমুক্ত রাখা, আল্লাহর ওহীকে মানবীয় সংযোজন থেকে পবিত্র রাখা এবং মুসলিম উম্মাহকে সহীহ সুন্নাতের অনুসরণ ও জাল হাদীস বর্জনের পথে সহায়তা করা। একজন মহান ও বড় লেখকের বৃহৎ গ্রন্থে তাঁর ভুল ত্রুটি হতেই পারে। এজন্য তাঁর প্রতি কটাক্ষ করা যেমন অপরাধ, তার চেয়েও বড় অপরাধ তাঁর প্রমাণিত ভুলকে কোনো দলিল ছাড়া শুধু তাঁর মর্যাদার অযুহাতে দীনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাঁরা এ গ্রন্থের হাদীসগুলির সূত্র সন্ধান করেছেন।

আলামা যাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি) ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাঁর উলিখিত হাদীসসমূহের সনদ-ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসগুলি নির্ধারণ করেছেন । তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁর উল্লেখিত অধিকাংশ হাদীস সহীহ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হলেও কিছু হাদীস অত্যন্ত দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল। ৮ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু আলী আস-সুবকী (৭৭১ হি) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েক শত জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস 'আল-আহাদীস আলাতী লা আস্‌লা লাহা ফী কিতাবিল এহইয়া', অর্থাৎ 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উল্লিখিত ভিত্তিহীন হাদীসসমূহ' শিরোনামে পৃথকভাবে সংকলন করেন।

এ সকল মুহাদ্দিসের পর্যালোচনা থেকে আমরা একটি বিশেষ বিষয় দেখতে পাই। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে যে সকল জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সনদ-সহ কোনো না কোনো গ্রন্থে সংকলিত। সনদ বিচারের মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ এগুলির জালিয়াতি উদ্ঘাটন করেছেন। এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক জাল হাদীস রয়েছে। এগুলির পাশাপাশি দ্বিতীয় আরেক প্রকার জাল

।

হাদীস এ গ্রন্থে রয়েছে, যেগুলির কোনোরূপ সনদ পাওয়া যায় না এবং কোনো গ্রন্থেই তা সংকলিত হয় নি। এগুলি পূর্ববর্তী কোনো বুজুর্গ বা দার্শনিকের কথা বা ইস্রায়েলীয় বর্ণনা। যুগের আবর্তনে লোকমুখে তা হাদীস নামে প্রচলিত হয়েছে। জনশ্রুতি ও প্রচলনের উপর নির্ভর করে এগুলিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ, সূফী ও শাইখ-তরীকত বা পীর ছিলেন। স্বভাবতই তিনি তাসাউফ, আত্মশুদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে ইমাম গাযালীর উপর এবং বিশেষ করে এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করতেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ ও তাঁর সান্নিধ্য থেকে বিষয়টি জানা যায়। কিন্তু ইমাম গাযালী ও তাঁর এইইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কারণে তিনি কোনো ভুলকে সঠিক বলার প্রবণতা দেখান নি। বরং মুসলিম উম্মাহর পথপ্রদর্শক আলিমগণের রীতিতে তিনি বুজর্গদের প্রতি শ্রদ্ধার পাশাপাশি সঠিক ইলমের প্রকাশ ও সহীহ হাদীস নির্ভরতাকে বড় করে তুলে ধরেছেন। এজন্য তিনি কোনো জাল হাদীসকে "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে অজুহাতে গ্রহণযোগ্য বলার কোনো চেষ্টা করেন নি বা এরূপ জাল হাদীস উল্লেখ না করে এড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেন নি। বরং এগ্রন্থে উল্লেখিত অনেকগুলি "হাদীস" তিনি জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলির মধ্যে কিছু হাদীস জাল সনদে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত এবং কিছু "হাদীস" একেবারেই ভিত্তিহীন জনশ্রুতি মাত্র। আমরা এখানে অল্প কয়েকটি নমুনা আলোচনা করব।

265– كانَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ، وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سَنَةٍ

২৬৫- রাসূলুলাহ ﷺ প্রতি রাতে সুরমা ব্যবহার করতেন, প্রতি মাসে রক্তমোক্ষণ করাতেন এবং প্রতি বছর ঔষধ সেবন করতেন।

এ হাদীসটি মূলত ইমাম ইবনু আদী জুরজানী (৩৬৫ হি) দুর্বল বারীগণ বিষয়ক "আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি "সাইফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উখত সুফিয়ান সাওরী" নামক এক মিথ্যাবাদী জালিয়াত রাবীর বর্ণিত দুর্বল, জাল ও আপত্তিকর হাদীসের নমুনা হিসেবে এ হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির সনদে উদ্ধৃত করেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করে তাঁর "আল-মাউযূআত" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি এটির জালিয়াত হিসেবে "সাইফ"-কে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী তার "আল-লাআলী আল-মাসনূআ" গ্রন্থে ইবনুল জাওযীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এ হাদীসটিকে অশুদ্ধ বা জাল বলে উল্লেখ করে বলেন: "সুফিয়ান সাওরীর ভাগ্নে সাইফ একজন মহা-জালিয়াত।" কিন্তু এ বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে তিনি হাদীসটি ইবনু আদীর সূত্রেই তাঁর জামি সাগীরে সংকলন করেছেন। তাঁর অনুসরণ করে মুত্তাকী হাদীসটি "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

ইমাম গাযালী এহইয়াউ উলূমিদ্দীনে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের সদস্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রতি রাতে সুরমা ব্যবহার করতেন, প্রতি মাসে রক্তমোক্ষণ করাতেন এবং প্রতি বছর ঔষধ সেবন করতেন।" ইমাম গাযালী স্বভাবতই তাঁর তথ্য সূত্র উল্লেখ করেন নি। আল্লামা ইরাকী (৮০৬ হি) এ গ্রন্থের হাদীসগুলির সনদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: 'এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইবনু আদী বলেছেন যে, হাদীসটি মুনকার বা আপত্তিকর এবং এর বর্ণনাকারী সাইফ ইবনু মুহাম্মাদকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যান্য মুহাদ্দিস মহা-মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন।' ইবনু আররাক, তাহির ফাতানী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৭৬]

আলামা আবু জাফর ইমাম গাযালীর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন বা ইমাম সুয়ূতীর "আল-জামি আস-সগীর" গ্রন্থে হাদীসটির বিদ্যমানতাকে কোনোরূপ গুরুত্ব প্রদান করেন নি। মুহাদ্দিসগণের গবেষণার উপর নির্ভর করে তিনি হাদীসটিকে জাল হিসেবে গণ্য করেছেন। সনদের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন: "এ হাদীসটির সনদে একাধিক জালিয়াত বিদ্যমান। ..."

257–حُضُوْرُ مَجْلِسِ عَالِمٍ خَيْرٌ مِنْ حُضُوْرِ أَلْفِ جَنَازَةٍ، وَمِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ، وَمِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ، وَمِنْ أَلْفِ غَزْوَةٍ

২৫৭- একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার জানাযায় শরীক হওয়া থেকে, এক হাজার রাকআত সালাত থেকে, এক হাজার হজ্জ এবং এক হাজার জিহাদ-যুদ্ধাভিযান থেকে উত্তম।

এ হাদীসটিও ইমাম গাযালী তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ইলমের ফযীলত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "আবূ যার (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে: একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া.... ।" স্বভাবতই তিনি কোন্ সূত্র থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তা বলেন নি। ইমাম ইরাকী (৮০৬ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সূত্র সন্ধান করে দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু উমার নামক একজন ওয়ায়িজ এ হাদীসটি তাঁর নিজস্ব সনদে বলে বেড়াতেন। তাঁরই সূত্রে ইবনু জাওযী 'মাউযূআত' গ্রন্থে জাল হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কোনো হাদীসের গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলিত হয় নি। মুহাম্মাদ ইবনু আলী নামক এ ওয়ায়িয নিজেও মিথ্যাবাদী ও জাল-হাদীস নির্ভর ওয়ায়িয ছিলেন। আর তিনি যে সনদ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কয়েকজন জালিয়াত বিদ্যমান। এদের মধ্যে একজন হলেন তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম জালিয়াত, "জালিয়াতকুল শিরোমণি" আহমদ ইবনু আব্দুলাহ আল-হারাবী আল-জুআইবারী।

এখানে উল্লেখ্য যে, জুআইবারীর তৈরি এ হাদীসটি সহজেই শ্রোতাদের আকর্ষন করে, ফলে ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর অনেক জাল-হাদীস নির্ভর ওয়ায়িয ও জালিয়াত সনদ ও মতন চুরি করে এ অর্থে এ কথাগুলির কাছাকাছি শব্দে বিভিন্ন হাদীস বানিয়ে প্রচার করতে থাকে। যেমন "একজন আলিমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকআত সালাতের চেয়ে উত্তম", "ওলীদের সাহচার্যে এক

মুহূর্ত থাকা একশত বৎসর রিয়াহীন সালতের চেয়ে উত্তম" ... ইত্যাদি। ক্রমান্বয়ে এ অর্থের হাদীসগুলির অনেক সনদ প্রচলিত হয়ে যায়। ইমাম গাযালী লোকমুখে প্রচলন ও বিভিন্ন ওয়ায়িযের বর্ণনার উপর নির্ভর করে এ কথাটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য ও হাদীস হিসেবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে সকল সনদের মধ্যেই জালিয়াত ও মিথ্যাবাদী রাবী বিদ্যমান থাকায় প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এগুলির দ্বারা প্রতারিত হন নি।

ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) যাহাবী (৭৪৮ হি), ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), ইবনু আর্‌রাক (৯৬৩ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আজলূনী (১১৬২ হি), শাওকানী (১২৫০ হি) ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসই এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[২৭৭] আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীও হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন: "এ হাদীসটি (আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ) জুআইবারী নামক মহা-মিথ্যাবাদী দাজ্জালের বানানো জাল হাদীসগুলির একটি। ...."

157– اَلرَّجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِيْ لَيَقُوْمَانِ إِلَى الصَّلاَةِ وَرُكُوْعُهُمَا وَسُجُوْدُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

১৫৭- আমার উম্মাতের দু ব্যক্তি সালাতে দণ্ডায়মান হয়, তাদের রুকু ও সাজদা একই; অথচ তাদের উভয়ের সালাতের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য।

ইমাম গাযালী হাদীসটি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সালাতের খুশু বা বিনম্রতা ও মনোযোগের গুরুত্ব বুঝাতে তিনি বলেন: "রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: 'আমার উম্মাতের দু ব্যক্তি ....' এখানে রাসূলুলাহ ﷺ সালাতের খুশু বা বিনম্রতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন... ।"

আল্লামা ইরাকী বলেন: 'এ হাদীসটি ইবনুল মুজাব্বির "আকল" বা বুদ্ধি বিষয়ক পুস্তিকায় আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর সূত্রে কাছাকাছি শব্দে সংকলন করেছেন। হাদীসটি জাল। ইবনুল মুজাব্বিরের সূত্রে হারিস ইবনু আবী উসামা (১৮৬-২৮২ হি) হাদীসটি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।' মোল্লা আলী কারী, তাহির ফাতানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[২৭৮]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল হিসেবে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি সনদ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না যেয়ে সংক্ষেপে বলেছেন: "এ হাদীসটি জাল।"

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে বিদ্যমান এরূপ আরো অনেক হাদীস আল্লামা আবু জাফর জাল বলে চিহ্নিত করেছেন, যেগুলি সনদ-সহ অন্য কোনো গ্রন্থে সংকলিত, তবে সনদের মধ্যে বিদ্যমান জালিয়াত রাবীগণের বর্ণনার নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ এগুলির জালিয়াতি নিশ্চিত করেছেন।

আমরা বলেছি যে, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে আরেক ধরনের জাল হাদীস বিদ্যমান, যেগুলি কোনো গ্রন্থে কোনোরূপ সনদে বর্ণিত বা সংকলিত হয় নি। ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে লোকমুখে হাদীস নামে কথিত হতো। এরূপ অনেক হাদীস এ গ্রন্থে বিদ্যমান। আল্লামা আবু জাফর এ জাতীয় কিছু হাদীস জাল ও ভিত্তিহীন বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

38– اَلأَرْضُ فِيْ الْبَحْرِ كَالإِصْطَبْلِ فِيْ الْبَرِّ.

৩৮- সমূদ্রের মধ্যে পৃথিবী ভূপৃষ্ঠের মধ্যে একটি আস্তাবলের মত।

হাদীসটি ইমাম গাযালী "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের দু স্থানে বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'সমূদ্রের মধ্যে পৃথিবী.. ।"

এ কথাটি কোনোভাবে কোনো গ্রন্থে হাদীস হিসেবে সংকলিত হয় নি এবং সহীহ, যয়ীফ বা জাল কোনোরূপ কোনো সনদই এর নেই। আল্লামা ইরাকী এ বিষয়ে বলেন: "(لم أجد له أصلاً): এ হাদীসের কোনোরূপ কোনো অস্তিত্ব বা সূত্র আমি খুঁজে পাই নি।" মোল্লা আলী কারী, তাহির ফাতানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসটি জাল ও অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭৯]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল হিসেবে তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি এটির বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন: "এ হাদীসটি একেবারে ভিত্তিহীন বাতিল। কবীর, তাযকিরা আলী, আল-মাসনূ, লুলু।"

94– بِرُّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

৯৪- পিতামাতার খেদমত সালাত, সিয়াম, হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা উত্তম।

হাদীসটি ইমাম গাযালী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পিতামাতার খেদমতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পিতামাতার খেদমত সালাত, ... অপেক্ষা উত্তম।

অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সূফী আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি) তার "তাবাকতুশ শাফিয়িয়্যাহ আল-কুবরা" বা শাফিয়ী মাযহাবের আলিমগণের বৃহত্তম জীবনী-সংকলন" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইমাম গাযালীর জীবনী,

তাঁর বহুমুখি প্রতিভা ও মর্যাদা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "আমি এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের মধ্যে অনেক হাদীস পেয়েছি যেগুলির কোনোরূপ কোনো সনদ আমি কোনো ইলমের গ্রন্থে পাই নি। আমি এ হাদীসগুলি এখানে একত্রিত করলাম। এ কথা বলে তিনি এ গ্রন্থের সহস্রাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলির কোনোরূপ কোনো সনদ তিনি খুঁজে পান নি।[২৮০] এ সকল হাদীসের মধ্যে তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[২৮১]

পরবর্তীতে আল্লামা ইরাকী (৮০৬ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের হাদীসগুলির উৎস সন্ধানে তিনটি সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলিতেও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ শব্দে ও বাক্যে এ হাদীসটির কোনোরূপ কোনো অস্তিত্ব, সূত্র বা উৎস তিনি কোথাও খুঁজে পান নি, যদিও পিতামাতার খিদমাতের গুরুত্বে এবং জিহাদ বা হজ্জের সফরের পরিবর্তে পিতামাতার খিদমত করার উৎসাহ প্রদানে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৮২]

আলামা তাহির ফাতানী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল ও অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী হাদীসটিকে জাল হিসেবে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি বলেন: "মুখাতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ হাদীস কোথাও পাওয়া যায় না। শাওকানী।"

129– اَلْحَدِيْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ

১২৯- মসজিদের মধ্যে কথাবার্তা নেকী বা সাওয়াব খেয়ে ফেলে যেমন, জীবজানোয়ার ঘাস খেয়ে ফেলে।

ইমাম গাযালী "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে মসজিদের গুরুত্ব ও মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব আলোচনাকালে বলেন: "আসার বা খবরে- অর্থাৎ হাদীসে- বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে কথাবার্তা নেকী বা সাওয়াব খেয়ে ফেলে .....।"[২৮৩]

ইমাম গাযালীর (৪৫০-৫০৫ হি) প্রায় সমসাময়িক মুফাস্সির আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি) তাফসীর কাশ্শাফ গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সূরা তাওবার ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "হাদীসে রয়েছে, মসজিদের মধ্যে কথাবার্তা....।" সূরা লুকমানের ৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি পুনরায় এ হাদীসটি উল্লেখ করেন।[২৮৪] যামাখশারীর উল্লেখের উপর নির্ভর করে ফখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু উমার রাযী (৬০৬ হি), আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ নাসাফী (৭১০ হি), আবূস সাউদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৮২হি), ইসমাঈল হাক্কী (১১২৭ হি), মাহমূদ ইবনু আব্দুলাহ আলূসী (১২৭০ হি) ও অন্যান্য মুফাস্সির হাদীসটি তাদের তাফসীর গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর প্রসঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করেছেন।[২৮৫] তাঁরা লোককথা, প্রচলন ও একে অপরের উল্লেখের উপর নির্ভর করেছেন, কেউই হাদীসটির সূত্র বা উৎস উল্লেখ করেন নি।

এ হাদীসটিও সহীহ, যয়ীফ বা জাল কোনোরূপ কোনো সনদে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। আল্লামা সুবকী এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের ভিত্তিহীন হাদীসগুলির মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[২৮৬] আল্লামা ইরাকী এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন: "এর কোনোরূপ কোনো অস্তিত্ব বা সূত্র আমি খুঁজে পাই নি।"[২৮৭]

মোল্লা আলী কারী, তাহির ফাতানী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি এবং এ অর্থে অন্য হাদীস "মসজিদের মধ্যে কথাবার্তা নেকী বা সাওয়াব খেয়ে ফেলে যেমন আগুন খড়ি খেয়ে ফেলে" উভয় হাদীসই ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন। সহীহ, যয়ীফ বা জাল কোনোপ্রকার কোনো সনদে কোনো গ্রন্থে তা বর্ণিত বা সংকলিত হয় নি। অনুরূপ আরেকটি কথা "মসজিদে দুনিয়ার কথা বললে চল্লিশ বৎসরের আমল বরবাদ হয়"- এ কথাটিও জাল ও বাতিল।[২৮৮]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী মুহাদ্দিসগণের সুব্যাখ্যাত মতামতের বিপরীতে ইমাম গাযালী, আল্লামা যামাখশারী ও অন্যান্য মুফাস্সিরের উদ্ধৃতির কোনো গুরুত্ব প্রদান করেন নি। তিনি হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করে এ পুস্তকে সংকলন করেছেন এবং সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন: "মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি কোথাও পাওয়া যায় না।"

403– نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ

৪০৩- আলিমের নিদ্রা ইবাদত।

৪র্থ হিজরী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও বুজুর্গ শাইখ আবূ তালিব মাক্কী (মৃত্যু ৩৬৮ হি) তাঁর রচিত "কূতুল কুলূব" গ্রন্থে কয়েক স্থানে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ওযূ অবস্থায় ঘুম ও নেককারদের ঘুম প্রসঙ্গে বলেন: আমরা একটি খবরে (হাদীসে) বর্ণনা করেছি, আলিমের ঘুম ইবাদত...।"[২৮৯] ইমাম গাযালীও শাইখ মাক্কীর অনুসরণে ওযূ অবস্থায় ঘুম এবং

নেককারদের ঘুম প্রসঙ্গে এহইয়াউ উলূমিদ্দীনে বলেন: "এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আলিমের ঘুম ইবাদত .... ।"[২৯০]

স্বভাবতই শাইখ মক্কী ও ইমাম গাযালী কোন্ পুস্তকে বা কোন্ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা বলেন নি। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ ব্যাপক অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ হাদীসটি সহীহ, যয়ীফ বা জাল কোনো সনদে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, এ কথাটি কোনো হাদীস নয়। তবে তাঁরা এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন:

প্রথমত: ইমাম বাইহাকী ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস যয়ীফ সনদে একটি হাদীস সংকলন করেছেন, যাতে বলা হয়েছে (نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ): "সিয়ামরত ব্যক্তির ঘুম ইবাদত"। বাহ্যত কোনো ওয়ায়িয বা আলিম (الصائم): সায়িম বা 'সিয়ামতর শব্দটিকে ভুলে (العالم) আলিম বা জ্ঞানী বলে শুনেছেন এবং বলেছেন। এভাবেই এ ভিত্তিহীন হাদীসটির উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয়ত, উপরের বাক্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হলেও আবূ নুআইম ইসপাহানী যয়ীফ সনদে একটি হাদীস সংকলন করেছেন যাতে বলা হয়েছে "ইলম-সহ ঘুমানো মূর্খতা-সহ ইবাদত করা থেকে উত্তম।"[২৯১]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন: "এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।" এরপর তিনি রোযাদারের নিদ্রা ও ইলম-সহ নিদ্রা বিষয়ক উপরের দুটি হাদীসের বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

301– مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلا أَرْضِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

৩০১- আমার আকাশ ও আমার যমীন আমাকে ধারণ করার প্রশস্ততা পায় নি; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার অন্তর আমাকে ধারণের প্রশস্ততা পেয়েছে (আসমান-যমীন আমাকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু আমাকে ধারণ করেছে আমার মুমিন বান্দার হৃদয়।)

ইমাম গাযালী এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে জ্ঞানের পর্যায় অনুসারে কালবের (অন্তরের) অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

وإليه الإشارة بما روى عن ابن عمر قال قيل لرسول الله ﷺ يا رسول الله أين الله في الأرض أو في السماء قال في قلوب عباده المؤمنين وفي الخبر قال الله تعالى لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع

"এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ইবনু উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কোথায়? পৃথিবীতে না আসমানে? তিনি বলেন: 'মুমিন বান্দাগণের অন্তরের মধ্যে'।" এবং খবরে (হাদীসে) রয়েছে, আল্লাহ বলেন: আমার আকাশ ও আমার যমীন আমাকে ধারণ করার প্রশস্ততা পায় নি; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার বিনম্র বিগলিত অন্তর আমাকে ধারণের প্রশস্ততা পেয়েছে।"[২৯২]

অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা তাকিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়াকে (৭২৮ হি) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "এ কথাটি ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়; রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনোরূপ কোনো সনদ পরিজ্ঞাত নয়।" আল্লামা ইরাকী (৮০৬ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের হাদীসগুলির সূত্র আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে এ হাদীসের বিষয়ে বলেন: (لم أر له أصلاً) এ হাদীসের কোনোরূপ কোনো অস্তিত্ব আমি দেখতে পাই নি। ইরাকী বলেন, এ কথাটি হাদীস না হলেও, তাবারনী সংকলিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "পৃথিবীবাসীর মধ্যে আল্লাহর কিছু পাত্র রয়েছে; নেককার বান্দাদের হৃদয়গুলি তোমাদের প্রতিপালকের পাত্র।"

ইমাম সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, সাখাবী, মোল্লা আলী কারী, যারাকশী, তাহির ফাতানী, শাওকানী, দরবেশ হূত, আজালূনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস নিশ্চিত করেছেন যে, ইমাম গাযালীর উদ্ধৃত এ কথাটি হাদীস নয়। হাদীস হিসেবে এটি ভিত্তিহীন জাল হাদীস। এ কথাটি মূলত ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কথা, যা ইহূদীদের কাহিনী বর্ণনাকারী তাবিয়ী ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন।[২৯৩]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইরাকী, সুয়ূতী প্রমুখ আলিমের মতামত উল্লেখ করেছেন। বিশেষত এ কথাটির অর্থের দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি বিশেষ অর্থে কথাটির অর্থ ইসলাম সম্মত। অন্য দিক থেকে কথাটি ইসলাম বিরোধী কুফরী অর্থ প্রকাশ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম গাযালী প্রথম যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সেটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অস্তিত্বহীন বা সনদবিহীন একটি কথা যা হাদীস নামে প্রচলিত হয়েছে। আল্লামা সুবকী এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের ভিত্তিহীন হাদীসগুলির মধ্যে এ "হাদীসটি" অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লামা ইরাকী বলেন: "ইবনু উমারের হাদীস: 'আল্লাহ কোথায়? .... মুমিন বান্দাগণের অন্তরের মধ্যে' এ শব্দে এর কোনো অস্তিত্ব কোথাও পাই নি।"[২৯৪]

আলামা আবু জাফর এভাবে এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের আরো অনেক হাদীস জাল, মিথ্যা, বাতিল বা ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।

৫

৩. ৪. ৫. ২. আলামা যামাখশারীর (৫৩৮ হি) কাশ্শাফ

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ভাষাবিদ, মুফাস্সির ও ফকীহ আল্লামা জারুল্লাহ আবুল কাসিম মাহমূদ ইবনু উমার যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি)। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ছিলেন। ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি মুতাযিলী মতবাদের অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন[২৯৫]। তিনি আকীদা, ফিকহ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থগুলির মধ্যে তাফসীর গ্রন্থ "আল-কাশ্শাফ" অন্যতম। কুরআনের ভাষার অলঙ্কার, বাক্যকাঠামোর অলৌকিকতা ও অর্থের প্রশস্ততা বর্ণনা তার তাফসীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর মু'তাযিলী ধর্মমতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের আপত্তি থাকলেও তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "আল-কাশ্শাফ" মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি ও প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত। কাওমী, আলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রকারের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় এ গ্রন্থটি মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য।

তিনি দার্শনিক, ফকীহ, ভাষাবিদ ও মুফস্সির ছিলেন। হাদীসের বিষয়ে তিনি সনদতাত্ত্বিক গবেষণার গভীরে যান নি। বিশেষত মু'তাযিলী মতের অনুসারীগণ হাদীসের বিষয়ে গুরুত্বও কম দেন। তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে অনেক সহীহ, হাসান ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি অনেক জাল হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

আমরা এ বিষয়ে ইরাকী, নববী, সুয়ূতী প্রমুখ প্রসিদ্ধ আলিমের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সা'লাবী, ওয়াহিদী ও অন্যান্য পূর্ববর্তী মুফাস্সিরের অনুসরণ অনুকরণ করে তাদের উদ্ধৃত জাল হাদীসগুলি উল্লেখ করেছেন। পার্থক্য হলো সা'লাবী, ওয়াহিদী ও পূর্ববর্তী মুফাস্সিরগণ সনদসহ এ সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের সুপরিচিত মূলনীতি ছিল, সনদসহ হাদীস উল্লেখ করলে হাদীসটির জালিয়াতির বিষয়ে গ্রন্থকারের দায়িত্ব থাকে না। কারণ তিনি হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে দাবি বা উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন, অমুক আমাকে বলেছেন যে, এ কথাটি তিনি অমুকের মাধ্যমে হাদীস নামে শুনেছেন। সেটি প্রকৃত হাদীস কিনা তা বিচারে দায়ভার পাঠকের উপর বর্তায়। আর সনদ ফেলে দিয়ে শুধু হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে উদ্ধৃত করার অর্থ কথাটিকে হাদীস বলে দাবি ও প্রচার করা। এক্ষেত্রে হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে সতর্ক হওয়া লেখকের নিজের দায়িত্ব। কিন্তু আল্লামা যামাখশারী, আল্লামা বাইযাবী ও পরবর্তী যুগের অনেক মুফাস্সির এ বিষয়ে খুবই অসতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা পূর্ববর্তীদের উল্লেখ করা জাল হাদীসগুলি সনদ ফেলে দিয়ে নিজ গ্রন্থে "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন" বলে সুনিশ্চিতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। তাফসীরে কাশ্শাফ-এ উদ্ধৃত এ ধরনের কয়েকটি জাল হাদীস আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেগুলির একটি নিম্নরূপ:

382- مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِراً

৩৮২- যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধর-পরিজনের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

এ হাদীসটি ৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুফাস্সির আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আস সা'লাবী নিশাপূরী (৪২৭ হি.) তাঁর "তাফসীর" গ্রন্থে সনদ-সহ উদ্ধৃত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ لْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

"বল আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; আত্মীয়তার আন্তরিকতা-ভালবাসা ছাড়া।"[২৯৬]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সালাবী একটি বৃহৎ হাদীস উল্লেখ করেন, যার মধ্যে এ বাক্যটি রয়েছে।[২৯৭]

আল্লামা যামাখশারী এ হাদীসটির সনদ ফেলে দিয়ে "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ... বলে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[২৯৮] পরবর্তীকালে ফাখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি), কুরতুবী (৬৭১ হি), ইসমাঈল হক্কী (১১২৭হি) ও অন্যান্য মুফাস্সির এ "হাদীসটি" উল্লেখ করেছেন।[২৯৯]

আলামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) তাফসীর কাশ্শাফ-এর হাদীসগুলির তাখরীজ বা সূত্র-সন্ধান বিষয়ক "আল-কাফি আশ-শাফ" নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে সা'লাবীর সনদ উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেছেন যে, এ হাদীসটি যে জাল তা খুবই সুস্পষ্ট। দীর্ঘ সনদে সালাবীর উস্তাদ ও পরবর্তী দুজন রাবী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিচয়; এদেরই কেউ এ হাদীসটি জাল করেছেন।"[৩০০]

আল্লামা যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী এ হাদীসটির আরেকটি সনদ উল্লেখ করেছেন যাতে রতন হিন্দী বিদ্যমান। এটিও নিঃসন্দেহে জাল বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।[৩০১] ইবনু আর্‌রাক, তাহির ফাতানী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩০২]

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শীয়াগণ এরূপ জাল হাদীসের সাহায্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শীয়াগণ আবূ বকর, উমার ও উসমান (ﷺ)-সহ প্রায় সকল সাহাবীকে মুরতাদ বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা কোনো সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত কোনো হাদীস বিশ্বাস করেন না এবং দাবী করেন যে, সাহাবীগণই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস জালিয়াতি করতেন (নাউযূ বিল্লাহ!)। এমনকি তাঁরা কুরআন কারীমকেও বিকৃত বলে বিশ্বাস করেন। আলোচনা বিতর্কে তাঁরা এ সকল কথা অস্বীকার করতে চান। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাকিয়্যাহ অর্থাৎ "মিথ্যা বলা" বা নিজের বিশ্বাস গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা শুধু বৈধই নয়, বরং সাওয়াবের কাজ ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে তাদের মৌলিক গ্রন্থগুলি পড়লে পাঠক এ বিষয়ে তাঁদের বার ইমাম ও অন্যান্য বুজুর্গগণ থেকে অগণিত "হাদীস" দেখতে পারবেন। আগ্রহী পাঠকদেরকে নিম্নের বইগুলির পাঠ করতে অনুরোধ করছি:

(১) আল-কাফী ফী ইলমিদ্দীন (الكافي في علم الدين), লেখক মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব আল-কুলাইনী আর রাযী (৩২৮ হি)
(২) মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ (من لا يحضره الفقيه), লেখক মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু বাবাওয়াইহি আল-কুম্মী (৩৮১ হি)
(৩) আল-ইসতিবসার (الاستبصار), লেখক মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আত-তূসী (৪৬০ হি)
(৪) তাহযীবুল আহকাম (تهذيب الأحكام), এটির লেখকও তূসী।
(৫) ওয়াসয়িলুশ শীয়া ইলা আহাদীসিশ শারীয়াহ (وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة), লেখক মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হুরর আল আমিলী (১১০৪)
(৬) বিহারুল আনওয়ার ফী আহাদীসিন নাবিয়্যি ওয়াল আয়িম্মাতিল আতহার (بحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار), লেখক মুহাম্মাদ বাকির ইবনু মুহাম্মাদ তাকী ইসপাহানী, মাজলিসী (১১১১ হি)
(৭) ফাসলুল খিতাব ফী ইসবাতি তাহরীফি কিতাবি রাব্বিল আরবাব (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب), লেখক মিরযা হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ তাকী নূরী তাবরিসী (১২৯৬ হি)
(৮) তানকীহুল মাকাল ফী আহওয়ালির রিজাল (تنقيح المقال في أحوال الرجال) শাইখ আয়াতুলাহ আলমামকানী মুহাম্মাদ হাসান (১৩২৩ হি)

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলি থেকে পাঠক তাঁদের এ সকল বিশ্বাস ভালভাবে জানতে পারবেন। কিন্তু প্রচারমূলক বইগুলিতে তাঁরা তাঁদের এ সকল বিশ্বাস চেপে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাদীস গ্রন্থের দু চারটি হাদীস উল্লেখ করে নিজেদের বিশ্বাস প্রচার করতে চেষ্টা করেন। "আল-মুরাজাআত" (পত্রালাপ) গ্রন্থটির জাল হাদীস নির্ভরতার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ গ্রন্থে লেখক অন্যান্য হাদীসে সাথে উপরের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যামাখশারীর আপত্তি বিহীন উল্লেখকে তিনি এ হাদীসটির সত্যতার প্রতি তাঁর সমর্থন বলে দাবি করেছেন।[৩০৩] অথচ কাশ্‌শাফের হাদীসগুলির সূত্র-সন্ধানে রচিত ইবনু হাজারের গ্রন্থের বক্তব্য তিনি উল্লেখ করেন নি, যদিও গ্রন্থটি সহজপ্রাপ্য ও সাধারণত কাশ্‌শাফের সাথেই মুদ্রিত।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করে বলেন: "এ হাদীসটি রতন হিন্দীর বানানো মিথ্যা হাদীসগুলির একটি। ... ।" এ জাতীয় আরো কয়েকটি জাল হাদীসের বিষয়ে তিনি বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এগুলি শীয়াদের বানানো জাল হাদীস।

বস্তুত আমরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভালবাসা চাই। শীয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল দেশের সকল মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহর ছায়াতলে যথাসাধ্য অবস্থান করে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও বরকত লাভ করুন এটি আমাদের কাম্য। আমরা জানি দেড় হাজার বছরের এ মতভেদ আমরা মেটাতে পারব না। তবে আমরা চেষ্টা করলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান করতে পারি। পাশাপাশি যারা বিভিন্ন কৌশলে সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তকরতে চেষ্টা করছেন তাদের অপকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি আমাদের দায়িত্ব। এ হাদীস প্রসঙ্গে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, শিয়াগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত এবং সহীহ বা জাল হাদীসকে স্বাভাবিক অর্থ থেকে সরিয়ে উদ্ভট অর্থে ব্যবহার করেন। এ হাদীস জাল হলেও, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরকে ভালবাসার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর কারো কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু বংশধরদের ভালবাসা কি সহচরদের ভালবাসার সাথে সাংঘর্ষিক? এ জাল হাদীসটি থেকে "আল-মুহাম্মাদ (ﷺ)"-এর ভালবাসার গুরুত্ব বুঝা যায়। কিন্তু তা কি প্রমাণ করে যে, "আসহাব-মুহাম্মাদ"- কে ঘৃণা করতে হবে? তা কি প্রমাণ করে যে, আবূ বকর, উমার, উসমান (ﷺ)-সহ অন্যান্য সাহাবী কাফির-মুরতাদ্দ ছিলেন? (নাউযূ বিল্লাহ!)

শীয়াগণ "নবী-পরিবারের" ভালবাসার কথা বলে ক্রমান্বয়ে অগণিত জাল ও মিথ্যা কাহিনী দিয়ে "নবী-সাহাবীগণের" প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ করতে শিক্ষা দেন। বস্তুত তাঁরা শুধু সাহাবীদেরই অবমাননা করেন না। উপরন্তু তাঁরা রাসূলুলাহ ﷺ-কেও হেয় করেন (নাউযূ বিল্লাহ)। তাঁদের মতবাদ প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর ২৩ বৎসরের অক্লান্ত দাওয়াত দিয়ে ১০/১৫ জন মানুষ ছাড়া কাউকে হেদায়াত করতে পারেন নি এবং আল্লাহর দীনকেও প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নি (নাউযু বিলাহ!!)

এ ছাড়া সাহাবীগণের বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা অস্বীকার করার অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা; কারণ কুরআনে নিঃশর্তভাবে

সাহাবীগণকে, বিশেষত প্রথম অগ্রগামী সাহাবীগণকে জান্নাতী ও তাঁদের অনুসরণকে জান্নাতের পথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি সাহাবীগণের মাধ্যমেই কুরআন ও দীনের সকল শিক্ষা প্রচারিত হয়েছে। কাজেই তাঁদের বিচ্যুতির দাবি করলে ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।[৩০৪]

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের হৃদয়গুলিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ, তাঁর প্রেমিক নেককার বান্দাগণ ও তাঁর উম্মাতের জন্য ভালবাসায় পূর্ণ করে দিন। আমীন!

কবি বলেন:

كُلُّ الْقُلُوْبِ إِلَى الْحَبِيْبِ تَمِيْلُ : وَمَعِي بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَدَلِيْلُ

أَمَّا الدَّلِيْلُ إِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّداً : صَارَتْ دُمُوْعُ الْعَارِفِيْنَ تَسِيْلُ

"সকল হৃদয়ই প্রেমিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর আমার কাছে এর সাক্ষী ও প্রমাণ আছে। প্রমাণ হলো যখন মুহাম্মাদের (ﷺ) উল্লেখ করা হয়, তখন আরিফদের অশ্রু অঝোরে ঝরতে থাকে।"

মহান আল্লাহ আমাদেরকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর স্মরণে অশ্রু ঝরানোর এবং তাঁর সাথে তাঁর পরিবার, সহচরগণ, প্রেমিকগণ ও উম্মাতকে ভালবেসে তাঁদের জন্য অশ্রু ঝরানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩. ৪. ৫. ৩. শাইখ জীলানীর (৫৬১ হি) গুনিয়াতুত তালিবীন

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ, বুজুর্গ ও সংস্কারক শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ)। তিনি ৪৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের (দ্বাদশ খৃস্টীয় শতকের) প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিত্ব। তিনি হাম্বালী মাযহাবের বড় ফকীহ এবং প্রসিদ্ধতম সাধক ও সূফী ছিলেন। ক্রুসেডারদের আক্রমনে বিপর্যস্ত মুসলিম দেশগুলির সংস্কারে ও ঈমানী পুনর্জাগরণে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহর ঈমান, আমল, জিহাদ ও সামগ্রিক পুনর্জাগরণে তাঁর ওয়াজ ও লিখনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির উপর পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ বিশেষভাবে নির্ভর করেন।

ইসলামের ইতিহাসে মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড লেখা হয়েছে, প্রচার বিমুখ আখিরাতমুখি আলাহ-প্রেমিক আলিম, সূফী ও সংস্কারগণের অবদান তুলে ধরা হয় নি। ৫ম হিজরী শতকের শেষ দিকে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সময়ে ৪৮৮ হি/১০৯৫খৃস্টাব্দে ১০/১৫ লক্ষ ক্রুসেডার পঙ্গপালের মত মুসলিম দেশগুলিতে ঝাপিয়ে পড়ে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁরা সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন ও মিসরের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয়। এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও যোগ্য কোনো নেতৃত্ব ছিল না। কিন্তু মাত্র শত বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইউবীর মত ধার্মিক নেতার আবির্ভাব হয়। মুসলিম উম্মাহ অধিকৃত অধিকাংশ দেশ পুনরুদ্ধার করেন এবং ৫৮৩ হি/১১৮৭ খৃ-এ জেরুজালের পুনরুদ্ধার করেন। ইতিহাসে বিস্তারিত তথ্য না থাকলেও আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর (৪৭১-৫৬১ হি) দাওয়াত ও সংস্কার মুসলিম উম্মাহর এ পুনর্জাগরণের অন্যতম ভিত্তি ছিল। কারণ এ সময়ে মুসলিম সমাজের নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণে তাঁর মত বা কাছাকাছি আর কাউকে আমরা দেখি না।

তাঁর গ্রন্থগুলির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবনের পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণ তাঁর গ্রন্থের মধ্যে কিছু জাল হাদীস বিদ্যমান বলে লক্ষ্য করেন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আমরা ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দিকীর অন্যতম মুখপাত্র, সহচর ও খলীফা আল্লামা রুহুল আমিনের বক্তব্য দেখেছি। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থে জাল হাদীস বিদ্যমান থাকার কারণে মূল গ্রন্থ বর্জন না করে জাল হাদীসগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির বিষয়ে পাঠকদেরকে সতর্ক করার বিষয়ে লিখেছেন: "এইরূপ তাছাওয়াফের কেতাবে অনেক জাল হাদিছ আছে। পীরান পীর ছাহেব গুনইয়াতোত্তালেবিন কেতাবের ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় নইম বেনে হাম্মদের ছনদে নিম্নোক্ত জাল হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন: 'হজরত বলিয়াছেন আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হইবে, তম্মধ্যে আমার উম্মতের মধ্যে প্রধান বিভ্রাটকারী উহারা হইবে- যাহারা আপন আপন রায়ে কার্য্যসমুহে কেয়াছ করিবে এবং হালালকে হারাম করিবে ও হারামকে হালাল করিবে। মিনাজোল-এতেদোল ৩।২৩৮পৃষ্ঠা: ... মোহাম্মদ বেনে আলি বলেন, আমি উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে (এমাম) এহইয়া বেনে মইনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, উক্ত হাদিছের কোন মূল নাই (অর্থাৎ উহা বাতীল হাদিছ)।

এইরূপ পীরান পীরের 'ছের্রোল আছরার' কেতাবের ২/৯ পৃষ্ঠায় আছে: "আমি খেদাকে দাড়িহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি।" ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মিজানোল এতেদাল কেতাবে ইহাকে জাল কথা বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এইরূপ তাছাওয়াফের অনেক কেতাবে দুই চারটি জাল হাদিছ দেখিতে পাওয়া যায় ....।"[৩০৫]

প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

প্রথমত, তাঁদের নামের প্রসিদ্ধির কারণে সম্ভবত পরবর্তী যুগের জালিয়াতগণ এ সকল হাদীস বা বক্তব্য তাদের গ্রন্থের মধ্যে ঢুকিয়েছে।

হাতে লেখা স্বল্পসংখ্যাক পাণ্ডুলিপির যুগে তা সম্ভব ছিল। আমি আমার লেখা **"হাদীসের নামে জালিয়াতি"** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (৫৬১হি)-এর নামে প্রচলিত "সির্রুল আসরার" গ্রন্থের মধ্যে ফরীদ উদ্দীন

আত্তার (৬২৬ হি), শামস তাবরিযী (৬৪৪ হি), জালালুদ্দীন রুমী (৬৭৬ হি) প্রমুখের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁর ইন্তেকালের পরে যাদের জন্ম। এগুলি প্রমাণ করে যে, পরের যুগের মানুষেরা এ সকল পুস্তকের মধ্যে অনেক কথা ঢুকিয়েছে।[৩০৬]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী এ সম্ভাবনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা লাখনবী বলেন, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী তার "গুনিয়াতুত তালিবীন" গ্রন্থে বিভ্রান্ত ও জাহান্নামী মুরজিয়া ফিরকার মধ্যে "হানাফিয়া" ফিরকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

أما المرجئة ففرقها اثنتا عشرة فرقة الجهمية والصالحية والشمرية واليونسية والثوبانية والنجارية والغيلانية والشبيبية والحنفية والمعاذية والمريسية والكرامية

"মুরজিয়ারা ১২টি ফিরকা: জাহমিয়্যাহ, সালিহিয়্যাহ, শাম্মারিয়্যাহ, ইউনুসিয়্যাহ, সাওবানিয়্যাহ, নাজ্জারিয়্যাহ, গাইলানিয়্যাহ, শাবীবিয়্যাহ, হানাফিয়্যাহ, মুআযিয়্যাহ, মারীসিয়্যাহ ও কার্‌রামিয়্যাহ।

এরপর হানফিয়্যাহ ফিরকার বর্ণনায় বলেন:

وأما الحنفية فهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرهوتي

"হানাফী ফিরকার মানুষেরা আবূ হানীফা নুমান ইবনু সাবিতের অনুসারী। তারা মনে করে যে, ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর নিকট থেকে যা কিছু এসেছে তা সামগ্রিকভাবে জানা (হৃদয়ের জ্ঞান) ও মুখে স্বীকার করা (অর্থাৎ বাহ্যিক কর্ম বা আমলকে ঈমানের অংশ বলে মনে করে না)। বারহূতী তা উল্লেখ করেছেন।"[৩০৭]

শাইখ জীলানীর এ কথাকে দুভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে। একদিকে এ কথাকে পুঁজি করে অনেক শিয়া ইমাম আযম ও তাঁর অনুসারী হানাফীগণকে বিভ্রান্ত ও জাহান্নামী বলে দাবি করেছে। শুধু শীয়ারাই নয়; সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হানাফী-বিরোধী কেউ কেউ শাইখ-এর এ বক্তব্যকে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে কোনো কোনো অর্বাচীন হানাফী এ কথার কারণে শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর প্রতি কটাক্ষ করেছে।

আল্লামা লাখনবী উল্লেখ করেছেন যে, হানাফী মাযহাবের অনুসারী বা এ মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শাইখ জীলানীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রাজ্ঞ আলিমগণ এখানে দুটি সম্ভাবনার মাধ্যমে তাঁর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

প্রথম সম্ভাবনা: পরবর্তী যুগে কোনো ব্যক্তি এ কথাগুলি তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। তিনি বলেন, শাইখ জীলানীর এ মন্তব্যের কারণে যারা তাঁর প্রতি কটাক্ষ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে শাইখ আব্দুল গনী নাবলুসী (১১৪৪ হি) "আর-রাদ্দুল মুবীন আলা মুনতাকিদীল আরিফি মুহিউদ্দীন" (আরিফ মুহিউদ্দীনের সমালোচকদের সুস্পষ্ট জাওয়াব) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লেখা এ বক্তব্যটি শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর নয়; বরং পরবর্তী কালে কেউ তা এর পাণ্ডুলিপির মধ্যে সংযোজন করেছে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা: অন্যান্য বুজুর্গের ন্যায় তিনিও সকল মুসলিমকে সরলভাবে বিশ্বাস করেছেন। একারণে তিনি বারাহূতী নামক এ অজ্ঞাত পরিচয় এক লেখকের বক্তব্যকে সরল মনে বিশ্বাস করে তা উদ্ধৃত করেছেন।

শাইখ জীলানীর গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীসের বিষয়েও তাঁরা এ দুটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। হয় পরবর্তী কেউ তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যে তা ঢুকিয়েছে। অথবা তিনি কোনো মুহাদ্দিস থেকে শুনে বা কোনো গ্রন্থে দেখে সরল বিশ্বাসে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কেউ মিথ্যা বলতে পারে তা তাঁর মত পবিত্র হৃদয়ের আল্লাহওয়ালা মানুষেরা বিশ্বাস তো দূরের কথা কল্পনাও করতেন না। তাঁরা আশা করতেন যে, এগুলির হয়ত কোনো সনদ থাকবে, যা বিচার করার দায়ভার মুহাদ্দিসদের।[৩০৮]

শাইখ জীলানীর গ্রন্থে বিদ্যমান "সালাতুল উসবূ" বা সপ্তাহের প্রত্যেক দিবস ও রাত্রির জন্য বিশেষ সালাত, আশূরার দিবস ও রাত্রির বিশেষ সালাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীসগুলি জাল বলে আল্লামা লাখনবী উল্লেখ করলে তাঁর এক বন্ধু তার সাথে বিতর্ক করনে। এ বিষয়ে আল্লামা লাখনবী বলেন:

عارضني بعض الأعزة قائلاً: قد ذَكَرَ صلواتِ يوم عاشوراء وليلته وغيرهما من أيام السنة ولياليها جَمْعٌ من المشايخ الصوفية في دفاترهم العلية وذكروا فيها أخباراً مروية، فكيف لا يُعْمَلُ بِهَا ويُحْكَمُ بكونها مختلقة؟ فقلت: لا عبرة بذكرهم، فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. فقال لي: ما تقول؟ تَفَكَّرْ فيما فيه تجول! إذا لم يُعْتَبَر بنقل هؤلاء الأكابر فمن هو يُعْتَبر بنقله وذكره؟ فقلت: لا عجب، فإن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاً وخلق لكل فن رجالاً.... فعاد قائلاً: إن العَجَبَ كلَّ العَجَبِ أن أحداً من المشايخ العظام كالإمام الغزالي ... ومولانا عبد القادر الجيلاني ... وأبي طالب المكي ... وغيرهم ممن تقدمهم وتأخرهم وهم من الصوفية الكبار معدودون في طبقات الأولياء حملة ألوية الأسرار يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه

وسلم! مع اشتهار أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم فضلاً عن مثل هذا المسلم!! قلت؟ حاشاهم ثم حاشاهم! عن أن يضعوا حديثاً ... فقال: فإذا لم ينسب الوضع إلى هؤلاء فمن هو واضعها؟ فقلت: قوم من جهلة الزهاد أو قوم من أرباب الزندقة والإلحاد؛ فإن الرواة الذين وقعت في رواياتهم المقلوبات والموضوعات ... على ما بسطه ابن الجوزي والسيوطي ... منقسمون على أقسام .... فقال: فكيف قَبِلَ تلك الأحاديثَ الموضوعةَ جَمْعٌ من المشايخ الجامعين بين علوم الحقيقة والطريقة وأدرجوها في تصانيفهم السلوكية؟ فقلت: لحسن ظنهم بكل مسلم وتخيُّلهم أنه لا يكذب على النبيﷺ مسلم..

"আমার এক সম্মানিত ভাই আমার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, 'আশূরার দিনের ও রাতের সালাত ও বৎসরের অন্যান্য দিবস ও রাতের সালাতের কথা অনেক সূফী মাশাইখ তাদের মহামূল্যবান পুস্তকগুলিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে বর্ণিত অনেক হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তাহলে কিভাবে আপনি বলছেন যে, এ সকল দিবস ও রাতের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির উপর আমল করা যাবে না; বরং এগুলিকে জাল বলে গণ্য করতে হবে?' আমি বললাম: 'এ সকল মহাসম্মানিত সূফী মাশাইখদের উল্লেখের উপর নির্ভর করা যাবে না; কারণ তাঁরা মুহাদ্দিস ছিলেন না; আর তাঁরা এ সকল হাদীসের জন্য কোনো হাদীস-সংকলকের গ্রন্থের বরাতও দেন নি।' তিনি আমাকে বললেন: 'আপনি কী বলছেন? কী বিষয়ে আপনি পদচারণা করছেন তা ভেবে দেখুন!! যদি এ সকল মহান ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করা না যায় তবে কার কথার উপর নির্ভর করতে হবে?

আমি বললাম: 'অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক বক্তব্য রেখেছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ তৈরি করেছেন।' .... তিনি তাঁর বক্তব্যে এগিয়ে গেলেন: 'বড়ই অবাক কথা! খুবই বিস্ময়ের বিষয়!! ইমাম গাযালী (৫০৫হি)..., মাওলানা আব্দুল কাদির জীলানী (৫৬১ হি).., আবূ তালিব মক্কী (৩৬৮হি)... এবং তাঁদের মত অন্যান্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মহান মর্যাদাময় মাশাইখ, যারা ছিলেন বড় বড় সূফী, আল্লাহর ওলীগণের অন্তর্ভুক্ত, গোপন জ্ঞানের বাহক, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জাল হাদীস বানাবেন!!! অথচ এ কথা তো সর্বজন বিদিত যে, এ ধরনের মহান মুসলিম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলিমের জন্যও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জাল হাদীস বানানো বৈধ নয়।'

আমি বললাম: 'কখনোই নয়! কখনোই নয়!! এ সকল মহান ব্যক্তিত্ব কখনোই কোনো হাদীস জাল করেন নি।....' তখন তিনি বললেন, 'যদি এ সকল হাদীসের জালিয়াতির দায়ভার তাঁদের না হয় তাহলে এর জন্য দায়ী কারা?' আমি বললাম: 'এক শ্রেণীর জাহিল দীনদার সংসারত্যাগী, অথবা কতিপয় যিনদীক ও মুলহিদ- ধর্মদ্রোহী; কারণ যে সকল রাবীর হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস পাওয়া যায় ইবনুল জাওযী, সুয়ূতী, ... প্রমুখ মুহাদ্দিস তাদের শ্রেণীভাগ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন... এ সকল রাবীই এ সকল হাদীস জাল করার জন্য দায়ী।....'

তিনি বললেন: 'অনেক বড় বড় সূফী মাশাইখ, যারা ইলমে হাকীকত ও ইলমে তরীকত উভয় দিকেই পারদর্শী ছিলেন তাঁরা কিভাবে এ সকল জালিয়াত রাবীর বর্ণিত জাল হাদীসগুলি গ্রহণ করলেন এবং তরীকা-তাসাউফ বিষয়ক তাদের গ্রন্থগুলিতে সেগুলি উল্লেখ করলেন?' আমি বললাম: 'কারণ তারা সকল মুসলিমের বিষয়েই ভাল ধারণা পোষণ করতেন এবং ধারণা করতেন যে, কোনো মুসলিম কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।'....."[৩০৯]

আল্লামা লাখনবীর বক্তব্য এখাহে শেষ। উল্লেখ্য যে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) তাঁর গুনিয়াতুত্তালিবীন গ্রন্থে অধিকাংশ হাদীস পরিপূর্ণ সনদ-সহ উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখেছি, তাঁর যুগের পূর্ব থেকেই অনেক আলিম সনদের বিষয়ে অবহেলা করতে থাকেন। তাঁরা হাদীসের সনদ ফেলে দিয়ে শুধু বক্তব্যকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে সরাসরি উদ্ধৃত করতে থাকেন। আমার ইমাম গাযালী (৫০৫ হি) ও যামাখশরী (৫৩৮ হি)-এর কর্মে তা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু শাইখ জীলানী এ বিষয়ে অধিকাংশ সময় সুদৃঢ়তার সাথে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেন ও হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা হিসাবে সনদ উল্লেখ করেন। মূল আরবী গ্রন্থে সনদ বিদ্যমান; যদিও বাংলা অনুবাদে সনদগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সনদ-সহ হাদীস উল্লেখ করলে গ্রন্থকার তাঁর মূল দায়ভার থেকে মুক্ত হন।

তাঁর উল্লেখিত হাদীসগুলির মধ্যে যা ত্রুটি তা সনদের রাবীদের কারণে। একটি সনদ দেখুন। তিনি অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেছেন বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনুল মুবারাক আল-বাগদাদী আস-সিকতী (৪৪৮-৫০৯ হি) থেকে। হিবাতুল্লাহ তাঁর যুগের সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমন করে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় সতর্ক ও বিশ্বস্ত ছিলেন না। সমকালীন ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ-সহ তার অবিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সমকালীন আলিম ও তাঁর ছাত্র সামআনী বলেন: আমি তাঁর নিকট তাঁর সংকলিত হাদীস পড়তে গেলাম। তিনি এক স্থানে লিখেছেন: আমাকে আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনু আলী জাওহারী (৪৫৪ হি) হাদীস বলেছেন, তাঁর মাজলিসে হাদীস পড়া হচ্ছিল এবং আমি শুনছিলাম।"

বিষয়টি অসম্ভব। জাওহারীর মৃত্যুর সময় হিবাতুল্লাহর বয়স ছিল ৬/৭ বৎসর। কিভাবে ৬/৭ বৎসরের একজন শিশু হাদীস লিখবে? এজন্য সামআনী, ইবনু নাসির ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ভালমন্দ সকল মানুষের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন এবং গ্রহণে-বর্ণনায় দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য ছিলেন।[৩১০]

এ ধরনের রাবীদের কারণেই তাঁর গ্রন্থে কিছু জাল হাদীস প্রবেশ করেছে বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন। তবে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ উল্লেখের মাধ্যমে তাঁর মূল দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বোপরি তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে পরবর্তীকালে জালিয়াতদের সংযোজনের বিষয়টিও অসম্ভব নয়।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী কাদিরীয়া তারিকার একজন সূফী, সাধক ও শাইখ তরীকত বা পীর ছিলেন। শাইখ জীলানীর গুনিয়াতুত্তালিবীন গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থের উপর তাঁর নির্ভরতা ও প্রগাঢ় ভক্তি সুবিদিত। তবে তিনি এ ভক্তি ও নির্ভরতাকে দীনের মূলনীতির বিপরীতে ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি ইলম হাদীস, ইলম ফিকহ ও ইলম তাসাউফের সর্বোচ্চ সমন্বয় ও সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবীর মতই তিনি শাইখ জীলানীর প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসাসহ গুনিয়াতুত্তালিবীন গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান অনেক হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

প্রথমেই সাপ্তাহের ও বিভিন্ন দিবসের ও রাতের সালাতের বিষয়টি লক্ষণীয়। নফল সালাত ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৩১১] কিন্তু এ সকল সহজ ও স্বাভাবিক সহীহ হাদীসগুলি বর্জন করে আজগুবি ও উদ্ভট সাওয়াবের কাহিনী দিয়ে অনেক জাল হাদীস তৈরি করা হয়। সপ্তাহের প্রতি দিবসে ও প্রতি রাতে বিশেষ সূরা দিয়ে বিশেষ সালাতের ফযীলত বিষয়ক কিছু হাদীস ৪র্থ-৫ম শতক থেকে লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে। কখনো অবক্ষয়িত মুসলিম সমাজের মানুষদেরকে নেক আমলের দিকে ফিরিয়ে আনার "নেক নিয়্যাতে" (!) অনেক "নেককার" (!) মানুষ এবং কখনো শ্রোতাদের আকর্ষণ করে নিজের বাজার জমাতে অনেক পেশাদার ওয়ায়িয এগুলি জালিয়াতি করে প্রচার করতেন।

সাধারণ ধার্মিক মুসলিমগণ এবং বিশেষত আল্লাহর পথের পথিক সূফী-দরবেশগণ আমল করতে ভালবাসেন। এ জাতীয় হাদীসগুলি তাঁরা খুব আন্তরিকতার সাথে সরল মনে গ্রহণ করতেন। ফলে এগুলি ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। ব্যাপক প্রচলনের কারণে অনেক মহান সূফী বুজুর্গও তাঁদের গ্রন্থে এগুলি উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ সূফী শাইখ আবূ তালিব মাক্কী (মৃত্যু ৩৬৮ হি)। তিনি "কূতুল কুলূব" গ্রন্থে বলেন:

فضل صلاة ليلة الجمعة. أبو جعفر محمد بن علي عن جابر عن النبي (ﷺ) قال: من صلّى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو اللّه إحدى عشرة مرة فكأنما عبد اللّه سبحانه وتعالى اثنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها...

"জুমুআর রাতের সালাতের ফযীলত: আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু আলী জাবির (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা একবার ও সূরা ইখলাস ১১ বার পাঠ করবে সে যেন বার বৎসর সারাদিন সিয়াম পালন ও সারারাত কিয়াম বা তাহাজ্জুদ পালন করল।"[৩১২]

ইমাম গাযালী (৫০৫ হি)-ও এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে বলেন: "জুমুআর রাত: জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা একবার ও সূরা ইখলাস ১১ বার পাঠ করবে ...।[৩১৩]

শাইখ জীলানী (৫৬১ হি)-ও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

فصل في ذكر صلاة ليلة الجمعة. عن جابر بن عبد الله ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: من صلى صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة .....

"জুমুআর রাতের সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদ। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে ....।[৩১৪]

এ জাতীয় হাদীসগুলির প্রচলনের পর থেকেই মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত করেছেন যে, এগুলি সবই জাল। ইমাম ইরাকী (৮০৬ হি) বলেন:

حديث جابر من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة الحديث باطل لا أصل له

জাবিরের (রা) হাদীস: যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকআত সালাত আদায় করবে ...; হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।[৩১৫]

পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ একই কথা বলেছেন। এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) তাঁর মাউযূআত কবীর বা আল-আসরার

গ্রন্থে বলেন:

لا يصح في صلاة الأسبوع شيء وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة ركعة بالإخلاص عشر مرات باطل لا أصل له وكذا ركعتان بإذا زلزلت خمس عشرة مرة وفي رواية خمسين مرة والكل منكر باطل ويوم الجمعة ركعتان والأربع والاثنتا عشرة لا أصل له وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين مرة لا أصل له وكذا صلاة عاشوراء وصلاة الرغائب موضوع بالاتفاق وكذا بقية صلوات ليالي رجب وليلة السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان مائة ركعة في كل ركعة عشر مرات بالإخلاص ولا تغتر بذكرها في قوت القلوب وإحياء العلوم ولا بذكر الثعلبي لها في تفسيره وكذا في شرح الأوراد

"সপ্তাহের সালাতের বিষয়ে কিছুই সহীহ নয়। শুক্রবার রাতে ১২ রাকআত দশবার করে সূরা ইখলাস দিয়ে... বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে ১৫ বার- অন্য বর্ণনায় ৫০ বার- সূরা যিলযাল দিয়ে দু' রাকআত... সবই মুনকার ও বাতিল। শুক্রবারে দু রাকআত, চার রাকআত, বার রাকআত... কোনো অস্তিত্ব নেই। জুমুআর আগে চার রাকআত ৫০ বার ইখলাস দিয়ে... কোনো অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে আলিমগণ ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আশূরার সালাত ও সালাতুর রাগাইব, রজব মাসের বাকি রাতগুলির সালাত, ২৭-শে রজব রাত্রির সালাত, মধ্য শাবানের রাত্রির (শবে বরাতের) সালাত ১০০ রাকআত প্রতি রাকআতে ১০ বার সূরা ইখলাস... সবই জাল। কূতুল কুলুব ও এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে এগুলির উল্লেখ দেখে ধোঁকা খাবেন না। অনুরূপভাবে সা'লাবী তাঁর "তাফসীর" গ্রন্থে এগুলি উদ্ধৃত করেছেন দেখে, এবং (আলী ইবনু আহমদ আল-ঘোরী) লিখিত (সোহরাওয়ারদিয়া তরীকার আমল-ওযীফার বই) শারহুল আওরাদ গ্রন্থে এগুলির উদ্ধৃতি দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না।"[৩১৬]

মোল্লা আলী কারী "আল-মাসনূ" গ্রন্থেও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৩১৭] আমরা দেখেছি যে, আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীও একই কথা বলেছেন।

অনেক সাধারণ আলিম ও সচেতন পাঠকও শাইখ আবূ তালিব মক্কী, ইমাম গাযালী ও শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহিমাহুমুলাহ)-এর গ্রন্থে এ সকল হাদীসের বিদ্যমানতাকে এগুলির বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করতেন। এরূপ একজনের সাথে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবীর আলোচনা আমরা তাঁরই বর্ণনায় দেখেছি। এরপর তিনি এ সকল হাদীস প্রসঙ্গে বলেন:

حديث من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة ... فكأنما عبد الله اثنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها... باطل لا أصل له

হাদীস: যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকআত সালাত আদায় করবে, ... সে যেন ...... বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।"[৩১৮]

তাহির ফাতানী, আজালূনী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও একই কথা বলেছেন।[৩১৯] আলামা আবু জাফর এ সকল হাদীস প্রসঙ্গে বলেন:

"195– صَلاَةُ الأُسْبُوْعِ: فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاَصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.....

১৯৫- সাপ্তাহের প্রতি দিন ও রাতের সালাত বিষয়ক হাদীস... জুমুআর রাতে ১২ রাকআত সালাত ১০ বার করে সূরা ইখলাস ....। এ প্রকারের হাদীস বাতিল।..."

196– صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ بِـ(إِذَا زُلْزِلَتْ) عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: خَمْسِيْنَ مَرَّةً

১৯৬- দশবার- অন্য বর্ণনায় ৫০ বার- করে সূলা যিলযাল দিয়ে দু রাকআত ... এ হাদীস মুনকার ও বাতিল। ..."

আমরা আরো দেখেছি যে, বিক্ষিপ্ত জাল হাদীস ও কাহিনী বিষয়ক পরিচ্ছেদে তিনি "সালাতুর রাগাইব"[৩২০] বিষয়ক সকল হাদীস জাল বলে উল্লেখ করে বলেছেন: "সালাতুর রাগাইব। কতিপয় মহা-মিথ্যাবাদী চতুর্থ হিজরী শতকে সালাতুর রাগাইবের ফযীলতে জাল হাদীস রটনা করে। ফলে কোনো কোনো বুজুর্গ ও আলিম এর ফযীলতের কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ তালিব মক্কী। আর গাযালী তাঁর অনুসরণ করেছেন। তাঁরা এ জাল হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন ....।"

এভাবে তিনি এ জাতীয় সকল হাদীসকে বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী ও অন্যান্যদের ন্যায় সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সাপ্তাহের দিবস ও রাতে নির্দিষ্ট রাকআত সালাতের নির্দিষ্ট সূরা ও ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই জাল ও বাতিল। এরপরও তিনি এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস পুনরায় উল্লেখ করে সেগুলিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন, যে সকল হাদীস কূতুল কুলূব, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, গুনিয়াতুত্তালিবীন ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যমান।

যেমন রবিবার দিবসের চার রাকআত, রবিবার রাতের চার রাকআত, সোমবার রাতের চার রাকআত, শুক্রবার দিবসের দু রাকআত, মাগরিবের পরে দু রাকআত, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের ২০ রাকআত, ইশার পরে দু রাকআত, মধ্য শাবান বা

শবে বরাতে ১০০ রাকআত, সালাতুর রাগাইব বা রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাত্রিতে মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু রাকআত করে ১২ রাকআত সালাত বিশেষ বিশেষ সূরা দিয়ে আদায় ইত্যাদি। এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলি এ সকল গ্রন্থে বিদ্যমান।

আলামা আবু জাফর এগুলিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন এবং কখনো বা এ সকল হাদীসের জালিয়াতদেরকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। যেমন একস্থানে বলেছেন: এ হাদীসটিও জাল। জালিয়াতকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরুদ্ধে এদের দুঃসাহস কত বেশি!...। কখনো এ সকল জাল হাদীস যাচাইয়ে আলিমদের অবহেলার কথা বলে আক্ষেপ করেছেন। যেমন বলেন: ... বড় অবাক বিষয় হলো, যে ব্যক্তি সুন্নাতের ইলমের সুগন্ধ পেয়েছে সে কিভাবে এ সকল পাগলের প্রলাপ দ্বারা প্রতারিত হয় এবং এ বানোয়াট সালাত আদায় করে। ... ।"[৩২১]

সাধারণ মানুষদের চমৎকৃত ও আকৃষ্ট করতে সালাতের পাশাপাশি সিয়াম বিষয়ক অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে। নফল সিয়াম ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং আত্মশুদ্ধি ও বেলায়াত অর্জনের অন্যতম পথ। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস সংকলিত হয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ নেক নিয়্যাতে (!!) অথবা বদ নিয়্যাতে (!!) আজগুবি সাওয়াবের কাহিনী দিয়ে অনেক জাল হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছে। এ জাতীয় একটি হাদীস:

373- مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صَوْمَ أَلْفِ سَنَةٍ.

৩৭৩- যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার বৎসরের সিয়াম লিপিবদ্ধ করবেন।

এ হাদীসটি গুনিয়াতুত্তালিবীনে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে:

أخبرنا الشيخ الإمام هبة الله بن المبارك السقطي رحمه الله عن الحسن بن أحمد بن عبد الله المقري بإسناده عن (عبد الملك بن) هارون بن عنترة عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: إن شهر رجب شهر عظيم من صام يوما منه كتب الله تعالى له صوم ألف سنة .....

"আমাদেরকে শাইখ ইমাম হিবাতুল্লাহ ... সিকতী বলেন, তিনি হাসান ইবনু আহমদ ইবনু আব্দল্লাহ থেকে তিনি তাঁর সনদে... হারূন ইবনু আনতারা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রজব মাস মহান মাস, যে ব্যক্তি এ মাসে এক দিন সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার জন্য এক হাজার বৎসরের সিয়াম লিপিবদ্ধ করবেন।"[৩২২]

এ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আলী ইবনু ইয়াযিদ আস-সুদাঈ, তিনি হাদীসটি আব্দুল মালিক ইবনু হারূন ইবনু আনতারা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। আলী ইবনু ইয়াযিদ এবং আব্দুল মালিক দুজনই মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। হারূনের বিষয়ে ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, হাকিম, সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী ছিল, সে তার পিতার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করত। আর আলী ইবনু ইয়াযিদ-এর বিষয়ে আবূ হাতিম, ইবনু আদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, সে নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করত। ইবনুল জাওযী, যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, ইবনু আররাক প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩২৩]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী মুহাদ্দিসগণের, বিশেষত ইমাম যাহাবীর সুব্যাখ্যাত অভিমতের ভিত্তিতে হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন: এ হাদীসের সনদে আলী ইবনু ইয়াযিদ আস-সুদাঈ নামক এক জালিয়াত রাবী বিদ্যমান যে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে। মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের লেখক বলেন, এ হাদীসটি এ ব্যক্তির সনদে ইবনু সাম্মাক সংকলন করেছেন। আমি জানি না এ হাদীসটির জালিয়াত কে? আলী ইবনু ইয়যিদ নামক এ ব্যক্তি না সনদের অন্য কেউ। ... ।"

জালিয়াতদের গল্প-কাহিনীর একটি বিশেষ ক্ষেত্র আশূরার দিবস।[৩২৪] এ জাতীয় জাল হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে এ দিবসে বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী। আশূরার দিনে আল্লাহ আসমান, যমীন, আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন, আরশে আরোহন করেছেন, আদমকে জান্নাতে রেখেছেন, বের করেছেন, এ দিনেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্ম গ্রহণ করেছেন, এ দিনেই কিয়ামত হবে ইত্যাদি অনেক কথা জালিয়াতরা বলে আসর মাতিয়েছে। অনেক নেককার বুজুর্গ সরল মনে এগুলি গ্রহণ করেছেন। কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে তা তাঁরা কল্পনাও করতেন না। হাদীস নামে যা কিছু বলা হতো তা তারা সরলভাবেই গ্রহণ করতেন। এভাবেই এ জাতীয় কিছু কথা গুনিয়াতত্তালিবীনে স্থান পেয়েছে। এগুলি হয়তবা শাইখ জীলানী (রাহ) সরলভাবে গ্রহণ করেছেন। অথবা পরবর্তীকালে কেউ তাঁর নামে তাঁরই লিখনভঙ্গিতে তাঁর বইয়ের মধ্যে সংযোজন করেছে। এ জাতীয় একটি হাদীস গুনিয়াতুত্তালিবীনে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে:

رُوِيَ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس.... من صام .... نعم، خلق الله السموات في يوم عاشوراء، والجبال في يوم عاشوراء، والبحار يوم عاشوراء، وخلق القلم يوم عاشوراء ... وأسكن آدم الجنة يوم عاشوراء ... وولد النبي يوم عاشوراء

واستوى الله على العرش يوم عاشوراء ويوم القيامة يوم عاشوراء

"মাইমূন ইবনু মিহরান থেকে ইবনু আব্বাস থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে ব্যক্তি আশূরার দিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য ৭০ বৎসরের সিয়াম ও কিয়ামের সাওয়াব দিবেন... তাঁরা বলেন: আল্লাহ আশূরার দিবসে আমাদেরকে মর্যাদাময় করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আশূরার দিবসে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন, ... কলম সৃষ্টি করেছেন আশূরার দিনে...আদমকে জান্নাতে রাখেন আশূরার দিনে ... রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন আশূরার দিনে, আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হন আশূরার দিনে এবং কিয়ামত হবে আশূরার দিনে।"[৩২৫]

এ হাদীসটি মূলত ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি) তাঁর "আল-মাজরূহীন" নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাবীব ইবনু আবী হাবীব যুরাইক (২১৮ হি) নামক একজন জালিয়াতের বানানো ও বর্ণিত জাল হাদীসের নমুনা হিসেবে এ হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি বলেন:

روى حبيب بن أبى حبيب الخرططى عن إبراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من صام يوم عاشوراء ... خلق الله السموات والارض والجبال في يوم عاشوراء ..... وولد النبي ﷺ يوم عاشوراء واستوى الله عزوجل على العرش يوم عاشوراء ويوم القيامة يوم عاشوراء ".

"হাবীব ইবনু আবী হাবীব নামক এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, তাকে ইবরাহীম সায়েগ বলেছেন, তাকে মাইমূন ইবনু মিহরান, তিনি ইবনু আব্বাাস থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি আশূরার দিন সিয়াম পালন করবে ... আশূরার দিবসে আলাহ্ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন ... রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন আশূরার দিনে, আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হন আশূরার দিনে এবং কিয়ামত হবে আশূরার দিনে।"[৩২৬]

ইবনু হিব্বানের পরে ৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম বাইহাকী (৪৫৮ হি) তাঁর "ফাযাইলুল আওকাত" নামক গ্রন্থে হাবীবের সনদে মাইমূন ইবনু মিহরান থেকে ইবনু আব্বাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন:

هذا حديث منكر وإسناده ضعيف بمرة وأنا أبرأ إلى الله من عهدته

"এ হাদীসটি মুনকার- আপত্তিকর, এর সনদ খুবই দুর্বল। আমি এ হাদীসের দায়ভার থেকে আল্লাহর কাছে বিমুক্তি ও নিরাপত্তা গ্রহণ করছি।"[৩২৭]

পরবর্তী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) এ হাদীসটি সনদ-সহ উল্লেখ করে বলেন:

هذا حديث موضوع بلا شك. قال أحمد بن حنبل: كان حبيب بن أبى حبيب يكذب. وقال ابن عدى: كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم...: هذا حديث باطل لا أصل له.

"এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে জাল। ইমাম আহমদ বলেন: হাবীব ইবনু আবী হাবীব মিথ্যা বলত। ইবনু আদী বলেন, সে হাদীস জাল করত। আবূ হাতিম বলেন, এ হাদীসটি বাতিল, এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।"[৩২৮]

যাহাবী, ইবনু হাজার, সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, লাখনবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সকলেই হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩২৯]

ইমাম যাহাবী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: "কত বড় জঘণ্য মিথ্যাচার ও জালিয়াতি তা ভেবে দেখুন!।"[৩৩০]

আব্দুল হাই লাখনবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন:

أما هذه الأحاديث الطوال التي ذكر فيها كثير من الوقائع العظيمة الماضية والمستقبلة أنها في يوم عاشوراء فلا أصل لها وإن ذكرها كثير من أرباب السلوك والتاريخ في تواليفهم ومنهم الفقيه أبو الليث ذكر في تنبيه الغافلين حديثا طويلا في ذلك وكذا ذكر في بستانه فلا تغتر بذكر هؤلاء فإن العبرة في هذا الباب لنقد الرجال لا لمجرد ذكر الرجال

"আশূরা বিষয়ক এ সকল লম্বা হাদীস, যাতে অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক বড় বড় ঘটনা এ দিনে ঘটেছে বা ঘটবে বলা হয়েছে, এগুলির কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই, যদিও সুলূক বা তরীকা-তাসাউফ ও ইতিহাস বিষয়ক বড় বড় গ্রন্থকারগণ তাদের গ্রন্থগুলিতে এ জাতীয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন (চতুর্থ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব) ফকীহ (নাসর উবনু মুহাম্মাদ সমরকন্দী) আবুল্লাইস (মৃত্যু ৩৭৩ হি) তাঁর "তামবীহুল গাফিলীন"-এ একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি তার "বুসতানুল আরিফীন" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এগুলি দেখে ধোঁকা খাবেন না। এ বিষয়ে একমাত্র নির্ভরতা হবে সনদ-বিচার ও

রাবীদের সমালোচনার উপরে; শুধু বড় বড় ব্যক্তিত্বের উল্লেখের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই ।[৩৩১]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। তিনি হাদীসটিকে দুস্থানে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

"63- إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ

৬৩- আল্লাহ আশূরার দিনে আসমন-যমীন সৃষ্টি করেছেন। এ হাদীসটি জাল।"

"81- إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَرْشَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْكُرْسِيَّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْقَلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَلَقَ الْجَنَّةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَسْكَنَ آدَمَ الْجَنَّةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ وَوُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاسْتَوَى اللهُ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ

৮১- আল্লাহ আরশ সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, কুরসী সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, কলম সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, জান্নাত সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, আদমকে জান্নাতে অবস্থান করান আশুরার দিনে .... লম্বা ফিরিস্তির শেষে বলেন... রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মলাভ করেন আশুরার দিনে, আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন আশুরার দিনে এবং কিয়ামত দিবস হবে আশুরার দিনে।

দেখুন কেমন মিথ্যা হাদীস! এ হাদীসের সনদে হাবীব ইবনু আবী হাবীব আল-খারতাতী আল-মারওয়াযী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে ইবরাহীম সাইগ থেকে হাদীস বর্ণনা করত। হাবীব নামক এ ব্যক্তি একজন জালিয়াত ছিল যে জাল হাদীস রচনা করত। এরূপ হাদীস জাল। ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি এভাবে জাল হাদীস তৈরি করত। ... ।"

৩. ৪. ৫. ৪. ইমাম মারগীনানীর (৫৯৩ হি) হেদায়া

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ আলামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবু বাক্র আল-মারগীনানী (৫৯৩ হি.)। তাঁর লেখা "আল-হিদায়া শারহু বিদায়াতিল মুবতাদী" বা সংক্ষেপে "হিদায়া" গ্রন্থটি হানাফী ফিকহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সর্বদা সকল মাসআলা বা ফিকহী মতকে হাদীসের সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করেছেন। এ জন্য তিনি এ গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি কোনো হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বিষয়ে কোনো মন্ত ব্যও করতে যাননি। তিনি কোনো হাদীসের সনদ বর্ণনা করেন নি বা কোন্ গ্রন্থ থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তাও উল্লেখ করেন নি। এজন্য পরবর্তী যুগের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থের হাদীসগুলির "তাখরীজ" বা তথ্যসূত্র বর্ণনা ও সনদ পর্যালোচনা করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এগুলির মধ্যে অন্যতম আলামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুলাহ ইবনু ইউসূফ যাইলায়ী হানাফী (৭৬২ হি.) রচিত "নাসবুর রায়াহ" ও আলামা আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) রচিত "আদ-দিরায়াহ" গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে তাঁরা হিদায়ার মধ্যে বিদ্যমান হাদীসগুলি নিয়ে সনদভিত্তিক গবেষণা করে এর মধ্য থেকে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস নির্ধারণ করেছেন। এ সকল গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যে, আল্লামা মারগীনানীর উল্লেখ করা অধিকাংশ হাদীসই সহীহ ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ থেকে গৃহীত। তবে এগুলির পাশাপাশি কিছু দুর্বল, জাল, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথাও তিনি হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞানের জগতে বিচরণকারী আলিমগণ জানেন যে এটি খুবই স্বাভাবিক। একজন বড় ফকীহ কখনো কখনো হাদীসের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাদি বা প্রচলনের উপর নির্ভর করে ভুল করেন, আবার একজন বড় মুহাদ্দিস ফিকহী মাসাইল ও মাযহাবের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো কখনো সাধারণ গ্রন্থাদি বা প্রচলনের উপর নির্ভর করে ভুল করেন। এরূপ ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ ভুলের জন্য কোনো আলিমের প্রতি কটাক্ষ করা মূর্খতা ও ইসলাম নিষিদ্ধ আচরণ। তেমনি কোনো বড় আলিমের ভুলকে ভুল জানার পরেও দল, মত, মাযহাব, তরীকা বা অন্য কোনো সম্পর্ক বা আবেগের কারণে সে ভুলকে অস্বীকার করা, ভুলের পক্ষে ছাপাই গাওয়া বা ভুলকেই শরীয়তের ভিত্তি বানানো আরো অনেক বড় মুর্খতা ও ইসলাম নিষিদ্ধ কর্ম।

এ বিষয়ে আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন:

"ومن هنا نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيها جليلاً يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال والحرام. ألا ترى إلى صاحب الهداية من أجلة الحنفية، والرافعي شارح الوجيز من أجلة الشافعية، مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل، ويعتمد عليه الأماجد والأماثل، قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يُستفسَر، كما لا يخفى على من طالع "تخريج أحاديث الهداية للزيلعي وتخريج أحاديث شرح الرافعي لابن حجر العسقلاني. إذا كان حال هؤلاء الأجلة هذا، فما بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار، ولا يتعمقون في سند الآثار؟

ولذا قال علي القاري في "رسالة الموضوعات" حديث "من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة" باطل قطعاً. ولا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بقية شراح الهداية، فإنهم

ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. ....

فإن قلت فما بالهم أوردوا في تصانيفهم الأحاديث الموضوعة، مع جلالتهم ونباهتهم– ولم ينتقدوا الأسانيد مع سعة علمهم؟ قلت: لم يوردوا ما أوردوا مع العلم بكونه موضوعاً، بل ظنوه مروياً، وأحالوا نقد الأسانيد على نقاد الحديث، لكونهم أغنوهم عن الكشف الحثيث، إذ ليس من وظيفتهم البحثُ عن كيفية رواية الأخبار، وإنما هو من وظيفة حملة الآثار، فلكل مقام مقال، ولكل فن رجال".

"এজন্যই উম্মাতের আলিম ও মুহাদ্দিসগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বড় বড় গ্রন্থে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির সনদ সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অথবা মুহাদ্দিসগণের নিকট এগুলির নির্ভযোগ্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যে সমস্ত লেখক অত্যন্ত বড়, মহান, মর্যাদাসম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ আলিম এবং ফিকহী মতামত ও হালাল-হারামের বিষয়ে যাদের উদ্ধৃতি নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় তাদের গ্রন্থের হাদীসগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা। আপনি কি জানেন না যে, হিদায়ার লেখক শ্রেষ্ঠতম হানাফী ফকীহদের একজন এবং (ইমাম গাযালীর) "আল-ওয়াজীয" গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার (আব্দুল কারীম ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাযবীনী) আর-রাফিয়ী (৬২৩ হি)[৩৩২] শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, ফকীহদের কথা বলা হলে তাদের কথাই প্রথম বলা হয় এবং তাঁদের বর্ণনা ও উদ্ধৃতির উপর শ্রেষ্ঠমত ফকীহগণ-সহ সকলেই নির্ভর করেন। অথচ তাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে এমন অনেক কথা হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন যেগুলির কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি পাওয়া যায় না বলে হাদীস বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। (প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা) যাইলায়ীর (৭৬২) প্রণীত হেদায়ার হাদীসগুলির তাখরীজ বা সূত্র-সন্ধান গ্রন্থ (নাসবুর রাইয়াহ) এবং (প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা) ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) প্রণিত রাফিয়ীর গ্রন্থের হাদীসগুলির তাখরীজ বা সূত্র-সন্ধান গ্রন্থ (তালখীসুল হাবীর) যিনি পাঠ করেছেন তার কাছে বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। এ যদি হয় এরূপ শ্রেষ্ঠতম ও মহোত্তমদের অবস্থা তাহলে অন্যান্য ফকীহ- যারা হাদীস উদ্ধৃতি করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন না এবং সনদের বিষয়ে গভীরে যান না- তাদের অবস্থা কী হতে পারে?

এজন্যই (প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস) মোল্লা আলী কারী তাঁর জাল-হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে নিম্নের জাল হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি রামাদান মাসের শেষ জুমু'আর দিনে এক ওয়াক্ত কাযা সালাত আদায় করে তবে ৭০ বৎসর পর্যন্ত তার সকল কাযা সালাতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" এরপর তিনি বলেছেন: 'এ কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল। (হেদায়া'-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ) 'আন-নিহায়া'-র রচয়িতা (আলাম্মা হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবনু আলী সাগনাকী, মৃত্যু ৭১০ হি) এবং হেদায়ার অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃতির কোনো মূল্য নেই (এ হাদীসটি তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে এ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা দাবি করার কোনো উপায় নেই)। কারণ তাঁরা মুহাদ্দিস ছিলেন না এবং তারা কোনো হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েও এ হাদীসটি উল্লেখ করেন নি।'

আপনি যদি বলেন, তাঁরা এত বড় ও মহান আলিম হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলিতে এরূপ জাল হাদীস উল্লেখ করলেন? তাঁদের জ্ঞানের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তারা এ সকল হাদীসের সনদ পর্যালোচনা করলেন না কেন? এর উত্তরে আমি বলব, তাঁরা যা উল্লেখ করেছেন তা জাল জেনে উল্লেখ করেন নি। বরং তাঁরা এগুলি সনদ-সহ বর্ণিত হয়েছে বলেই মনে করেছেন। সনদ পর্যালোচনা ও সনদ-বিচার করার দায়িত্ব তাঁরা মুহাদ্দিসদের উপর অর্পণ করেছেন। কারণ মুহাদ্দিসরাই এ বিষয়ে কঠোর ও গভীর গবেষণা করে ফকীহদের কষ্ট লাঘব করে দেন। হাদীসের সনদ বিচার ফকীহগণের দায়িত্ব নয়; বরং তা মুহাদ্দিসগণের কর্ম। আর প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক কথা এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন।"[৩৩৩]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী হানাফী ফিকহের বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন এবং "মুফতিয়ে আযম" বা শ্রেষ্ঠতম মুফতী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্বভাবতই তিনি হিদায়া গ্রন্থের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতেন। তবে হিদায়া গ্রন্থের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্বে অবহেলা করেন নি। হিদায়া গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কয়েকটি হাদীস তিনি এ গ্রন্থে জাল ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে অল্প কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

49– أَمَان العَبْد أَمَان

৪৯- ক্রীতদাসের নিরাপত্তা নিরাপত্তা।

এ হাদীসটি আলাম্মা মারগীনানী (৫৯৩ হি) হেদায়ার কিতাবুস সিয়ার বা যুদ্ধ যাত্রা অধ্যায়ে, যুদ্ধের পদ্ধতি পরিচ্ছেদে যুদ্ধরত কাফির সৈন্য ও নাগরিকদের মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: ক্রীতদাসের নিরাপত্তা নিরাপত্তা, হাদীসটি আবূ মূসা আশআরী বর্ণনা করেছেন।"[৩৩৪]

মারগীনানীর পূর্বে আল্লামা আবূ বাক্‌র সারাখসী (৪৮৩ হি) তাঁর "আল-মাবসূত" গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[৩৩৫]

বাহ্যত সারাখসীর উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেই আল্লামা মারগীনানী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ সনদ অসুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ শব্দে এভাবে কোনো হাদীস কোনোরূপ কোনো সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা যাইলায়ী (৭৬২ হি) বলেন: (غريب): "হাদীসটি গরীব বা অপরিচিত।"[৩৩৬] এটি যাইলায়ীর বিশেষ পরিভাষা। সাধারণভাবে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা হলো, যে হাদীস মাত্র একজন রাবীই বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব বলা। কিন্তু নাসবুর রাইয়াহ গ্রন্থে আল্লামা যাইলায়ী এ পরিভাষাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে হাদীস কোনো সনদে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি এরূপ হাদীসকে তিনি এ গ্রন্থে সর্বদা "গরীব" বা "গরীব জিদ্দান" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরূপ হাদীসকে অন্যান্য মুহাদ্দিস "ভিত্তিহীন" বা "অজ্ঞাত" বলে আখ্যায়িত করেন।

আর তাই করেছেন আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল হুমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৮৬১ হি), ও প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি)। ইবনু হাজার আসকালানী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: "(لم أجده) হাদীসটি আমি কোথাও পাই নি।"[৩৩৭] আর ইবনুল হুমাম বলেন: "(حديث لا يعرف) এটি একটি অজ্ঞাত-অজানা হাদীস।"[৩৩৮] আর মোল্লা আলী কারী বলেন:

وأما ما ذكره صاحب الهداية من رواية أبي موسى الأشعري مرفوعا أمان العبد أمان فحديث لا يعرف

"হিদায়ার প্রণেতা আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন- ক্রীতদাসের নিরাপত্তা নিরাপত্তা- এ হাদীসটি অজানা বা অজ্ঞাত পরিচয়।"[৩৩৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রীতদাসের দেওয়া নিরাপত্তা গৃহীত হওয়ার বিষয়ে সাধারণ কিছু হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত রয়েছে। যেগুলির আলোকে ইমামগণ ইজতিহাদ করেছেন। কাজেই এ কথাটি জাল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, এ বিষয়ক মতামতগুলি ভুল। এ হাদীসের বিষয়ে পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী হিদায়ার এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করে বলেন: "ইবনুল হুমাম (হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায়) বলেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি জানা যায় না।"

194- صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ

১৯৪- দিবসের সালাত বোবা (কারণ এতে কুরআন পাঠ শোনা যায় না)।

হিদায়ার প্রণেতা আল্লামা মারগীনানী সালাতের কিরাআত পাঠ বিষয়ক পরিচ্ছেদে বলেন: "যোহর ও আসরে ইমাম কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করবে, যদি সে আরাফাতের মাঠে ইমামতি করে তবুও; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দিবসের সালাত বোবা...।"[৩৪০]

আল্লামা মারগীনানীর পূর্বে অন্যান্য মাযহাবের একাধিক প্রসিদ্ধ ফকীহ এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ আবুল হাসান মাওয়ারদী (৪৫০ হি) তাঁর "আল-হাবী আল-কাবীর" গ্রন্থে বলেন: "ইমাম জুমুআর দিবসে সশব্দে কিরাআত পাঠ করবে; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'দিবসের সালাত বোবা; জুমুআ ও দু' ঈদ বাদে।' এ হাদীস সাহাবীগণের বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত।"[৩৪১]

এ শতকেরই অন্য প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ইবরাহীম ইবনু ইউসুফ শীরাযী (৪৭৬ হি) এ কথাটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রণিত শাফিয়ী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-মুহায্যাব"-এ তিনি বলেন: "হাদীসে বর্ণিত হয়েছে .... এবং তিনি বলেন: দিবসের সালাত বোবা।"[৩৪২]

মারগীনানীর প্রায় সমকালীন প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহ মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনু কুদামা মাকদিসী (৬২০ হি) বলেন: "যদি রাতের সালাত কাযা হয়ে যায় তাহলে দিবসে তা কাযা করবে এবং কিরাআত সশব্দে পড়বে না; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'দিবসের সালাত বোবা'...।"[৩৪৩]

পরবর্তী যুগগুলির সকল মাযহাবের অনেক ফকীহ একে অপরের উল্লেখের উপর নির্ভর করে এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শুধু ফকীহগণই নন; কোনো কোনো মুহাদ্দিসও ভুল করেছেন। আল্লামা মারগীনানীর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) নিজেই এ ভুলটি করেছেন। তিনি নিজে জাল হাদীস বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু নিজেই "সাইদুল খাতির" নামক অন্য একটি পুস্তকে "দিবসের সালাত বোবা" কথাটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৪৪]

পাশাপাশি সকল মাযহাবের ও মতের সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ যারা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা সকলেই খুবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ কথাটি হাদীসে রাসূল বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়; বরং কোনো কোনো তাবিয়ীর বক্তব্য।

অনির্ভরযোগ্য বা ভিত্তিহীন কথাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা কেউই দেখান নি।

সপ্তম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ নববী (৬৭৬ হি) শীরাযীর "মুহায্যাব" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় "আল-মাজমূ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম প্রধান ফিকহী বিশ্বকোষ হিসেবে গণ্য। এ গ্রন্থে তিনি শীরাযীর বক্তব্যের মধ্যে "দিবসের সালাত বোবা" কথাটি প্রসঙ্গে বলেন:

وهذا الحديث الذى ذكره باطل غريب لا أصل له.

"এ হাদীসটি যা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন তা বাতিল, গরীব-অপরিচিত, তার কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।"[৩৪৫]

পরের শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা যাইলায়ী (৭৬২ হি) হিদায়ায় উল্লেখিত এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন:

غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ. وَأَبِي عُبَيْدَةَ،

"এ হাদীসটি গরীব- অপরিচিত অপরিজ্ঞাত। আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এ কথাটিকে (তাবিয়ী) মুজাহিদ ইবনু জাবর (১০৪ হি) ও (তাবিয়ী) আবূ উবাইদা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (১৮০ হি)-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে সংকলন করেছেন।"[৩৪৬]

ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন: (لم أجده) এ হাদীস কোথাও পাই নি... এটি কোনো কোনো তাবিয়ীর কথা হিসেবে বর্ণিত।"[৩৪৭]

ইবনু হাজারের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি) বলেন:

وعن الحسن، وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء، وقد قيل: إن هذا حديث، وليس بصحيح،

"হাসান বসরী (১১০ হি) ও আবূ উবাইদা থেকে বর্ণিত: দিবসের সালাত বোবা। কেউ কেউ বলেছেন: এটি হাদীস, এ কথাটি সঠিক নয়।"[৩৪৮]

সাখাবী, আলী কারী, তাহির ফাতানী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে জাল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন।[৩৪৯]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী মুহায্যাব, হিদায়া ও অন্যান্য প্রায় সকল ফিকহের গ্রন্থে উদ্ধৃত এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: "নববী শারহুল মুহায্যাবে বলেছেন যে, এ হাদীস বাতিল; এর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। দারাকুতনী বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ- থেকে এ কথা বর্ণিত হয় নি। এটি কোনো কোনো ফকীহ-এর কথা।"

এখানে উল্লেখ্য যে, কথাটি হাদীস হিসেবে জাল হলেও এ বিষয়ক ফিকহী মতামত ভুল নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্ম, তাবিয়ীগণের অভিমত ইত্যাদির আলোকে চার ইমাম ও অন্যান্য ফকীহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারো মত প্রমাণ বা খণ্ডন করতে এ কথাটিকে হাদীস বলে দাবি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

309- اَلْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ ثَلاَثاً فَرِيْضَةٌ لِلْجُنُبِ

৩০৯- তিন বার করে কুলি করা ও নাকের মধ্যে পানি দেওয়া নাপাক ব্যক্তির জন্য (ফরয গোসলের ক্ষেত্রে) ফরয।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর মতে ওজুর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত এবং ফরয গোসলের ক্ষেত্রে তা ফরয। অন্যান্য ফকীহ কেউ উভয় ক্ষেত্রে একে সুন্নাত এবং কেউ উভয় ক্ষেত্রে একে ফরয বলেছেন। আল্লামা মারগীনানী (৫৯৩ হি) হিদায়া গ্রন্থে তাহারাত অধ্যায়ের গোসল পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফার মতের দলীল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وَهُوَ أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ، إلاَّ أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ خَارِجٌ عَنْ النَّصِّ بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجِهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ ... بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ إنَّهُمَا فَرْضَانِ فِي الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ

"আমাদের দলীল আলাহর বাণী: "যদি তোমরা নাপাক হও তবে খুব বেশি করে পবিত্র হও (সর্বাঙ্গ ধৌত কর)।[৩৫০] এখানে আল্লাহ পরিপূর্ণ দেহ ধৌত ও পবিত্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তবে যেখানে পানি পৌঁছানো সম্ভব নয় তা নির্দেশের বাইরে থাকবে। ওযূর বিষয়টি তেমন নয়; সেখানে জরুরী হলো মুখমণ্ডল ধৌত করা, আর মুখের অভ্যন্তরভাগ ও নাকের ভিতরের অংশ মুখমণ্ডল বলে গণ্য নয়। .... এর প্রমাণ রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া নাপাকির ক্ষেত্রে ফরয এবং ওযুর মধ্যে সুন্নাত।"[৩৫১]

উপরের শব্দের বা অর্থের হাদীস ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি) দারাকুতনী (৩৮৫ হি), বাইহাকী (৪৫৮ হি), ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) যাহাবী (৭৪৮ হি) ইবনু হাজার (৮৫২ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। তাঁরা সকলেই এ হাদীসটিকে বাতিল, জাল ও

ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাচার ও জালিয়াতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। সুয়ূতী, ইবনু আররাক, মোল্লা আলী কারী, তাহির ফাতানী, শাওকানী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ হাদীসকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৩৫২]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লামা যাইলায়ী, মোল্লা আলী কারী, তাহির ফাতানী প্রমুখ হানাফী আলিম এ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বানানোর কোনো চেষ্টা করেন নি। মাযহাবী বিচারে জাল বা দুর্বল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা খুবই আপত্তিকর ও ইমামগণের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। হাদীসের বিচার হবে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতিতে। মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তের বিপরীতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুর্বল বা জাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বানানোর প্রচেষ্টা অগ্রহণযোগ্য। কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে যে মত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) প্রকাশ করেছেন তা মূলত কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। এছাড়া অনেক তাবিয়ী ফকীহ এমত পোষণ করতেন। কাজেই তাঁর মত প্রমাণ করতে কোনো জাল হাদীসের প্রয়োজন নেই। যাইলায়ী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ পথই অনুসরণ করেছেন।

আবু জাফর সিদ্দিকীও এ পথ অনুসরণ করেছেন। তিনি এ হাদীসটি জাল বলে গণ্য করে বলেন: "এ হাদীসের বক্তব্য জাল, তবে এর অর্থ সঠিক। অর্থাৎ অন্তত একবার নাকের মধ্যে পানি দেওয়া ও কুলি করা ফরয গোসলের ক্ষেত্রে ফরয। কুলি ও নাক পরিষ্কার তিন বার করে করা সুন্নাত।"

অর্থাৎ কুরআনে নাপকির ক্ষেত্রে "খুব বেশি করে পবিত্র হওয়ার" বা "সর্বাঙ্গ ধৌত করার" যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা থেকে অন্তত একবার গালের মধ্যে ও নাকের মধ্যে পানি দেওয়া ফরয হওয়ার অর্থ প্রমাণিত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কিছু বলতে হলে তা অবশ্যই সনদ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। অর্থ সঠিক হওয়ার দাবিতে কোনো কথা হাদীস বলে চালানো যেমন ভয়ঙ্করতম পাপ ও জাহান্নামের বাসিন্দা হওয়ার পথ, তেমনি হাদীসটি জাল বলে প্রাসঙ্গিক মতামতও বাতিল বলে দাবি করাও মুর্খতা। অন্য কোনো প্রমাণে অর্থ বা মতামত প্রমাণিত কিনা তা জানতে হবে।

424- لاَ يَجْتَمِعُ عَلَى مُسْلِمٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ

৪২৪- একজন মুসলিমের উপর খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না।

"খারাজ" ও "উশর" সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমি পাঠককে আমার লেখা "**বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ**" বইটি পাঠ করতে সবিনয়ে অনুরোধ করছি। এ বই থেকে বাংলাদেশের জমির যাকাত বা উশর দেওয়ার বিস্তারিত বিধান জানতে পারবেন। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, "উশর" অর্থ জমির উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত, উৎপাদনের ১০% বা ৫% হিসেবে এ যাকাত আদায় করতে হয়। আর "খারাজ" হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকের উপর আরোপিত "ভুমিকর" যা জমির জন্য বা জমির ফসল থেকে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ফিকহে খারাজের হার সাধারণত উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ (২০%) থেকে অর্ধেক (৫০%) পর্যন্ত।

কোনো মুসলিম যদি অমুসলিমের জমি ক্রয় করেন তাহলে তাকেও সে জমির খারাজ দিতে হবে; তবে খারাজের পাশাপাশি উশর বা যাকাতও দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। প্রসিদ্ধ তিন ইমাম বলেছেন তাকে উশর ও খারাজ উভয়ই দিতে হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, তাকে উশর দিতে হবে না, শুধু খারাজ দিতে হবে। উভয় মতের প্রমাণাদি "বাংলাদেশে উশর" বইটিতে উল্লেখ করেছি। এখানে প্রাসঙ্গিক শুধু ইমাম আবু হানীফার মতের পক্ষে উল্লেখ করা উপরের হাদীসটি।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আলামা আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আস-সারাখসী (৪৮৩ হি) এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে পেশ করে বলেন:

وَجْهُ قَوْلِنَا مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا يَجْتَمِعُ....

"আমাদের কথার প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে তাঁর নিজের কথা হিসেবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: মুসলিম ব্যক্তির জমিনে উশর ও খারাজ একত্রিত হয় না।[৩৫৩]

'বাদাইউস সানাইয়' গ্রন্থের লেখক ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি), 'হিদায়া' গ্রন্থের লেখক আল্লামা মারগীনানী (৫৯৩ হি) ও পরবর্তী প্রায় সকল হানাফী ফকীহ এ কথাকে হাদীসে নববী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি) বলেন:

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ) كَمَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مُسْنَدِهِ.

"কারণ রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমের জমিতে উশর ও খারাজ একত্রিত হয় না।" আবূ হানীফা তাঁর মুসনাদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।"[৩৫৪]

এর বিপরীতে ৪র্থ হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন। ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি), ইবনু আদী (৩৬৫ হি); বাইহাকী (৪৫৮ হি), যাহাবী (৭৪৮), ইবনু হাজার (৮৫২ হি) এবং হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস যাইলায়ী (৭৪৩ হি), কামাল ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ফকীহ বলেছেন যে, রাসূলুলাহ ﷺ বা আব্দুলাহ

ইবনু মাস'ঊদের (রা) বাণী হিসেবে এ বাক্যটি জাল বা বানোয়াট। প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যটি প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ীর (৯৬ হি) কথা ও তাঁর মত। ইমাম আযম আবূ হানীফা এ কথাটি ইবরাহীম নাখয়ী থেকে তাঁর নিজের মত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ২য় হিজরী শতকের ফকীহগণ সকলেই বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবী ও তাবিয়ীগণের অভিমতের উপর নির্ভর করতেন। ফিকহের ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। ইমাম আবূ হানীফা এ ক্ষেত্রে ইবরাহীম নাখ'য়ী এবং অন্যান্য তাবিয়ীর মতের উপর নির্ভর করেছেন, যারা বলেছেন যে, উশর ও খারাজ একত্রিত হবে না।

ইবরাহীম নাখ'য়ীর মতটি বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা বলেন: "আমাকে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান (১২০ হি) বলেছেন, ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি) বলেছেন: একজন মুসলিমের ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্রিত হবে না।" এ পর্যন্ত কথাটি সহীহ। অর্থাৎ কথাটি 'মাকতু'য় হাদীস' বা একজন তাবিয়ীর কথা হিসাবে সহীহ।

কিন্তু পরবর্তী যুগের একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ ইমাম আবূ হানীফার নামে বানোয়াটভাবে এ কথাটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করে। ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ বলেন: "আবূ হানীফা আমাদেরকে বলেছেন: হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান ইবরাহীম নাখয়ী হতে, তিনি 'আলকামাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: একজন মুসলিমের ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্রিত হবে না।" এভাবে ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ একজন তাবিয়ীর কথাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ খুব সহজেই তার এ জালিয়াতি বা ভুল ধরে ফেলেছেন।

হাদীসটি যে ইয়াহইয়া ইমাম আবূ হানীফার নামে বানোয়াটভাবে বর্ণনা করেছেন তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ইমামের অগণিত ছাত্রের কেউই এ হাদীসটি তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন নি। তাঁর অন্যতম ছাত্র ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও উল্লেখ করেন নি যে, ইমাম আবূ হানীফা তাঁদেরকে এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন অথবা তিনি এ বিষয়ে কোনো হাদীসে নববীর উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা এ হাদীসটি শুনে থাকলে তিনি অবশ্যই তাঁদেরকে তা শোনাতেন এবং তাঁরা অবশ্যই এ বিষয়ের আলোচনায় এ হাদীসটি উল্লেখ করতেন।

এখানেই মুহাদ্দিসগণের সন্দেহের শুরু। যদি একজন হাদীস বর্ণনাকারী কোনো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বা ফকীহ থেকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা তাঁর অন্য কোনো ছাত্র, বিশেষত যারা আজীবন তাঁর সাথে থেকেছেন তাঁরা কেউ বর্ণনা না করেন, তাহলে তাঁরা হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দিহান হন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা দেখেন, যে বর্ণনাকারী একাই এ হাদীসটি বলেছেন তাঁর বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ও তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের কী অবস্থা। এখানে তাঁরা দেখেন যে, ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসাহ এককভাবে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন সবই ভুল বা বানোয়াট। তিনি বিভিন্ন প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত আলিম ও মুহাদ্দিসের নামে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ করেননি। তাঁর বর্ণিত সকল হাদীসকে অন্যান্য মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসের সাথে তুলানামূলক নিরীক্ষা (Cross Examine) করে ও তাঁর ব্যক্তি জীবন পর্যালোচনা করে মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ হাদীসটিও তিনি ইমাম আবূ হানীফার নামে বানিয়েছেন। এজন্যই ২য়, ৩য় ও ৪র্থ হিজরী শতকের কোনো হানাফী ইমাম বা ফকীহ এ হাদীসটিকে দলিল হিসাবে পেশ করেন নি।[৩৫৫]

ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদের হাদীসটি উল্লেখের কারণও এ ব্যক্তি। "মুসনাদ ইমাম আবূ হানীফা" তাঁর নিজের লেখা বা সংকলিত কোনো গ্রন্থ নয়। তাঁর ইন্তেকালের ২০০ বৎসর বা তারও পরে কয়েকজন মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা বর্ণিত হাদীসগুলি সংকলন করে তাকে "মুসনাদ আবী হানীফা" বলে নামকরণ করেন। স্বভাবতই ইমাম ও সংকলকের মধ্যে একাধিক রাবী বিদ্যমান। চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নুআইন ইসপাহানী (৩৩৬ হি) তাঁর সংকলিত "মুসনাদ আবী হানীফা" গ্রন্থে বলেন:

حدثنا محمد بن المظفر، إملاء، ثنا أبو القاسم أيوب بن يوسف بن أيوب، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا يحيى بن عَنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجتمع على مسلم خراج وعشر.

"আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফ্ফর বলেছেন- লিখিতভাবে-; আমাদেরকে আবুল কাসিম আইউব ইবনু ইউসুফ ... বলেছেন; আমাদেরকে ইউসুফ ইবনু সাঈদ ইবনু মুসলিম বলেছেন; আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু আমবাসা বলেছেন; আমাদেরকে আবূ হানীফা বলেছেন, হাম্মাদ থেকে, ইবরাহীম থেকে, আলকামা থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন মুসলিমের উপর খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না।"[৩৫৬]

এভাবে দেখছি যে, ইয়াহইয়া ইবনু আমবাসা নামক এ ব্যক্তির সূত্রেই হাদীসটি পরবর্তীকালে "মুসনাদ আবী হানীফা" গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটি জাল বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ক মন্তব্যে তিনি বলেন: "এ হাদীসের সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসা আল-কুরাশী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে এ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী। ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি একজন দাজ্জাল ও মহা-জালিয়াত ছিল। ইবনু আদী বলেন, এ মুনাকারুল হাদীস বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী ছিল এবং তার জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশিত ছিল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ একজন দাজ্জাল এবং হাদীস জালকারী, এবং এর জালিয়াতির

বিষয়টি সর্বজন বিদিত। লিসান ৬/২৭২।"

এভাবে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী হেদায়ার আরো কয়েকটি হাদীস জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইয়াহইয়া ইবনু আমবাসার কারণে তিনি আরো একটি হাদীস (৪২১ নং) জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩. ৪. ৫. ৫. ইমাম রাযীর (৬০৬ হি) তাফসীর কাবীর

হিজরী ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াউদ্দীন উমার আর-রাযী (৫৪৩-৬০৬ হি)। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষত যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ইলমুল কালাম, তাফসীর, উসূলুল ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং এ সকল বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম বলে বিবেচিত হন।

তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ "মাফাতীহুল গাইব" (গাইবের চাবিসমূহ) "তাফসীর কবীর" ও "তাফসীর রাযী" নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইবনু খাল্লিকান (৬৮১ হি), ইবনু কাযী শুহবাহ (৭৯০ হি), ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), প্রমুখ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর এ গ্রন্থ সমাপ্ত করে যান নি। তিনি সূরা আম্বিয়া পর্যন্ত বা তার কাছাকাছি পর্যন্ত লিখেছিলেন। তাঁর পর শিহাব উদ্দীন ইবনু খালীল দিমাশকী (৬৩৯ হি) ও আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ খাওয়ারিযমী (৭২৭ হি) গ্রন্থটি লিখে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে "ইমাম ফাখরুদ্দীর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন", "এ গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন", "পছন্দ করতেন", "তাঁর অমুক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন" ইত্যাদি বক্তব্য প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি পরবর্তীকালে সম্পাদনা ও সম্পন্ন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর বিশেষ সম্পদ। এটিকে "তাফসীর বিশ্বকোষ" বলেও আখ্যায়িত করা হয়। তিনি তৎকালীন যুগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তি, জ্যোতির্বিদ্যা, খগোলবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং কুরআন দ্বারা এগুলি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বক্তব্য তিনি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়কে অনেকে অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করেছেন। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন: "রাযীর তাফসীরে তাফসীর ছাড়া আর সব কিছুই আছে।"[৩৫৭]

এ গ্রন্থে ইমাম রাযী- অথবা পরবর্তী সম্পাদকদের কেউ- প্রাসঙ্গিক অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সকল হাদীস প্রায় সবই প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে সংকলিত সহীহ, হাসান বা যয়ীফ হাদীস। পাশাপাশি সমাজের প্রচলন বা পূর্ববর্তী কারো উল্লেখের উপর নির্ভর করে কিছু জাল বা অস্তিত্বহীন কথাকেও হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের বেশ কিছু হাদীস আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। ইতোপূর্বে প্রসঙ্গত দু একটি নমুনা আমরা দেখেছি। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

273- كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيًّا

২৭৩- আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম...।

এ কথাটিকে ফাখরুদ্দীন রাযী হাদীস হিসেবে উল্লেখ করে বলেন:

روي عن النبي (ﷺ) أنه قال عن ربه: كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর রাব্ব থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম; আমি ইচ্ছা করলাম যে আমাকে জানা হোক....।"[৩৫৮]

৯ম শতকের মুফাস্সির হাসান ইবনু মুহাম্মাদ কুম্মী নিসাপূরী (৮৫০ হি) "তাফসীর নিসাপূরী" বা "গারাইবুল কুরআন ও রাগাইবুল ফুরকান" গ্রন্থে হাদীস বলে কথিত এ বাক্যটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন:

وقال ﷺ: إن داود قال: يا رب لم خلقت الخلق؟ فقال: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ) বলেন, হে রাব্ব, আপনি কেন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন? তখন তিনি বলেন: আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম; আমি ইচ্ছা করলাম যে আমাকে জানা হোক; অতএব আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম যেন আমাকে জানা হয়।"[৩৫৯]

এভাবে ৬ষ্ঠ-৭ম হিজরী শতাব্দী থেকে অনেক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, আলিম, ওয়ায়িয ও বুজুর্গ এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সকলেই জনশ্রুতি ও একে অপরের উল্লেখের উপর নির্ভর করেছেন। পাশাপাশি এ বাক্যটি মুসলিম সমাজে প্রচলিত হওয়ার পর থেকে সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে বলেছেন যে, এ কথাটি হাদীস নয়। কোনোরূপ কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ কথাটি হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। এদের মধ্যে রয়েছেন তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হি), বদরুদ্দীন যারাকশী (৭৯৪ হি) ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), আব্দুর রহমান সাখাবী (৯০২ হি), জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি), ইবনু আররাক (৯৬৩ হি), মুহাম্মাদ তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আজালূনী (১১৬২ হি), শাওকানী (১২৫০ হি) প্রমুখ।

এরা সকলেই একবাক্যে হাদীসটিকে ভিত্তিহীন ও অস্তিত্ববিহীন জাল কথা বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তাঁদের কেউ কেউ এ কথাটির অর্থ বিচার করে এর শরীয়ত সম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থৎ কথাটি হাদীস হিসেবে বলা বা দাবি করার কোনো

ভিত্তি নেই। বিশেষত এর কোনো সনদ নেই জেনেও একে হাদীস হিসেবে বলার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলা বা প্রচার করা। তবে কথাটির অর্থ সরাসরি শরীয়ত বিরোধী নয়।[৩৬০]

আমরা দেখেছি যে, আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটি জাল হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন: "ইবনু তাইমিয়া বলেন, এটি রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা নয়। এ কথার সহীহ বা যয়ীফ কোনোরূপ কোনো সনদ পাওয়া যায় না। যারাকশী ও ইবনু হাজারও ইবনু তাইমিয়ার অনুসরণ করেছেন। তবে একথার অর্থ সঠিক এবং প্রকাশ্য এবং তা সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত।"

আমরা এখানে দুটি বিষয় দেখতে পাই। **প্রথমত,** তিনি হাদীস বিচারে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতির বাইরে কোনো পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেন নি। স্বভাবতই তিনি খুব ভাল করে জানতেন যে, এ কথাটি বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সূফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে হাদীস হিসেবে অতি প্রচলিত। কেউ কেউ কাশফের মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতা দাবি করে বলেছেন, সনদগত ভাবে সহীহ না হলেও কাশফের মাধ্যমে এটি সহীহ।[৩৬১]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী যুগশ্রেষ্ঠ সূফী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বাতুলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কারণ মুসলিম উম্মাহর আলিম ও মুহাক্কিক সূফীগণ একমত যে, কাশফ-এর মাধ্যমে কোনো হাদীস, মাসআলা বা মতামতের সঠিকত্ব বা বেঠিকত্ব জানার দাবি করা ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। আলামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ নাসাফী (৫৩৭ হি) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও আলামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবনু উমর আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি) তাঁর "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" –তে লিখেছেন :

الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق

"হক্কপন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"[৩৬২]

মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানী ও অন্যান্য সকল হক্কপন্থী সূফী বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কাশফ কখনো শরীয়ত, সুন্নাত বা হাদীসের সঠিকত্বের মাপকাঠি নয়; বরং শরীয়ত, সুন্নাত ও হাদীসই হচ্ছে কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ও অনুভূতির সঠিকত্বের মাপকাঠি।[৩৬৩]

আর এ জন্যই আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন এবং এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ ও অন্যান্যদের মতের উপর নির্ভর করেছেন।

দ্বিতীয়ত: আল্লামা আবু জাফরের উপরের মন্তব্যের দ্বিতীয় দিক হলো, এ কথাটির অর্থ সঠিক বলে উল্লেখ করা। অর্থাৎ হাদীস হিসেবে এটি ভিত্তিহীন ও জাল হলেও সাধারণ কথা হিসেবে এর সঠিক অর্থ রয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, সুফিয়ায়ে কিরাম ও অন্যান্য আলিম এ কথাটির একটি শরীয়ত সম্মত অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করলেও বিভিন্ন বিভ্রান্ত গোষ্ঠী এটিকে তাদের বিভ্রান্তির অযুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ইসমাঈলী, বাহায়ী ও সমকালীন বাতিনী গোষ্ঠী এ "কথা"-টিকে তাদের অবতারবাদ-এর "দলীল" হিসেবে পেশ করে। মাহমূদ মুহাম্মাদ ত্বাহা নামক এক সূদানী ভণ্ড নবী তার "অবতারবাদ" প্রমাণের জন্য এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলে, আল্লাহর মূল সত্ত্বা অজ্ঞাত; তবে সৃষ্টিকুলের নিকট পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য তিনি সৃষ্টির পর্যায়ে দেহের সীমাবদ্ধতায় নেমে আসেন।...(নাউযূ বিল্লাহ!)[৩৬৪]

332– مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

৩৩২- যে নিজেকে চিনল সে তার প্রতিপালককে চিনল।

এ কথাটি ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরের একাধিক স্থানে হাদীস বলে উদ্ধৃত করেছেন। সূরা আল-ইমরানের ১৯১ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

وقوله عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه عرف ربه.

"আর রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: "যে নিজেকে চিনল সে তার প্রতিপালককে চিনল।"[৩৬৫]

ইমাম রাযীর প্রায় সমসাময়িক, ৭ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত কবি, সূফী ও দার্শনিক মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী নামে খ্যাত মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আরাবী তায়ী হাতিমী (৬১৮-৬৫৬ হি) এ বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

قال ــ عليه السلام ــ : " من عرف نفسه عرف ربه

"রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: যে নিজেকে চিনল সে .... ।"[৩৬৬]

পরবর্তী যুগের অনেক আলিম ও বুজুর্গ এসকল উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে এ বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি এ বাক্যটি হাদীস হিসাবে পরিচিতি লাভের সাথে সাথে মুহাদ্দিসগণ এর সনদ অনুসন্ধান শুরু করেন। তাঁরা দেখেন যে,

কোনোরূপ কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। তবে সাহাবী-তাবিয়ী যুগের কোনো কোনো বুজুর্গের নামে কথাটি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কোনো আলিম অসাবধানতা বশত এটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন এবং ক্রমান্বয়ে তা মুসলিমদের মধ্যে হাদীস বলে পরিচিতি লাভ করেছে। আবূল মুযাফ্ফার ইবনুস সামআনী (৪৮৯ হি), সাগানী (৬৫০ হি), নববী (৬৭৬ হি), ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি), ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি, যারাকশী (৭৯৪ হি), ফিরোযআবাদী (৮১৭ হি), সাখাবী (৯০২ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), ইবনু আররাক (৯৬৩ হি), ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী (৯৭৪ হি), তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), শাওকানী (১২৫০ হি), কাওকাজী (১৩০৫ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস নিশ্চিত করেছেন যে, এ কথাটি হাদীস নয় নয়। তবে কথাটি কোনো প্রাচীন বুজুর্গের নিজের কথা।[৩৬৭]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী ইমাম রাযী, মহিউদ্দীন ইবনু আরাবী ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেন নি। কারণ তাঁরা কেউই এর কোনো সনদ বা সূত্র উল্লেখ করেন নি। তিনি মুহাদ্দিসগণের সনদ সন্ধানের উপর নির্ভর করে হাদীসটিকে জাল হিসেবে নিশ্চিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, এ হাদীসটি জাল। সামআনী বলেছেন যে, রাসূলুলাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব জানা যায় না। নববী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি। তবে এ কথার একটি গ্রহণযোগ্য অর্থ হতে পারে। ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন। এ কথাটি ইয়াহইয়া ইবনু মুআয আর-রাযী (মৃত্যু ২৫৮ হি/৮৭২ খৃ) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সাখাবী একে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ-এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন।"

301- مَا صَبَّ اللهُ فِيْ صَدْرِيْ شَيْئاً إِلاَّ صَبَبْتُهُ فِيْ صَدْرِ أَبِيْ بَكْرٍ

৩০১- আল্লাহ আমার অন্তরে যা নিক্ষেপ করেন তাই আমি আবূ বাকরের অন্তরে নিক্ষেপ করি।

সূরা মায়িদার ৫৪ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেন:

وقال ﷺ (إن الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة) وقال: (ما صب الله شيئاً في صدري إلا وصبه في صدر أبي بكر)

"এবং রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন: 'আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) মানুষের জন্য সাধারণভাবে তাজাল্লী-প্রকাশ ঘটাবেন এবং আবূ বাক্রের জন্য বিশেষ তাজাল্লী-প্রকাশ ঘটাবেন' এবং তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ আমার অন্তরে যা নিক্ষেপ করেন তাই তিনি আবূ বকরের অন্তরে নিক্ষেপ করেন'।"[৩৬৮]

দ্বিতীয় হাদীসটির বিষয়ে আমরা দেখেছি যে, আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে বলেছেন: "এ হাদীসটি জাল।"

বস্তুত এ কথাটি হাদীস নামে প্রচলিত একটি সনদবিহীন ভিত্তিহীন কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে তা বর্ণিত হয় নি। ইমাম রাযীর পূর্বে ও পরে মুহাদ্দিসগণ তা নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু জাওযী (৫৯৭ হি), ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী (৯৭৪ হি), তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), শাওকানী (১২৫০ হি), দরবেশ হূত (১২৭৬ হি), কাউকাজী (১৩০৫ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস।[৩৬৯] কিন্তু অসাবধানতা বশত প্রচলনের উপর নির্ভর করে ইমাম রাযী তা হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরে তাফসীর রূহুল বায়ানের লেখক ইসমাঈল হাক্কী (১১২৭ হি) ও অন্য কোনো কোনো আলিম তা হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইসমাঈল হাক্কী হাদীসটিকে নিম্নরূপে উল্লেখ করেছেন:

ما صب الله في صدري شيئا إلا صببته في صدر أبي بكر

"আল্লাহ আমার অন্তরে যা নিক্ষেপ করেন তাই আমি আবূ বাকরের অন্তরে নিক্ষেপ করি।"[৩৭০]

অর্থাৎ ইমাম রাযীর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং আল্লাহই তাঁর নবীর (ﷺ) অন্তরে ও আবূ বাকরের অন্তরে একই বিষয় নিক্ষেপ করেন। উভয়ের হৃদয়ের নিক্ষেপক আল্লাহ নিজেই। ক্রমান্বয়ে জালিয়াতদের ভাষায় বিবর্তন ঘটে। ফলে পরবর্তী যুগের ভাষ্য অনুসারে রাসূলুলাহ ﷺ-এর হৃদয়ের নিক্ষেপক আল্লাহ, আর আবূ বাকরের হৃদয়ে নিক্ষেপক রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি নিজের হৃদয়ের বিষয়টি নিয়ে নিজেই আবূ বাক্রের হৃদয়ে তা নিক্ষেপ করেন!! এটিও জালিয়াতদের ক্রমান্বয় অগ্রগতির একটি চিত্র!!

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম যে হাদীসটি ইমাম রাযী উল্লেখ করেছেন (আল্লাহ মানুষের জন্য সাধারণভাবে তাজাল্লী-প্রকাশ ঘটাবেন এবং এবং আবূ বকরের জন্য বিশেষ তাজাল্লী-প্রকাশ ঘটাবেন"- এটিও জাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন মুহাদ্দিসগণ। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (৫০৫ হি) এ হাদীসটি তাঁর "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সূত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম ইরাকী (৮০৬ হি) উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি ইবনু আদী (৩৬৫ হি) ও দারাকুতনী (৩৮৫ হি) সনদ-সহ উদ্ধৃত করেছেন এবং তাঁরা উভয়েই হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন; কারণ এর সনদে সুপরিচিত জালিয়াত রাবী বিদ্যমান।[৩৭১]

ইবনু জাওযী (৫৯৭ হি), ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), দরবেশ হূত (১২৭৬ হি), কাউকাজী (১৩০৫ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩৭২]

ইমাম রাযীর তাফসীরে হাদীস হিসেবে উল্লেখিত আরো অনেকগুলি হাদীসকে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩. ৪. ৫. ৬. আলামা বাইযাবীর (৬৮৫ হি) তাফসীর

আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল খাইর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু মুহাম্মাদ বাইযাবী ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ও শাফিয়ী ফকীহ ছিলেন। ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, ইলমুল কালাম (দর্শন-ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব: speculative/ scholastic theology), মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে উসূলুল ফিকহ বিষয়ে "আল-মিনহাজ আল-ওয়াজীয" (المنهاج الوجيز) গ্রন্থটি এবং তাফসীর বিষয়ে "আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) নামক গ্রন্থটি, যা "তাফসীর বাইযাবী" নামে পরিচিত। এ গ্রন্থটি বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় মূল পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত।

অন্যান্য মুফাস্সিরের ন্যায় ইমাম বাইযাবীও কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলিকে মুহাদ্দিসগণ জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীও তাফসীর বাইযাবীর মধ্যে উদ্ধৃত কিছু হাদীসকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। এ সকল জাল হাদীসের অন্যতম কুরআনের প্রত্যেক সূরা পাঠ করলে নির্ধারিত ফযীলত ও সাওয়াব বিষয়ক হাদীস। ইতোপূর্বে আমরা ইমাম নববী (৬৭৬ হি), ইরাকী (৮০৬হি) ও সুয়ূতীর (৯১১ হি) বক্তব্যে দেখেছি যে, সা'লাবী (৪২৭হি), ওয়াহিদী (৪৬৮হি), যামাখশারী (৫৩৮হি) ও বাইযাবী (৬৮৫হি) এ জাল হাদীসটি তাদের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, প্রথম দুজন সনদ-সহ এবং পরের দুজন সনদ-ছাড়া।

এ হাদীসটি ইমাম বাইযাবী বিভিন্ন সূরার শেষে উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা আল-ইমরানের তাফসীর শেষে এর ফযীলত প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

عن النبي ﷺ: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم.....

"রাসূলুলাহ ﷺ থেকে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি সূরা আল ইমরান পাঠ করবে তাকে প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে জাহান্নামের সেতুর (পুলসিরাত) উপর নিরাপত্তা প্রদান করা হবে...।"[৩৭৩]

এভাবে বিভিন্ন সূরার শেষে তিনি এ হাদীসের সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম বাইযাবীর পূর্বে ও পরে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি), উকাইলী (৩২২ হি), ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি), ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আব্দুর রাউফ মানাবী (১০৩১ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস এ হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭৪]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসের বিষয়ে সংক্ষেপে বলেছেন: "মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু তাব্বা বলেন, আমি মাইসারা ইবনু আব্দু রাব্বিহীকে বললাম, আপনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন যাতে বলা হয়েছে,

288- مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ كَذَا فَلَهُ كَذَا...

২৮৮- যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে, সে অমুক সাওয়াব লাভ করবে.....

এ হাদীসটি আপনি কোথায় পেয়েছেন? তিনি বলেন, মানুষদেরকে কুরআন পাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি নিজে এ সকল হাদীস বানিয়েছি।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী পুনরায় **"কিছু বিক্ষিপ্ত জাল হাদীস ও কাহিনী"** নামে পৃথক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বলেন: "কুরআনের সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত হাদীস এবং যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে তার জন্য অমুক-তমুক সাওয়াব রয়েছে... এভাবে কুরআনের প্রথম সূরা থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত হাদীস জাল। এ জাল হাদীস সা'লাবী ও ওয়াহিদী প্রত্যেক সূরার শুরুতে উল্লেখ করেছেন। আর যামাখশারী প্রত্যেক সূরার শেষে উল্লেখ করেছেন। বাইযাবী এবং আবুস সাউদ মুফতী এভাবেই যামাখশারীর অনুসরণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেছেন: আমার ধারণা যিন্দীকগণ এ হাদীসগুলিকে জাল করেছে। এ হাদীসের জালিয়াত নিজেই তার জালিয়াতির কথা স্বীকার করেছে এবং বলেছে: আমি মানুষদেরকে অন্য বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে কুরআনের মধ্যে ব্যস্ত রাখার জন্য এগুলি জাল করেছি।"

এ প্রসঙ্গে বিগত শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী আলামা শাইখ আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ আল-কাওকাজী (১৩০৫ হি) বলেন:

حديث من قرأ سورة كذا فله أجر كذا. كما ذكره الثعلبي في تفسيره والواحدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، وتبعه البيضاوي والمفتي أبو السعود وكلها موضوعة كما نبه عليه المحدثون ... وما رواه البيضاوي تبعا

للزمخشري وتبعهما ابن عادل من أنه ﷺ قال: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم، فهو من الأحاديث الموضوعة عن أبي بن كعب في فضائل السور ... ومنها من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بزكريا، وكذب به وبيحيى... وهكذا، وقد اعترف بوضعها واضعها وقال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وهذا ليس بكذب على رسول الله ﷺ، بل له. وما درى المسكين أنه استحق النار بحديث الصادق المختار حيث قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه، ومن كذب عليه فليتبوأ بيتا من جهنم .

"যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে তার জন্য রয়েছে অমুক সাওয়াব বা ফযীলত... মর্মের হাদীস সালাবী ও ওয়াহিদী তাদের তাফসীরে সূরার শুরুতে উল্লেখ করেছেন। আর যামাখশারী সূরার শেষে উল্লেখ করেছেন। বাইযাবী ও মুফতী আবুস সাউদ যামাখশারীর অনুসরণ করেছেন। এগুলি সবই জাল। মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে সাবধান করেছেন। ... যামাখশারীর অনুসরণ করে বাইযাবী, এবং বাইযাবীর অনুসরণ করে ইবনু আদিল নিম্নের হাদীস উল্লেখ করেছেন: "যে ব্যক্তি সূরা আল ইমরান পাঠ করবে তাকে প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে জাহান্নামের সেতুর উপর নিরাপত্তা প্রদান করা হবে..."- এটিও উবাই ইবনু কা'ব (রা)-এর নামে কুরআনের সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত জাল হাদীসগুলির অন্তর্ভুক্ত।... এ জাল হাদীসগুলির আরেকটি: "যে সূরা মারিয়াম পাঠ করবে তাকে যারা যাকারিয়ার প্রতি ঈমান এনেছে, তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে, ইয়াইয়ার প্রতি.... তাদের সংখ্যার দশগুণ সাওয়াব দেওয়া হবে...। এ হাদীসের জালিয়াত স্বীকার করেছে যে, সে এ হাদীসটি জাল করেছে। সে বলে, আমার উদ্দেশ্য মানুষদেরকে অন্যান্য বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে কুরআনের সাথে ব্যস্ত রাখা। আর এতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা নয়, বরং তাঁর পক্ষে মিথ্যা। এ হতভাগা জানে নি যে, মহাসত্যবাদী নবীয়ে মুসতাফা (ﷺ)-এর হাদীসের ভিত্তিতে জাহান্নাম তার পাওনা হয়ে গেল, কারণ তিনি বলেছেন: "আমি যা বলিনি তা যে বলবে", আর এই হলো তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার। আর তাঁর নামে যে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল অবশ্যই জাহান্নাম।"[৩৭৫]

৩. ৪. ৫. ৭. আলামা তাফতাযানীর (৭৯৩ হি) শারহুল আকাইদ

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আবূ হাফস উমার ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৪৬১-৫৩৭ হি)-এর রচিত "আল-আকাইদ" গ্রন্থটির ব্যাখ্যা করেন প্রসিদ্ধ ফকীহ, দার্শনিক, যুক্তিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ মাসঊদ ইবনু উমার সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭১২-৭৯৩ হি)। তাঁর রচিত এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ" বা "শারহুল আকাইদ" নামে বহুল পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের কওমী-আলিয়া উভয় প্রকারের দীনী শিক্ষাব্যবস্থায় এ পুস্তকটি অবশ্যপাঠ্য। এ গ্রন্থে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি জাল হাদীস বিদ্যমান। একটি নমুনা উল্লেখ করছি।

"57- إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا بِقَرْيَةٍ فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

৫৭- আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহ সে গ্রাম বা মহল্লার গোরস্থানের আযাব ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন।

আল্লামা নাসাফী তাঁর গ্রন্থের শেষ দিকে বলেন: "মৃতদের জন্য জীবিতদের দুআর মধ্যে এবং মৃতদের পক্ষ থেকে জীবিতদের দান করার মধ্যে মৃতদের উপকার রয়েছে"। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তাফতাযানী বলেন:

وقال عليه السلام: إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما.

"এবং রাসূলুলাহ ﷺ আরো বলেছেন: আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন .... ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন।[৩৭৬]

মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত করেছেন যে, এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি জাল হাদীস। কোনো গ্রন্থে কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ কথাটি বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতী (৯১১ হি) "তাখরীজ আহাদীস শারহিল আকাইদ" বা শারহুল আকাইদ গ্রন্থের হাদীসগুলির সূত্র সন্ধান গ্রন্থে বলেন: (لا أصل له) এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।"[৩৭৭]

দশম শতকের অন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী (৯৭৪ হি)-কে প্রশ্ন করা হয়: "তাফতাযানী শারহুল আকাইদে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা ... এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব আছে কি? কোনো হাদীস সংকলক কি হাদীসটি সংকলন করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন:

لم أَرَ لِهَذَا الحديث وُجُودًا في كُتُبِ الحديث الْجَامِعَةِ الْمَبْسُوطَةِ وَلا في غَيْرِهَا ثُمَّ رَأَيْت الْكَمَالَ بن أبي شَرِيفٍ صَاحِبَ الإِسْعَادِ قال إنَّ الحديث لا أَصْلَ له وهو مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْته

"এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব আমি হাদীসের বিস্তৃত গ্রন্থ সমূহে বা অন্য কোনো গ্রন্থে পাই নি। এরপর আমি দেখলাম আল-ইস'আদ গ্রন্থের লেখক আল-কামাল ইবন আবী শারীফ (কামালুদ্দীন আবুল মাআলী মুহাম্মাদ ইবনু আমীর নাসিরুদ্দীন মাকদিসী:

৮২২-৯০৬ হি) বলেছেন, এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। তাঁর এ কথা আমি যা বলেছি তাই প্রমাণ করে।"[৩৭৮]

এভাবে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আজালূনী (১১৬২ হি), শাওকানী (১২৫০ হি), কাওকাজী (১৩০৫ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সকলেই হাদীসটিকে জাল ও অস্তিত্বহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭৯]

আমরা দেখেছি আল্লামা আবু জাফর এ হাদীসটিকে জাল হিসেবে তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, এ হাদীসটির একেবারে ভিত্তিহীন অস্তিত্বহীন।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অস্তিত্বহীন একটি কথা লোকমুখে হাদীস বলে প্রচলিত হয়েছে এবং আল্লামা তাফতাযানী অসতর্কতা বশত এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার হাজার আলিম ও তালিবে ইলম এ গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা বশত নির্বিচারে এ জাল কথাটিকে হাদীস বলে প্রচার করছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ জাল হাদীসটি তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করে এ জাল হাদীসটির প্রতিরোধে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গিনাকে বানোয়াট কথার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতে অত্যন্ত বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

৩. ৪. ৫. ৮. আলামা হালাবীর (১০৪৪ হি) সীরাহ হালাবিয়্যাহ

আল্লামা হালাবী নূরুদ্দীন আলী ইবনু বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম আল-হালাবী একাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যমত "ইনসানুল উয়ূন ফী সীরাতিল আমীন আল-মামূন (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون), যা "সীরাহ হালাবিয়্যাহ" নামে সুপ্রসিদ্ধ। উপমহাদেশের উলামায়ে দীন ও সুফিয়ায়ে কিরামের নিকট গ্রন্থটি সুপরিচিত ও বহুল প্রচলিত সীরাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের লেখক সীরাতুন্নবী (ﷺ) রচনার ক্ষেত্রে সহীহ, যয়ীফ, জাল সকল প্রকারের হাদীস ও বর্ণনা ঢালাওভাবে সংকলন করেছেন। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থে সীরাহ হালাবিয়্যায় উল্লেখিত কয়েকটি হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

"56- إِنَّ بِلَالاً كَانَ يُبَدِّلُ الشِّيْنَ فِيْ الأَذَانِ سِيْناً

৫৬- বেলাল আযানের মধ্যে শীন অক্ষরকে সিনরূপে উচ্চারণ করতেন।

"179- سِيْنُ بِلَالٍ عِنْدَ اللهِ شِيْنٌ

১৭৯- বিলালের সীন আল্লাহর কাছে শীন।"

আল্লামা হালাবী বলেন:

ويروي أن بلالا كان يبدل الشين في أشهد سينا فقال ﷺ سين بلال عند الله شين قال ابن كثير لا أصل لرواية سين بلال شين في الجنة ولا يلزم من كون هذه الرواية لا أصل لها أن تكون تلك الرواية كذلك

"বর্ণিত হয়েছে যে, বিলাল (রা) 'আশহাদু' শব্দের শীনকে সীন উচ্চারণ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "বিলালের "সীন" (س) আল্লাহর কাছে শীন (ش)"। ইবনু কাসীর বলেছেন: বিলালের সীন জান্নাতে শীন"- কথাটির কোনো ভিত্তি বা অস্তিত্ব নেই। এ বর্ণনাটির অস্তিত্ব না থাকাতে প্রথম বর্ণনাটিরও অস্তিত্ব নেই বলে প্রমাণিত হয় না।"[৩৮০]

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি:

প্রথমত, জাল হাদীস বিষয়ে ইচ্ছাকৃত অবহেলা। ইবনু কাসীরের যে বক্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেই সুস্পষ্ট যে, বিলাল শীনকে সীন উচ্চারণ করতেন, অথবা বিলালের সীন "আল্লাহর কাছে" বা "জান্নাতে" শীন- এ জাতীয় সকল কথাই ভিত্তিহীন। কাজেই এ বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো বর্ণনা সনদসহ বর্ণিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না হয়ে শুধু সম্ভাবনার উপর একটি কথাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে দাবী করা এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। পূর্ববর্তী-পরবর্তী অনেক আলিমই অসতর্কতা বা অজ্ঞতার কারণে জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে কোনো হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত জানার পরেও কোনোরূপ "তাহকীক" বা গবেষণা ছাড়া শুধু "সম্ভাবনার" কথা বলে সে অর্থের হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে দাবি করার প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল না।

ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় ইচ্ছাকৃত অসতর্কতার অর্থই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা।[৩৮১] আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে যার বিষয়ে তার সন্দেহ হবে বা মনে হবে যে তা মিথ্যা সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।" কাজেই কোনো হাদীস মিথ্যা বলে নিশ্চিত হওয়া নয়, বরং মিথ্যা বলে সন্দেহ হলেই তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলা মুমিনের জন্য নিষিদ্ধ। অথচ এখানে যে কথটি মিথ্যা বলে নিশ্চিত হয়েছে যে কথাটির একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে কোনোরূপ গবেষণা বা সনদ উল্লেখ ছাড়া কেবলমাত্র "সম্ভাবনার" অজুহাতে তিনি "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন" বলে উল্লেখ করলেন।

দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে ইবনু কাসীরের বক্তব্য নিম্নরূপ:

وكان من أفصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس أن سينه كانت شينا حتى أن بعض الناس يروى حديثا في ذلك لا أصل له عن رسول الله ﷺ أنه قال: إن سين بلال شين.

"বিলাল (রা) বিশুদ্ধ আরবীতে অত্যন্ত পারঙ্গম ও বিশুদ্ধতম আরবদের অন্যতম ছিলেন। কিছু মানুষের আকীদা যে, তার সীন ছিল শীন। কথাটি সঠিক নয়। এমনকি কোনো কোনো মানুষ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে যে তিনি বলেছেন: বিলালের সীন শীন- এর কোনো ভিত্তি বা অস্তিত্ব নেই।"[৩৮২]

ইমাম ইবনু কাসীর অন্যত্র বলেন:

كان بلال ندي الصوت حسنه، فصيحا، وما يروى أن سين بلال عند الله شين، فليس له أصل.

"বিলাল অত্যন্ত মধুর ও সুন্দর কণ্ঠস্বর ও বিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী ছিলেন। যে কথা বলা হয় যে, 'বিলালের সীন আল্লাহর কাছে শীন' তার কোনো ভিত্তি বা অস্তিত্ব নেই।[৩৮৩]

ইবনু কাসীরের বক্তব্য সুস্পষ্ট যে, এ বিষয়ক সকল বর্ণনাই ভিত্তিহীন।

তৃতীয়ত, আল্লামা হালাবীর অনেক পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ জাতীয় সকল বর্ণনাই অস্তিত্বহীন ও ভিত্তিহীন জাল কথা। আবুল হাজ্জাজ মিয্যী (৭৪২ হি), বুরহান সাফাকিসী (৭৪২ হি), যারাকশী (৭৯৪ হি), সাখাবী (৯০২ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি) মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সুস্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, হালাবীর উদ্ধৃত উদ্ধৃত সকল বর্ণনাই ভিত্তিহীন, কোনো গ্রন্থে কোনো সনদে তা বর্ণিত হয় নি।[৩৮৪]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী সুস্পষ্টভাবে হালাবীর উল্লেখিত "হাদীস"-কে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এ জাল হাদীসের দুটি রূপ তিনি দু স্থানে উল্লেখ করেছেন। একস্থানে মন্তব্যে তিনি বলেন: "বেলাল আযানের মধ্যে শীন অক্ষরকে সিনরূপে উচ্চারণ করতেন- বুরহান সাফাকিসী মিয্যী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, এটি সাধারণের মধ্যে হাদীস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো হাদীস নয়; কোনো হাদীসের গ্রন্থে তা সংকলিত হয় নি।" অন্যত্র তিনি বলেন: "বিলালের সীন আল্লাহর কাছে শীন- এ হাদীসটি বিলকুল অস্তিত্বহীন-ভিত্তিহীন।"

312- اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ

৩১২- পাকস্থলী রোগব্যধির আবাসস্থল এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ ঔষুধ।

আল্লামা হালাবী বলেন:

... قد جمع رسول الله ﷺ الطب في الفاظ يسيرة... قوله المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء ....

"... রাসূলুলাহ ﷺ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দে চিকিৎসা শাস্ত্রকে একত্রিত করেছেন... তিনি বলেছেন: "পাকস্থলী রোগব্যধির আবাসস্থল এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ সকল ঔষুধের সেরা...।"[৩৮৫]

এটিও প্রসিদ্ধ একটি জাল হাদীস। ইহূদীদের কথা, প্রচলিত প্রবাদ, বচন বা জ্ঞান-কথাকে কিভাবে অসতর্ক রাবী, ধার্মিক বা আলিম হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেন তার নমুনা হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাদ্দিসগণ এ বাক্যটির উল্লেখ করে থাকেন।[৩৮৬] তারপরও অনেক প্রসিদ্ধ আলিম জনশ্রুতি বা অন্যের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে এ জাল হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে আল্লামা হালাবী একজন।

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ জাল হাদীসটির প্রসঙ্গে বলেন: যারাকশী বলেন, এটি কোনো হাদীস নয়, কোনো চিকিৎসকের কথা। হাদীস হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই .....।

আলামা হালাবীর "সীরাহ হালাবিয়্যাহ"-র মধ্যে বিদ্যমান আরো কয়েকটি হাদীস আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩. ৪. ৫. ৯. আলামা হাক্কীর (১১২৭ হি) তাফসীর রূহুল বায়ান

আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী ইবনু মুসতাফা ইসলামবূলী দ্বাদশ হিজরী শতকের (খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতক) একজন প্রসিদ্ধ তুর্কী আলিম ও সূফী ছিলেন। তিনি তুর্কী ও আরবী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত "রূহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন" গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীর এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। অনেক সহীহ, হাসান ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি তিনি অনেক জাল হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থের জাল হাদীসগুলির বিষয়ে দুটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে:

প্রথমত, জাল হাদীসের বিষয়ে ইচ্ছাকৃত অসতর্কতা ও অবহেলা, উপরন্তু জাল হাদীসের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন। বস্তুত

তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই জাল হাদীসের পক্ষে জালিয়াতগণ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করত। এ সকল যুক্তি তারা কখনো লিখিতভাবে উল্লেখ করত না, তবে মুখে বলে তাদের অনুসারীদের বুঝাতো। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা আমাদের সমাজের সূফী নামধারী "মারফতী" ফকীরদের মত, যারা যিকর-এর নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং ব্যভিচার-অনাচারে লিপ্ত হন। তারা তাদের এ কর্মের পক্ষে অনেক যুক্তি পেশ করেন; তবে কেউই লিখিতভাবে তাদের অপকর্মের স্বীকৃতি দেন না এর পক্ষের যুক্তিগুলি লিখেন না।

জালিয়াতদের অবস্থাও ছিল একইরূপ। বিশেষ করে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণীর দরবেশ জাল হাদীসের প্রসারে লিপ্ত হন। তাঁরা মানুষদের পাপাচার ও দীন-বিমুখতায় কাতর হতেন। মানুষদেরকে "হেদায়াত" করার উদ্দেশ্যে তারা জাল হাদীস বানিয়ে বলতেন। তারা এ কাজকে "সাওয়াবের" বলে মনে করতেন। তারা কখনোই হাদীস জালিয়াতির স্বপক্ষে লিখিত যুক্তি পেশ করেন নি, তবে কেউ তাদের জালিয়াতি ধরে ফেললে তাঁরা বলতেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপক্ষে হাদীস তৈরি করছি, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না, কাজেই আমাদের পাপ হবে কেন?

মুসলিম উম্মাহর সকল মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, সূফী, সংস্কারক সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ সকল মানুষ বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কারণ পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি তা তাঁর নামে বলতে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। এছাড়া তিনি যা বলেন নি তা তাঁর নামে বলার অর্থই তাঁর বিরুদ্ধে বলা। কারণ এ জালিয়াতির মাধ্যমে প্রমাণ করা হয় যে, দীনের জন্য বলা প্রয়োজন কিছু কথা তিনি বলে যান নি, কাজেই এখন আমাদেরকে সে কথা তাঁর নামে জালিয়াতি করে বলতে হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে এর চেয়ে কঠিন অপবাদ আর কি হতে পারে?

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী এর বিপরীতে জালিয়াতদের উপর্যুক্ত যুক্তিকে জোরদারভাবে পেশ করেছেন। তিনি বলেন:

واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف في أواخر السورة وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود رحمهم الله من أجلة المفسرين قد أكثر العلماء القول فيها فمن مثبت ومن ناف بناء على زعم وضعها كالإمام الصغاني وغيره واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلو إما أن تكون صحيحة قوية أو سقيمة ضعيفة أو مكذوبة موضوعة فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام فيها وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط... وإن كانت موضوعة فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلاً من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له فلم فعلت هذا فقال رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه فقيل له إن النبي ﷺ قال: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"... فقال أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له ... أراد أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام وليس كذلك الكذب له فإنه للحث على اتباع شريعته واقتفاء أثره في طريقته.... قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان ذلك المقصود واجباً...وبالجملة المرء مخير في هذا الباب فإن شاء عمل بتلك الأحاديث بناء على حسن الظن بالأكابر حيث أثبتوها في كتبهم، ... وظاهر أنهم لا يضعون حرفاً إلا بعد التصفح الكثير، وإن شاء ترك العمل بها وحرم من منافع جمة ولا محاجة معه

"জেনে রাখ, কাশ্‌শাফের লেখক সূরাগুলির শেষে যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরদের মধ্যে কাযী বাইযাবী ও মৌলবী আবূস সাঊদ (রাহ) তাঁর অনুসরণ করেছেন এগুলির বিষয়ে আলিমদের অনেক কথা রয়েছে। কেউ এগুলি প্রমাণ করেছেন এবং কেউ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, এগুলি জাল, যেমন ইমাম সাগানী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস। এ ফকীর বান্দার- আলাহ তাকে ক্ষমা করুন- নিকট এটিই প্রকাশিত যে, এ হাদীসগুলি হয় সহীহ শক্তিশালী, অথবা তা দুর্বল-রুগ্ন, অথবা তা জাল ও মিথ্যা। যদি সহীহ শক্তিশালী হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আর যদি যয়ীফ-রুগ্ন হয় তাহলে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভয়প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা বৈধ।....

আর যদি জাল হয়, তবে হাকিম উল্লেখ করেছেন যে, একজন দরবেশ কুরআন ও তার সূরাগুলির ফযীলতে জাল হাদীস তৈরিতে লিপ্ত হয়। তাকে বলা হয়, আপনি কেন এ কাজ করলেন? তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, মানুষেরা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি তাদেরকে কুরআনের বিষয়ে আগ্রহী করার জন্য এ কাজটিকে ভাল মনে করলাম। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার উপর যে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে।" তিনি বলেন, আমি তো তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলি নি, বরং আমি তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলেছি।" ... এ দরবেশের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বললে ইসলামের ভিত্তি ধ্বংস হয় এবং শরীয়ত ও দীনের আহকাম বিনষ্ট হয়; তাঁর পক্ষে মিথ্যা বললে তো আর তা হয় না; এরূপ মিথ্যা তো তাঁর শরীয়ত পালনের উৎসাহ দেওয়া ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণের জন্য বলা হয়।....

শাইখ ইয্‌যুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালাম বলেন: কথা উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম। যে সকল ভাল উদ্দেশ্য সত্যকথা বা মিথ্যাকথা উভয়ের মাধ্যমেই সাধন করা যায় সে উদ্দেশ্যের জন্য মিথ্যা হারাম। আর যদি সে উদ্দেশ্য মিথ্যা ছাড়া সত্য দিয়ে সাধন করা সম্ভব

না হয় তাহলে মিথ্যা বৈধ, যদি উদ্দেশ্য সাধন বৈধ হয়। আর যদি উদ্দেশ্য সাধন জরুরী হয় তাহলে তার জন্য মিথ্যাও জরুরী। ... মোট কথা, এ সকল হাদীসের বিষয়ে মুসলিমের স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছা করলে এগুলির উপর আমল করতে পারে, বড়দের উপর সুধারণার ভিত্তিতে; কারণ তারা তাদের গ্রন্থে এগুলি উল্লেখ করেছেন। ... বাহ্যত তারা অনেক গবেষণা ও যাচাই বাছাই করেই সেগুলি লিখেছেন। আবার ইচ্ছা করলে এগুলির উপর আমল পরিত্যাগ করতে পারে, এভাবে সে অনেক মহান কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, এবং তার সাথে বিতর্ক নেই।[৩৮৭]

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীর উপরের বক্তব্যে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) তিনি এ সকল হাদীসের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আলিমগণ এগুলির বিষয়ে মতভেদ করেছেন। বস্তুত এ সকল হাদীসের অধিকাংশের বিষয়ে আলিমগণের কোনো মতভেদ নেই। সকল মুহাদ্দিস একমত যে এগুলি জাল। পক্ষান্তরে যারা এগুলি সনদ-সহ বা সনদ-ছাড়া উল্লেখ করেছেন তাদের একজনও বলেন নি যে, এগুলি সহীহ বা যয়ীফ।

(২) তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসগুলি সহীহ হতে পারে, যয়ীফ হতে পরে বা জালও হতে পারে। কোনো হাদীসকে সকল মুহাদ্দিস জাল বলার পর, হাদীসের সনদে জালিয়াতের বিদ্যমানতা নিশ্চিত হওয়ার পর বা হাদীসটির কোনো সনদ না থাকা নিশ্চিত হওয়ার পর কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা কখনোই থাকে না। বস্তুত হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা জাল হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল। আল্লামা হাক্কীর এ কথা মূলত হাদীসের সনদ বিচারে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর কর্মধারা ও নীতিমালার বিষয়ে সন্দেহ ছড়ায়। উপরন্তু তা হাদীস গ্রহণে সতর্কতার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক।

(৩) আল্লামা হাক্কী জালিয়াত দরবেশের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন সে ঘটনা বা অনুরূপ ঘটনা অনেক আলিম উল্লেখ করেছেন। পার্থক্য হলো, সকলেই এ সকল ঘটনা উল্লেখ করার পর এ সকল জালিয়াতের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা হাক্কী জালিয়াতের 'যুক্তি'র যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম নববী (৬৭৬ হি) জালিয়াতদের এ 'যুক্তি' উল্লেখ করে বলেন:

وزعم بعضهم أن هذا كذب له ﷺ لا كذب عليه وهذا الذى انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملا من الاغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله عز وجل ... وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والاحاديث الصريحة المشهورة فى إعظام شهادة الزور وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات فى تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحى ... ومن أعجب الاشياء قولهم هذا كذب له وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فإن كل ذلك عندهم كذب عليه

"কেউ কেউ ধারণা করেছে যে, এরূপ মিথ্যা তাঁর পক্ষে মিথ্যা, তার বিরুদ্ধে নয়। তাদের এ মত ও দলিল চূড়ান্ত মূর্খতা ও সীমাহীন অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, তারা শরীয়তের মূলনীতির কোনো কিছুই জানে না। তাদের এ কথায় তারা এমন সব মূর্খতা ও বিভ্রান্তি জমায়েত করেছে যা একমাত্র তাদের মত মূঢ়তা ও নীচতায় ভরা বুদ্ধি ও বিনষ্ট মন-মগজধারীদের পক্ষেই সম্ভব। তারা আল্লাহ নির্দেশের বিরোধিতা করেছে....। আর তারা এ সকল সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন মুতাওয়াতির হাদীসেরও বিরোধিতা করেছে। উপরন্তু তারা অন্যান্য মাশহূর হাদীসের বিরোধিতা করেছে যে সকল হাদীসে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া তারা মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমের ইজমার বিরোধিতা করেছে। এভাবে তারা দীনের সকল কাতয়ী বা সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত দলীলের বিরোধিতা করেছে, যে সকল দলীলে সাধারণ মানুষদের নামে বা তাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলা হারাম করা হয়েছে, তাহলে যার কথাই শরীয়ত এবং যাঁর কথাই ওহী তার নামে মিথ্যা বলার বিধান কী হতে পারে? ... তাদের কথার সবচেয়ে উদ্ভট বিষয় হলো মিথ্যাকে পক্ষে ও বিপক্ষে বলে দাবি করা। এ হলো আরবী ভাষা ও শরীয়তের সম্ভাষণ সম্পর্কে তাদের প্রগাঢ় মূর্খতা। আরবীতে যে কোনো মিথ্যাকেই (الكذب عليه): "তার নামে মিথ্যা বা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৮৮]

এভাবে উম্মাতের সকল আলিম জালিয়াতদের বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে মোল্লা আলী কারী, কাওকাজী ও আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ বিষয়ক বক্তব্য দেখেছি। তারা সকলেই এরূপ জালিয়াতদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে শাইখ ইসমাইল হাক্কী জালিয়াতদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যে কোনো মিথ্যা কথাই ওহীর বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করে, মানুষের বানানো কথাকে দীনের ভিত্তি বানিয়ে দেয় এবং ইসলামী শরীয়ত ধ্বংস করে। সর্বোপরি দীন পালন বা সুন্নাতের পথে আহ্বান করতে সহীহ হাদীস ও সত্য কথা যথেষ্ঠ নয় বরং মিথ্যার প্রয়োজন আছে এ কথা কি কল্পনা করা যায়?

(৪) শাইখ হাক্কী জালিয়াতির স্বপক্ষে শাইখ ইয্যুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালামের বক্তব্যের যে দলীল (!!) পেশ করেছেন তা

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ইয়যুদ্দীন সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছেন। এ হলো জীবন বাঁচানো বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে অসত্য বলা বা ঘুরিয়ে কথা বলার বৈধতার ব্যাখ্যা। কিন্তু শাইখ হাক্কী এ কথাটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রয়োজনে (!!) হাদীস জালিয়াতি করা বা হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বৈধ বা জরুরী হতে পারে!!!

সত্য দ্বারা, কুরআন দ্বারা ও সহীহ হাদীস দ্বারা ইসলামের সকল উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয় এরূপ চিন্তা কি কোনো মুসলিম করতে পারেন? আল্লাহর দীন বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত পালন ও প্রচারের জন্য মিথ্যার প্রয়োজন আছে এরূপ চিন্তা কি করা সম্ভব? আলাহ্ তাঁর দীনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন নি, কাজেই আমাকে মিথ্যা বলে তা সংরক্ষণ করতে হবে- এরূপ চিন্তা কি কোনো মুমিন করতে পারেন? এ মিথ্যাটি যে ইসলামের জন্য প্রয়োজন, এটি ছাড়া ইসলামের মাকসূদ পূরণ হতে পারে না- এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাকে কে দিয়েছে? আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের পক্ষে মিথ্যা বলার প্রয়োজন আছে এরূপ চিন্তার চেয়ে ভয়ানক বিভ্রান্তি আর কী হতে পারে?

মিথ্যা বলে দীনের গৌরব বাড়ানোর মূল চেতনা ইহূদীদের। শৌল নামক একজন ইহূদী "ঈশ্বরের" ও "ঈসা মসীহের" গৌরব বৃদ্ধির নেক উদ্দেশ্যে (!!) ঈসা (আ)-এর দীনকে বিকৃত করে ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্মে রূপান্তরিত করে। সে আল্লাহর দীনের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করতে এবং আল্লাহর গৌরব বাড়াতে মিথ্যা বলত বলে নিজেরই সগৌরবে লিখেছে। প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়ম বা তথাকথিত 'ইঞ্জিল শরীফের' অন্তর্ভুক্ত রোমীয়দের প্রতি পত্রে তিনি লিখেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[৩৮৯]।

অর্থাৎ মিথ্যা বলে যদি মানুষদের বেশি করে ধর্মপালন করানো যায় বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে মিথ্যায় পাপ হবে কেন? সাধু পৌলের এ যুক্তি আর উপর্যুক্ত জালিয়াতের যুক্তির মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। একবার এ যুক্তি দিয়ে জালিয়াতির দরজা খোলার পর শয়তান নানান রকম মিথ্যাকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের পক্ষে বলে যুক্তি দিয়ে ধর্মের নামে প্রচার করায় এবং এভাবেই ঈসা (আ)-এর দীনকে নষ্ট করা হয়েছে। আর এজন্যই ইসলামে এ দরজা চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

(৫) আল্লামা হাক্কী লিখেছেন যে, বড়দের উপর নেক ধারণার ভিত্তিতে এ সকল হাদীস গ্রহণ করা যায়। আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহর কোনো প্রাজ্ঞ বুজুর্গ, ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা সূফী এরূপ "নেক ধারণা"-কে প্রশ্রয় দেন নি। আমরা আগেই বলেছি, যে সকল মুফাস্সির এ সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন তাঁরা কখনোই বলেন নি যে, এগুলি সহীহ বা যয়ীফ। এমনকি তারা কখনোই বলেন নি যে, তাঁরা তাদের গ্রন্থে যাচাই না করে হাদীস লিখবেন না। উপরন্তু তাদের গ্রন্থের মধ্যে এরূপ অনেক "হাদীস" তারা উল্লেখ করেছেন যার কোনোরূপ অস্তিত্ব বা সনদ নেই। এগুলি প্রমাণ করে যে, তারা এবিষয়ে কোনো যাচাই বাছাই করেন নি। যে হাদীসের বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস একমত যে তা জাল সে হাদীসের বিষয়ে শুধু "অমুক আলিম তা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত তিনি যাচাই না করে তা করেন নি, কজেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে' এরূপ চিন্তা কোনো মুসলিম করতে পারেন না। তাহলে যাচাই করে হাদীস গ্রহণের বিষয়ে, মিথ্যার সন্দেহ হলে সে হাদীস গ্রহণ না করার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা কোথায় থাকবে?

বস্তুত বিগত দু-তিন শতাব্দী যাবত মুসলিম উম্মাহর আলিম, তালিব ইলম ও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে যে অসতর্কতা ও অবহেলা প্রসার লাভ করেছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আল্লামা হাক্কীর এ বক্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন এবং তাঁর নেক আমলের বরকতে তাঁর ভুলত্রুটি দূরীভূত করে দিন।

দ্বিতীয়ত: আল্লামা হাক্কীর গ্রন্থের দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো জাল হাদীসের আধিক্য। বিশেষ করে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থ ও আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীর তাফসীর তুলনা করে পাঠ করলে মনে হয় যে, তাফসীরে রূহুল বায়ানের মধ্যে বিদ্যমান জাল হাদীসগুলি চিহ্নিত করার বিষয়ে যেন আল্লামা আবু জাফর বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। কারণ এ গ্রন্থে উল্লেখিত জাল হাদীসগুলি এত বেশি পরিমাণে আর কোনো গ্রন্থে নেই। ইতোপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রসঙ্গে যে সকল জাল হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি প্রায় সবই আল্লামা হাক্কী তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু আরো অনেক জাল হাদীস তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

228- عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

২২৮- আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত।

আল্লামা হাক্কী তাঁর "রূহুল বায়ান" গ্রন্থের অনেক স্থানে এ 'হাদীসটি' উদ্ধৃত করেছেন।[৩৯০] উপরন্তু তিনি এর সাথে একটি গল্পও উল্লেখ করেছেন। সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

ويكفى شرفا لهذه الأمة المرحومة ما قال ﷺ فى حق علمائهم «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»

"এ রহমত-প্রাপ্ত উম্মাতের মর্যাদার জন্য তাই যথেষ্ট যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উম্মাতের উলামাদের বিষয়ে বলেছেন, তিনি বলেছেন: "আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত।"

এরপর তিনি একটি গল্প উল্লেখ করেছেন। গল্পটির সার-সংক্ষেপ হলো, মূসা (আ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা

করেন, আপনি তো বলেছেন, 'আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত', তাহলে আমাদেরকে এমন একজন আলিম দেখান। তখন রাসূলুলাহ ﷺ ইমাম গাযালীর প্রতি ইশারা করেন। মূসা (আ) তাঁকে একটি প্রশ্ন করেন। গাযালী তাঁর প্রশ্নের দশটি উত্তর প্রদান করেন। তখন মূসা (আ) আপত্তি করে বলেন, প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত ও হুবহু হওয়া উচিত। গাযালী বলেন, এ আপত্তি তো আপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার ডান হাতে ওটা কী?" এর সংক্ষিপ্ত ও হুবহু উত্তর "আমার লাঠি"। কিন্তু আপনি লাঠির অনেক বিশেষণ ও ব্যবহার উল্লেখ করেছিলেন।....[৩৯১]

এ জাল হাদীসটি অনেক প্রসিদ্ধ আলিম প্রচলন, জনশ্রুতি ও অন্যদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে সনদ-সন্ধান ও যাচাই না করেই তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা হাক্কী। তিনি এবং অন্য কেউ কেউ এ বিষয়ে দাবী করেছেন যে, অমুক-তমুক সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও বুজুর্গ কাশফের মাধ্যমে বা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর সত্যতা জেনেছেন। শীয়াগণ ও অনেক বিভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীরা এ কথাকে তাদের দলীল (!) হিসেবে পেশ করেন। উম্মাতের আলিমগণও ওহী বা কাশফ-ইলহাম পেয়ে আলাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে সরাসরি বিভিন্ন তথ্য উম্মাতকে দিতে পারে বলে তারা এ "হাদীসের" ভিত্তিতে দাবী করেন। কাদীয়ানীগণও তাদের ভণ্ড নবীর "কাশফ-ইলহাম" ও "ওহীর" দাবীর সত্যতার পক্ষে এ "হাদীস"-কে তাদের অন্যতম দলীল (!!) হিসেবে পেশ করে।

বস্তুত হাদীস নামে এ কথাটির প্রচলনের পর থেকেই মুহাদ্দিসগণ ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নিশ্চিত করেছেন যে, এ কথাটি কোনো হাদীস নয়। কোনোরূপ কোনো সনদে এ কথাটি কোথাও বর্ণিত বা সংকলিত হয় নি। এ কথাটি হাদীস নামে প্রচলিত ভিত্তিহীন জাল কথা মাত্র। ইমাম তিরমিযী, দিমইয়ারী, আসকালানী, সাখাবী, সুয়ূতী, ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী, তাহির ফাতানী, যারকানী, মোল্লা আলী কারী, দরবেশ হূত, শাওকানী, কাওকাজী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।[৩৯২]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "তিরমিযী, দিমইয়ারী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন যে, এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। সুয়ূতী নীরব থেকেছেন। উপরন্তু যারকানী মুখতাসারুল মাকাসিদ গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী উমদাতুর রিয়াইয়াহ গ্রন্থে এ হাদীসটি জাল বলে স্বীকার করেছেন...।"

বস্তুত আল্লামা আবু জাফর মুহাদ্দিসগণের সুনিশ্চিত মতামতের বিপরীতে বড় বড় আলিমের উদ্ধৃতি, উল্লেখ বা বুজুর্গদের নামে কথিত কাশফ বা স্বপ্নের কোনোরূপ গুরুত্ব দেন নি। কারণ এরূপ গুরুত্ব দেওয়া হক্কপন্থী সূফী ও বুজুর্গদের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করবেন মুহাদ্দিসগণ, ফিকহের মাসাইলের সঠিকত্ব নির্ধারণ করবেন ফকীহগণ, তাসাউফ ও সুলূকের বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করবেন সূফীগণ। যেহেতু মুহাদ্দিসগণ এ কথাটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন, সেহেতু এ বিষয়ে আর দ্বিমতের সুযোগ নেই। সর্বোপরি ফিকহের বা সুলূকের মাসআলায় ভুল হলে তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যার মত ভয়াবহ পাপ হয় না। আর কোনো সন্দেহযুক্ত কথাকে হাদীস নামে বললে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি তা তাঁর নামে বললে জাহান্নামের আবাস্থলের ভয়াবহ পরিণতির কথা অগণিত হাদীসে বলা হয়েছে।

53- أَنَا مِنَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ

৫৩- আমি আল্লাহ থেকে এবং মুমিনগণ আমা থেকে।

সূরা মায়িদা **১৫** আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

ولهذا كان ﷺ يقول: أنا من الله والمؤمنون مني

এজন্যই রাসূলুলাহ ﷺ বলতেন: ' আমি আল্লাহ থেকে এবং মুমিনগণ আমা-থেকে'।[৩৯৩]

আল্লামা হাক্কী এ জাল হাদীসটি তাঁর তাফসীরে বিভিন্ন স্থানে হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন এবং বিভিন্ন মতের দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এ কথাটি "হাদীস" নামে প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত করেছেন যে, এটি কোনো হাদীসই নয়। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এটি কোথাও বর্ণিত হয় নি। দাইলামী সনদবিহীনভাবে এরূপ একটি বাক্য "হাদীস" নামে উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁর উদ্ধৃত এ বাক্যটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

মুহাদ্দিসগণের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে সর্বপ্রথম ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি) এ হাদীসের ভিত্তিহীনতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁকে এ হাদীসের সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: (لا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله ﷺ) "রাসূলুলাহ ﷺ থেকে এ বাক্য বর্ণিত হয় নি।" পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যারাকশী, সাখাবী, ইবনু আর্‌রাক, মোল্লা আলী কারী, কাউকাজী প্রমুখ।[৩৯৪]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি বলেন: "যারকাশী বলেন, এ হাদীসের সনদ আমার জানা নেই। ইবনু তাইমিয়া বলেন, হাদীসটি জাল। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ

কথাটি বানোয়াট মিথ্যা। সুয়ূতীর আদ-দুরারুল মুনতাসিরা নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, হাদীসটি অপরিজ্ঞাত। উপরন্ত সাখাবী বলেছেন এরূপ একটি ভিত্তিহীন হাদীস দাইলামী আব্দুল্লাহ ইবনু জার্‌রাদ (রা)-এর নামে কোনো সনদ ছাড়া উদ্ধৃত করেছেন....।"

82- أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

৮২- আমি ও আবূ বকর প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত।

সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

وروي عن النبي ﷺ "كنت وأبو بكر كفرسي رهان سبقته فتبعني ولو سبقني لتبعته

"রাসূলুলাহ ﷺ থেকে বর্ণিত: 'আমি ও আবূ বকর প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত ছিলাম, আমি এগিয়ে গেলাম ফলে সে আমার অনুসরণ করল, যদি সে এগিয়ে যেত তাহলে আমি তার অনুসরণ করতাম'।"[৩৯৫]

এ হাদীসটিও লোকমুখে প্রচলিত ভিত্তিহীন জাল কথা। এ কথাটির প্রচলনের পর থেকেই মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে বলেছেন যে, এটি কোনো হাদীস নয়। কোনো সনদেই তা বর্ণিত হয় নি। ইবনুল জাওযী, ইবনুল কাইয়িম, মোল্লা আলী কারী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।[৩৯৬]

লক্ষণীয় যে, এ হাদীসটির জালিয়াতির বিষয়টি খুবই পরিচিত হওয়ার কারণে কোনো প্রসিদ্ধ আলিমের লেখনিতে তা পাওয়া যায় না। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী ছাড়া অন্য কোনো মুফাস্‌সির বা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ আলিম এ কথাটিকে হাদীস বলে তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন বলে দৃষ্টিগোচর হয় নি।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর এ গ্রন্থে উদ্ধৃত করে বলেন: "এ হাদীসটি জাল।..."

"133- حَسِّنُوْا نَوَافِلَكُمْ تُكَمَّلُ بِهَا فَرَائِضُكُمْ

১৩৩- তোমরা তোমাদের নফল ইবাদত সুন্দর কর; সেগুলি দ্বারা তোমাদের ফরয ইবাদত পূর্ণতা লাভ করবে।

সূরা নাহলের ৯০ আয়াত-এর তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

وفي الحديث : "حسنوا نوافلكم فبها تكمل فرائضكم"

"হাদীসে রয়েছে: তোমরা তোমাদের নফল ইবাদত সুন্দর কর; সেগুলি দ্বারা তোমাদের ফরয ইবাদত পূর্ণতা লাভ করবে।"[৩৯৭]

আল্লামা হাক্কী তাঁর তাফসীরের আরো অনেক স্থানে এ "হাদীসটি" উল্লেখ করেছেন।

এ কথাটি হাদীস নামে প্রচলিত সনদবিহীন জাল কথা। আল্লামা হাক্কী ছাড়া অন্য কোনো মুফাস্‌সির বা প্রসিদ্ধ আলিম এ কথাটিকে "হাদীস" বলে উল্লেখ করেছেন বলে দৃষ্টিগোচর হয় নি। বাহ্যত এ কথাটি হাদীস নামে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং প্রচলনও হয়েছে বেশ দেরি করে। ইমাম সাখাবী (৯০২হি) উল্লেখ করেছেন যে, ৮ম হিজরী শতকের একজন আরবী ব্যাকরণ-বিশেষজ্ঞ নাহ্‌বী পণ্ডিত তাজুদ্দীন ফাকিহানী উমার ইবনু আলী (৭৩৪ হি) এ কথাটিকে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু আব্দুল বার্‌র (৪৬৩ হি) তাঁর কোনো এক গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন বলে ফাকিহানী উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ অনেক অনুসন্ধান করেও ইবনু আব্দুল বার্‌র বা অন্য কারো কোনো গ্রন্থে এ "কথা"-কে হাদীস হিসেবে বর্ণিত দেখতে পান নি। সাখাবীর পরে মোল্লা আলী কারী, কাওকাজী, দরবেশ হূত ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি ভিত্তিহীন জাল কথা বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩৯৮]

আল্লামা আবু জাফর এ জাল হাদীসটিকে এ গ্রন্থে সংকলন করে বলেন: "কথাটি ভিত্তিহীন, কোনো হাদীসে নেই; তবে এর অর্থ সঠিক।"

"180- شَاوِرُوْهُنَّ وَخَالِفُوْهُنَّ

১৮০- তোমরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর।

সূরা তাগাবূনের ১৪ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

وفي الحديث : "شاوروهن وخالفوهن"

"হাদীসে রয়েছে: তোমরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর।"[৩৯৯]

এটিও একটি প্রচলিত বাক্য যা হাদীস নামে কথিত হয়েছে, কিন্তু কোনোরূপ কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। কিন্তু লোক-কথা, জনশ্রুতি, প্রচলন বা অন্যের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে কোনো কোনো ফকীহ, মুফাস্‌সির ও আলিম এটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। যতটুকু দেখা যায় ৫ম হিজরী শতক থেকেই কথাটিকে কেউ কেউ হাদীস বলে

উল্লেখ করেছেন। ৫ম হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক তূসী হাসান ইবনু আলী (৪০৮-৪৮৫ হি) তাঁর রচিত "সিয়াসত নামা' বা 'সিয়ারুল মুলূক' গ্রন্থে এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: شاوروهن وخالفوهن

"রাসূলুলাহ ﷺ বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর.. ।"[৪০০]

নিযামুল মুলকের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা আবূ বাকর সারাখসী (৪৯০ হি) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ফিকহ-গ্রন্থ আল-মাবসূতে বলেন:

وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "شاوروهن وخالفوهن".

"রাসূলুলাহ ﷺ এর বাণী "তোমরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর"- এ কথাটির অর্থ এই ।"[৪০১]

ইমাম গাযালী (৫০৫ হি) এ কথাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ না করে কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

وقد قيل (شاوروهن وخالفوهن)

কথিত হয়েছে: "তোমরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর" ।[৪০২]

এভাবে কতিপয় আলিম এ কথাটিকে "হাদীস" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ সর্বাত্মক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন যে, এ কথাটি কোনো সনদে হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয় নি। কোনো কোনো অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে স্ত্রীর আনুগত্য করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু "পরামর্শ কর এবং বিরোধিতা কর" এ শব্দে বা অর্থে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। এজন্য তারা এ কথাটিকে জাল হাদীসের তালিকাভুক্ত করেছেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেছেন এবং সে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। সাখাবী, সুয়ূতী, তাহির ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, শাওকানী, দরবেশ হূত, কাওকাজী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ সকল বিষয় আলোচনা করেছেন।[৪০৩]

আলামা আবু জাফর এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে বলেন: "এ হাদীস বাতিল ও ভিত্তিহীন... ।"

247– اَلْفَقْرُ فَخْرِيْ وَبِهِ أَفْتَخِرُ

২৪৭- দারিদ্র আমার গৌরব এবং আমি তারই অহংকার করি।

আল্লামা হাক্কী সূরা ইয়াসীনের ৩৯ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন:

وهذا مقام الفقر الحقيقي الذي افتخر به النبي ﷺ في قوله: "الفقر فخري".

"এটিই হচ্ছে প্রকৃত দারিদ্র বা হাকীকতের ফকীরীর স্থান, যা নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দারিদ্র আমার অহঙ্কার ।"[৪০৪]

আল্লামা হাক্কী তাঁর তাফসীরের আরো অনেক স্থানে এ "হাদীসটি" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে সুনিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন। সূরা ফাতিরের ১৫ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

لذا ورد الفقر فخري وبه أفتخر وهذا صحيح بمعناه وإن اختلف في لفظه

"এজন্যই হাদীসে এসেছে: "দারিদ্র আমার অহঙ্কার, আমি এ নিয়েই অহঙ্কার করি।" এটি অর্থের দিক থেকে সহীহ, যদিও তার শব্দের বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে।"[৪০৫]

হাদীস বলে কথিত এ বাক্যটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন জাল কথা। কোনোরূপ কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ কথাটি রাসূলুলাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। মুসলিম উম্মাহর কোনো হাদীসের গ্রন্থ বা অন্য কোনো গ্রন্থে তা সনদ-সহ সংকলিত হয় নি। কিন্তু সম্পূর্ণ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কেউ কেউ কথাটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হাক্কী বারংবার এ কথাটিকে রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা বলে সুনিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন নি, উপরন্তু এর ভিত্তিহীনতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের ইজমা বা ঐকমত্যকে "মতভেদ" বলে হালকা ভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন, যদিও প্রকৃত সত্য হলো, মুসলিম উম্মাহর কোনো আলিম, ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস কেউ কখনো হাদীসটিকে সহীহ বা যয়ীফ বলে দাবী করেন নি, এমনকি এর কোনো সনদও কেউ কখনো উল্লেখ করেন নি।

উপরন্তু তিনি এর অর্থ সহীহ বলে দাবি করেছেন। আমরা আগেই দেখেছি কোনো কথার অর্থ সঠিক হলেও তাকে "হাদীস" বলে আখ্যায়িত করা যায় না, যতক্ষণ না তা সহীহ সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত বলে প্রমাণিত হবে। আর এ হাদীসটির ক্ষেত্রে এর অর্থ "সহীহ"

বলে দাবি করার সুযোগও নেই।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে দারিদ্রের নিন্দা করা হয়েছে। যদি এর বিপরীতে কোনো সহীহ হাদীসে দারিদ্যের প্রশংসায় কিছু বর্ণিত হতো তাহলে তার ব্যাখ্যা করা যেত যে, তিনি বাহ্যিক অর্থে নয়, অমুক বা তমুক অর্থে এ কথা বলেছেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের অর্থের বিপরীতে একটি জাল হাদীসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ সহীহ বলার কোনো অবকাশ নেই।

অহঙ্কারও ইসলামে নিন্দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো কিছু নিয়ে অহঙ্কার করেন নি। অহঙ্কার করতে নিষেধ করে তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

"আমার কাছে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যেন কেউ কারো উপর অহঙ্কার না করে।"[৪০৬]

আল্লাহ তাঁকে যে মহান মর্যাদা দিয়েছেন তা বর্ণনা করে তিনি বলেন:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ

"আমি আদম-সন্তানদের নেতা, তবে কোনো অহঙ্কার নেই।"[৪০৭]

তিনি যদি অহঙ্কারী হতেন বা জীবনে কোনো কিছু নিয়ে অহঙ্কার করতেন তাহলে তাঁর এ মহান মর্যাদা নিয়ে অহঙ্কার করতেন।

সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ ফকীরী বা দারিদ্রকে কুফরীর সাথে একত্রিত ও সংযুক্ত করেছেন এবং উভয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়ে বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফরী (অবিশ্বাস) ও ফকীরী (দারিদ্র) থেকে।"[৪০৮]

ষষ্ঠ-সপ্তম হিজরী শতকে হাদীস নামে এ বাক্যটির প্রচলন হওয়ার পর থেকেই মুসলিমগণ মুহাদ্দিসগণকে প্রশ্ন শুরু করেন, এ হাদীসটি কোন্ গ্রন্থে বা কোথায় সংকলিত এবং এর সনদের অবস্থা কী? তখন থেকেই মুহাদ্দিসগণ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, এ বাক্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন জাল ও বানোয়াট কথা, কোথাও কোনো গ্রন্থে কোনোভাবে তা সংকলিত হয় নি। এবং এর অর্থও সঠিক নয়। সাগানী (৬৫০ হি), ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি), ইবনু হাজার (৮৫২ হি), সাখাবী (৯০২ হি), তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), শাওকানী (১২৫০ হি), শিহাবুদ্দীন আলূসী (১২৭০ হি), দরবেশ হূত (১২৭৬ হি), কাওকাজী (১৩০৫ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ তা নিশ্চিত করেছেন।[৪০৯]

আল্লামা আবু জাফর এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে এ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এ হাদীসকে ইবনু হাজার আসকালানী জাল বলেছেন এবং ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, এটি মিথ্যা। এ ছাড়া ইমাম সাগানী এটিকে তাঁর জাল হাদীস সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন..।"

259– قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْتُ الرَّبِّ

২৫৯- মুমিনের অন্তর (কালব) আল্লাহর গৃহ।

এ জাল হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় (ما وسعني ...) (আসমান-যমীন আমাকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু আমাকে ধারণ করেছে আমার মুমিন বান্দার হৃদয়), (القلب بيت الرب): "অন্তর আল্লাহর গৃহ", (قلب المؤمن عرش الله): "মুমিনের অন্তর আলাহর আরশ"। এ সকল বাক্য সবগুলির অর্থই এক এবং সবগুলিই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন জাল কথা যা হাদীস নামে প্রচলিত হয়েছে। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী এ বাক্যগুলিকে হাদীস হিসেবে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

সূরা আ'রাফের ১ম আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

ورد في الحديث : "قلب المؤمن عرش الله".

"হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: মুমিনের কালব আল্লাহর আরশ।"[৪১০]

আলামা সাগানী (৬৫০ হি), ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি), যারাকশী (৭৯৪ হি), সাখাবী (৯০২ হি), সুয়ূতী (৯১১ হি), ইবনু আর্‌রাক (৯৬৩ হি), তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), শাওকানী (১২৫০ হি), দরবেশ হূত (১২৭৬ হি), কাওকাজী (১৩০৫ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস নিশ্চিত করেছেন যে, এ কথাটি হাদীস নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন-অস্তিত্বহীন জাল ও বানোয়াট কথা। কোনোরূপ কোনো সনদই এর নেই।[৪১১]

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল হিসেবে সংকলন করেছেন। মন্তব্যে তিনি বলেন: রাসূলুলাহ ﷺ-এর বাণী

হিসেবে এ হাদীসের কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই। যারাকশী একে ভিত্তিহীন বলেছেন। ইবনু তাইমিয়া একে জাল বলেছেন। যাইল গ্রন্থেও এরূপই বলা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী বলেন, সাধারণ কথা হিসেবে এর অর্থ সঠিক...।

287- لَمَّا أُسْرِىَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا رَأَيْتُ فِيْهَا دِيْكاً لَهُ زُغْبٌ أَخْضَرُ وَرِيْشٌ أَبْيَضُ وَرِجْلاَهُ فِيْ التُّخُوْمِ وَرَأْسُهُ عِنْدَ الْعَرْشِ

২৮৭- আমাকে যখন মি'রাজে নেওয়া হলো তখন প্রথম আসমানে আমি সবুজ ঝুটি ও সাদা পালক ওয়ালা একটি মোরগ দেখলাম। মোরগটির পদদ্বয় দিগন্তে ও মাথা আরশের নিকট ..... ।

এ জাল হাদীসটির প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "ইবনু আবি হাতিম রাযী বলেন, এ হাদীসটি মাইসারা ইবনু আব্দু রাব্বিহী আল-ফারিসী আল-বাসরী আত-তার্‌রাস আল-আক্কাল বর্ণনা করেছে। মি'রাজের বিষয়ে সে প্রায় বিশ পৃষ্ঠার এক লম্বা হাদীস বর্ণনা করেছে। মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু তাব্বা বলেন, আমি মাইসারা ইবনু আব্দু রাব্বিহীকে বললাম, আপনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন যাতে বলা হয়েছে, যে কুরআনের অমুক সূরা পাঠ করবে, সে এত এত সাওয়াব লাভ করবে... এ হাদীসটি আপনি কোথায় পেয়েছেন? তিনি বলেন, মানুষদেরকে কুরআন পাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি নিজে এ সকল হাদীস বানিয়েছি। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও রাবীদের নামে মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা করত এবং নিজে হাদীস জাল করত। কুরআনের সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত লম্বা হাদীসটির উদ্ভাবক সে-ই। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, এ ব্যক্তি নিজেই স্বীকার করত যে, সে জাল হাদীস তৈরি করে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ ব্যক্তি মাতরূক বা পরিত্যক্ত। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, এ লোকটি হাদীস জালিয়াতির মাধ্যমে হাদীস বিনষ্ট করেছে। এ ব্যক্তি কাযবীন শহর ও সীমান্ত সম্পর্কে অনেক জাল হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছে। আবূ যুরআ বলেন, এ ব্যক্তি কাযবীন শহরের ফযীলতে ৪০টি হাদীস বানিয়েছে।..."

বিশ পৃষ্ঠার এ জাল হাদীসটি আল্লামা হাক্কী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সূরা আল-ইমরানের ১৭ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

قال رسول الله ﷺ 'لما أسري بي إلى السماوات رأيت عجائب من عجائب الله تعالى فمن ذلك أن في السماء الدنيا ديكاً له زغب أخضر وريش أبيض.. فإذا رجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى وإذا رأسه عند عرش الرحمن ...

"রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে যখন মি'রাজে আসমানসমূহে নেওয়া হলো তখন আমি আল্লাহর আজব সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অনেক আজব বিষয় দেখলাম। তার মধ্যে একটি হলো যে, প্রথম আসমানে আমি সবুজ ঝুটি ও সাদা পালক ওয়ালা একটি মোরগ দেখলাম। ... মোরগটির পদদ্বয় দিগন্তে ও মাথা আরশের নিকট ..... ।[৪১২]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ হাদীসটির জালিয়াতি এত সুস্পষ্ট যে, খুব কম সংখ্যক আলিমই এ হাদীস দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। দু-একজন মুফাস্‌সির ও ওয়ায়িজ ছাড়া আর কেউ এ গল্পটিকে "হাদীস" বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে উদ্ধৃত করেন নি। মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের জালিয়াতির বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং জাল-হাদীস ও জালিয়াত রাবীগণ বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে জালিয়াতদের আজগুবি গল্প কথনের নমুনা হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটির মূল জালিয়াত মাইসারা নামক এ ব্যক্তি। পরবর্তীকালে আরো অনেক জালিয়াত হাদীস চুরি ও সনদ চুরি করে আরো দু-একটি জাল সনদে তা বর্ণনা করেছে।[৪১৩]

330-مَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ وَمَنْ صَافَحَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِيْ وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৩০- যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে সাক্ষাত করল সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে হাত মেলাল সে যেন আমার সাথেই হাত মেলাল। যে ব্যক্তি আলিমগণের কাছে বসল সে যেন আমার কাছেই বসল। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার কাছে বসল সে কিয়ামতের দিনও আমার কাছেই বসবে।

এ জাল হাদীসটিও শাইখ ইসমাঈল হাক্কী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। সূরা বাকারার ৩১ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

في الحديث "...والنظر في وجه العالم عبادة من زار عالماً فكأنما زارني ومن صافح عالماً فكأنما صافحني ومن جالس عالماً فكأنما جالسني ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم القيامة"

"হাদীসের মধ্যে রয়েছে: আলিমের চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত ইবাদত। ... যে ব্যক্তি আলিমের সাথে সাক্ষাত করল সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি আলিমের সাথে হাত মেলাল সে যেন আমার সাথেই হাত মেলাল। যে ব্যক্তি আলিমের কাছে বসল সে যেন আমার কাছেই বসল। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার কাছে বসল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আমার

কাছেই বসাবেন।"[৪১৪]

হাদীসটি ৫ম হিজরী শতকের দুজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হামযা ইবনু ইউসূফ আল-জুরজানী আস-সাহমী (৪২৭ হি) তাঁর "তারীখ জুরজান" গ্রন্থে ও আবূ নুআইম আল-ইসপাহানী (৪৩০ হি) তাঁর "তারীখ ইসপাহান" বা "আখবার ইসপাহান" গ্রন্থে একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের সনদে হাফস ইবনু উমার আল-আদনী থেকে, তিনি হাকাম থেকে তিনি ইকরিমা থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।[৪১৫]

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী "হাফস ইবনু উমার" নামক এ ব্যক্তিকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। ইবনু মাঈন, নাসাঈ, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান, উকাইলী, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যাবাদী ও বালা-মুসিবত বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, তাহির ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, কাওকাজী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৪১৬]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ জাল হাদীসটি এ গ্রন্থে সংকলন করে বলেন: "এ হাদীসের সনদে হাফস নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যে একজন মহা-মিথ্যবাদী ছিল। যাইলুল লাআলী গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।"

363- مَنْ بَشَّرَنِيْ بِخُرُوْجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ

৩৬৩- যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করব।

সূরা তাওবার ৩৭ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

عن النبي ﷺ: من بشرني بخروج صفر أبشره بالجنة

"রাসূলুলাহ ﷺ থেকে, যে আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করব।"[৪১৭]

হাদীস নামে কথিত এ বাক্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সনদবিহীন একটি জাল বাক্য যা কোনোরূপ কোনো সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। সমাজে এর প্রচলন হলেও শাইখ ইসমাঈল হাক্কী ছাড়া তেমন কোনো প্রসিদ্ধ কোনো আলিম এটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে দৃষ্টিগোচর হয় নি। তবে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ শাইখ নিযাম উদ্দীন আউলিয়া (৭২৫ হি)-এর নামে প্রচলিত "রাহাতুল মুহিব্বীন" নামক পুস্তকে এ "হাদীসটি" উল্লেখ করা হয়েছে। এ বইয়ের ভাষ্য অনুসারে প্রসিদ্ধ গায়ক আমীর খসরু তাঁর উস্তাদ নিজাম উদ্দীনের স্মৃতি ও নির্দেশাবলি লিখেছেন এ পুস্তকে। এ পুস্তক পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে এটি পরবর্তীকালে রচিত জাল পুস্তক। অথবা মূল পুস্তকের মধ্যে পরবর্তী যুগের জালিয়াতগণ ইচ্ছামত অনেক কিছু ঢুকিয়েছে। এতে কুরআন, হাদীস ও অনেক সহীহ কথার পাশাপাশি অগণিত জাল ও ভিত্তিহীন কথা বিদ্যমান।[৪১৮] এ গ্রন্থের একাদশ মজলিসের বর্ণনায় আমির খসরু বলেন: "এরপর (খাজা নিজাম উদ্দীন) বললেন, হযরত রাসূলে মকবুল ﷺ এরশাদ করেছেন: (من بشرني بخروج صفر بشرته بدخول الجنة), অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস শেষ হওয়ার সুসংবাদ দিবে আমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশের সুসংবাদ দিব।"[৪১৯]

এরূপ দু-একটি অপরিচিত পুস্তক ছাড়া এ "হাদীস"টি কোনো প্রসিদ্ধ আলিমের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মূলত জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেই এ বাক্যটি পাওয়া যায়। সাগানী, তাহির ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, শাওকানী, কাওকাজী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাদের জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে এটিকে ভিত্তিহীন-সনদবিহীন জাল কথা হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।[৪২০]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ জাল হাদীসটি এ গ্রন্থে সংকলন করে বলেছেন: "ইমাম সাগানী ও ইরাকী এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।"

366- مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا

৩৬৬- তোমরা মৃত্যু বরণ কর তোমাদের মৃত্যুর আগেই।

সূরা বাকারার ১৯ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

وهذا تحقيق قوله عليه السلام : "موتوا قبل أن تموتوا"

"এ-ই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার হাকীকত, যে কথা তিনি বলেছেন: তোমরা মৃত্যু বরণ করা তোমাদের মৃত্যুর আগেই।"[৪২১]

শাইখ ইসমাঈল হাক্কী তাঁর তাফসীরের আরো অনেক স্থানে এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন ও তাঁর বিভিন্ন মতের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীস নামে কথিত এ বাক্যটিও একটি সনদবিহীন জাল কথা। সমাজে ব্যাপক প্রচলন হলেও অধিকাংশ লেখক বা আলিম একথটিকে "কথিত হয়েছে" বলে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে উল্লেখ করেন নি। বিগত কয়েক শতাব্দীতে দু-একজন আদীব, ঐতিহাসিক বা ফকীহ এটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন, পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণ বারংবার এটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সনদবিহীন বাক্য ও জাল হাদীস বলে নিশ্চিত করেছেন।[৪২২] আল্লামা হাক্কী যে কোনো প্রচলিত কথাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বা "হাদীস" বলে উল্লেখ করতে কোনোরূপ কোনো দ্বিধা করেন নি। তাঁর তাফসীরের সর্বত্রই বিষয়টি পরিলক্ষিত। তিনি এ কথাটিকে বারংবার হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে উদ্ধৃত করেছেন।

আল্লামা আবু জাফর এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে বলেন: ইবনু হাজার আসকালানী ও সাখাবী বলেন, এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। মোল্লা আলী কারী বলেন, এ হলো সূফীদের কথা....।"

290– لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ.

২৯০- তুমি না হলে আমি মহাকাশসমূহ (বিশ্ব) সৃষ্টি করতাম না।

সূরা বানী ইসরাঈল (ইসরা)-এর ৮৫ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা হাক্কী বলেন:

ولا ريب أن أصل الكون كان النبي ﷺ لقوله: لولاك لما خلقت الكون

"নিঃসন্দেহে সৃষ্টিজগতের মূল ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ; এর প্রমাণ তাঁর কথা: "আপনি না হলে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতাম না।"[৪২৩]

আল্লামা হাক্কী "আপনি না হলে সৃষ্টিজগত/নভোমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না" হাদীসটি তাঁর গ্রন্থের অনেক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন।

সাগানী, ইবনু তাইমিয়া, যাহাবী, তাহির ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, শাওকানী, লাখনবী, কাওকাজী প্রমুখ মুহাদ্দিস নিশ্চিত করেছেন যে, এ হাদীসটি এ শব্দে কোনোরূপ কোনো সনদে বর্ণিত হয় নি। এটি সম্পূর্ণ সনদবিহীন ভিত্তিহীন-অস্তিত্ববিহীন একটি জাল কথা, যা হাদীস নামে প্রচারিত হয়েছে। তবে অন্য শব্দে ও বাক্যে এর কাছাকাছি অর্থ প্রকাশক কিছু হাদীস যয়ীফ বা জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এ অর্থের কাছাকাছি নিম্নের হাদীসগুরি উল্লেখ করেছেন[৪২৪]:

(১) আবূ শুজা দাইলামী (৫০৯ হি) তাঁর ফিরদাউস গ্রন্থে এবং আবূ মানসূর দাইলামী (৫৫৮ হি) তাঁর মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা আল-কুরাশীর সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদেরকে ফুদাইল ইবনু জা'ফার ইবনু সুলাইমান বলেছেন, তিনি আব্দুস সামাদ ইবনু আলী ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أتاني جبريل فقال يا محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار

"জিবরাঈল আমার নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি না হলে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না, এবং আপনি না হলে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।"

এ হাদীসটির অধিকাংশ রাবী অপরিচিত। এর মূল বর্ণনাকারী আব্দুস সামাদ ইবনু আলী ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (১৮৫ হি) আব্বাসী খলীফা মানসূরের চাচা ছিলেন এবং মক্কার গভর্ণর ছিলেন। তিনি কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্বাসী রাজত্বে আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ব্যক্তিকে দুর্বল বলা কষ্টকর হলেও মুহাদ্দিসগণ আপোস করেন নি। তাঁরা তাঁর বর্ণিত হাদীস মুনকার, অত্যন্ত দুর্বল ও অসংরক্ষিত বলে উল্লেখ করেছেন।[৪২৫] এভাবে আমরা দেখছি যে, এ হাদীসটি মুনকার বা অত্যন্ত দুর্বল।[৪২৬]

(২) হাফিয ইবনু আসাকির (৫৭১ হি) তারিখ দিমাশকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু হিব্বান মাদাইনী বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ বলেছেন, আমাদেরকে আলী ইবনুল হাসান বলেছেন, তিনি ইবরাহীম ইবনুল ইয়াসা থেকে তিনি আব্বাস দারীর থেকে তিনি খালীল ইবনু মুর্‌রা থেকে তিনি ইয়হইয়া বাসরী থেকে তিনি যাজান থেকে তিনি সালমান ফারসী থেকে, তিনি বলেন একজন বেদুঈন আমাদের কাছে আগমন করে.... একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেন, সে হাদীসের শেষে রয়েছে:

يا محمد لولاك ما خلقت الدنيا

"হে মুহাম্মাদ তুমি না হলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।"

এ সনদের রাবীগণ প্রায় সকলেই অপরিচিত এবং কয়েকজন অত্যন্ত দুর্বল। আর ইয়াহইয়া বাসরী নামক ব্যক্তি একজন সুপরিচিত মিথ্যাবাদী রাবী। এ হাদীসটি এ মিথ্যাবাদী রাবীর বর্ণিত জাল হাদীস। উপরন্তু পুরো হাদীসটির ভাষা অত্যন্ত নিম্নমানের ও বাজে কথায় ভরা, যা পাঠ করলে যে কোনো সাধারণ মুহাদ্দিসও বুঝতে পারবেন যে তা জাল। এজন্য ইবনুল জাওযী, ইমাম যাহাবী, সুয়ূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৪২৭]

এ অর্থে আরো দু-একটি যয়ীফ ও জাল হাদীস মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন ।[৪২৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অস্তিত্বহীন ও সনদবিহীন একটি বাক্য বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ "হাদীস" নামে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কোনো কোনো আলিম তা হাদীস বলে উদ্ধৃত করেছেন । আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীর বক্তব্যে আরো লক্ষণীয় যে, তিনি এ জাল হাদীসটিকে "নিশ্চিত জ্ঞান" ও "সন্দেহমুক্ত একীন"-এর ভিত্তি বানিয়েছেন । তিনি বলেছেন: "নিঃসন্দেহে সৃষ্টিজগতের মূল ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ; এর প্রমাণ... ।" আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসটি জাল এবং এ অর্থে আর যে দুতিনটি বর্ণনা রয়েছে সেগুলিও জাল অথবা অত্যন্ত দুর্বল ।

মুসলিম উম্মাহর আলিম, ফকীহ ও আকীদা বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোনো যয়ীফ হাদীস তো দূরের কথা, খাব্র ওয়াহিদ, অর্থাৎ দু-চারজন সাহাবী বা সনদের কোনো পর্যায়ে দু-চারজন রাবী বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারাও "একীন" বা সন্দেহাতীত দৃঢ়বিশ্বাস প্রমাণ করা যায় না । কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি ও মুতাওয়াতির (অনেক সাহাবী থেকে অনেক সনদে বর্ণিত) হাদীস দ্বারা "একীন" বা সন্দেহমুক্ত দৃঢ়বিশ্বাস প্রমাণিত হয় । এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** বইটি পাঠ করতে পাঠককে অনুরোধ করছি ।

আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা বলে বিশ্বাস করা বা বলাই নিষিদ্ধ ও ভয়ঙ্কর পাপ । যয়ীফ হাদীসের ক্ষেত্রে যারা কর্মের বিষয়ে এরূপ হাদীসের উপর আমল জায়েয বা বৈধ বলেছেন তাঁরা বলেছেন যে, হালাল, হারাম ও বিশ্বাসের বিষয়ে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা নিষিদ্ধ । অথচ মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন শতাব্দীর সোনালী দিনগুলির পর থেকে এবং বিশেষ করে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোনো কোনে আলিম জাল ও যয়ীফ হাদীগুলিকেই হালাল, হারাম, আকীদা, বিশ্বাস ও দীনের মূলভিত্তি বানিয়ে ফেলেছেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!!

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করে এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন । এ বিষয়ে মন্তব্যে তিনি বলেন: "ইমাম সাগানী বলেন, খুলাসা গ্রন্থে এ হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে । মোদ্দাকথা হলো, এ শব্দে এরূপ কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি । তবে অর্থের দিক থেকে কথাটি সঠিক । দাইলামী ইবনু আব্বাসের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন... ।" এরপর তিনি এ অর্থে বর্ণিত উপরের দুটি যয়ীফ বা জাল হাদীস সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন ।

আরো অনেক হাদীস আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী উল্লেখ করেছেন যেগুলিকে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে নিশ্চিত করেছেন । বস্তুত আল্লামা হাক্কীর রূহুল বায়ানে যত বেশি জাল হাদীস রয়েছে এত বেশি জাল হাদীস শীয়াদের তাফসীর গ্রন্থগুলি ছাড়া অন্য কোনো তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায় না । আল্লামা হাক্কী কর্তৃক হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত ও আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী কর্তৃক জাল বলে চিহ্নিত হাদীসগুলির বিস্তারিত আলোচনা করতেই একটি বড় গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন ।

৩. ৪. ৫. ১০. কাসিদা- ই- নু'মান

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, উপরের গ্রন্থগুলিকে আমরা লেখকের ওফাতের তারিখের ভিত্তিতে সাজিয়েছি । এতে ঐতিহাসিক ক্রম, বিবর্তন, কে আগে ও কে পরে, কার দ্বারা কে প্রভাবিত ইত্যাদি বিষয় বুঝা যায় । কিন্তু এ পুস্তকটি লেখকের মৃত্যু তারিখ ছাড়া উল্লেখ করতে হচ্ছে; কারণ এর লেখকের পরিচয়ই জানা যায় না । বস্তুত "কসিদা- ই- নুমান" বা "আল-কাসীদাহ আন-নু'মানিয়্যাহ" পুস্তিকাটি জালিয়াতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

'কাসিদা- ই- নু'মান', "আল-কাসীদাহ আন-নু'মানিয়্যাহ" বা 'আল-কাসীদাহ আল-কাফিয়্যাহ' একটি আরবী কাসীদা বা কাব্য, যা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু সাবিতের (১৫০ হি) রচিত বলে প্রচারিত । যতটুক বুঝা যায় ১২০০ হিজরীর (১৭৮০/৮৫ খৃস্টব্দের) দিকে তুরস্কে এ পুস্তকাটির কথা প্রথম শোনা যায় । এরপর তুরস্কে ও ভারতে কেউ কেউ এটি মুদ্রণ করেন এবং কেউ কেউ তুর্কি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন । এর আগে প্রায় হাজার বছর ধরে ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর জীবনীকারগণ কেউ তাঁর এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন নি । এ ছাড়া ইমাম আবূ হানীফার যুগের বা তাবিয়ীগণের যুগের কাব্য, সাহিত্য, শব্দব্যবহার ও ভাষাশৈলীর সাথে যাদের সামান্যতম পরিচয় আছে তারা অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে, এ কাসীদা কখনোই ইমাম আবূ হানীফার রচিত নয় ।

স্বভাবতই যে বা যারা এ জাল কবিতাটি রচনা করেছেন তাঁরা ইমাম আবু হানীফার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তা করেছেন । তবে সকল জালিয়াতের ন্যায় তারাও ভুল করেছেন । মর্যাদা বাড়াতে যেয়ে তাঁরা তাঁর মর্যাদাহানি করেছেন । সবচেয়ে বড় মর্যাদাহানি হলো অনেকগুলি জাল হাদীস দিয়ে কাসীদাহটি পূর্ণ করেছেন, যে জাল হাদীসগুলির কোনো অস্তিত্বই ইমাম আবূ হানীফার যুগে ও পরবর্তী কয়েক শত বৎসর যাবৎ ছিল না । কাসীদাটি প্রায় পুরোটিই জাল হাদীসে পরিপূর্ণ । এগুলির মধ্যে কয়েকটি জাল হাদীস আল্লামা আবু জাফর তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন । এখানে দুটি নমুনা উল্লেখ করছি ।

এ কাসীদার একটি চরণ নিম্নরূপ:

أَنْتَ الَّذِيْ لَوْلاَكَ مَا خُلِقَ امْرُؤٌ : كَلاَّ وَلاَ خُلِقَ الْوَرَى لَوْلاَكَ

"আপনি না হলে কোন মানুষকেই সৃষ্টি করা হত না । কখনোই না, আপনি না হলে কিছুতেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হত না ।"[৪২৯]

এখানে কাসীদার রচয়িতা হাদীস বলে কথিত ও প্রচারিত (لولاك لما خلقت الأفلاك) কথাটি উল্লেখ করেছেন । আমরা

ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কথাটি জাল কথা। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফার যুগে তো নয়-ই; হিজরী পঞ্চম শতক পর্যন্ত কোনো গ্রন্থেও এ হাদীসটি সংকলিত হয় নি। কোনো ফকীহ, মুহাদ্দিস বা কেউ এ হাদীসটি উল্লেখ করেন নি।

কাসীদাটির আরেকটি চরণ:

سَأَلْتَ رَبَّكَ فِيْ ابْنِ جَابِرٍ الَّذِيْ : قَدْ مَاتَ أَحْيَاهُ وَقَدْ أَرْضَاكَ

"আপনি প্রার্থনা করেছিলেন আপনার প্রতিপালকের কাছে জাবিরের পুত্রের বিষয়ে যে মৃত্যুবরণ করেছিল। তিনি তাকে জীবিত করেন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করেন।"[৪৩০]

এখানে কাসীদার রচয়িতা একটি জাল গল্প ও মিথ্যা ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন। এ জাল কাহিনীর সার সংক্ষেপ এই যে, জাবির ইবনু আব্দুলাহ (রা) রাসূলুলাহ ﷺ-কে দাওয়াত করেন। তিনি মেহমানদারির জন্য দুটি ছাগল জবাই করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় জবাইয়ের সময় উপস্থিত ছিল। কিছু পরে পুত্রদ্বয় ছুরি নিয়ে ঘরের ছাদে যায়। সেখানে বড়ভাই ছোটভাইকে জবাই করে। এরপর পালাতে যেয়ে ছাদ থেকে পড়ে বা জ্বলন্ত চুলার মধ্যে পড়ে সেও মারা যায়। পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুআয় উভয়ে জীবিত হয়ে যায়।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বা সীরাত-গ্রন্থকার এ গল্পটি তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গল্পটি একেবারেই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। গল্পটি প্রচলিত হওয়ার পরে মুহাদ্দিসগণ তা নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সিরীয় আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সূফী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়েদ দরবেশ হূত (১২০৯-১২৭৬ হি) বলেন:

ذكر ذلك أهل السير وهو موضوع لأن جابراً ضيف النبي يوم الخندق سنة أربع وهو إنما تزوج في تلك الأوقات أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير لأنه تزوج بعد قتل أبيه يوم أحد

"সীরাত-গ্রন্থকারগণ এ গল্পটি উল্লেখ করেছেন। এটি জাল। কারণ জাবির রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করেন খন্দক যুদ্ধের দিন চতুর্থ হিজরী সালে। আর জাবির বিবাহ করেন ঠিক এ সময়েই বা এর সামান্য পূর্বে বা সামান্য পরে। কারণ জাবির (৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে) উহুদের যুদ্ধে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর শাহাদতের পরে বিবাহ করেন।"[৪৩১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, সনদ-বিহীন ভিত্তিহীন হওয়া ছাড়াও আনুষঙ্গিক প্রমাণে ঘটনাটি জাল। বুখারী, মুসলিম অন্যান্য সকল গ্রন্থের সহীহ হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, উহুদ যুদ্ধের সময় জাবির অল্প বয়স্ক যুবক ছিলেন। বয়স কমবেশি ১৬/১৭ বৎসর। তখনো তিনি বিবাহ করেন নি। উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হন। এরপর তিনি বিবাহ করেন। তাহলে তিনি ৪/৫ হিজরী সালে বিবাহ করেন। আর খন্দকের যুদ্ধও হয়েছিল ৫ হিজরীতে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খন্দকের যুদ্ধের সময়েই জাবির রাসূলুলাহ ﷺ-কে দাওয়াত করে খাওয়ান।

এরপরও যদি তিনি দাওয়াত করে থাকেন তাহলেও ঘটনাটি অসম্ভব। কারণ, যদি বিবাহের এক বছর পরে প্রথম পুত্র ও আরেক বছর পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় এদের বয়স ছিল ৪/৫ বৎসর। ৪/৫ বৎসরের দুটি শিশু ছুরি নিয়ে ছাদে যাবে একজন আরেকজনকে ছুরি দিয়ে জবাই করবে... ইত্যাদি সবই অবান্তর কথা। সর্বাবস্থায়, যেহেতু এ ঘটনাটির কোনো সনদই নেই কাজেই এর অর্থ বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়। এক কথায় ঘটনাটি ভিত্তিহীন ও জাল।[৪৩২]

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী এ কাহিনীটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন: "হযরত জাবির (রা) এর দাওয়াতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু পুত্রকে জীবিত করেন- যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ কাহিনী লিখেছেন, কিন্তু (শাইখ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিস দেহলবী (১০৫২হি/১৬৪২খৃ) রচিত) 'মাদারিজুল নবুওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীস সম্পূর্ণ অসত্য বা ভিত্তিহীন। লেখক।"

উপসংহার:

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটিকে ঘিরে আমাদের দীর্ঘ পথযাত্রার শেষে আমরা অনুভব করছি যে, জাল হাদীসের অবিত্রতা থেকে বিমুক্ত বিশুদ্ধ সুন্নাত কেন্দ্রিক ইসলামী আকীদা, শরীয়াহ, তাযকিয়া ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় মাশাইখ ফুরফুরার অবদান অপরিসীম। আর এ গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি অমূল্য কর্ম।

এ গ্রন্থ প্রমাণ করে যে, উম্মাতের মূলধারার সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাস্সির, সূফী ও পীর-মাশাইখ জাল হাদীস প্রতিরোধে একমত। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁরা সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় জাল বলে প্রমাণিত কোনো হাদীসকে তাঁরা নিরীক্ষা ছাড়া সহীহ বলে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখান নি। তবে গবেষণা বা ইজতিহাদের ভুল বা কোনো হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা না জানার কারণে অনেক আলিমই তাদের লিখনি ও বক্তব্যে জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, তাসাউফ, তারীখ ইত্যাদি সকল বিষয়ের, সকল মাযহাব ও মতের লেখকদের ক্ষেত্রেই আমরা তা দেখতে পাই।

এক্ষেত্রে আমরা দ্বিমুখী বিভ্রান্তি দেখতে পাই:

(১) কোনো গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীসকে গ্রন্থকারের মর্যাদার অজুহাতে গ্রহণ করা বা জাল হাদীসের পক্ষে সাফাই গাওয়া।

(২) কোনো গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীসের কারণে উক্ত গ্রন্থকার, উক্ত বিষয়, গ্রন্থকারের মাযহাব বা মতকে কটাক্ষ করা বা দায়ী করা।

দুটি বিষয়ই ইসলামী মূল্যবোধ ও উম্মাতের আলিমগণের কর্মধারার সাথে সাংঘর্ষিক। উম্মাতের সকল প্রাজ্ঞ ইমাম ও আলিম একমত যে, কারো মর্যাদার অজুহাতে জাল বলে প্রমাণিত কোনো হাদীসকে নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ বলে প্রমাণ করা ছাড়া বা শুধু গ্রন্থকারের উদ্ধৃতির অজুহাতে গ্রহণ করার অর্থ জাল হাদীস প্রচারে সাহায্য করা এবং দু জালিয়াতের একজন হওয়া। পক্ষান্তরে ইজতিহাদী ভুলের জন্য কোনো আলিমকে কটাক্ষ করাও অবৈধ ও কঠিন পাপ। আলিমদের মর্যাদা ও আদব রক্ষা-সহ সনদ বিচার ও নিরীক্ষার মাধ্যমে হাদীস গ্রহণই কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণ-সহ উম্মাতের ইমামগণের কর্মধারা।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তাসাউফ ও সূফীগণকে নিয়ে। মুসলিম বিশ্বের সমকালীন অনেক গবেষক জাল হাদীসের জন্য ঢালাওভাবে সূফীদেরকে দায়ী করে বলেন ও লিখেন: (وضعته الصوفية) "সূফীগণ এগুলি জাল করেছে।"[৪৩৩] নিঃসন্দেহে তাদের এরূপ মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য ও বিভ্রান্তিকর। মুহাদ্দিসগণ, ফকীহগণ, মুফাস্সিরগণ বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে কোনো ব্যক্তির কারণে দায়ী করা যেমন অপরাধ ও অগ্রহণযোগ্য, তেমনি সূফীগণকে এ সকল হাদীসের জন্য দায়ী করাও অপরাধ ও অগ্রহণযোগ্য। নিঃসন্দেহে অনেক সূফী সরলতার কারণে এ সকল হাদীস বিশ্বাস করেছেন। সূফীগণের নামে অনেক পাপাচারী, স্বার্থপর ও ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অনেক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। তবে মুসলিম উম্মাহর প্রাজ্ঞ ও হক্কপন্থী সূফীয়ায়ে কিরাম কখনোই উম্মাতের মূলধারার মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাস্সির ও আলিমগণের মত ও পথের বাইরে কোনো মত গ্রহণ করেন নি। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থ তার বড় প্রমাণ।

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থটি আরো প্রমাণ করে যে, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও জাল হাদীস প্রতিরোধ খুব কঠিন কাজ। বাংলাদেশের অগণিত আলিম-উলামা ও পীর-বুজুর্গ ফুরফুরার পীর-মাশাইখকে অতীব ভক্তি করেন। কিন্তু জাল হাদীসের বিরুদ্ধে তাঁদের মত তাঁরা গ্রহণ করেন নি। এ গ্রন্থটি ফুরফুরার ভক্ত-খলীফাগণ পড়েও দেখেন না। মাশাইখ ফুরফুরা প্রতিষ্ঠিত কয়েক শত মাদ্রাসা ভারত ও বাংলাদেশে বিদ্যমান, সেগুলিতে হাদীস বিষয়ে অনেক উর্দু গ্রন্থ পড়ানো হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ গ্রন্থটি কোথাও পড়ানো তো দূরের কথা এর আলোচনাও করা হয় না। ফুরফুরার পীর যে সকল কথা বা হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন, উপরন্তু এগুলির প্রচারকরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, ফুরফুরার অগণিত খলীফা ও ভক্ত নিজেদের কথাবার্তায় বা লেখায় সেগুলি উল্লেখ করছেন এবং সেগুলিকেই নিজেদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাল হাদীস নির্ভর হওয়ার কারণে যে সকল পুস্তক পাঠ করতে তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলি তাঁরা মূল পাঠ্য ও দলিল হিসেবে গ্রহণ করছেন!!

এ গ্রন্থটি আরো প্রমাণ করে যে, বিশুদ্ধ তাওহীদ ও সুন্নাতের চেতনা প্রতিষ্ঠা করা ও জাল হাদীস বর্জন করা মাশাইখ ফুরফুরার মূলনীতি। বিশেষত কোনো বুজুর্গের অজুহাতে কোনো জাল হাদীস গ্রহণ বা সহীহ সুন্নাতের বিরোধিতা করার প্রবণতা রোধ করা ছিল তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবুল আনসার সিদ্দিকী ছিলেন ফুরফুরার এ ধারার অন্যতম সিপাহসালার। পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ধারায় তিনি সকল প্রকার শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে আপোসহীনভাবে সোচ্চার থেকেছেন, শিরক ও বিদআত বর্জনকে দীনের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন, তাওহীদ ও সুন্নাতের অনুসারীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্ত্বেও ভালবাসা, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি শিরক ও বিদআতের মূল উৎস জাল হাদীস প্রতিরোধে গ্রন্থ রচনায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থ রচনার পিছনেও তাঁরই প্রেরণা। মহান আল্লাহ তাঁকে, ফুরফুরার সকল মাশাইখকে, তাঁদের উস্তাদ, ছাত্র, সহচর, খলীফা ও মুহিব্বীনকে এবং উম্মাতের সকল আলিম, ইমাম ও বুজুর্গকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও উম্মাতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

মাশাইখ ফুরফুরার অবদান ও আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থ কেন্দ্রিক এ পর্যালোচনা এখানেই শেষ করছি। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা আমার করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই আমার নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের উপর। আর প্রথমে ও শেষে, সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

আলামা আবু জাফর সিদ্দিকীর 'আল-মাউযূআত' গ্রন্থটির পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে বা তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নের প্রদান করা হলো। গ্রন্থকারগণের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে গ্রন্থগুলিকে সাজানো হয়েছে। সমকালীন লেখকগণের ক্ষেত্রে প্রথমে আরবী গ্রন্থগুলি এবং এরপর বাংলা গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ক্রম অনুসরণ করা হয় নি।

১. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)

২. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৩. আবু দাউদ তায়ালিসী, সুলাইমান ইবনু দাউদ (২০৪ হি) আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
৪. শাফিয়ী, মুহাম্মদ বিন ইদরীস (২০৪হি), আল-উম্ম (বৈরুত, দারুল মারিফা, ২য়, ১৩৯৩ হি)
৫. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, মাকতাব ইসলামী, ২য়, ১৪০৩ হি)
৬. সাঈদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান (রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১ম প্র. ১৪১৪ হি)
৭. ইবনু আবী শাইবা (২৩৫ হি.), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃ.)
৮. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, কুরতুবাহ, ও মা'আরিফ, ১৯৫৮)
৯. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১০. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, আরাবী, ১ম, ১৪০৭ হি)
১১. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, কাসীর, ২য়, ১৯৮৭)
১২. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৩. বুখারী, আত-তারীখুস সাগীর (হালাব, সিরিয়া, দারুল ওয়াঈ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৭)
১৪. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস- সহীহ, (কাইরো, দারু এহইয়াইত তুরাস আল- আরাবী)
১৫. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, কিতাবুত তাময়ীয (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯০)
১৬. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৭. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৮. তিরমিযী, আবূ ইসা মুহাম্মাদ (২৭৯ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৭ খৃ.)
১৯. বাযযার, আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, উলুমল কুরআন, ১ম, ১৪০৯)
২০. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪ হি), মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল (ফাইসাল আবাদ, পাকিস্তান, হাদীস একাডেমী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪)
২১. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, মা'রিফাহ, ২য়, ১৯৯২)
২২. আবু ইয়ালা মাউসিলী (৩০৭হি), আল-মুসনাদ (দেমাশক, সাকাফাহ আরাবিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯২)
২৩. তাবারী, জামেউল বায়ান/তাফসীরে তাবারী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮)
২৪. ইবনু খুযাইমা, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, ইসলামী, ১৯৭০)
২৫. খালাল, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি) আস-সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১৪১০ হি)
২৬. দূলাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৩২০হি), আল-কুনা ওয়াল আসমা (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা. ৩.৫. http://www.shamela.ws)
২৭. হাকীম তিরমিযী (৩২০হি), নাওয়াদিরুল উসূল (কাইরো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৮৮)
২৮. আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
২৯. তাহাবী, আবূ জাফর, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি.), শরহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭)
৩০. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু আমর (৩২২হি), আদ-দুআফা আল-কাবীর (শামিলা, ৩.৫)
৩১. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৫২)
৩২. ইবনু হিব্বান, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ (৩৫৪ হি.), আল-মাজরুহীন (মক্কা মুকার্‌রামা, দারুল বায)
৩৩. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), আস-সহীহ (বৈরুত, রিসালাহ, ২য়, ১৯৯৩)
৩৪. তাবারানী, আবূল কাসেম সুলাইমান ইবনু আহমাদ (৩৬০ হি.), আল-মু'জাম আল-কাবীর (ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ)
৩৫. তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৩৬. তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৩৭. ইবনু আদী (৩৬৫ হি.), আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম ১৯৯৭ খৃ.)
৩৮. ইবনুল মুকরি', আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (৩৮১হি.), আর রুখসাতু ফী তাকবীলিল ইয়াদ, রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)
৩৯. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমার (৩৮৫ হি.) আস-সুনান (মদীনা মুনাওয়ারা, ১৯৬৬ খৃ.)
৪০. আবূ তালিব মক্কী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (৩৮৬ হি) কূতুল কুলুব (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২০০৫)
৪১. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ, আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র, ১৯৯০)
৪২. আবূ সাঈদ নাক্কাশ, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (৪১৪ হি) , ফুনূনুল আজাইব (শামিলা, ৩.৫)
৪৩. সা'লাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ নিশাপূরী (৪২৭ হি) তাফসীর সা'লাবী (শামিলা, ৩.৫)
৪৪. হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী (৪২৭হি), তারীখ জুরজান (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ৩য়, ১৯৮১)
৪৫. কূদূরী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৪২৮ হি.) আল-মুখতাসার (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)
৪৬. আবু নু'আইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫হি)
৪৭. আবু নু'আইম ইসপাহানী, মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা (রিয়াদ, কাউসার, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হি)
৪৮. আবূ নুআইন ইসপাহানী, আখবার ইসপাহান (শামিলা, ৩.৫)
৪৯. আবূ নুআইন ইসপাহানী, তারীখ ইসপাহান (শামিলা, ৩.৫)
৫০. মাওয়ারদী, আবুল হাসান আলী (৪৫০) আল-হাবী আল-কাবীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৫১. ইবনু হায্‌ম, আলী ইবনু আহমাদ (৪৫৬হি) আল-ইহকাম (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম, ১৪০৪হি)
৫২. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৪)
৫৩. বাইহাকী, ফাযাইলুল আওকাত (মাক্কা মুকার্‌রামা, মাকতাবাতুল মানারাহ, ১৪১০ হি)
৫৪. বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার (শামিলা, ৩.৫)
৫৫. বাইহাকী, শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৫৬. খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি), আল-কিফাইয়াহ (মদীনা মুনাওয়ারা, ইলমিয়্যাহ)
৫৭. খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৫৮. শীরাযী, ইবরাহীম ইবনু আলী (৪৭৬ হি) আল-মুহায্‌যাব (বৈরুত, শামিলা)
৫৯. নিযামুল মুলক হুসাইন তূসী (৪৮৫হি), সিয়াসাত নামা (কাতার, দারুস সাকাফা, ১৪০৭ হি)
৬০. সারাখসী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, মা'রিফাহ, ১৯৮৯)

৬১. আস-সাফূরী, আব্দুর রাহমান ইবনু আব্দুস সালাম (৮৯৪ হি), নুযহাতুল মাজালিস (শামিলা, ৩.৫)।
৬২. গাযালী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৬৩. ইবনুল কাইসূরানী, আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনু তাহির (৫০৭ হি), শুরুতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ হি)
৬৪. দাইলামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৬)
৬৫. যামাখশারী, মাহমুদ বিন উমর (৫৩৮ হি), আল-কাশশাফ (বৈরুত, দার আল-মারেফা)
৬৬. শাইখ আব্দুল কাদীর জীলানী (৫৬১ হি), গুনিয়াতুত্তালিবীন (আরবী, লাহোরে মুদ্রিত,তারিখ বিহীন)
৬৭. আব্দুল কাদির জীলানী, গুনিয়াতুত তালিবীন, (বঙ্গানুবাদ), ঢাকা, তাজ কোম্পানী, ২য়, ১৯৯৯৬
৬৮. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমাদ (৫৬৭ হি), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
৬৯. ইবনু আসাকির, আলী ইবনুল হাসান (৫৭১হি), তারীখ দিমাশক (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭০. কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি.), বাদাইউস সানায়ে' (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
৭১. মারগীনানী, আলী ইবনু আবী বাক্র (৫৯২ হি), হেদায়া (বৈরুত, ইহইয়ায়িত তুরাস, ১ম, ১৯৯৫)
৭২. ইবনুল জাউযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউদূআত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫হি)
৭৩. ইবনুল জাওযী, সাইদুল খাতির (শামিলা, ৩.৫)
৭৪. ফখরুদ্দীন রাযী, মুহাম্মাদ ইবনু উমার (৬০৬হি), মাফাতীহুল গাইব (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ২০০০)
৭৫. ইবনু কুদামা, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ (৬২০ হি), আল-মুগনী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম, ১৪০৫ হি)
৭৬. ইবনু কুদামা, আল-কাফী ফী ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (শামিলা, ৩.৫)
৭৭. সাগানী, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ (৬৫০ হি) আল-মাউদূ'আত (দামেশক, দারুল মামূন, ২য়, ১৯৮৫)
৭৮. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দিল কাওয়ী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪ খৃ)
৭৯. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৬৭১ হি), আল-জামি লি আহাকামিল কুরআন (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৮০. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২হি)
৮১. নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৮২. নববী, তাকরীব, তাদরীবুর রাবী-সহ ((রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)
৮৩. নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (শামিলা, ৩.৫)
৮৪. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ (৬৮১ হি), শারহু ফাতহুল কাদীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ খৃ.)
৮৫. বাইযাবী, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (৬৯১ হি) আত-তাফসীর (শামিলা, ৩.৫)
৮৬. নাসাফী, আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ (৭১০ হি), তাফসীর নাসাফী (শামিলা, ৩.৫)
৮৭. নিযামুদ্দিন আউলিয়া (৭২৫ হি), রাহাতুল মুহিব্বীন (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
৮৮. ইবনু তাইমিয়া, আহাদীসুল কুসসাস (বৈরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় প্র., ১৯৮৫)
৮৯. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'উ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)
৯০. নিযামুদ্দীন কুম্মী নিসাপূরী (৭৩০ হি), গারাইবুল কুরআন (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৬)
৯১. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি.) মীযানুল ইতিদাল (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৯২. যাহাবী, মুগনী ফীদ দুআফা' (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯৩. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩হি)
৯৪. যাহাবী, তারতীবু মাউযূআত ইবনিল জাউযী (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
৯৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মুহাম্মদ বিন আবি বকর, নাক্বদুল মানকুল (বৈরুত, ক্বাদেরী, ১ম, ১৯৯০)
৯৬. ইবনুল কাইয়িম, আল মানার আল মুনীফ (হলব, আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১ম, ১৯৭০),
৯৭. ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন (বৈরুত, আল-কিতাব আল-আরাবী, ২য়, ১৯৭৩)
৯৮. আবু হাইয়্যান, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (৭৫৪ হি), আল-বাহর আল-মুহীত (বৈরুত, দার আল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)
৯৯. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (৭৬২ হি.) নাসবুর রাইয়াহ (কাইরো, দারুল হাদীস)
১০০. ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি) আল-মিসবাহুল মুনীর (শামিলা, ৩.৫)
১০১. সুবকী, আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু আলী (৭৭১হি), তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ আল-কুবরা (শামিলা. ৩.৫)
১০২. সুবকী, আহাদীসুল ইহইয়া আলাম্‌তি লা আসলা লাহা (শামিলা ৩.৫)
১০৩. ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি.), তাফসীরু (কাইরো, দারুল হাদীস, ২য়, ১৯৯০)
১০৪. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ভারত, দেউবন্দ)
১০৫. যারাকশী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৭৯৪ হি) আল-লাআলী আল-মানসূরা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
১০৬. যারাকশী, আত-তাযকিরা ফিল আহাদীসির মুশতাহিরা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬)
১০৭. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১০৮. ইরাকী, ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মিশর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০)
১০৯. ইরাকী, তাখরীজ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, এহইয়া-সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১১০. ইরাকী, শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা (শামিলা, ৩.৫)
১১১. হাইসামী, আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭ হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, আরাবী, ৩য়, ১৯৮২)
১১২. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বাকর (৮৪০ হি), যাওয়াইদ ইবনি মাজাহ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৩)
১১৩. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), লিসানুল মীযান (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতু আল-আ'লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬)
১১৪. ইবনু হাজার, আদ দিরাইয়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদাইয়াহ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
১১৫. ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১১৬. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর (মাক্কাহ মুকাররামাহ, নিযার, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)
১১৭. ইবনু হাজার, নুখবাতুল ফিকার (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
১১৮. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি)
১১৯. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)

১২০. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র, ১৯৮৪)
১২১. ইবনু হাজার, আল-কাফি আশ-শাফ, কাশ্শাফের সাথে মুদ্রিত (বৈরুত, দার আল-মারেফা)
১২২. ইবনু হাজার, তাবয়ীনুল আজাব ফীমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব (শামিলা, ৩.৫)
১২৩. আইনী, বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনু আহমাদ (৮৫৫ হি.), আল-বিনাইয়া শারহুল হিদায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ.)
১২৪. আইনী, শারহু সুনানি আবী দাউদ (রিয়াদ, রুশদ, ১ম ১৯৯৯)
১২৫. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, সুন্নাহ, ১ম ১৯৯৫)
১২৬. সাখাবী, আল-মাকাসিদুল হাসানাহ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৭)
১২৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (৯১১ খৃ.), আন-নুকাতুল বাদী'আত (কাইরো, দারুল জানান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)
১২৮. সুয়ূতী, আল-জামি'য়ুস সাগীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১)
১২৯. সুয়ূতী, যাইলুল লাআলী (ভারত, আল-মাতবাউল আলাবী, ১৩০৩ হি)
১৩০. সুয়ূতী, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১৩১. সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)
১৩২. সুয়ূতী, আল-লাআলী আল-মাসনু'আ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
১৩৩. সুয়ূতী, আদ-দুরারুল মুনতাসিরা (শামিলা, ৩.৫)
১৩৪. সুয়ূতী, জামউল জাওয়ামি (শামিলা, ৩.৫)
১৩৫. সুয়ূতী, জামিউল আহাদীস (শামিলা, ৩.৫)
১৩৬. আবুস সু'উদ, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ (৯৫১ হি), তাফসীর (বৈরুত, ইহইয়া-আরাবী, তা.বি.)
১৩৭. ইবনু আররাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি.) তানযীহুশ শারীয়াহ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য়, ১৯৮১)
১৩৮. ইবনু নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবনু ইবরাহীম (৯৭০ হি.), আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খৃ.)
১৩৯. ইবনু হাজার হাইতামী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৭৪ হি) আল-ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়্যা আল-কুবরা (বৈরুত, দারুল ফিকর/ শামিলা ৩.৫)
১৪০. ইবনু হাজার হাইতামী, আল-ফাতাওয়া হাদীসিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৪১. মুত্তাকী হিন্দী, আলী ইবনু আব্দুল মালিক (৯৭৫ হি) কানযুল উম্মাল (শামিলা, ৩.৫)
১৪২. মুহাম্মাদ তাহের ফাতানী (৯৮৬ হি) তাযকিরাতুল মাউযূ'আত (বৈরুত, আরাবী, ২য়, ১৩৯৯ হি)
১৪৩. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৫)
১৪৪. মোল্লা আলী কারী, আল মাসনু' (হালব, আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম, ১৯৬৯)
১৪৫. মোল্লা 'আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৪)
১৪৬. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাঊফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর (মিশর, তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি)
১৪৭. মুনাবী, আল-ফাতহুস সামাবী বিতাখরিজী আহাদীসিল বাইযাবী (রিয়াদ, দারুল আসিমা)
১৪৮. মুজাদ্দিদ আলফ সানী (১০৪৩ হি), মাকতুবাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০হি)
১৪৯. মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী, মাকতুবাত শরীফ, জিলদে দুওম, বঙ্গানুবাদ এ.টি. খলীল আহমদ, (ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১৫০. হালাবী, আলী ইবনু বুরহান উদ্দীন (১০৪৪ হি), সীরাহ হালাবিয়্যাহ (বৈরুত, মারিফাহ, ১৪০০ হি)
১৫১. আব্দুল হক্ক দেহলবী (১০৫২ হি), মুকাদ্দিমা ফী উসূলিল হাদীস (বৈরুত, বাশাইর, ২য়, ১৯৮৬)
১৫২. মুল্লা চলপী হাজী খালীফা, মুসতাফা ইবনু আব্দুল্লাহ (১০৬৭ হি), কাশফুয যুনূন (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ ১৯৯২)
১৫৩. ইসমাঈল হাক্কী ইসলামবুলী (১১২৭ হি), রূহুল বায়ান (বৈরুদ, তুরাস-আরাবী-শামিলা, ৩.৫)
১৫৪. যারকানী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম (১১২২ হি), মানাহিলুল ইরফান (মিসর, বাবী হালাবী, ৩য়)
১৫৫. যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ আল-হাসানাহ (বৈরুত, ইসলামী, ৩য়, ১৯৮৩)
১৫৬. আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা (বৈরুত, রিসালাহ, ৪র্থ, ১৪০৫ হি)
১৫৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু ইহয়ায়িল উলূম, ২য় প্রকাশ ১৯৯২)
১৫৮. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন, বঙ্গানুবাদ মুহম্মদ আব্দুলাহ (ঢাকা, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯)
১৫৯. শাহ ওয়ালি উলাহ, আল-ফাওযুল কাবীর (বৈরুত, বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য়, ১৯৮৭)
১৬০. শাহ ইসমাঈল শহীদ (১২৪৬হি.), সেরাতে মুসতাকীম (দেউবন্দ, আরশদ বুক ডিপো)
১৬১. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫০ হি.), আল-ফাওয়াইদুল মাজমু'আহ (মক্কাহ মুকাররামাহ, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা আল-বায)
১৬২. শাওকানী, নাইলুল আউতার, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
১৬৩. আলুসী, সাইয়্যেদ মাহমুদ (১২৭০ হি), রূহুল মা'আনী (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৪)
১৬৪. দরবেশ হূত, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ (১২৭৬ হি), আসনাল মাতালিব (হালাব, আল-আদাবিয়্যাহ)
১৬৫. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২৮৯ হি), কিতাবে এছতেকামাত (ঢাকা, কারামতিয়া)
১৬৬. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসারুল মারফূয়া (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৪)
১৬৭. আব্দুল হাই লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর (ভারত, লাখনৌ, মাতবাআতুল ইউসূফী, ১ম প্রকাশ)
১৬৮. আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আজইবাতুল ফাযিলা (হালাব, ইসলামিয়্যাহ, ২য়, ৯৯৮৪)
১৬৯. আব্দুল হাই লাখনবী, আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল (বৈরুত, বাশাইর ইসলামিয়া, ১৯৮৭)
১৭০. কাওকাজী, মুহাম্মাদ ইবনু খালীল (১৩০৫ হি), আল-লুলু আল-মারসূ (বৈরুত, বাশাইর, ১৪১৫হি)
১৭১. কাত্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার (১৩৪৫ হি), আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফা (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৬)
১৭২. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
১৭৩. শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি)
১৭৪. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহ জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, মাকতাব-ইসলামী, ৩য়, ১৯৮৮)
১৭৫. আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯০)
১৭৬. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম প্র, ১৯৭৯)
১৭৭. আলবানী, মাকালাতুল আলবানী (রিয়াদ, দারু আতলাস, ২য় মুদ্রণ, ২০০১)
১৭৮. আলবানী, সাহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)

১৭৯. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)
১৮০. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৮)
১৮১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২-২০০১)
১৮২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ)
১৮৩. আলবানী, দিফা আনিল হাদীস (শামিলা, ৩.৫)
১৮৪. আলবানী, তামামুল মিন্নাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য়, ১৪০৯হি)
১৮৫. উমার রিযা কাহ্হালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন (শামিলা, ৩.৫)
১৮৬. ড. ফালাতা, উমার ইবনু হাসান, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস (বৈরুত, মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১)
১৮৭. মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, আল-ইসরাঈলিয়্যাত (কাইরো, সুন্নাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৮ হি)
১৮৮. ড. খালদূন আল-আহদাব, যাওয়াইদ তারীখ বাগদাদ (দেমাশক, দারুল কলম, ১ম, ১৯৯৬)
১৮৯. সাইয়েদ আব্দুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল-মুসাভী, আল-মুরাজাআত, বঙ্গানুবাদ (ঢাকা, এস. এম. নাসিম রেজা, ১ম ২০০৫)
১৯০. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৯১. ড. ইবরাহীম জুমআ, আল-আতলাস আত-তারীখী (রিয়াদ, দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয)
১৯২. ড. যাহাবী, মুহাম্মাদ হুসাইন, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন (শামিলা, ৩.৫)
১৯৩. ড. মান্না কাত্তান, মাবাহিসু ফী উলূমির কুরআন (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৩য়, ২০০০)
১৯৪. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আরবাউ রাসাইল ফী উলূমিল হাদীস (হালাব, সিরিয়া, মাকতাবুল মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১৯৫. আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল খালিক ইউসুফ, আল-ফিকরুস সূফী (শামিলা, ৩.৫)
১৯৬. শাইখ আরকানী, সালিহ আহমদ মুহাম্মদ ইদরীস, তুহফাতুল মাজালিস (শামিলা, ৩.৫)
১৯৭. আবুল ফাইদ মাক্কী, মুহাম্মাদ ইয়াসীন, আল-উজালা ফিল আহাদীসিল মুসালসালা (শামিলা, ৩.৫)
১৯৮. আলী নায়েফ শাহূদ, মাউসূআতুল বুহূস ওয়াল মাকালাত (শামিলা, ৩.৫)
১৯৯. আব্দুল হাই কাত্তানী, ফিহরিসুল ফাহারিস (বৈরুত, দারুল গারব, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২, শামিলা)
২০০. আবু ইসহাক আল হুয়াইনী, জুন্নাতুল মুরতাব (বৈরুত, আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
২০১. মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৩৬৪ হি), বাচামারার বাহাছ (বশিরহাট, ভারত, প্রকাশক: শরফুল আমিন, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ বাং)
২০২. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৬ বাং)
২০৩. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, কালনা জাবারিপাড়ার বাহাছ (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৬ বাং)
২০৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মাইজভাণ্ডারের বাহাছ (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৬ বাং)
২০৫. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, কারামতে আহমদিয়া (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৬ বাং)
২০৬. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এজহারোল হক (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৭ বাং)
২০৭. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, সিরাজগঞ্জের বাহাছ (বশিরহাট, নুরুল আমিন, ৩য়, ১৩৯৬ বাং)
২০৮. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলান আবুবকর সিদ্দিকী (রহ)-এর বিস্তারিত জীবনী (ঢাকা, ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, তারিখ বিহীন)
২০৯. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, আওলীয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমতঃ বঙ্গানুবাদ (চট্টগ্রাম, মুহাম্মদী কুতুবখানা)
২১০. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, শানে হাবীবুর রহমানঃ বঙ্গানুবাদ, (চট্টগ্রাম, ছিরাতুল মুসতাকীম প্রকাশনী, মোহাম্মাদীয়া কুতুবখানা)
২১১. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, সালতানাতে মুস্তাফাঃ বঙ্গানুবাদ (চট্টগ্রাম, মোহাম্মদী কুতুবখানা)
২১২. মুফতী আহমদ ইয়ার খান, জা'আল হকঃ বঙ্গানুবাদ (চট্টগ্রাম, মোহাম্মাদী কুতুবখানা)
২১৩. মুফতী ইয়ার খান, দিওয়ানে সালেক (চট্টগ্রাম, মুহাম্মাদী কুতুবখানা)
২১৪. আব্দুস ছাত্তার, ইমামুল মুসলিমীন হযরত মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহ) পীর কেবলার জীবন-চরিত, ঢাকা, আব্দুল্লাহ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ৩য় প্রকাশ, ২০০৩ খৃ)
২১৫. আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবুবকর সিদ্দিকী (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
২১৬. আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী, তালিমে তরীকত ও বাতেনী শিক্ষা (ফুরফুরা শরীফ, হিদায়াতুল মুসলেমীন লাইব্রেরী, তা. বি)
২১৭. আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী, সম্পাদক, ফুরফুরার হজরতঃ ফুরফুরার পীর হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (র), (ফুরফুরা শরীফ, হেদায়াতুল মুসলেমীন লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৩);
২১৮. সৈয়দ মো. বাহাউদ্দিন আলী ও সেখ মো. মহিউদ্দিন, ফুরফুরার পীর হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহ), (ফুরফুরা শরীফ, হেদায়াতুল মুসলেমীন লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০);
২১৯. সৈয়দ মো. বাহাউদ্দিন ও সৈয়দ মো. রওশনজমির; হজরত ন হুজুর পীর কেবলা (র); ফুরফুরা শরীফ, পীরজাদা জবিউল্লাহ সিদ্দিকী, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯
২২০. সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী, তোহফাতুল আখইয়ার, ৩য় প্রকাশ, ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম
২২১. সৈয়দ দেলাওর হোসাইন, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, নবম প্রকাশ, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম
২২২. সৈয়দ আশরাফ হোসেন; হজরত ন' হুজুর পীর কেবলার (র) জীবন-চরিত, কলকাতা, সৈয়দা নোজায়রা নাসের; ৩য় সংস্করণ ১৩৯২ বাংলা;
২২৩. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ; ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার (মেজলা হুযুর) জীবন-চরিত (ফুরফুরা শরীফ, মৌলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১৪ বাংলা)
২২৪. আব্দুল্লাহ মামনু আরিফ আল মান্নান; ফুরফুরার ইতিহাস; ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, তা. বি.
২২৫. মাওলানা মো. সিরাজুল ইসলাম ও মাওলানা মো. রুহুল কুদ্দুস, ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী (রহ)-এর জীবন ও বাণী (কলকাতা, পীরজাদা মাওলানা মো. আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী সাহেব, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩)
২২৬. মুবারক আলী রহমানী; ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত; কলিকাতা, নাসারীয়া প্রকাশনী ট্রাস্ট, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪
২২৭. মুহাম্মদ রশীদুল ইসলাম; ফুরফুরা শরীফের পীর কিবলার (মেজলা হুজুর) জীবন-চরিত; চব্বিশ পরগনা, আবুল ফজর মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯২ বাংলা;
২২৮. কসিদা- ই- নু'মান (গাউসুল আ'যম ও আ'লা হজরত (রা) রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ খৃ), পৃ. ০৬৮ ও ১১৩-১১৪ ।
২২৯. কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, ওপেন সিক্রেট (ফুরফুরা শরীফের পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকীর জীবনের কিছু জানা, কিকছু অজানা ঘটনা ও বাণীর দুর্লভ সংকলন); ঢাকা, ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
২৩০. কুরআন হাদীছ রিসার্চ সেন্টার, হাক্বীক্বাতে খলিফাতুল্লাহঃ ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আব্দুল হাই সিদ্দিকী (রহ) (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, তা. বি.)
২৩১. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান, মুহাম্মদী কুতুবখানা, চট্টগ্রাম ।
২৩২. দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগিশ, হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকীর জীবনী ও বক্তৃতা (১৯৭৭) ।
২৩৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০২) ।
২৩৪. সিরাজুল হক নিজামপুরী, মীলাদ, কেয়াম, জশনে জলুস, ১ম প্রকাশ, ঢাকা ।

২৩৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ
২৩৬. গোলাম আহমদ মোর্তাজা, ইতিহাসের ইতিহাস (বর্ধমান, ভারত, বিশ্ব-বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৭৮)
২৩৭. গোলাম আহমদ মোর্তাজা; চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমান, ভারত, বিশ্ব-বঙ্গীয় প্রকাশন, ৮ম, ২০০০)
২৩৮. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ২০০৭)
২৩৯. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ, ৫ম, ২০০৭)
২৪০. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ, ৫ম, ২০০৯)
২৪১. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ, ৩য়, ২০০৮)
২৪২. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ, ১ম, ২০০৭)
২৪৩. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ, ২য়, ২০০৯)
২৪৪. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ, ২য়, ২০০৯)
২৪৫. এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলাপিডিয়া, সিডি ভার্শন ২.০.০
২৪৬. বাংলা বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি
২৪৭. মাসিক নেদায়ে ইসলাম, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫০ বাংলা, ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৬৮ বাং ৬৫ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, মে ২০০৬
২৪৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ ।